মা'আরিফুল হাদীস

পঞ্চম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র)

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

মওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী লিখিত
ভূমিকা

খাতাবুন নাবিয়ীন (সা)-এর নবী সুলভ মু'জিযা জাতীয় অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১. আব্দ ও মা'বুদ তথা বান্দা ও তার উপাস্যের সম্পর্কের সঠিক রূপায়ন ও বিন্যাস।

২. আব্দ ও মা'বূদের সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণ ও তার স্থায়িত্ব বিধান।

আব্দ ও মা'বূদের সম্পর্কের সঠিক রূপায়ন ও তার সুবিন্যস্তকরণের মানে হচ্ছে বান্দা ও খোদা, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং আব্দ ও মা'বূদ তথা বান্দা ও তার উপাস্যের মধ্যকার সম্পর্ক ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। সে সম্পর্কটি বিকৃতি, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা, জাহেলিয়াত, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, মনগড়া ও কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা এবং শঠতা ও ইবলীসী চালচক্রের শিকার হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাত তথা তার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতার জয়জয়কার ছিল অথবা তাঁর অত্যন্ত অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত পরিচিতি কোন কোন জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্র গুণাবলীতে তাঁর অনেক সৃষ্টিকেও শরীক সাব্যস্ত করা হয়েছিল। একদিকে মাখলূক বা সৃষ্ট বস্তুসমূহের অনেক বৈশিষ্ট্য ও অপূর্ণতার সাথে তাঁকে সম্পৃক্ত করে নেয়া হয়েছিল; অপরদিকে তাঁর অনেক বিশেষ গুণ এবং উপাস্য সুলভ বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা তার সৃষ্টির প্রতিও আরোপ করা হয়েছিল। জাহেলিয়তের অধিকাংশ বিভ্রান্তি, ব্যাধি, বঞ্চনা এবং আল্লাহকে না চেনার উৎস ছিল এ দুর্বলতাটুকুই। আর এরই ফলশ্রুতিরূপে প্রকাশ্য মূর্তিপূজা এবং সুস্পষ্ট শির্কের উদ্ভব হয়। তারপর যেখানে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শিক্ষার নিভু নিভু আলোর কিছুটাও অবশিষ্ট ছিল, সে আলোর কল্যাণে বিশুদ্ধ মা'রিফত এবং তাওহীদের জ্যোতির বদৌলতে আব্দ ও মা'বূদের সম্পর্কের ভিত্তিটা মওজুদ ছিল, সেখানে সে সম্পর্কের বিশুদ্ধ রূপ এবং তার সুবিন্যস্তকরণ ও সংহতকরণের কোন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। নবুওয়াতে মুহাম্মদীর মু'জিযা পর্যায়ের নবীসুলভ সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, বিশ্ব তার মাধ্যমে সহীহ্ মা'রিফত লাভ করেছে এবং তাওহীদ বা একত্বের আকীদা-বিশ্বাসের সাহায্যে এ নবুওয়াতে মুহাম্মদীই এ সম্পর্কের যথার্থতা বিধান বা শুদ্ধিসাধন করেছে। সমস্ত আবিলতা-কলুষতা থেকে তাকে মুক্ত করেছে। তার পরতে পরতে যেসব পর্দা বা আবরণ পড়ে গিয়েছিল, সে সবকে বিদীর্ণ করেছে। জাহেলিয়তের মুশরিকানা পৌত্তলিকতাসুলভ ধ্যান-ধারণার মূলোচ্ছেদ করেছে। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার পবিত্রতাকে এমন সার্থকভাবে পেশ করেছে যে, তার উপরে আর কোন স্তর নেই। এ সবের ফলশ্রুতিতে তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস এমনি স্বচ্ছ-নির্মলভাবে ফুটে উঠেছে যে, اَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ এর গুরু নিনাদে পর্বত-প্রান্তর এমনিভাবে প্রকম্পিত হয়েছে যে, চরম ও শাস্বত বঞ্চনা এবং অস্বীকৃতি ও দাম্ভিকতা ছাড়া কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির কোন সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট রইলো না ঃ

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

(যাতে করে ধ্বংসমুখী দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরই ধ্বংস হয় আর যে বেঁচে যায় সে যেন দলীল-প্রমাণের আলোকেই বেঁচে থাকে।) এটাই ছিল আব্দ ও মা'বূদের সম্পর্কের সঠিক রূপদান বা বিশুদ্ধিকরণ। তারপর ঈমানে মুফাস্সল, আকাঈদ, ইবাদতসমূহ, ফরযসমূহ, আদেশ ও নিষেধসমূহ, আখলাক ও মুআমেলাত- যেগুলোর সমষ্টিগত নাম হচ্ছে শরী'আত-এ সবের সাহায্যে এ সম্পর্ককে সংহত করা হয়। এটাই হচ্ছে সে সম্পর্কের সুবিন্যস্তকরণ।

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ আবদ ও মা'বূদের সম্পর্কের দৃঢ়ীকরণ ও স্থায়িত্ব বিধানের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এ সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল, নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাশে, নির্জীব, বরং এক আবছা ছায়ায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল; যাতে না ছিল বিশ্বাসের শক্তি, না ছিল অনুরাগের উষ্ণতা, না ছিল আবদ ও মা'বূদের কানাকানি, মাখামাখি, না ছিল প্রেমিক মনের দাহন। না ছিল নিজের দৈন্য ও অক্ষমতা-অপরাগতার অনুভূতি, না ছিল আল্লাহ্র বদান্যতা গুণ, তার মহা কুদরত এবং গায়েব ভাণ্ডারের ব্যাপ্তির জ্ঞান, একেকটি গোটা জাতি ও দেশে কেবল বিশেষ বিশেষ পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে কালেভদ্রে অথবা কঠিন বিপদ-আপদ ও সঙ্কটকালেই কেবল আল্লাহকে স্মরণ করার এবং তার কাছে ত্রাণ ভিক্ষার প্রথাটা রয়ে গিয়েছিল। ধর্মের সাথে যে সব জাতির সম্পর্ক ছিল, তাদের মধ্যেও অহরহ আল্লাহকে স্মরণ করার বা তাঁকে সর্বত্র হাযির-নাযির জ্ঞান করার মত বা তাঁর সাথে এমন প্রাণবন্ত সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি, যাদের সে সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা তাকে সত্যিকারের ত্রাণকর্তা, সাহায্যকারী এবং ফরিয়াদ শ্রবণকারী বলে জ্ঞান করতেন বা তার পূর্ণ শক্তিমত্তা ও মহা কুদরতের প্রতি ভরসা করতেন, তাদের সংখ্যা ছিল একান্তই অল্প। তাদের খুব কম সংখ্যক লোকই স্রষ্টার প্রীতি ও বাৎসল্যের প্রতি ততটুকু নির্ভর করতে পারতো বা তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে গর্ববোধ করতে পারতো, যতটুকু নির্ভর ও গর্ব করতে পারে কোন শিশু তার স্নেহময়ী মায়ের স্নেহ-মমতার প্রতি অথবা কোন গোলাম তার মুনিবের দয়া-দাক্ষিণ্য ও আনুকল্যের প্রতি। নবুওয়াতে মুহাম্মদীর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, এই নবুওয়াত এহেন সম্পর্কের ধারণাকে মূর্তিমান বাস্তবের রূপ দিয়েছে, রূপ দিয়েছে

ছায়াকে কায়ার, রসমকে হাকীকতের। গোটা জীবনে দু'চারবার বা ছ'মাসে ন'মাসে দু'একবার যে আমল বা কাজটি কচিৎ হতো, তাকেই এই নবুওয়াতে মুহাম্মদী সকাল-সন্ধ্যার ব্রতে এবং অহোরাত্রের অভ্যাসে পরিণত করে ছেড়েছে। বরং তাকে মু'মিনের জন্যে বায়ু ও পানির ন্যায়-অপরিহার্য করে দিয়েছে-যার বিহনে জীবন ধারণ অসম্ভব। ফলে যাদের অবস্থা ছিল,

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

তাদেরই অবস্থা দাঁড়ালো এই যে—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

যারা আল্লাহ্র নাম জপ করে দণ্ডায়মান অবস্থায় উপবিষ্ট অবস্থায় এবং তাদের পার্শ্বদেশের উপর শায়িত অবস্থায়।

যারা কেবল কঠিন সঙ্কটকালে আল্লাহকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত ছিল- যার বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআনের এ আয়াতে-

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

যখন পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালা তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে তখন তারা আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাকে। (৩১ ঃ ৩২)

তাদেরই অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا

"রাতের বেলায়ও তাদের পার্শ্বদেশসমূহ শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তারা তাদের প্রতিপালককে ভীতি ও আশার সাথে ডাকতে থাকে।"

যাদের জন্যে আল্লাহকে স্মরণ করা ছিল একটা কঠিন চেষ্টা-সাধনা ও অভ্যাস বিরোধী কাজ এবং এ কাজের সময় তাদের যে অবস্থা হতো, তাকে আল-কুরআন চিহ্নিত করেছে এরূপ অলঙ্কারময় ভাষায়- كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ

তারা যেন আসমানে আরোহণ করছে!

ঐ ব্যক্তিগুলোর পক্ষেই আল্লাহকে বিস্মৃত হয়ে থাকা তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল থাকাটা হয়ে দাঁড়ালো এক সুকঠিন কাজ এবং অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি। যারা একদা যিক্র ও ইবাদতের পরিবেশে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ পাখির মত ছটফট করতো, তাদেরকেই যিক্র ও ইবাদত থেকে বিরত রাখলে বা তার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করলে ডাঙ্গার মাছের মতো অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো।

আবদ ও মা'বূদের মধ্যকার এ সম্পর্ক সুদৃঢ়, সুসংহত ও চিরস্থায়ী করার জন্যে শরীয়তে মুহাম্মদী এবং তা'লিমাতে নববী যে মাধ্যম অবলম্বন করে, তা হচ্ছে যিক্র ও দু'আ। রাসূলুল্লাহ (সা) যিক্রের জন্যে যে তাগিদ দিয়েছেন, তার যে মাহাত্ম্য ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন, তার যে হিকমত বর্ণনা ও রহস্য উন্মোচন করেছেন[১] তারপর যিক্র কেবল একটি কর্তব্য কর্ম ও রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা জীবনের এক মৌলিক প্রয়োজন এবং মানব প্রকৃতির এক বৈশিষ্ট্যে, আত্মার খোরাক এবং অন্তরের ঔষধে পরিণত হয়ে যায়। তারপর তজ্জন্য খোদায়ী ইলহামের দ্বারা যে সেব স্থান, কাল হেতু ও শব্দাবলী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সেগুলো তাওহীদের পূর্ণতা বিধানকারী আব্দিয়তের দেহে প্রাণ সঞ্চারকারী, অন্তরকে আলোতে, জীবনকে শান্তি ও সুষমাতে, পরিবেশ-পরিমণ্ডলকে বরকত ও আলোকমালায় পরিপূর্ণকারী।[২] তারপর এগুলো এত ব্যাপক যে, গোটা জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে দিবা-রাত্রির সকল সময়ে পরিব্যাপ্ত যে, যদি তা একটু গুরুত্ব সহকারে পালন করা যায় তাহলে গোটা জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ যিক্র প্রবাহে পরিণত হয়ে যায়। এমন কোন সময়, এমন কোন কাজ এমন কোন অবস্থা নেই, যখন এ যিক্রের সঙ্গ-সাহচর্য থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন থাকা চলে।[৩]

এমন সব বস্তু বা কাজ, যাতে আল্লাহ তা'আলাকে হাযির-নাযির জ্ঞান করা হয়ে থাকে এবং এমন সব কাজ, যা গাফলতি মুক্ত হয়ে করা হয়ে থাকে, তাই যিক্র পদবাচ্য হলেও যার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ও সর্বোত্তম নমুনা হচ্ছে দু'আ- নবুওয়াতে মুহাম্মদী দু'আকে দ্বীনের এক স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত করেছে। নানা জাতি নানা ধর্ম এবং বিভিন্ন নবী-রাসূল ও আধ্যাত্মিকতার বিস্তৃত পরিসর ইতিহাসকে সম্মুখে রেখে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, নবুওয়াতে মুহাম্মদী দু'আ বিভাগের যে পূর্ণতা বিধান ও তাতে নব জীবনের সঞ্চার করেছে, তাতে যে সুষমা, যে মোহনীয়তা, যে শক্তি ও বেগ সঞ্চার করেছে, তার কোন নজীর যেমন পূর্বেও ছিল না, তেমনি তার পরেও নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে নবুওয়াতে মুহাম্মদী অন্য আরো কয়েকটি ব্যাপারে যেমন চরম উৎকর্ষ বিধান করে সে সব ব্যাপারে শেষ শীলমোহরটি মেরে দিয়েছে, তেমনটি দু'আর ব্যাপারেও হয়েছে। এ বিভাগটিও খতমে নবুওতের বা তাঁর খাতিমুন নাবিয়্যীন হওয়ায় একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-তার জন্যে আমাদের জান-প্রাণ-আত্মা উৎসর্গ হোক- বঞ্চিত ও আবরণে আড়ালগ্রস্ত মানবতাকে পুনর্বার দু'আর নিয়ামত দান করেছেন এবং

---

১. এ জন্য মূল উর্দু কিতাবের ১৭-৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২. দেখুন মূল উর্দু কিতাবের ৪১-৬৭ পৃষ্ঠা।
৩. দেখুন মূল কিতাবের ৭৭-২৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

বান্দাদেরকে তাদের খোদার সাথে আলাপচারিতার গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন। বন্দেগীর বরং জিন্দেগীর স্বাদ ও গৌরব দান করেছেন। বঞ্চিত মানবতা পুনরায় দরবারে উপস্থিত হওয়ায় অনুমতি পেলো। আদমের পলাতক সন্তান আবার স্রষ্টা ও মনিবের আস্তানার দিকে এ উক্তি করতে করতে ফিরে আসলো ঃ

بنده آمد بر درت بگر یخته
آبروئے خود به عصیاں ریخته

কেঁদে কেঁদে বান্দা তব হাযির যে দ্বারেতে তোমার
পাপে-তাপে নষ্ট করে সম্মান সে নিজে আপনার।[১]

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর কৃত সংস্কার কর্ম ও পূর্ণতা বিধানকারী কর্মের এখানেই শেষ নয়, তিনি আমাদেরকে দু'আ করাও শিখিয়েছেন। তিনি মানবজাতির রত্নভাণ্ডার আর বিশ্ব সাহিত্যকে দু'আর সে সব মণি-মাণিক্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, যার উজ্জ্বলতার নজীর আসমানী কিতাবসমূহের পর আর কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর মনিবের দরবারে সেই শব্দমালা যোগে ফরিয়াদ করেছেন, যার চাইতে প্রাঞ্জল। মর্মস্পর্শী এবং যথাযথ শব্দমালা মানুষ রচনা করতে পারে না। এ দু'আগুলোই স্বতন্ত্র মু'জিযা এবং নবুওয়াতের সত্যতর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ শব্দমালাই একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো কোন প্রেরিত পুরুষেরই মুখনিঃসৃত। এগুলোতে নবুওয়াতের নূর ও পয়গম্বরের প্রত্যয় দেদীপ্যমান। আব্‌দে কামিল তথা খাটি বান্দার নিয়ায (আকুতি) মহবুবে রাব্বুল আলামীনের প্রত্যয় ও নায্ (প্রেমের ভঙ্গিমা) নবুওয়াতী স্বভাব-চরিত্রের সরলতা ও নিষ্কলংকতা দরদপূর্ণ দেল ও উৎসর্গিত অন্তরের অকৃত্রিমতা, গরজী ও রিক্ত মনের অধীরতা, আবার মহামহিম প্রভুর দরবারের সম্ভ্রম সম্পর্কে সচেতনতাও বিদ্যমান। আহত-ব্যথিত মনের ব্যথা ও যন্ত্রণা আবার সাথে সাথে উপশমকারী অগতির গতির পক্ষ থেকে সান্ত্বনার দৃঢ় প্রত্যয় ও সে চেতনাজনিত আনন্দও তাতে রয়েছে। সাথে সাথে রয়েছে এ সত্যের ঘোষণা ঃ

درد با دادی ودر مانی ینوز

দিয়েছ তুমিই প্রাণে যত ব্যথা
উপশমও তুমি করিবে কো তা
(তুমি ছাড়া আর আছেই বা কে
এই অগতির গতি ?
হে মহামহিম জগতের পতি!)

১. উপরোক্ত রচনাংশ ভূমিকা লেখকের 'সীরতে মুহাম্মদী দু'আয়োঁকে আয়েনে মেঁ' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে নেয়া।

তারপর মানবতার নবী দু'আয় মানবীয় প্রয়োজনাদিরও এমন পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষ সর্বযুগে সর্বস্থানে এসব দু'আর মধ্যে নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি, নিজের অবস্থার প্রতিনিধি এবং নিজের স্বস্তির অবলম্বন খুঁজে পাবে। এসব দু'আয় তারা এমন সব প্রয়োজনের কথা খুঁজে পাবে, যেগুলোর দিকে সহজে সকলের খেয়াল যাওয়া মুশকিল।[১]

এসব সত্যই মা'আরিফুল হাদীসের ৫ম খণ্ডের ভূমিকা লেখার সৌভাগ্য আমার হচ্ছে- তাতে অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে সহজবোধ্য করে অত্যন্ত সহজ-সরল ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এর ভিত্তি হাদীসের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য রত্নভাণ্ডার। যতদূর সম্ভব হাদীসের সহীহ কিতাবসমূহ এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ, ভাষ্য, পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কিরামের তাহরীক-গবেষণা এবং নিজের দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঙ্কলক এ কিতাবখানা সঙ্কলন করেছেন। এ কেবল সহীহ হাদীসসমূহের একখানা প্রয়োজনীয় তরজমা ও টিকাটিপ্পনীই নয়, বরং এমন একজন আলেমের হাদীসজ্ঞান, তার চিন্তা-গবেষণা এবং প্রজ্ঞার ফসল, যিনি হাদীসশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য অথরিটি স্থানীয় উস্তাদদের কাছে (যাঁদের মধ্যে শেষ যুগের শ্রেষ্ঠস্থানীয় মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর নাম সবার শীর্ষে রয়েছে) অত্যন্ত শ্রম ও মনোনিবেশ সহকারে হাদীস শিক্ষা করে তারপর বছরের পর বছর তা বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষা দিয়েছেন, হাদীসের ভাষ্যকারগণের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ থেকে ও তাদের মূল্যবান গবেষণা থেকে উপকৃত হয়েছেন, শিক্ষা সমাপনের পর সংস্কার সংশোধন এবং পুস্তকাদি রচনাও সঙ্কলনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং এভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর দেল দেমাগ, মন-মানসিকতা ও তাদের বোধ ও প্রয়োজন সম্পর্কে চুলচেরা জানবার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ (লোকের সাথে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুপাতে কথা বল) এই উপদেশ ও হিদায়াত এবং তাঁর উপর আমল করার তাওফীক হয়েছে।

তারপর রুচিগত দিক থেকে এ খণ্ডের প্রতিপাদ্য যিক্‌র ও দু'আর সাথে আল্লাহ তা'আলা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে এমনি একাত্মতা ও সুসম্পর্ক দান করেছেন যে, তার ফলশ্রুতিতে এ কেবল গ্রন্থকারের জ্ঞান ও চিন্তার ফসল হয়েই থাকেনি, বরং এটা তার মজ্জাগত ও স্বভাবজাত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে, যা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ দান— তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে লেখনী ধারণের যোগ্যপাত্র। কোনরূপ স্তুতিবাদ ও তোষামোদ না করেই নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এ ব্যাপারে তার প্রচেষ্টা অত্যন্ত সার্থক হয়েছে। ফলে এ বিষয়ে উর্দু ভাষার এমনি

১. এ অংশটি ভূমিকা লেখকের 'সীরতে মুহাম্মদী দু'আয়োঁকে আয়েনে মে' পুস্তিকা থেকে নেয়া।

একখানা ব্যাপক, উপাদেয়, মনোজ্ঞ এবং কার্যকর কিতাব প্রস্তুত হয়ে গেছে, যা হাজার হাজার পৃষ্ঠার বিশাল কলেবর কিতাবসমূহের সারনির্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা মাওলানাকে যেরূপ সিদ্ধান্তকর ও মাপাজোঁকা কথা বলার যোগ্যতা দান করেছেন, তা তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ, এগুলোর হিকমত ও রহস্যাদি এবং সালাত ও সালাম তথা দরূদ শরীফ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তা এ কিতাবের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরূদ ও সালামের হিকমত সম্পর্কে এ কিতাবে লিখিত বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলো অনেক অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী রচনার তুলনায় অগ্রগণ্য।[১] এ প্রসঙ্গে ال। তথা আহলে বায়ত প্রসঙ্গে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য তিনি রেখেছেন-যাতে সবদিক রক্ষা পেয়েছে।[২]

এ কিতাবখানার একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে এই যে, এতে হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর তাহকীক-গবেষণাকে সিদ্ধান্তকর বক্তব্যরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-কে আল্লাহ তা'আলা সংস্কার সাধন এবং ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে যে উচ্চ আসন দান করেছিলেন, দ্বীনের হিকমত ও হাদীস জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞার অধিকারী করেছিলেন এবং তার তাহকীক-গবেষণার মধ্যে যুগজিজ্ঞাসার যে সুষ্ঠু জবাব রয়েছে তা কোন জ্ঞানী-গুণী ও সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরই অজানা নেই। এর ফলে কিতাবখানির উপাদেয়তা ও নির্ভরযোগ্যতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শাহ্ সাহেব ছাড়াও তিনি হাফিয ইব্ন কাইয়েম (র) শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া এবং হাফিয ইব্ন হজর আসকালানী (র) বিশেষত তাঁর অনুপম গ্রন্থ 'ফাৎহুল বারী' থেকে পুরাপুরী সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে এ কিতাবখানা ঐসব পাঠকদেরকে পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণ এবং উম্মতের মুহাক্কিক-তত্ত্বজ্ঞানী আলিমগণের গবেষণা কর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সাথে পরিচিত করছে, যাদের অধ্যয়ন উর্দু ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এভাবে এ কিতাবখানি বর্তমান প্রজন্ম এবং পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কিরামের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করছে।

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন মুসলমানদেরকে এ উপাদেয় সিরিজ, বিশেষত এ খণ্ডটি থেকে, যা নির্ভেজাল আমলী এবং যওক সমৃদ্ধ থেকে উপকৃত হওয়ার এবং যিক্‌র ও দু'আর বহুমূল্য সম্পদ হাসিলের এবং এগুলির কল্যাণে আল্লাহ তা'আলার সাথে সত্যিকারের প্রাণবন্ত ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের তাওফীক প্রদান করেন।

আবুল হাসান আলী নদভী

---

১. দেখুন মূল কিতাবের ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

২. দেখুন মূল কিতাবের ৩৮৫ পৃষ্ঠা।

সঙ্কলকের মুখবন্ধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
حَمْدًا وَسَلَامًا

এমনি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হায়াতে তাইয়েবার প্রতিটি দিক এবং তাঁর হিদায়াত ও শিক্ষার প্রতিটি অধ্যায় আর বিভাগ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের এক একটি উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ; কিন্তু এক বিবেচনায় একটি বিশেষ দিক অনন্য সাধারণ আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার মা'রিফত, তাঁর মহব্বত ও খাশিয়ত (ভয়), ইখবাত ও ইনাবত (তাঁর দিকে রুজূ হওয়া), তাঁর রহমত এবং জালাল ও জাবারুত তথা প্রবল প্রতাপের কথা সব সময় স্মরণ পটে জাগরুক রাখা এবং যিক্‌র ও দু'আর আকারে তার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক, যার আন্দাজ-অনুমান তার মুখনিঃসৃত প্রাত্যহিক বিভিন্ন সময়ের দু'আ ও যিক্‌রের দ্বারা করা যায়, যার শিক্ষা তিনি অন্যদেরকেও দান করতেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তী যুগের হাদীসের রাবীগণ তাঁর এ মূল্যবান উত্তরাধিকারের হিফাযতও শব্দে শব্দে সংরক্ষণ অনেকটা ঠিক সেরূপই করেছেন, যেমনটা তাঁরা করেছেন কুরআন শরীফের সংরক্ষণের ব্যাপারে। এজন্য আলহামদুলিল্লাহ্। এ গোটা সম্ভারই আজ পর্যন্ত অক্ষত ও সুসংরক্ষিত রয়েছে। এটা তাঁর সেই জীবন্ত মু'জিযা যা তার পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আজো দেদীপ্যমান, যা প্রত্যক্ষ করে এবং যে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে প্রত্যেকটি সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই চাইলে আজো তাঁর নবুওয়াত ও রিসালত সম্পর্কে সেই প্রত্যয় ও তুষ্টি লাভ করতে পারে- যা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর 'উসওয়ায়ে হাসানা' তথা উত্তম আদর্শ লক্ষ্যে হাসিল করা যেতো।

এ লেখকের যখনই এমন কোন অমুসলিম ব্যক্তির সাথে আলাপের সুযোগ হয়েছে যার সম্পর্কে ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এ বান্দা নিখুঁত রুচির অধিকারী এবং এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালত ও নবুওয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে আগ্রহী, তখন সর্বপ্রথম আমি তাঁর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের এ দিকটিই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সর্বপ্রথম আমি সে সর্বময় স্বীকৃত সত্যটি তাঁর সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এমন এক পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও প্রতিপালিত হন, যেখানে আল্লাহ্‌র মা'রিফতের নামগন্ধ পর্যন্ত ছিল

না, যেখানে শিরক কুফর ও আল্লাহ্‌ বিমুখেতার ঘোর অন্ধকার ছেয়ে ছিল। তারপর তিনি আদৌ কোন লেখাপড়াও শিখেননি, এবং 'উম্মী' বা নিরক্ষরই রয়ে যান অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের মত একেবারেই নিরক্ষর রয়ে যান, এজন্যে কোন বই-পুস্তক বা লিখিত সম্ভার থেকে উপকৃত হওয়ারও তাঁর কোন উপায় ছিল না। সে হিসাবে মানব প্রকৃতির সাধারণ অভিজ্ঞতায় তাঁর যে হালচাল হওয়ার কথা, তা অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তারপর আমি তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি, তাসবীহ, তাওয়াক্কুল, তাঁর কাছে আত্মনিবেদন ও ক্ষমাপ্রার্থনামূলক তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়া দু'আসমূহের তরজমা করে শুনিয়ে দেই এবং আল্লাহ্‌র দেয়া তাওফীক অনুযায়ী তার কিছু ব্যাখ্যাও শুনিয়ে দেই এবং বলি যে, এবার আপনি অন্ধভক্তি বা অহেতুক বৈরিতা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন-মগজ নিয়ে একটু ভেবে দেখুন এবং বলুন তো, আল্লাহ তা'আল্যর এ মা'রিফত, তাঁর জালাল ও জাবারূত (প্রতাপ-প্রতিপত্তি) এবং তাঁর রহমতের ব্যাপারটি তাঁর মনে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি-যা তাঁর এসব দু'আতে বিধৃত হয়েছে, যা আপনি নিজেও অনুভব করলেন, তা কোত্থেকে এলো ? আমি তাঁকে বলি, সকল প্রকার হঠকারিতা থেকে মুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এসবই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুকম্পায় ওহী ও ইলহাম যোগে তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া এর আর কোন ব্যাখ্যাই ধোপে টিকে না।

এ লেখকের শতকরা এক শ' ভাগ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যার সম্মুখেই এ কথাগুলো এভাবে উপস্থাপনের সুযোগ হয়েছে, সে ব্যক্তিই কমপক্ষে তাঁর অনন্য সাধারণ আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের স্বীকারোক্তি অবশ্যই করেছেন, এদের মধ্যে কারো কারো ইসলাম গ্রহণের তাওফীকও জুটেছে এবং তাঁরা অকুণ্ঠে তাঁকে আল্লাহ্‌র নবী বলে তার ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর অনুসারী দলভুক্ত হয়ে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

এ অভিজ্ঞতা তো অমুসলিমদের ব্যাপারে হয়েছে এবং বার বারই হয়েছে। স্বয়ং নিজের অবস্থা হচ্ছে এই যে, শয়তান যদি কখনো কোন সংশয়-সন্দেহের ওসওয়াসা নিয়ে হাযির হয়, তাকে নিজের ঈমানের নবায়ন এবং ঈমানের لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ওয়ালা আন্তরিক অবস্থা অর্জনের জন্যেও আমি এ নোসখাই ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত দু'আ ও যিক্‌রসমূহে চিন্তামগ্ন হই। আলহামদুলিল্লাহ্‌, এতে সকল ওসওয়াসাই কর্পূরের মত উবে যায় এবং অন্তরে এক অনাবিল শান্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় অনুভব করি।

এছাড়াও কিতাবুল্লাহ এবং নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহের আলোকে এটা একটা সর্বজন বিদিত সত্য যে, উম্মত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে দীন ও শরীয়তরূপী যে বিরাট নিয়ামত লাভ করেছে, তার প্রতিটি শাখায় যিক্‌র ও দু'আর

স্থান হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য ও মগজের। এমন কি সালাত ও হজ্জের মত উচ্চতর ইবাদতসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রাণ হচ্ছে যিক্‌র ও দু'আ। অধিকন্তু বলা হয়েছে যে, বান্দার কোন আমল বা তার কোন কুরবানী দুনিয়াতে যতই বড় বিবেচিত হোক না কেন, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা দু'আ ও যিক্‌রের সমতুল্য নয়; বরং যেরূপ কোন খাবার পেটের জন্যে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে লবণাক্ততা, মিষ্টি বা টকের সংমিশ্রণ না ঘটে, ঠিক সেরূপ আল্লাহ্‌র কাছে কোন আমল ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, যাবৎ তাতে যিক্‌র ও দু'আর উপাদান মিশ্রিত না হয়।[১]

তারপর এটাও একটি সর্বজন বিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, যিক্‌র ও দু'আ আল্লাহ তা'আলার খাস নৈকট্য এবং বিলায়েতের মকাম হাসিলের একটি অতীব বিশেষ মাধ্যম এবং উম্মতের মধ্যকার যে লাখ লাখ কোটি কোটি বান্দার এ সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, তাঁদের জীবনে যিক্‌র ও দু'আর উপাদান অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং প্রবল।

যিক্‌র ও দু'আর এ বিভাগটির এই বিশেষ গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্যের প্রেক্ষিতে মনের বড় বাসনা ছিল যে, 'মা'আরিফুল হাদীস' সিরিজে আয্‌কার ও দাওয়াত (যিক্‌র ও দু'আ-বহুবচনে) সংক্রান্ত হাদীসসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার খিদমতটুকুও যদি আল্লাহ তাঁর এ বান্দা থেকে নিতেন! এ মহান আমলটুকুও যদি এ বান্দার আমলনামায় লিখিত হয়ে যেতো! আলহামদুলিল্লাহ্‌! এ আরজুটুকুও পূর্ণ হয়ে গেল এবং চার শতাধিক পৃষ্ঠার এ 'কিতাবুল আয্‌কার ওয়াদ দাওয়াত' ও তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আমি আমার এ হালটুকু প্রকাশ করাও সমীচীন বোধ করি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ তওফীকের জন্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। হায়, যদি আমি মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে সমর্থ হতাম। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

"আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতের প্রেক্ষিতে বান্দাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।"

আমি গুনাহগারের দয়াময় প্রতিপালকের দরবারে পূর্ণ আশা রয়েছে যে, ইনশাআল্লাহ এ কিতাবখানা আমার জন্যে এবং এর অগণিত পাঠকদের জন্যে যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ মীরাসের কদর করবেন এবং তা থেকে উপকৃত হবেন, যা এতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাতের খাস ওসীলাস্বরূপ হবে।

اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

---

১. অচিরেই মূল কিতাবের প্রথম দিকেই পাঠক সে সব আয়াত ও হাদীস পাঠ করতে পারবেন, যদ্বারা দু'আ ও যিক্‌র সংক্রান্ত এসব কথা তারা জানতে পারবেন।

এ খণ্ড সম্পর্কে কিছু জরুরী গুযারিশ

১. এ জিলদে যিক্র ও দু'আ সংক্রান্ত ৩২২ খানা হাদীসের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। প্রথম জিলদসমূহের ন্যায় এ জিলদের হাদীসসমূহও বেশির ভাগ 'মিশকাতুল মাসাবীহ' এবং 'জামউল জাওয়ামে' (مشكوة المصابيح وجمع الجوامع) থেকে নেয়া হয়েছে। কিছু হাদীস কানযুল উম্মাল (كنز العمال) থেকেও নেয়া হয়েছে। বরাত দেয়ার ব্যাপারে এসব কিতাবের উপরই নির্ভর করা হয়েছে। কিছু কিছু হাদীস সরাসরি সহীহ বুখারী (صحيح بخارى) সহীহ মুসলিম (صحيح مسلم) জামে' তিরমিযী (جامع ترمذى) সুনানে আবূ দাঊদ (سنن ابو داوود) প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও নেয়া হয়েছে।

২. যে সব হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে নেয়া হয়েছে, সেগুলোর রিওয়ায়াত অন্যান্য হাদীসের কিতাবে থাকলেও 'মিশ্কাতুল মাসাবীহ'-এর অনুসৃত পদ্ধতি মুতাবেক বরাতে কেবল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে শেষ গুযারিশ ও ওসিয়ত

প্রথম চার জিলদের ভূমিকায়ও বলে এসেছি এবং এখনও বলছি, হাদীসে নববী কেবল জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি এবং জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই পাঠ করবেন না, রাসূল (সা)-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ককে সতেজকরণ এবং হিদায়াত হাসিল ও আমলের নিয়তেই পাঠ করবেন। উপরন্তু তা পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতকে অন্তরে জাগরূক করবেন এবং এতটা আদব ও সম্ভ্রমের সাথে হাদীসগুলি পাঠ করবেন, যেন রাসূল (সা)-এর মুবারক মজলিসে আমরা উপস্থিত। তিনি নিজে বলে যাচ্ছেন আর আমরা তা শুনে যাচ্ছি!

যদি এমনটি করতে পারেন, তা হলে কলব ও রূহের মধ্যে সে নূর ও বরকত এবং ঈমানী আবেগ-অনুভূতির কিছু না কিছু ভাগ অবশ্যই আপনার নসীব হবে, যা হাসিল হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর যুগের সেই সৌভাগ্যবানদের, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নবী দরবার থেকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন।

সর্বশেষে আল্লাহ্রই প্রশংসা এ খিদমতের সুসমাপ্তির জন্যে তাঁর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি। ভুল-ত্রুটি ও গুনাহসমূহ থেকে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ্র রহমত ও তাঁর বান্দাদের দু'আর মুখাপেক্ষী ও দু'আ ভিখারী—

মুহম্মদ মনযূর নু'মানী

মা'আরিফুল হাদীস

(পঞ্চম খণ্ড)

كتاب الاذكار والدعوات

(কিতাবুল আয্কার ওয়াদ-দাওয়াত)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُو اللّٰهُ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً.

"হে ঈমানদারগণ! (অন্তর ও রসনার মাধ্যমে) আল্লাহ্কে বহুলভাবে স্মরণ কর এবং (বিশেষত) সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।"

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَعَمًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"(নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্যে আল্লাহ্র ধরপাকড় ও শাস্তি থেকে) ভীতির সাথে এবং (তাঁর রহম ও করমের) আশায় আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ জানাও! আল্লাহ্র রহমত নিঃসন্দেহে সৎকর্মশীল বান্দাদের নিকটেই রয়েছে।" (আল-আ'রাফ ঃ ৫৬)



'মা'রিফুল হাদীছ' 'কিতাবুৎ-তাহারাত'-এর একেবারে শুরুতেই 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'-এর বরাতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এই তত্ত্ব জানিয়ে দিয়েছেন যে, কল্যাণ ও সৌভাগ্যের যে রাজপথের দিকে আহ্বানের জন্যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন, (যার নাম হচ্ছে শরীয়ত) যদিও তার অনেক তোরণদ্বার রয়েছে এবং প্রত্যেক তোরণদ্বারের অধীন শত শত হাজার হাজার আহকাম রয়েছে, কিন্তু এগুলোর এ প্রাচুর্য সত্ত্বেও এসব নীতিগতভাব মোটামুটি চারটি শিরোনামের অধীনে এসে যায় ঃ ১. তাহারাত ২. ইখবাত ৩. সামাহাত ৪. আদালত।

এতটুকু লেখার পর শাহ সাহেব (র) এ চারটির প্রত্যেকটির গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তা পাঠ করলে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিঃসন্দেহে শরীয়ত ঐ চারটি শাখায়ই বিভক্ত।

মা'আরিফুল হাদীছ তৃতীয় জিলদে 'ফিতাবুৎ তাহারাত' এর শুরুতে হযরত শাহ্ সাহেব (র)-এর সেই বক্তব্যের শুধু ততটুকু অংশই সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল- যাতে তিনি তাহারাত বা পবিত্রতার মূলতত্ত্ব বর্ণনা করেছিলেন।

ইখবাত-এর মৌলতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যা কিছু লিখেছেন, তা সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে বলা যায় ঃ

"বিস্ময়, ভীতি ও মহব্বত এবং সন্তুষ্টি কামনা ও অনুগ্রহ প্রার্থনার স্পীরিটের সাথে আল্লাহ যুল-জালাল ও জাবারুতের হুযুরে যাহির ও বাতিনের দ্বারা নিজের বন্দেগী, দীনতা, মুখাপেক্ষিতা ও ভিখারীপনার অভিব্যক্তি ঘটানোই হচ্ছে ইখবাত।"

এরই অপর বিখ্যাত শিরোনাম বা পরিচিতি হচ্ছে ইবাদত। আর এটাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির বিশেষ উদ্দিষ্ট ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ

"জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।"

হযরত শাহ্ সাহেব (র) সৌভাগ্যের উক্ত চারটি শাখা সম্পর্কে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-এর মকসদ ২-এ 'আবওয়াবুল ইহসান' অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেন ঃ

"ঐগুলির প্রথমটি অর্থাৎ তাহারাত অর্জনের জন্যে ওযু-গোসল প্রভৃতির হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়টা অর্থাৎ 'ইখবাত' হাসিলের ওসীলা হচ্ছে নামায, আয্কার ও কুরআন মজীদ তিলাওয়াত।"[১]

বরং বলা যায়, যিক্রুল্লাহ তথা আল্লাহ্র স্মরণই ইখবাতের বিশেষ ওসীলা স্বরূপ আর নামায, তিলাওয়াত এবং অনুরূপভাবে দু'আও এর বিশেষ বিশেষ রূপ।

মোদ্দা কথা, নামায, যিক্রুল্লাহ, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত এ সবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই মুবারক গুণ অর্জন ও তার পূর্ণতা বিধান, যাকে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (র) 'ইখবাত' বলে অভিহিত করেছেন। এজন্যে এ সবই একই পর্যায়ভুক্ত।

নামায সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহ এবং তাঁর বাণী ও অভ্যাস বা আচরিত পন্থা সম্পর্কে আল্লাহ্র তওফীক অনুযায়ী এ সিরিজের তৃতীয় জিলদে উপস্থাপিত হয়েছে। যিক্র, দু'আ ও তিলাওয়াত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ এখন এই পঞ্চম জিলদে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহগার লিখককে, সহৃদয় পাঠকবর্গকে তার উপর আমল করার এবং এগুলো থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

১. আবওয়াবুল ইহসান, হুজ্জাতুল্লাহি বালিগা, জিলদ ২, পৃ. ৬৭।

আল্লাহ্‌র যিক্‌রের মাহাত্ম্য এবং এর বরকতসমূহ

যেমনটি উপরে বলা হয়েছে, যিক্‌রুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র শব্দটি ব্যাপক অর্থে সালাত (নামায), কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ ও ইস্তিগফার সবকিছুর ব্যাপারেই প্রযোজ্য এবং এসব হচ্ছে যিক্‌রুল্লাহ্‌রই বিশেষ বিশেষ রূপ। কিন্তু বিশেষ অর্থে যিক্‌রুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ-তাকদীস তথা মাহাত্ম্য বর্ণনা তাওহীদ-তামজীদ, তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা এবং তাঁর পূর্ণতার গুণ বর্ণনা ও ধ্যান করা। পারিভাষিক অর্থে একেই যিক্‌রুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র বলা হয়ে থাকে। সম্মুখে বর্ণিতব্য কোন কোন হাদীছের দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, এই যিক্‌রুল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ঊর্ধ্বজগতের সাথে তার সম্পর্কের খাস ওসীলা স্বরূপ।

শায়খ ইবনুল কাইয়েম (র) তাঁর 'মাদারিজুস সালিকীন' (مدارج السالكين) নামক গ্রন্থে যিক্‌রুল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং তার বরকতসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং আত্মার উৎকর্ষ বিধায়ক বর্ণনা দিয়েছেন। তার একাংশের সংক্ষিপ্ত সার আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। বর্ণিতব্য হাদীসসমূহে যিক্‌রুল্লাহ্‌র যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হবে, শায়খ ইব্‌ন কাইয়েম (র) লিখিত উক্ত বক্তব্যটি পাঠের পর তা অনুধাবন করা ইনশাআল্লাহ অনেকটা সহজ হবে। তিনি লিখেন ঃ

"কুরআন মজীদে যিক্‌রুল্লাহ্‌র তাকিদ ও উৎসাহদানের যে দশটি শিরোনাম পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

১. কোন কোন আয়াতে ঈমানদারগণকে তাকিদসহকারে তার আদেশ দান করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُو اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً

"হে ঈমানদারগণ, বহুল পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।" (সূরা আহ্‌যাব, ষষ্ঠ রুকূ')

অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً (الاعراف ٢٤)

মনে মনে এবং কান্নাকাটি করে ও ভয়ের সাথে তোমার প্রভুর যিক্‌র করবে।" (আ'রাফ রুকূ' ২৪)

২. কোন কোন আয়াতে আল্লাহকে বিস্মৃত হতে এবং তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হতে কঠোরভাবে মানা করা হয়েছে। এটাও যিক্‌রুল্লাহর তাকিদেরই একটা ধরন। বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ

"এবং তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (আল আ'রাফ ঃ ২৪তম রুকূ')

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَانْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ (الحشر-٢٤)

"এবং তোমরা তাদের অনুর্ভুক্ত হয়োনা, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে (ফলশ্রুতিতে) আল্লাহ্ও বিস্মৃত করিয়ে দিয়েছেন তাদের নিজেদেরকে" অর্থাৎ আল্লাহ বিস্মৃতির পরিণতিতে তারা হয়েছে আত্মবিস্মৃত। (আল-হাশর ৩য় রুকু)

৩. কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাফল্য নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রচুর যিক্‌রের সাথে। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"বহুল পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে, যাতে করে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারো।" (সূরা জুমুআ ২য় রুকু)

৪. কোন কোন আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যিক্‌র ওয়ালা বান্দাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যিক্‌রের বিনিময়ে তাদের সাথে রহমত ও মাগফিরাতের খাস মুআমেলা করা হবে এবং তাদেরকে বিপুল বিনিময় প্রদানে ধন্য করা হবে। তাই সূরা আহযাবে ঈমান ওয়ালা নারী-পুরুষ বান্দাহদের অন্যান্য গুণাবলীর সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"আর আল্লাহ্‌র প্রচুর পরিমাণে যিক্‌রকারী নারী-পুরুষ বান্দাগণ—আল্লাহ্‌র তা'আলা তাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন মাগফিরাত ও বিরাট ছওয়াব।"

৫. অনুরূপভাবে কোন কোন আয়াতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যারা দুনিয়ার বাহার ও স্বাদে-ভোগে নিমগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাবে, তারা ব্যর্থকাম হবে। যেমন সূরা মুনাফিকুনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ. (المنا فقون ع ٢)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এরূপ গাফলতে নিমগ্ন হবে, তারাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-মুনাফিকূন রুকূ'-২)

এই তিনটি শিরোনামও যিক্‌রুল্লাহর তাগিদ ও উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকরী।

৬. কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বান্দারা আমাকে স্মরণ করবে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করবো ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ. (بقرة ع ١٨)

"হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তা হলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো, তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করবে এবং না-শুকরী করবে না।" -(বাকারা ১৮তম রুকূ')

সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহী! বান্দার জন্য এর চাইতে বড় সাফল্য ও সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক তাকে স্মরণ করবেন ও স্মরণ রাখবেন।

৭. কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র প্রত্যেক বস্তুর মুকাবিলায় গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব রাখে এবং তা এ বিশ্বজগতের সবকিছু থেকে উচ্চতর ও মর্যাদা সম্পন্ন।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (عنكبوت ع -٥)

"নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্‌র যিক্‌র প্রত্যেক বস্তু থেকেই উচ্চতর।" (আনকাবূত রুকূ'-৫)

নিঃসন্দেহে বান্দাহর ভাগ্যে যদি প্রতীতি জুটে তাহলে তার জন্য আল্লাহ্‌র যিক্‌র বিশ্বের সবকিছু থেকে উচ্চতর।

৮. কোন কোন আয়াতে অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমল প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করার হিদায়াত করা হয়েছে, যেন যিক্‌রুল্লাহই সে সব আমলের উপসংহার স্বরূপ হয়। যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَـاِذَا قَـضَـيْـتُـمُ الصَّـلٰوةَ فَـاذْكُـرُوا الـلّٰـهَ قِـيَـامًـا وَّقُـعُـوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِكُمْ. (النساء ع ١٥)

"ফলে তোমরা যখন সালাত সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং পার্শ্বদেশের উপর শায়িত অবস্থায়।"

(আন্ নিসা : রুকূ-১৫)

এবং বিশেষত জুমার নামায সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَـاِذَا قُـضِـيَـتِ الـصَّلٰوةُ فَـانْـتَـشِـرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْـتَـغُـوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (الجمعة ع-٢)

যখন জুমার নামায সম্পন্ন করবে, তখন (অনুমতি রয়েছে যে,) তোমরা (মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজেদের কাজকর্ম উপলক্ষে) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধানে লিপ্ত হবে এবং সে অবস্থায়ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র বহুল পরিমাণে করবে- যাতে করে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারো।" (জুমুআ রুকূ-২)

এবং হজ্জ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَـاِذَا قَـضَـيْـتُـمْ مَنَـا سِكَكُمْ فَـاذْكُـرُوا اللّٰهَ كَـذِكْـرِكُمْ اٰبَـآئَـكُمْ اَوْ اَشَـدَّ ذِكْرًا. (بقرة ع ٢٥)

"তারপর যখন হজ্জের মানাসিক বা রীতিসমূহ পালন করে ফারেগ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা স্মরণ করবে যেমনটি তোমরা (পারস্পরিক বড়াই করতে গিয়ে) তোমাদের পিতৃপুরুষের কথা স্মরণ ও উল্লেখ করে থাকো অথবা তার চাইতে ও বেশি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে।"(বাকারা ২৫তম রুকূ)

উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা জানা গেল যে, নামায ও হজ্জের মত উচ্চ দর্জার ইবাদতসমূহ থেকে ফারেগ হওয়ার পরও তার অন্তরে ও রসনায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র থাকা চাই এবং যিক্‌রই হবে তার আমলের ইতি স্বরূপ।

৯. কোন কোন আয়াতে যিক্‌রুল্লাহ্‌র তাকিত দেয়া হয়েছে এভাবে যে, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যক্তি তারাই, যারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফিল হয় না। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, যারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফিল হয়, তারা দূরদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। যেমন সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুতে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِـلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ.

(ال عمران ع ٢٠)

নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন-রাত্রির আবর্তনে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে যারা স্মরণ (যিক্‌র) করে আল্লাহকে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং তাদের পার্শ্ব দেশে শায়িত অবস্থায়।

(সূরা আলে ইমরান রুকূ-২০)

১০. কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় আমল যতই উচ্চ হোক না কেন, তার প্রাণ হচ্ছে যিক্‌রুল্লাহ। যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (طه ع -١)

"আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা তাহা রুকূ-১)

মানাসিকে হজ্জ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

انما جعل الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار لاقامة ذكر الله-

বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ এবং কঙ্কর নিক্ষেপ- এ সব যিক্‌রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

জিহাদ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (انفال ع -٦)

"হে ঈমানদারগণ! যখন দুশমনদের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয় তখন তোমরা ধৈর্য-স্থৈর্য অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ্‌র অধিক যিক্‌র করবে (আল্লাহকে স্মরণ করবে) যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পার। (আনফাল রুকূ-৬)

একটি হাদীছে কুদসীতে আছে ঃ

ان عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه

"আমার বান্দা এবং পূর্ণ বান্দা সে-ই, যে তার শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায়ও আমাকে স্মরণ করে।"

কুরআন ও হাদীছের এ সুস্পষ্ট বাণীগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, সালাত থেকে নিয়ে জিহাদ পর্যন্ত সমস্ত সৎ কর্ম বা আমালে সালেহের প্রাণ হচ্ছে যিক্রুল্লাহ বা আল্লাহ্র যিক্র। আর এই যিক্র তথা অন্তর ও রসনার দ্বারা আল্লাহ্র স্মরণই হচ্ছে বেলায়েতের পরওয়ানা স্বরূপ। যে এ পরওয়ানা লাভ করলো, সে সব পেয়েছি-এর পাওয়াটিই পেয়ে গেল আর যে এথেকে বঞ্চিত হলো, সে চিরবঞ্চিত ও পরিত্যক্তই রয়ে গেল। এই যিক্রুল্লাহ্ই হচ্ছে আল্লাহওয়ালাদের কালবের খোরাক এবং জীবন ধারণের অবলম্বন। যদি তাই তাদের না জুটে তা হলে তাদের দেহ তাদের কালবের জন্যে কবর স্বরূপ হয়ে যায়। যিক্র-এর দ্বারাই হৃদয়ের জগত আবাদ হয়েছে। যিক্র বিহনে হৃদয়ের সে জগত বিলকুল বিরান হয়ে যায়। যিকরের অস্ত্র দিয়েই তারা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রের দস্যু-তস্করদের সাথে যুদ্ধ করে থাকেন। এই যিক্রই তাদের জন্যে শীতল পানি স্বরূপ, যদ্দারা তারা বাতেনের আগুন নির্বাপিত করে থাকেন। এই যিক্রই তাদের ব্যাধির ওষুধ স্বরূপ। এ ওষুধ বিহনে তাদের অন্তর নির্জীব হয়ে যায়। এই যিক্রই তাদের এবং তাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের মধ্যকার সেতুবন্ধন স্বরূপ। কী চমৎকারই না বলেছেন কবি ঃ

اِذَا مَرِضْنَا تَدَا وَيْنَا بِذِكْرِكُمْ
فَنَتْرُكُ الذِّكْرَ اَحْيَانًا فَنَتَكَّسُ

যখন আমি হই পীড়িত ওষুধ হলো যিক্র তোমার
যখন যিক্র দেই কো ছেড়ে নামান্তর তা মরতে বসার।

আল্লাহ তা'আলা যেমন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব নিহিত রেখেছেন দৃষ্টি শক্তির মধ্যে, ঠিক তেমনি যিক্রকারী রসনা সমূহের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যও নিহিত রেখেছেন যিক্রের মধ্যে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যিক্র থেকে গাফেল রসনা দৃষ্টিশক্তি হারা চোখ, শ্রবণশক্তি বঞ্চিত কান এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের মতই নিষ্ক্রিয় ও বেকার।

যিক্রুল্লাহই সেই একমাত্র খোলা দরজা পথ, যে দরজা দিয়ে বান্দা হক তা'আলা জাল্লা শানুহুর দরবার পর্যন্ত অবলীলাক্রমে পৌঁছে যেতে পারে। আর যখন বান্দা আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফেল হয়ে যায়, তখন এ দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়। কী চমৎকারই না বলেছেন আরবী কবি ঃ

فَنِسْيَانُ ذِكْرِ اللّٰهِ مَوْتُ قُلُوْبِهِمْ
وَاَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُوْرِ قُبُوْرٌ

وَاَرْوَاحُهُمْ فِىْ وَحْشَةٍ مِّنْ جُسُوْمِهِمْ
وَلَيْسَ لَهُمْ حَتّٰى النُّشُوْرِ نُشُوْرٌ

আল্লাহ্র যিক্র থেকে গাফলতি মৃত্যু তাদের
কবরের আগেই দেহ সাজে যে কবর গহ্বর
দেহ মাঝে হৃদি তখন উসুখস্ করে নিরন্তর
পুনরুত্থান পূর্বে যেন জীবন আর নাই কেহ তাদের।

[মাদারিজুস সালিকীনে লিখিত শায়খ ইবনুল কাইয়েমের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ]

এ দীন লেখকের আরয হচ্ছে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে যিক্রুল্লাহ্র তাকিদ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক যে দশটি শিরোনাম বা ধারার বর্ণনা রয়েছে, কুরআন মজীদে এগুলো ছাড়াও অন্যভাবেও যিক্রুল্লাহ্র প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে ঃ

অন্তরসমূহ (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা রক্ষাকারী দেল ও রূহসমূহ) আল্লাহ্র যিক্রেই প্রশান্তি লাভ করে থাকে ঃ

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

যিক্রুল্লাহ্র তাছীর ও বরকত সম্পর্কে অপর একজন রব্বানী মুহাক্কিক ও সূফী ترصيع الجواهر المكية এর লেখক-এর কয়েকটি বাক্যের তরজমাও এর সাথে পড়ে নিন, তাহলে এ অধ্যায়ে আলোচিতব্য হাদীছগুলো অনুধাবনে তা বেশ সহায়ক প্রতিপন্ন হবে। তিনি বলেন ঃ

"কাল্বসমূহকে নূরানী বানানোর ব্যাপারে এবং মন্দ স্বভাবসমূহকে উত্তম স্বভাবে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে সমস্ত ইবাদত-বন্দেগীর চাইতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র।"

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

(عنكبوت ع-٥)

"সালাত নিঃসন্দেহে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বারণ করে থাকে এবং আল্লাহ্র যিক্র নিশ্চিতভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ।" (আনকাবূত ঃ রুকূ-৫)

এবং অন্যান্য বুযুর্গগণ বলেন ঃ

"যিক্র অন্তর পরিষ্কার করার ব্যাপারে ঠিক সেরূপ কার্যকর, যেরূপ তামা পরিষ্কার ও ঘষা-মাজার ব্যাপারে বালু অত্যন্ত কার্যকর। আর অন্যান্য আমল এ ব্যাপারে তামা পরিষ্কারে সাবানের মত।" (তারসীউল জাওয়াহিরিল মক্কীয়া)

এ ভূমিকার পর এবার যিক্‌রুল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীসসমূহ পাঠ করুন!

١– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ. (رواه مسلم)

১. হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দারা যখন এবং যেখানে বসেই আল্লাহ্‌র যিক্‌র করুক না কেন, তখন সেখানেই ফেরেশতাগণ সর্বদিক থেকে এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন, রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে আর তাদের উপর শান্তিধারা নেমে আসে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র কিছু বান্দা কোথাও একত্রিত হয়ে যিক্‌র করার খাস বরকত রয়েছে। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (র) এ হাদীছেরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে যিক্‌র ইত্যাদি করা রহমত, শান্তি ও ফেরেশতাদের নৈকট্যের খাস ওসীলা বিশেষ।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২য় জিলদ, পৃ. ৭০)

এ হাদীসে আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী বান্দাদের জন্যে চারটি খাস নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১. চতুর্দিক থেকে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলেন,

২. আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আপন ছায়াতলে নিয়ে নেয়। এবং এ দু'টির ফলশ্রুতিতে তৃতীয় যে নিয়ামত তারা প্রাপ্ত হন তা হলো ঃ

৩. তাদের হৃদয়-মনে শান্তিধারা নেমে আসে আর এটা আল্লাহ্‌র এক মহান রূহানী নিয়ামত। এখানে শান্তিধারা বলতে এক বিশেষ ধরনের ও বিশেষ পর্যায়ের আত্মীক ও রূহানী শান্তি বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসাবে প্রদত্ত হয়ে থাকে। আহলে সুলুক বা আধ্যাত্মবাদী মহলে যা 'জম্‌ইয়তে কল্‌বী' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। শান্তিধারা প্রাপ্ত ব্যক্তি এ বিশেষ নিয়ামতটির অস্তিত্ব অনুভব করে থাকেন।

৪. যিকিরকারীকে প্রদত্ত চতুর্থ বস্তু হচ্ছে, যা সর্বশেষে এ হাদীসটিতে উল্লেখিত হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণের নিকট যিক্‌রকারী বান্দাদের কথা উল্লেখ করেন। যেমন তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ দেখ, আদমেরই সন্তানদের মধ্যে আমার এ বান্দারাও রয়েছে, যারা আমাকে কোনদিন চোখে দেখেনি, অদৃশ্যভাবে আমার উপর ঈমান এনেছে। এতদসত্ত্বেও তাদের মহব্বত ও খাশিয়ত তথা অনুরাগ ও ভীতির কী অবস্থা! কত আগ্রহে উৎসাহে কত আকুতি নিয়ে হৃদয়-মন উজাড় করে আমার যিক্‌র করছে! নিঃসন্দেহে মালিকুল মুলক আহকামুল হাকিমীনের তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের কাছে আপন বান্দাদের সম্পর্কে এরূপ আলোচনা বা উল্লেখ করা এমনি একটি বড় ব্যাপার, যার চাইতে বড় কোন নিয়ামতের কথা কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা যেন এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না রাখেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে এ ইঙ্গিতও পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী বান্দা যদি আপন কলবে সকীনত বা শান্তিপ্রবাহের অস্তিত্ব অনুভব না করে (যা একটি অনুভব করার মত ব্যাপার) তা হলে বুঝতে হবে যে, এখনো সে যিক্‌রের ঐ স্তরে উপনীত হতে পারেনি, যে স্তরে পৌঁছলে এসব নিয়ামতের অঙ্গীকার রয়েছে; অথবা তার জীবনে এমন কিছু প্রতিবন্ধক রয়েছে, যা যিক্‌রের শুভ প্রভাব লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তার নিজের অবস্থা সংশোধনের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। দয়ালু প্রভুর ওয়াদা সর্বাবস্থায় বরহক।

٢– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ اللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَالِكَ ؟ قَالُوْا اللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا غَيْرُهُ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّىْ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلَقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَاهَدَانَا لِلْاِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا قَالَ اللّٰهُ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَالِكَ قَالُوْا اَللّٰهُ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذَالِكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ

اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلٰكِنَّهُ اَتَانِيْ جِبْرَائِيْلُ فَاخْبَرَنِيْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. (رواه مسلم)

২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত মুআবিয়া (রা) মসজিদে বসা একটি হলকার কাছে এসে সে হলকায় বসা লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদেরকে কিসে বসিয়েছে ? জবাবে তাঁরা বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে বসেছি। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা কেবল এ যিক্‌রের উদ্দেশ্যেই বসেছো- আর কোন উদ্দেশ্য নাই ? জবাবে তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত আমাদের বসার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। হযরত মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ তোমাদের প্রতি কোন ভুল ধারণার বসে আমি তোমাদেরকে কসম দেইনি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আমার যে পরিমাণ ঘনিষ্ঠতা ও নিকট সম্পর্ক, এমন কেউ তাঁর বরাতে আমার চাইতে কম হাদীস বর্ণনাকারী নেই, (অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় আমি সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি বিধায় আমার পর্যায়ের অন্যান্যদের তুলনার আমি অনেক কম হাদীস বর্ণনা করে থাকি। এখন আমি তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করছি এবং সে সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়েই তোমাদের নিকট থেকে কসম নিচ্ছি। হাদীসটি হচ্ছে এই যে,) রাসূলুল্লাহ (সা) একদা তাঁর সাহাবীদের একটি হলকার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এখানে কেন একত্রিত হয়ে বসেছেন ? তাঁরা বললেন ঃ আমরা আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তিনি যে আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন এবং ঈমান-ইসলামের তাওফীক দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন, সে জন্য আমরা তাঁর স্তুতিবাদ করছি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনারা কি কেবল এজন্যেই বসেছেন ? জবাবে তাঁরা বললেন ঃ আমি আপনাদের প্রতি কোন সন্দেহের বশে কসম দেইনি, বরং আমার কাছে এইমাত্র জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে জানালেন যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত গর্বের সাথে ফেরেশতাদের কাছে আপনাদের কথা উল্লেখ করছেন। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র কিছু সংখ্যক বান্দার একত্রিত হয়ে ইখলাস বা আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর আলোচনা ও স্ববস্তুতি করা আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পসন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাস ফেরেশতাদের কাছে তাঁর এমন বান্দাদের জন্য গর্ব প্রকাশ করেন এবং এজন্যে তাঁর নিজ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

হে আল্লাহ ঃ আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন!

٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِيْ اِذَا ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ. (رواه البخارى)

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বান্দা যখন আমার যিক্‌র করে এবং তার ওষ্ঠদ্বয় আমার স্মরণে নড়াচড়া করে, তখন আমি তার সাথেই থাকি। (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার একটি সঙ্গ হচ্ছে এমন, যা বিশ্ব জাহানের ভাল-মন্দ উত্তম অধম মুমিন-কাফির সকলেই ভোগ করে। এ সঙ্গ থেকে কেউই কোন সময় বঞ্চিত বা দূরে নয়। আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি সবসময় সর্বত্র হাযির-নাযির। তাঁর অপর সঙ্গটি হচ্ছে তাঁর সন্তুষ্টি ও কবুলিয়তের সঙ্গ। এ হাদীসে কুদসীতে যে সঙ্গের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই দ্বিতীয়োক্ত সন্তুষ্টি ও কবূল হওয়ার সঙ্গ। হাদীসের মর্ম হচ্ছে, বান্দা যখন আমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্য যিক্‌র করে, তখন সাথে সাথেই সে তা প্রাপ্ত হয়। সে যখন আমার নৈকট্য কামনায় যিক্‌র করে, তখন আমি কালবিলম্ব না করেই তাকে আমার নৈকট্য ও সঙ্গ দান করি। এভাবে সে দৌলত সে নগদ নগদ লাভ করে যার জন্যে সে যিক্‌র করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সেই দৌলতের চাহিদা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন! সে আগ্রহ ও উৎসাহ আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করুন এবং সে দৌলত আমাদেরকে নসীব করুন!

٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُ. (رواه البخارى ومسلم)

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার প্রতি সেরূপই করে থাকি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার একেবারে নিকট সঙ্গী হয়ে যাই, সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি অন্যদের সম্মুখে অর্থাৎ মজলিসে আমাকে স্মরণ করে,

তাহলে আমিও তাকে তার চাইতে উত্তম বান্দাদের মজলিসে স্মরণ করি। অর্থাৎ ফেরেশতাদের সম্মুখে বা তাদের মজলিসে -(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম বাক্য (اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ) এর মর্ম হচ্ছে এই যে, বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করবে, আমার কাজ-কারবার তার সাথে ঠিক সেরূপই হবে। উদাহরণ স্বরূপ সে যদি আল্লাহকে রহীম ও করীম তথা পরম দয়ালু ও দাতা বলে ধারণা পোষণ করে, তাহলে সত্যি সত্যি সে তাঁকে পরম দয়ালু ও দাতারূপেই পাবে। এ জন্যে বান্দার উচিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল বা কাজ করে যাওয়া। হাদীসের শেষ অংশে যা বলা হয়েছে, তার মর্ম হচ্ছে, বান্দা যদি নির্জনে-নিভৃতে এমনভাবে আমাকে স্মরণ করে যে, সে এবং আমি ব্যতীত আর কেউই তা ঘূণাক্ষরে জানতে পায় না, তাহলে আমার বদান্যতাও তার প্রতি সঙ্গোপনে হয়ে থাকে। ফার্সী কবির ভাষায় ঃ

میان عاشق و معشوق چه رمزیست
کراما کاتبین راهم خبر نیست

-প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের থাকে কত গোপন ভেদ,
কেরামান কাতিবীনও করতে পারে না ভেদ।

আর যখন অপরের সম্মুখে বা মজলিসে আমাকে স্মরণ করে বা আমার কথা আলোচনা করে (দাওয়াত ও ইরশাদ তথা ওয়ায-নসীহতও যার অন্তর্ভুক্ত) তখন ঐ বান্দার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা আমি ফেরেশতাদের সম্মুখেও উল্লেখ করে থাকি। তারপর ঐ বান্দা ফেরেশতাদের কাছেও আদরণীয় ও বরেণ্য হয়ে উঠে এবং এ দুনিয়ায়ও সে সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজন বরেণ্য হয়ে উঠে।

আল্লাহ্‌র এ নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ অনেক কামেল ওলী-আল্লাহদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত মকবূল এবং বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার লোকজন তাঁদেরকে চিনতেই পারে না। আর যাঁদের আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াতের এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কথা সর্বজন বিদিত হয়ে থাকে, দুনিয়ায়ও তারা সর্বজন বরেণ্য হয়ে উঠেন।

٥– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلٰى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيْرُوْا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ (رواه مسلم)

৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সফরে মক্কা মুকাররিমার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে জামদান নামক পাহাড়টি পড়লে তিনি বললেন ঃ এটি জামদান পাহাড়, মুফাররিদগণ বাজীমাত করে ফেললো। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, মুফাররদগণ কারা (ইয়া রাসূলাল্লাহ!)? জবাবে তিনি বললেন ঃ বহুল পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী পুরুষ ও যিক্‌রকারী নারীগণ। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জামদান হচ্ছে মদীনা শরীফ থেকে নিকটে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি পাহাড়। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, যমীনের যে অংশেই আল্লাহ্‌র যিক্‌র হয়ে থাকে, সে অংশই তা' অনুভব করে থাকে। তাই এক হাদীসে এসেছে যে, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে জিজ্ঞেস করে, আজ আল্লাহ্‌র কোন যিক্‌রকারী বান্দা কি তোমার উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে ? যখন সে পাহাড় বলে যে হাঁ, অতিক্রম করেছে তখন সে বলে, তোমাকে মুবারকবাদ! এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জামদান পাহাড় দিয়ে অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, আল্লাহ্‌র অধিক যিক্‌রকারী নারী-পুরুষ বান্দাহগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং কবূলিয়তের উচ্চ মর্যাদা লাভ করে উচ্চাসনে আসীন হয়েছেন, তখনই তিনি বলেছেন ঃ মুফাররিদগণ বাজীমাত করে নিয়েছে। মুফাররিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে সকলের নিকট থেকে আলাদা, একাকী ও হাল্কা করে নিয়েছে। এর দ্বারা ঐসব ব্যক্তি বুঝায় যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনায় নিজেদেরকে পৃথিবীর ঝামেলা থেকে হাল্কা করে নেন এবং অন্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল আল্লাহ্‌রই হয়ে যান। এটাই মাকামে তাফরীদ বা অনন্যতার স্তর আর কুরআনের বিশেষ পরিভাষায় একেই বলা হয়েছে তাবাত্তুল (تَبَتُّلْ)।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً.

আয়াতে এ তাবাত্তুলের কথাই বলা হয়েছে। কুরআন শরীফে উক্ত বহুল পরিমাণে যিক্‌রকারী পুরুষ ও যিক্‌রকারী নারীরা ঃ

(اَلذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّكِرَاتِ)

বলতে এদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যাঁরা সকল দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ জাল্লা শানাহুকেই নিজেদের একমাত্র অভীষ্ট বানিয়ে নিয়েছেন।

অন্যান্য আমলের মুকাবিলায় যিকরুল্লাহ উত্তম

٦– عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ

وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌلَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

৬. হযরত আবূদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের সংবাদ দেবো না, যা তোমাদের সকল আমল থেকে উত্তম, তোমাদের মালিক মনিবের দৃষ্টিতে পবিত্রতম, তোমাদের মর্যাদা সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নীতকারী এবং তোমাদের স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করার চাইতেও উত্তম এবং এর চাইতেও উত্তম যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে এবং তোমরা তাদের গর্দান মারবে আর তারা তোমাদের গর্দান মারবে ? তাঁরা বললেন ঃ জ্বী হাঁ, তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র যিক্র। (আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসখানা আসলে কুরআন শরীফের আয়াত وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ এরই ব্যাখ্যা ও তাফসীর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র যিকির এ হিসাবে সর্বোত্তম যে, তা আসলেই সবচাইতে বড় অভীষ্ট বস্তু এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের নিকটতম মাধ্যম। অন্যান্য সকল আমলের তুলনায় তা সবচাইতে উত্তম-এর মানে এ নয় যে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বা কোন জরুরী অবস্থায় সাদকা বা আল্লাহ্র পথে খরচ করা অথবা আল্লাহ্র রাহে জিহাদের গুরুত্ব বেশি হতে পারবে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এক আমল এক হিসাবে এবং অপর আমল অন্য হিসাবে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে উল্লেখ্য হযরত আবূ সাঈদ খুদরী এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যও প্রায় একই। এ হাদীসগুলোর একটি অপরটির সমর্থক, পরিপূরক ও ব্যাখ্যা স্বরূপ।

٧– عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْعَبْدِ اَفْضَلُ ؟ وَاَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً (رواه احمد والترمذى)

৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং কিয়ামতের দিন সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন কে অর্থাৎ কোন আমলকারী হবে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহকে সর্বাধিক স্মরণকারী বান্দা ও তাঁকে সর্বাধিক স্মরণকারী নারীরা। অর্থাৎ সর্বোত্তম এবং কিয়ামতের দিন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী এরাই হবে। আরয করা হলো, প্রাণপণ করে যারা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করে, সেই গাজীদের চাইতেও ? জবাবে তিনি বললেন ঃ কেউ যদি সত্যের শত্রু কাফির-মুশরিকদের ব্যূহের মধ্যে তলোয়ার সহ ঢুকে পড়ে এবং তার তলোয়ার টুটেও যায় এবং সে শত্রুদের হাতে যখমী হয়ে রক্তাপ্লুতও হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্র যিক্রকারী বান্দার মর্যাদা তার চাইতে বেশি হবে।

(মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী)

٨– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَىْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا مِنْ شَىْءٍ اَنْجٰى مِن عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই বলতেন ঃ প্রতিটি বস্তুরই শান দেয়ার জন্য রেতের ব্যবস্থা আছে; আর অন্তরসমূহের শানের ব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহ্র যিক্র। আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তিদানের ব্যাপারে আল্লাহ্র যিক্র থেকে অধিকতর কার্যকর আর কিছুই নেই।

সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র পথে জিহাদও নয় ? জবাবে তিনি বললেন ঃ সেই জিহাদও আল্লাহ্র আযাব থেকে নাজাত প্রাপ্তির ব্যাপারে বেশি সহায়ক ও কার্যকর নয়, যার আমলকারী মুজাহিদ প্রাণান্তকর জিহাদ করে, এমন কি যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় তার তলোয়ার ভেঙ্গেচুরে যায়। (বায়হাকীর দাওয়াতে কবীর)

ব্যাখ্যা ঃ আসল কথা হচ্ছে, সমস্ত নেক আমলের মুকাবিলায় আল্লাহ্র যিক্র সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তম আমল। (وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ) বান্দা আল্লাহ তা'আলার যে নৈকট্য এবং নৈকট্যজনিত যে সৌভাগ্য ও মর্যাদা যিক্রের সময় হাসিল হয়, তা অন্য কোন আমলের সময় হাসিল হয় না, এক শর্ত হচ্ছে এ যিক্র আল্লাহ্র মাহাত্ম্য, মহব্বত, ভয়, ভক্তি ও আন্তরিক মনোনিবেশ সহকারে হতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি

তোমাদেরকে স্মরণ করবো" এবং হাদীসে কুদসী أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ অর্থাৎ আমি আমার যিক্‌রকারী বান্দার সাথেই থাকি এবং وَأَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ অর্থাৎ "আমার বান্দাহ যখন আমার যিক্‌র করে এবং তার ওষ্ঠদ্বয় যখন আমার যিক্‌রের সাথে আন্দোলিত হয় তখন আমি তার একান্তই নিকটে তার সাথেই থাকি।" কুরআন-হাদীসের এসব স্পষ্ট উক্তির দ্বারা এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত নেক আমলের মধ্যে যিক্‌রুল্লাহই সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম আমল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের একটি একান্ত খাস ওসীলা। তবে এটাও স্মর্তব্য যে, এ যিক্‌রের মধ্যে নামায ও তিলাওয়াতে কুরআন জাতীয় সমুদয় ইবাদত শামিল রয়েছে।

রসনার যিক্‌রের ফযীলত

٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (رواه احمد والترمذى)

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুইন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে ? (অর্থাৎ কোন্ ধরনের লোকের পরিণাম সর্বোত্তম হবে ?) জবাবে তিনি বললেন ঃ যার আয়ু দীর্ঘ ও আমল উত্তম। তারপর প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হবে যে, তোমার রসনা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে সিক্ত থাকবে।

(মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন, তার হেতু স্পষ্ট। নেক আমলের সাথে আয়ু যতই দীর্ঘ হবে, বান্দা ততই তরক্কী করবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রহমতের ততই যোগ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে বান্দা তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশেষত তার অন্তিম সময়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌রে তার রসনাকে সিক্ত রাখবে। অর্থাৎ তার রসনা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সানন্দে আল্লাহ্‌র নাম জপে রত থাকবে। নিঃসন্দেহে এ আমল ও এ অবস্থা অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান আর যে বান্দা এর মূল্য ও মান সম্পর্কে অবগত থাকবে সে সবকিছুর বিনিময়ে হলেও তা পেতে সচেষ্ট হবে।

বলাবাহুল্য, এ মর্যাদা কেবল সে ব্যক্তিই পেতে পারে, যে জীবনে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়েছে এবং যিক্‌রুল্লাহ তার আত্মার সুস্বাদু খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ كَثِيْرَةٌ وَلَا أَسْتَطِيْعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ شَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسٰى قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (رواه الترمذى)

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেকীর দরজা তো অনেক (অর্থাৎ পুণ্য কাজের তো কোন শেষ নেই) আর এটা আমার সাধ্যে কুলাবে না যে, এর সবগুলোই আমি লাভ করবো। সুতরাং আপনি আমাকে এমন কোন একটি ব্যাপার শিখিয়ে দিন, যা আমি শক্তভাবে ধারণ করবো (আর আমার জন্যে যথেষ্ট প্রতিপন্ন হবে)। আর আপনি যা শিখাবেন তা যেন খুব বেশি না হয়। কেননা, তা আমার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাহলে (তুমি সর্বপ্রথমে সচেষ্ট থাকবে যেন) তোমার রসনা সর্বদা আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারা সিক্ত থাকে। - (জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্মার্থ হচ্ছে, তোমার সাফল্যের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তোমার রসনা অহরহ যিক্‌রে সিক্ত থাকবে।

١١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ. (رواه احمد وابو يعلى)

১১. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র যিক্‌র এত বেশি পরিমাণে কর, যাতে লোকে পাগল বলে।

- (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাদের ভাগ্যে জুটেনি, সে সব দুনিয়াদার লোক যখন কোন আল্লাহওয়ালা লোককে দেখতে পায়- যারা দুনিয়ার ব্যাপারে অনেকটা নির্বিকার এবং তাঁর স্মরণে ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের সাধনায় এতই নিমগ্ন থাকেন যে, সব সময় তাদের মুখে তাঁরই নামের জপমালা থাকে, তখন তারা তাদের ধারণা অনুসারে এমন আল্লাহ প্রেমিক লোককে দিওয়ানা, মাস্তান ও পাগল বলে অভিহিত করে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তার ঠিক বিপরীত। কবির ভাষায় ঃ

او سست دیوانه که دیوانه نه شد
اوست فرزانه که فرزانه نه شد

অর্থাৎ পাগল যে, জন হয় না সে-ই আসল পাগল হয়,
বুদ্ধিমান সাজে না সে, যাহার বুদ্ধি রয়।

আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফেল থাকার পরিণাম ঃ বঞ্চনা ও হৃদয় শক্ত হয়ে যাওয়া

١٢– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ (رواه ابو داؤد)

১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোথাও বসলো এবং সে বসার মধ্যে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো না, তাহলে সে বসাটা তার জন্যে আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করলো আর সে শয়নে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলো না তা হলে এ শয়ন তার জন্যে আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। (সুনানে আবূ দাউদ)

١٣– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنْ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاَنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ. (ترمذى)

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অধিক বাক্যালাপ করো না। কেননা আল্লাহ্‌র যিক্‌র ব্যতীত অধিক বাক্যালাপে হৃদয় শক্ত হয়ে যায় (অনুভব শক্তি হ্রাস পায়) এবং লোকজনের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্‌র থেকে অধিকতর দূরবর্তী, যার হৃদয় শক্ত। (জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র বিহনে অধিক বাক্যালাপে অভ্যস্ত হবে, তার অন্তরে অনুভূতি হীনতা, কাঠিন্য এবং নূরের অভাব দেখা দেবে। ফলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও খাস রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ

আল্লাহ আমাদেরকে এ আপদ থেকে রক্ষা করুন।

যিক্‌রের কালেমাসমূহ ঃ সেগুলোর বরকত-ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে যিক্‌রের উৎসাহ ও তাগিদ দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তার বিশেষ বিশেষ কলিমাও শিক্ষা দিয়েছেন। তা না হলে এ আশঙ্কা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান থাকতো যে, ইলম ও মা'রিফতের অভাবে অনেকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এমনভাবে করতো, যা তাঁর শানের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতো না। অথবা তাতে তাঁর স্তুতিবাদ না হয়ে বরং তাঁর অমর্যাদাই হতো। আরিফ রুমী তাঁর মছনবীতে হযরত মূসা (আ) ও জনৈক রাখালের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাই এর একটি উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ (সা) যিক্‌রের যে সব কলিমা শিক্ষা দিয়েছেন, তা অর্থের দিক থেকে নিম্নে বর্ণিত কোন না কোন প্রকারের ঃ

১. আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনামূলক কলিমা- অর্থাৎ যে কলিমাসমূহের দ্বারা সমস্ত দোষ ও অপূর্ণতা থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র থাকার কথা বুঝানো হয়েছে। سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) বলতে ঠিক এ অর্থটিই বুঝানো হয়েছে। (অর্থাৎ এর মর্মার্থ হচ্ছে সমস্ত পূর্ণতা ও কৃতিত্ব আল্লাহ তা'আলার)।

২. তাতে আল্লাহ তা'আলার হামদ বা স্তুতিবাদ থাকবে (অর্থাৎ হাম্‌দ ও ছানা তথা স্তুতিবাদ তাঁরই জন্যে শোভা পায়।) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ্‌)-এরও ঐ একই বৈশিষ্ট্য।

৩. তাতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদের শানের বর্ণনা থাকবে। لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এর শান তাই।

৪. আল্লাহ তা'আলার সেই উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা তাতে থাকবে যে, আমরা ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি বুঝেছি, তিনি তারও অনেক ঊর্ধ্বে। اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকব)-এর মর্মার্থ এটাই।

৫. সে সব কালিমার মধ্যে এ সত্যের বহিঃপ্রকাশ থাকব যে, সবকিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাঁর হাতেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। তিনি ছাড়া আর কারো হাতে কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং তিনিই একথার হকদার যে, আমরা সর্বাবস্থায় তারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ এর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য তা-ই।

এ জাতীয় যিক্‌রের কালিমাসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দু'আ নবী করীম (সা) শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উক্ত হাদীসসমূহে যিক্‌রের যে সমস্ত কালিমা রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছেন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা ও মাহাত্ম্য ঘোষণার প্রেক্ষিতে এগুলো অবশ্য মু'জেযা স্থানীয়। এগুলোতে আল্লাহ

তা'আলার পবিত্রতা, প্রশংসা, একত্ববাদ এবং তাঁর কিবরিয়াই ও সমদিয়তের এমন চমৎকার বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলো যেন তাঁর মা'রিফতের তোরণদ্বার স্বরূপ।

এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা বর্ণনার পর এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কতিপয় বাণী নিম্নে পাঠ করুন।

١٤– عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (رواه مسلم)

১৪. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, চারটি কলিমা সর্বোত্তম ঃ

১. সুবহানাল্লাহ ২. আলহামদুলিল্লাহ ৩. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৪. আল্লাহু আকবর।

(সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের অপর এক বর্ণনায় افضل الكلام اربع স্থলে احب الكلام الى الله اربع রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত কালিমার মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তম কালিমা হচ্ছে এ চারটি।

١٥– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

১৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এ পৃথিবীর যত কিছুর উপর সূর্যালোক পতিত হয়ে থাকে, সে সবের তুলনায় আমার নিকট প্রিয়তর হচ্ছে আমি একবার বলি ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। -(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এর চারটি কালিমা বা শব্দের ইজমালী অর্থ সম্পর্কে ভূমিকাস্বরূপ লিখিত বাক্যগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে। তার দ্বারা পাঠকগণ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবেন যে, এ চারটি সংক্ষিপ্ত শব্দ যা তেমন গুরুগম্ভীর বা উচ্চারণেও কঠিন নয় আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিশেষণকে কেমন চমৎকারভাবে ধারণ করে আছে! কোন কোন কামিল আরিফ তথা আল্লাহ তত্ত্বজ্ঞানী লিখেন, আসমাউল-হুসনা তথা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহ তাঁর যে মহৎ গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে বা অর্থ বহন করে, তার কোনটিই এ চার কালিমার বাইরে নয়।

উদাহরণ স্বরূপ اَلْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الطَّاهِرُ প্রভৃতি যে সব গুণবাচক নাম তাঁর পবিত্র সত্তার সমস্ত অপূর্ণতা ও দোষ থেকে মুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করে থাকে 'সুবহানাল্লাহ' শব্দের মধ্যে তা নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে ঃ

اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْكَرِيْمُ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

প্রভৃতি যে সব গুণবাচক নাম আল্লাহ তা'আলার ইতিবাচক অর্থবোধক গুণসমূহের অর্থ বহন করে, সে সব اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর আওতায় এসে যায়। অনুরূপ যে সমস্ত আসমাউল হুসনা পবিত্র সত্তার একত্ব ও তাঁর অনন্য ও শরীক হওয়ার অর্থবোধক সেই اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ প্রভৃতি গুণবাচক নামের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল কালিমা হচ্ছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একই রকমে اَلْاَعْلٰى الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ প্রভৃতি আসমাউল হুসনা যেগুলোর মর্ম হচ্ছে আল্লাহকে যারা জেনেছেন বুঝেছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সে জ্ঞান বুদ্ধিরও উর্ধ্বে। اَللّٰهُ اَكْبَرُ কলিমাটিতে সে অর্থের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি ঘটেছে।

সুতরাং যিনিই পূর্ণ প্রত্যয় ও হৃদয়-মনের অনুভূতি নিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

তিনিই আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণাবলীর প্রশংসা এবং স্তবস্তুতি করে ফেললেন, আসমাউল হুসনারূপী আল্লাহ্‌র নিরানব্বুই নামের মধ্যে নিহিত ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থবোধক তাঁর সমস্ত গুণাবলীর বর্ণনা ও সাক্ষ্যই তিনি দিয়ে দিলেন। এজন্যে এ চারটি কালিমা নিজ নিজ মূল্যমান মাহাত্ম্য ও বরকতের দিক থেকে নিঃসন্দেহে বিশ্ব জাহানের সে সবকিছুর তুলনায় যেগুলোর উপর সূর্যালোক পতিত হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। যে অন্তরসমূহ ঈমানের আলোতে ভাস্বর ও প্রদীপ্ত তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা অনুভব করেন। আল্লাহ তা'আলা ঈমানের এ দৌলত নসীব করুন।

١٦– عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرِ. (رواه الترمذى)

১৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদা এমন একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যার পাতাগুলো ছিল শুকনো। তিনি বৃক্ষের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তার শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়লো। তখন তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আলহামদু লিল্লাহ সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু

আকবর বান্দার গুনাহরাশিকে এভাবে ঝরিয়ে দেয়, যেভাবে তোমরা এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়তে দেখতে পেলে। -(জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ নেক আমলসমূহের এ বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন শরীফেও উল্লেখিত হয়েছে যে, তার বরকতে ও প্রভাবে পাপরাশি মিটে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.

"নিশ্চয়ই নেকীসমূহ পাপরাশিকে বিদূরিত করে দেয়।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত ও সাদকা প্রভৃতির এ শুভ প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। বক্ষমান হাদীসে তিনি উক্ত চারটি কালিমার এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং গাছের শুকনো পাতা ঝরিয়ে সাহাবীগণকে তার নমুনাও দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব হাকীকতের য়াকীন-বিশ্বাস আমাদেরকে নসীব করুন এবং এ কলিমাসমূহের মাহাত্ম্য ও প্রভাব থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

١٧– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِاْئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (رواه البخارى ومسلم)

১৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলবে, তার গুনাহরাশি মোচন করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত অধিকও হয়ে থাকে।

-(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহী এর অর্থ পূর্বোল্লেখিত সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ এর অর্থ একই। অর্থাৎ এমন সকল ব্যাপার থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে, যা তাঁর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার পরিপন্থী এবং যাতে সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতি বা দোষণীয় কিছু থাকতে পারে। সাথে সাথে এতে সমস্ত কামালিয়াত বা পূর্ণতা, মাহাত্ম্য ও কৃতিত্ব তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে এবং তাঁর স্তবস্তুতি করা হয়েছে। এ হিসাবে এ সংক্ষিপ্ত কালিমা "সুবহানাল্লাহি ও বিহামদিহী" আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় কথিত সমস্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক উক্তির অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করে। পূর্ববর্তী হাদীসের মত এ হাদীসেও এ সংক্ষিপ্ত দু'টি শব্দ সম্বলিত কালিমার শুভ প্রভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, যে বান্দা এ কালিমাটি দৈনিক ১০০ বার পাঠ করবে, তার সমস্ত পাপরাশি মোচন হবে এবং পাপের পঙ্কিলতা থেকে সে ব্যক্তি মুক্ত হয়ে যাবে, যদি তার গুনাহরাশি সমুদ্রের ফেনারাশির মত প্রচুর এবং

অগণিতও হয়ে থাকে। প্রখর আলো যেভাবে তিমির রাশিকে বিনাশ করে বা প্রচণ্ড উত্তাপ যেভাবে আর্দ্রতাকে তিরোহিত করে দেয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম গুনাহরাশির কুপ্রভাবকে তিরোহিত করে দেয়। কিন্তু কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কোন হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেকীর প্রভাব ও বরকতে কেবল সে সব গুনাহই মাফ হয়ে থাকে, যেগুলো 'কবীরা' পর্যায়ের নয়। এজন্যে বড় বড় মারাত্মক গুনাহ্ যেগুলোকে বিশেষ পরিভাষায় 'গুনাহে কবীরা' বলা হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে নিষ্কৃতির জন্যে তাওবা-ইস্তেগফার অপরিহার্য। মা'আরিফুল হাদীসের অন্য কয়েক স্থানেও ইতিপূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

١٨– عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْكَلَامِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ. (رواه مسلم)

১৮. হযরত আবূ যর গেফারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো ঃ সর্বোত্তম কথা কোন্‌টি ? জবাবে বললেন ঃ সেই কথাটি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাকুলের জন্যে নির্বাচিত করেছেন- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

(সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা জানা গেল যে, ফেরেশতাদের খাস যিক্‌র হচ্ছে এই 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'। এ হাদীসে এ কালিমাটিকে সর্বোত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব বর্ণিত যে হাদীসখানা মাত্র দু'পৃষ্ঠা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে সর্বোত্তম কলিমা চারটি ঃ

সুবহান্নাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা, আল্লাহু আকবর

এবং অপর এক হাদীসে উক্ত হয়েছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু সর্বোত্তম যিক্‌র, এ তিন বক্তব্যের মধ্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। আসলে এ কালিমাগুলো অন্যান্য সকল কথার তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়।

١٩– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (رواه البخارى ومسلم)

১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দু'টি কালিমা রসনার জন্যে (উচ্চারণে) হাল্কা, আমলনামা ওযনের পাল্লায় ভারী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তা হলো ঃ ১. সুবহান্নাল্লাহি ও বিহামদিহী ২. সুবহান্নাল্লাহিল আযীম। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত দু'টি কালিমা রসনার জন্যে হাল্কা হওয়ার ব্যাপারটি তো সুস্পষ্ট, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হওয়ার ব্যাপারটিও সহজেই বোধগম্য, কিন্তু আমলনামা ওজনের পাল্লায় ভারী হওয়ার ব্যাপারটা হয় তো অনেকে সহজভাবে বুঝে উঠতে পারবেন না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যেভাবে বস্তুজগতের বস্তুনিচয় হাল্কা ও ভারী হয়ে থাকে এবং এগুলো পরিমাপের জন্যে পাত্র বা যন্ত্র থাকে, এগুলোই সেগুলোর পরিমাপক। উদাহরণ স্বরূপ শীতাতপ পরিমাপের কথা ধরা যেতে পারে। এগুলো যদিও কোন বস্তু নয়, বস্তুর অবস্থা বিশেষ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলো পরিমাপের জন্যে থার্মোমিটার রয়েছে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নামের ওজন হবে। যিক্‌রের কালিমাসমূহের ওজন হবে। তিলাওয়াতে কুরআনের ওজন হবে। সালাতের ওজন হবে। ঈমান এবং আল্লাহ ভীতি ও তাঁর প্রতি ভালবাসার ওজন হবে। সে সময় এ ব্যাপারটি বোধগম্য হবে যে, অনেক ছোট ও হাল্কা বস্তুও সীমাহীন ওজনদার হবে। অপর এক হাদীসে হুযূর (সা) ফরমান ঃ لاَ يَزِنُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْئٌ

"আল্লাহ্‌র নামের সাথে আর কিছুই ওজনে সমান হবে না।"

এই কালিমা سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ এর অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর স্তবস্তুতির সাথে আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি- যিনি অনেক বড় ও মহান।

٢٠– عَنْ جُوَيْرِيَّةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِىَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّذِىْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ–

২০. উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা ফজরের সালাতান্তে তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে যান। তিনি তখন তাঁর সালাতের স্থানে বসে কিছু পড়ছিলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ পর চাশতের সময় হলে তিনি ফিরে আসলেন, তখনো তিনি পূর্ববৎ ওযীফা পাঠরত ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যখন তোমার নিকট থেকে উঠে গিয়েছি তখন থেকেই কি একই অবস্থায় এক নাগাড়ে তুমি বসে রয়েছ ? জবাবে তিনি বললেন ঃ জ্বী হাঁ।

তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি তিনটি কালিমা চারবার পড়েছি। তুমি দিন ভর যা পড়েছো, তার সাথে এর ওজন করলে তার ওজন তা থেকে ভারী হবে।

সে কালিমাগুলো হচ্ছে ঃ

১. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ২. আদাদা খালকিহী ৩. ও যিনাতা আরশিহী ৪. ও রিযা নাফসিহী ৫. ও মিদাদা কালিমাতিহী।

অর্থাৎ ১. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা অনুপাতে ২. তাঁর আরশের ওজন অনুপাতে ৩. তাঁর সত্তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং তাঁর কালিমার সংখ্যা অনুপাতে।" (মুসলিম)

٢١– عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذَالِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ

২১. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম (সা)-এর সাথে তাঁর এক সহধর্মিণীর ঘরে গিয়ে উপনীত হলেন। তাঁর (সেই মহিলার) সম্মুখে তখন কিছু খেজুরের বীচি অথবা পাথরের কণা ছিল, যেগুলোর সাহায্যে তিনি তাসবীহ গুণে গুণে পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চাইতে সহজতর কিছু বাৎলে দেবো না, (অথবা তিনি বলেছেন ঃ এর চাইতে উত্তম কিছু)। তা হলো ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذَالِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذَالِكَ

সুবহানাল্লাহ- সেই পবিত্র আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সংখ্যায় যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানে, সুবহানাল্লাহ সেই সংখ্যানুপাতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন যমীনে। সুবহানাল্লাহ সেই সংখ্যানুপাতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এতদুভয়ের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ সেই সৃষ্টির সংখ্যানুপাতে, যা তিনি অনাগত কালে সৃষ্টি করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহু আকবর। এবং অনুরূপভাবে আলহামদুলিল্লাহ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অনুরূপভাবে। এবং লা-হাওলা ওলা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ অনুরূপভাবে। (জামে' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'খানা হাদীসের দ্বারা জানা গেল যে, অধিক যিক্র এর দ্বারা যেমন অধিক ছওয়াব হাসিল করা যায়, তেমনি তার একটি সহজ তরীকা বা পন্থা হলো তার সাথে এমন শব্দসমূহ জুড়ে দেয়া, যার দ্বারা সংখ্যার আধিক্য বুঝায়। যেমনটা উপরোক্ত দু'টি হাদীসে রাসূল (সা) শিক্ষা দিয়েছেন।

এখানে একথা লক্ষ্যণীয় যে, কোন কোন হাদীসে স্বয়ং নবী করীম (সা) বহুলভাবে যিক্র করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং সেই হাদীসও সামান্য আগে আমরা পড়ে এসেছি, যাতে তিনি দৈনিক একশবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী পাঠকারী তার পাপরাশি মোচনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এজন্যে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাসের বর্ণিত এ হাদীস এবং ইতিপূর্বেকার হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যিক্রের আধিক্যের ব্যাপারে তা নিষিদ্ধ হওয়া বা অপসন্দনীয় হওয়া বুঝে নেওয়া মোটেই ঠিক হবে না। উক্ত দু'টি হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যিক্রের দ্বারা অধিক ছওয়াব লাভের একটি সহজতর তরীকা হচ্ছে এটাও, বিশেষত যারা অধিক ব্যস্ততার কারণে আল্লাহ্র যিক্রের জন্যে বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন না, তারা এ পদ্ধতিতেও অনেক ছওয়াব হাসিল করে নিতে পারেন।

হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এ ব্যাপারে বলেন, যে ব্যক্তি তাঁর বাতিনকে এবং তার জীবনকে যিক্রের রঙে অনুরঞ্জিত করতে আগ্রহী, বহুল পরিমাণে যিক্র করা তার জন্যে অপরিহার্য। আর যিক্র এর দ্বারা কেবল পারলৌকিক ছওয়াব হাসিল করাই যার উদ্দিষ্ট, তার উচিত এমন সব কালিমা যিক্রের জন্যে বেছে নেয়া, যা অর্থগত দিক থেকে উন্নততর ও প্রশস্ততর যেমনটি উপরের দু'টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাসের বর্ণিত। হাদীসের দ্বারা একথাও জানা গেল যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে তসবীহ ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না ঠিক, তবে এ উদ্দেশ্যে কেউ কেউ খেজুর বীচি বা পাথর কণা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে তা করতে বারণ করেননি। বলাবাহুল্য, তাসবীহ এবং এ পন্থার মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। বরং তাসবীহ তারই উন্নততর সংস্করণ। যারা তাসবীহকে বেদ'আত বলে অভিহিত করেছেন, তাঁরা আসলে অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর খাস ফযীলত

٢٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (رواه الترمذى وابن ماجة)

২২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম যিক্র হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুবের হাদীসে বলা হয়েছে যে, সর্বোত্তম কালিমা হচ্ছে এ চারটি - সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার। হযরত জাবিরের হাদীছে বলা হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম যিক্র। আসলে ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর তাবৎ কালিমা বা শব্দ থেকে ঐ চারটি কালিমাই সর্বোত্তম; কিন্তু এ চারটির মধ্যেও তুলনামূলকভাবে সর্বোত্তম হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কেননা, এর মধ্যে অবশিষ্ট তিনটির মর্মও পরোক্ষভাবে নিহিত রয়েছে। যখন বান্দা বলে মা'বূদ বরহক একমাত্র আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কেউই নন, তখন পরোক্ষে একথাও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, ঐ পবিত্র সত্তা সকল কমতি ও ত্রুটি থেকেও মুক্ত ও পবিত্র। কামালিয়তের সমস্ত গুণ তাঁর রয়েছে। প্রাধান্য ও মাহাত্ম্যের দিক থেকেও তাঁর উপরে কেউ নেই। কেননা যিনি লা-শরীক মা'বূদ হবেন, তাঁর মধ্যে এসব গুণ থাকতেই হবে। এজন্যে যে ব্যক্তি কেবল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো, সে যেন সব কিছুই বললো যা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে। এছাড়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে কালিমায়ে ঈমান। এ জন্যে এটি হচ্ছে সকল নবীর শিক্ষার পয়লা সবক। উপরন্তু নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আরিফ সূফীগণ এ ব্যাপারে যেন ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার জন্যে এবং হৃদয়কে সবদিক থেকে ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ মুখী করার ব্যাপারে এ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর যিক্রই হচ্ছে সর্বাধিক কার্যকরী যিক্র। এজন্যে এক হাদীসে

রাসূলুল্লাহ (সা) ঈমানী অবস্থাকে অন্তরের মধ্যে চাঙা করে তোলার জন্যে এবং তার উন্নতি বিধানের জন্যে এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমা অধিক পরিমাণে যিক্‌র করার আদেশ দিয়েছেন।[১]

٢٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِهِ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى تُفْضِىَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

(رواه الترمذى)

২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন বান্দা দেলের ইখলাসসহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্তে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন তার জন্যে অবশ্যই আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়, এমন কি এই কালিমা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়- যাবৎ সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে

(জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র খাস ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি ইসলামের সাথে বিশুদ্ধ অন্তরে তা পাঠ করা হয় এবং আল্লাহ থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী কবীরা গুনাসমূহ থেকে বান্দা সতর্কতার সাথে বিরত থাকে, তা হলে এ কালিমা আল্লহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এবং তাকে খাস মকবুলিয়তের দ্বারা ধন্য করা হয়। তিরমিযী শরীফের অপর একটি হাদীসে আছে ঃ

وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَيْسَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَيْهِ.

কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন অন্তরায় নেই। এই কালিমা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে যায়। আল্লাহর যিকরের অন্যান্য কালিমার তুলনায় এ কালিমটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত আছে।

---

১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا ؟ قَالَ اَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(رواه احمد)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করবে। প্রশ্ন করা হলো, কেমন করে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়ন করবো ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেন ঃ তোমরা বেশি বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিক্‌র করবে। -(আহমদ)

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (র) হুজ্জাতুল্লহিল বালিগা কিতাবে লিখেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, তা শিরকে জলীকে চিরতরে খতম করে দেয়। দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, তা শিরকে খফী বা গোপন শিরককেও খতম করে দেয়। তৃতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, তা বান্দা এবং মা'রিফতে ইলাহীর মধ্যেকার সকল পর্দাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে মা'রিফাত হাসিল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়ে যায়।

٢٤– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهِ اَوْ اَدْعُوْكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوْسٰى قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِىْ بِهِ قَالَ مُوْسٰى لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِىْ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِىْ كَفَّةٍ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِىْ كَفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(رواه البغوى فى شرح السنة)

২৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রভু, আমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দিন, যার সাহায্যে আমি তোমার নামের যিক্‌র করবো। (অথবা তিনি বললেন ঃ যার সাহায্যে আমি তোমাকে ডাকবো।) তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হে মূসা! তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

তিনি আরয করলেন ঃ হে আমার প্রভু! এ কালিমা তো তোমার সকল বান্দাই বলে থাকে। আমি তো এমন কিছু একটা চাই, যা তুমি আমাকে বিশেষভাবে দান করবে।

আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ হে মূসা! সাত আসমান এবং আমি ছাড়া এর সমস্ত অধিবাসী এবং সমস্ত যমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর পাল্লা নিশ্চিতভাবে ভারী হবে বা তা ঝুঁকে যাবে। - (শারহুস সুন্নাহ-বাগাভী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র সাথে বন্দেগীর বিশেষ সম্পর্ক ছিল মূসা (আ)-এর সে হিসাবে বিশেষ নৈকট্যের ভিত্তিতে তাঁর যে আকুতি ছিল সে জন্যে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ দু'আর জন্যে প্রার্থনা জানান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর

যিক্র করতে বলেন-যা সর্বোত্তম যিক্র। তিনি আরয করেন ঃ আমার দরখাস্ত কোন একটি বিশেষ কালিমার জন্যে, যা কেবল বিশেষভাবে আমাকেই প্রদান করা হবে। মোট কথা, কালিমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ব্যাপকভাবে বহুল প্রচলিত হওয়ায় তাঁর মূল্যমান ও ফযীলত অনুধাবনের ব্যাপারে তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি। এ জন্যে তাঁকে বলে দেয়া হলো যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র হাকীকত যমীন ও আসমান তথা গোটা সৃষ্টি জগতের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান ও ভারী। এটা দয়ালু আল্লাহ্র দয়ার দান যে, তিনি তাঁর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে নির্বিশেষে সকলকে আমভাবে এ রহমত দান করেছেন। মোদ্দা কথা, আম্বিয়া ও প্রেরিত রাসূলগণের জন্যেও এর চাইতে বেশি দামী এবং অধিক বরকতময় আর কিছুই নেই।

এ অমূল্য নিয়ামতের শুক্র হচ্ছে যে, এই পবিত্র কলিমাকে জপমালা বানিয়ে নেবে এবং বহুল পরিমাণে এর যিক্র-এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

কলিমায়ে তাওহীদের খাস মাহাত্ম্য ও বরকত

٢٥– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشَرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِأَةَ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةَ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَالِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَكُ اَحَدٌ بِاَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ (رواه البخارى ومسلم)

২৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি একশ বার বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওহদাহু লা-শরীকালাহু, লাহুল মুল্কু ও লাহুল হাম্দু ওহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই এবং সবকিছুর উপরই তিনি ক্ষমতাবান।) তা হলে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব লাভ করবে। তার জন্যে একশ' ছওয়াব লিখিত হবে এবং তার এক শ' পাপ মার্জনা করা হবে এবং তার জন্যে তার ঐ আমল সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রক্ষাকবচ হয়ে যাবে এবং অন্য কারো আমল তার আমল থেকে উত্তম হবে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যার আমল তার চাইতে অধিক হবে।

(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নিঃসন্দেহে কালিমায়ে তাওহীদ-যাতে কলিমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাথে এমন কিছু শব্দের সংযোজন আছে যদ্বারা তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক বক্তব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়ে যায়- তা এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ ও বরকতময়, যা এ হাদীসখানাতে উক্ত হয়েছে। মৃত্যুর পর ইনশাআল্লাহ তা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করবো। যে সমস্ত হাদীসে কোন কালিমার এতবড় বড় ছওয়াবের কথা আছে, সেগুলো নিয়ে কারো কারো মনে সংশয়-সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে। অথচ তারা নিজেরাই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন বা তাদের অভিজ্ঞতায় তা থাকতে পারে যে, অমঙ্গল ও ফ্যাসাদের এক একটি উক্তি অনেক সময় এমনি আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তার অশুভ প্রভাব বছরের পর বছর ধরে কত পরিবার ও কত সম্প্রদায়ের জীবনকে দুর্বিষহ করে রাখে। অনুরূপভাবে কোন কোন সদিচ্ছা নিয়ে বলা কোন কোন সদুক্তি ফ্যাসাদের লেলিহান অগ্নিশিখা নির্বাপণে ঠাণ্ডা পানির মত কাজ করে থাকে। ফলে অশান্তি ও তিক্ততায়পূর্ণ বিষাদময় জীবনকে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করে দেয়। এ দুনিয়ায় মানুষের মুখ নিঃসৃত আয় এর সুদূর প্রসার প্রভাব সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে পারলৌকিক ক্ষেত্রে তার চাইতে সুদূর প্রসারী ফলদায়ক বাণীর প্রভাব উপলব্ধি করা আর তেমন কঠিন থাকে না।

লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্র বিশেষ ফযীলত

٢٦– عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ (رواه مسلم والبخارى)

২৬. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা বাৎলে দেবো না, যা জান্নাতের সম্পদ ভাণ্ডারের সম্পদ স্বরূপ।

আমি বললাম ঃ জী হ্যাঁ হযরত, অবশ্যই বলবেন।

তখন তিনি বললেন ঃ লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

- (মুসলিম ও বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ কালিমার জান্নাতের সম্পদভাণ্ডারের সম্পদস্বরূপ হওয়ার মর্ম এ হতে পারে যে, যে ব্যক্তি খালিস অন্তরে এ কালিমা পাঠ করবে, তার জন্যে এ কালিমার বিনিময়ে জান্নাতে অনন্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত রাখা হবে, যদ্বারা সে পরকালে ঠিক তেমনিভাবে উপকৃত হতে পারবে, যেমনটি এ পৃথিবীতে মানুষ তার সম্পদ ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হয়ে থাকে।

এও বলা যায় যে, হুযুর (সা) এ শব্দটির দ্বারা এ কালিমার মাহাত্ম্য বুঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এটা হচ্ছে জান্নাতের রত্নভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। কোন বস্তুর অধিক মূল্য বুঝাবার জন্যে এ শব্দচয়ন হতে পারে।

লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ-এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কোন কাজের জন্যে সাধ্য-সাধনা করা ও প্রচেষ্টা চালানোর শক্তি আল্লাহই দান করেন, বান্দা নিজে কিছুই করতে পারে না।

এ অর্থের কাছাকাছি দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ এও বলা হয়ে থাকে যে, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা তাঁর দেয়া তাওফীক ছাড়া বান্দার সাধ্যের অতীত।

٢٧– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ (رواه الترمذى)

২৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বেশি বেশি করে পাঠ করবে! কেননা তা হচ্ছে জান্নাতের ধনভাণ্ডারের অন্যতম ভাণ্ডার স্বরূপ। -(জামে তিরমিযী)

٢٨– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ (رواه البيهقى فى الد عوات الكبير)

২৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দেবো না, যা জান্নাতের তলদেশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা জান্নাতের ধনভাণ্ডারের সম্পদ স্বরূপ। তা হচ্ছে ঃ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(বান্দা যখন তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ কলিমা পাঠ করে) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ

"আমার এ বান্দা (নিজের সমস্ত অহমিকা বিসর্জন দিয়ে) আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং পূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন করেছে।"

–(দাওয়াতুল কবীর- বায়হাকী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কালিমা لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কে জান্নাতের সম্পদভাণ্ডারের সম্পদ বিশেষ বলার সাথে সাথে একে مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ বা জান্নাতের তলদেশ থেকে অবতীর্ণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আসলে এর দ্বারা এ কালিমার মাহাত্ম্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আমার নিকট এটি জান্নাতের তলদেশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

ফায়দা ঃ তরীকতের কোন কোন শায়খ বলেন, শিরকে জলী ও শিরকে খফী এবং কল্‌ব ও নফসের পরিচ্ছন্নতা সাধন এবং ঈমান ও মা'রিফতের নূর হাসিল করার ব্যাপারে কালিমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর খাস আসর বা ক্রিয়া থাকে, ঠিক তেমনি আমলী জিন্দগী দুরস্ত করা তথা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকা ও পুণ্যপথে চলার ব্যাপারে لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বিশেষ প্রভাব রাখে।

আসমাউল হুসনা ঃ আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামসমূহ

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাকের নাম বা তাঁর ইসমে যাত কেবল একটি আর তা হচ্ছে 'আল্লাহ'। অবশ্য তাঁর সিফাতী বা গুণবাচক নাম শত শত যা কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। এগুলোকেই 'আসমাউল হুসনা' বলা হয়ে থাকে।

হাফিয ইব্‌ন হাজর আসকালানী সহীহ্ বুখারীর শরাহ বা ভাষ্যগ্রন্থ 'ফৎহুল বারী'তে ইমাম মুহাম্মদ জা'ফার সাদিক এবং সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ উম্মতের শ্রেষ্ঠস্থানীয় কতিপয় বুযুর্গের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলার নিরান্নব্বইটি নাম তো কেবল কুরআন মজীদেই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা এর বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণও দিয়েছেন। তারপর হাফিয ইব্‌ন হাজর (র) তার মধ্য থেকে কিছু নাম সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলেন ঃ এগুলো হুবহু কুরআন মজীদে ঐ সব শব্দে নেই, তবে বিভিন্ন ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হিসাবে সেগুলো সাজিয়ে নেয়া হয়েছে। এগুলো ছাড়াই নিরান্নব্বইটি নাম হুবহু কুরআন মজীদে রয়েছে। তিনি এগুলোর পূর্ণ তালিকাও দিয়েছেন, যা এ আলোচনার একটু পরেই পাঠক জানতে পারবেন।

আমাদের এ যুগেরই কোন কোন আলেম আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে সিফাতী বা গুণবাচক নামসমূহ খুঁজে দুই শতাধিক নাম পেয়েছেন। এসব গুণবাচক নামে তাঁর বিভিন্ন বিশেষণেরই অভি ব্যক্তি ঘটেছে। এগুলো তাঁর মা'রিফতের প্রবেশদ্বার স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রের এও একটি বিশেষ বিশদ সূরত, বান্দা অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বতের সাথে এগুলোর মাধ্যমে যিক্‌র করবে বা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে এবং এগুলোকে তার ওযীফা বা জপমালা বানিয়ে নেবে।

এ ভূমিকার পর এ সংক্রান্ত কয়েকখানা হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২৯– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ– (رواه البخارى ومسلم)

২৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিরান্নব্বই অর্থাৎ এক কম একশ' নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষিত বা কণ্ঠস্থ করলো এবং এগুলোর খেয়াল রাখলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে এতটুকুই আছে, এর কোন বিস্তারিত বিবরণ বা সুনির্দিষ্ট বয়ান নেই। অচিরেই ইনশা আল্লাহ তিরমিযী প্রমুখের রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হবে যাতে বিশদভাবে নিরান্নব্বইটি নামের উল্লেখ থাকবে। হাদীসের ভাষ্যকার ও উলামাগণ এ ব্যাপারে প্রায় সর্ববাদী সম্মত মত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলার পূত নামসমূহ এ নিরান্নব্বই সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আর এগুলো তাঁর নামসমূহের পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তিও নয়। কেননা, খোঁজাখুঁজি ঘাটাঘাটি করলে এর চাইতে অনেক বেশি নামের সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীসের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এর অর্থ ও মর্ম কেবল এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নাম কণ্ঠস্থ করবে এবং এগুলো খেয়াল রাখবে, সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কেবল নিরানব্বই নাম ধারণ করে রাখতে পারলেই সে এ সুসংবাদের যোগ্যপাত্র বলে বিবেচিত হবে।

হাদীসে পাক مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উলামা ও ভাষ্যকারগণ বিভিন্নরূপ বক্তব্য লিখেছেন।

একটি অর্থ এর এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে বান্দা আল্লাহ্র এ নামগুলোর মর্ম জেনে এবং তাঁর মা'রিফত হাসিল করে আল্লাহ তা'আলার এ গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যে বান্দা এ পবিত্র নামগুলোর ছাবি অনুযায়ী আমল করবে, সে জান্নাতে যাবে।

তৃতীয় একটি অর্থ বলা হয়ে থাকে এই যে, যে ব্যক্তি নিরান্নব্বই নামে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং এগুলোর সাহায্যে তাঁকে ডাকবে ও তাঁর কাছে দু'আ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম বুখারী (র) مَنْ اَحْصَاهَا এর ব্যাখ্যা مَنْ حَفِظَهَا (যে তা কণ্ঠস্থ করলো) করেছেন। বরং এক হাদীসের কোন কোন রিওয়ায়াতে مَنْ اَحْصَاهَا-এর স্থলে مَنْ حَفِظَهَا-ই বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে এ ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঐ একই কারণে এ অধম তর্জমাকালে এ অর্থ করেছে। এ হিসাবে হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে বান্দা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নিরানব্বইটি পবিত্র নাম মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩০– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَائَةً اِلاَّ وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ اَلْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ اَلْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِىْ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِىْ الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِىُّ الْمُتَعَالِى الْبَرُّ اَلتَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِىُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِىْ الْبَدِيْعُ الْبَاقِىْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ (رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الْكَبِيْرِ)

৩০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এক কম একশ' অর্থাৎ নিরান্নব্বইই নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করলো এবং এগুলো খেয়াল রাখলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সে পবিত্র নামগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ)

সেই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য বা ইবাদত লাভের যোগ্য পাত্র নেই। তিনি-

১. اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমান) পরম করুণাময়।

২. اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীম) পরম দয়ালু।

৩. اَلْمَلِكُ (আল মালিকু) প্রকৃত বাদশাহ্ ও নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী।

৪. اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দুস) অত্যন্ত পবিত্র সত্তা।

৫. اَلسَّلَامُ (আস সালাম) যাঁর সত্তাগত গুণই হচ্ছে শান্তি।

৬. اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা।

৭. اَلْمُهَيْمِنُ (আল মুহাইমিন) পূর্ণ তত্ত্বাবধানকারী।

৮. اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয) প্রবল প্রতাপের অধিকারী।

৯. اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বার) দাপটের অধিকারী, গোটা সৃষ্টিকুল যাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলে।

১০. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির) অহংকারের প্রকৃত অধিকারী।

১১. اَلْخَالِقُ (আল খালিক) স্রষ্টা।

১২. اَلْبَارِئُ (আল বারিউ) যথার্থভাবে সৃষ্টিকারী।

১৩. اَلْمُصَوِّرُ (আল মুসাব্বির) অবয়ব সৃষ্টিকারী কুশলী শিল্পী।

১৪. اَلْغَفَّارُ (আল গাফফার) পরম ক্ষমাশীল।

১৫. اَلْقَهَّارُ (আল কাহ্হার) সকলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী, যাঁর সম্মুখে সকলেই অসহায় ও ক্ষমতাহীন।

১৬. اَلْوَهَّابُ (আল ওহ্হাব) প্রতিদান ব্যতিরেকেই প্রচুর পরিমাণে দানকারী।

১৭. اَلرَّزَّاقُ (আর রাজ্জাক) সকলকে জীবিকাদাতা।

১৮. اَلْفَتَّاحُ (আল ফাত্তাহ) সকলের জন্যে রহমত ও জীবিকার দরজা উন্মুক্তকারী।

১৯. اَلْعَلِيْمُ (আল আলীম) সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

২০. اَلْقَابِضُ (আল কাবিয) সঙ্কীর্ণকারী।

২১. اَلْبَاسِطُ (আল বাসিত) প্রশস্তকারী অর্থাৎ তিনি তাঁর হিকমত ও ইচ্ছানুযায়ী কারো জন্যে কখনো সঙ্কীর্ণতা আবার কখনো প্রশস্ততা সৃষ্টি করেন।

২২. اَلْخَافِضُ (আল খাফিয) নীচুকারী।

২৩. اَلرَّافِعُ (আর রাফি) উঁচুকারী অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা উঁচু বা নীচু তিনিই করে থাকেন।

২৪. اَلْمُعِزُّ (আল মুইয)- মর্যাদাদাতা।

২৫. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল)- অমর্যাদাকারী, কাউকে সম্মানে ভূষিত করা বা অমর্যাদার অতলে ডুবিয়ে দেয়া তাঁরই ইচ্ছাধীন।

২৬. اَلسَّمِيْعُ (আস সামিউ) সম্যক শ্রোতা।

২৭. اَلْبَصِيْرُ (আল বাসিরু) সম্যক দ্রষ্টা।

২৮. اَلْحَكَمُ (আল হাকামু) প্রকৃত হাকিম।

২৯. اَلْعَدْلُ (আল আদল) সাক্ষাৎ আদল ও ইনসাফ।

৩০. اَللَّطِيْفُ (আল লতীফ) অনুগ্রহ ও দয়াদাক্ষিণ্য যাঁর সত্তাগত গুণ।

৩১. اَلْخَبِيْرُ (আল খাবীর) প্রতিটি ব্যাপারে সম্যক ওয়াকিফহাল।

৩২. اَلْحَلِيْمُ (আল হালীম) পরম সহিষ্ণু।

৩৩. اَلْعَظِيْمُ (আল আযীম) অতি মাহাত্ম্যের অধিকারী মহামহিম।

৩৪. اَلْغَفُوْرُ (আল গাফুর) পরম ক্ষমাশীল।

৩৫. اَلشَّكُوْرُ (আশ শাকূর) সৎকার্যের কদরকারী ও উত্তম বিনিময়দাতা।

৩৬. اَلْعَلِيُّ (আল আলীয়্যু) সর্বোচ্চ সত্তা।

৩৭. اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীরু) সব চাইতে বড় সত্তা।

৩৮. اَلْحَفِيْظُ (আল হাফীযু) সকলের তত্ত্বাবধানকারী।

৩৯. اَلْمُقِيْتُ (আল মুকীতু) সকলকে জীবনোপকরণ সরবরাহকারী।

৪০. اَلْحَسِيْبُ (আল হাসীব) সবার জন্য যথেষ্ট সত্তা।

৪১. اَلْجَلِيْلُ (আল জলীল) মহা সম্মানী।

৪২. اَلْكَرِيْمُ (আল করীম) মহাবদান্যশীল।
৪৩. اَلرَّقِيْبُ (আর রাকীব) তত্ত্বাবধানকারী ও রক্ষক।
৪৪ اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীব) কবূলকারী।
৪৫. اَلْوَاسِعُ (আল ওয়াসিউ) বিপুল সত্তা, প্রশস্তকারী।
৪৬. اَلْحَكِيْمُ (আল হাকীম) মহাকুশলী।
৪৭. اَلْوَدُوْدُ (আল ওয়াদূদ) প্রেমময় সত্তা।
৪৮. اَلْمَجِيْدُ (আল মজীদ) মহিমাময়।
৪৯. اَلْبَاعِثُ (আল বাইছু) পুনরুত্থানকারী- যিনি মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।
৫০. اَلشَّهِيْدُ (আশ শাহীদ) যিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন এবং শুনেন সেই পবিত্র সত্তা।
৫১. اَلْحَقُّ (আল হক) যাঁর সত্তা ও অস্তিত্ব হক।
৫২. اَلْوَكِيْلُ (আল ওয়াকীল) কর্ম বিধায়ক।
৫৩. اَلْقَوِىُّ (আল কাবিউ) মহা শক্তিমান।
৫৪. اَلْمَتِيْنُ (আল মাতীন) বলিষ্ঠ ও পরাক্রান্ত সত্তা।
৫৫. اَلْوَلِىُّ (আল ওয়ালী) পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী সত্তা।
৫৬. اَلْحَمِيْدُ (আল হামীদ) স্বনামধন্য ও প্রশংসিত সত্তা।
৫৭. اَلْمُحْصِى (আল মুহসী) সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ও সম্যক জ্ঞাত সত্তা।
৫৮. اَلْمُبْدِئُ (আল মুবদিউ) প্রথমবার অস্তিত্বদানকারী।
৫৯. اَلْمُعِيْدُ (আল মুইদু) পুনর্বার জীবনদাতা।
৬০. اَلْمُحْيِى (আল মুহঈ) জীবনদাতা।
৬১. اَلْمُمِيْتُ (আল মুমীত) মৃত্যুদাতা।
৬২. اَلْحَىُّ (আল হাইউ) চিরঞ্জীব।
৬৩. اَلْقَيُّوْمُ (আল কাইয়ূম) যিনি নিজে কায়েম থাকেন এবং সকল সৃষ্টিকে নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি মোতাবেক কায়েম রাখেন।
৬৪. اَلْوَاجِدُ (আল ওয়াজিদ) সবকিছুকে ধারণকারী।

৬৫. اَلْمَاجِدُ (আল মাজিদু) বুযুর্গী ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।
৬৬. اَلْوَاحِدُ (আল ওয়াহিদু) একক সত্তা।
৬৭. اَلاَحَدُ (আল আহাদু) নিজ গুণরাজীতে অনন্য।
৬৮. اَلصَّمَدُ (আস সামাদু) সেই মহান সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।
৬৯. اَلْقَدِيْرُ (আল কাদিরু) ক্ষমতাধর।
৭০. اَلْمُقْتَدِرُ (আল মুকতাদির) সকলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার অধিকারী।
৭১. اَلْمُقَدِّمُ (আল মুকাদ্দিমু) যাকে ইচ্ছা তিনি অগ্রসর করে দেন।
৭২. اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুআখ্খিরু) যাকে ইচ্ছে পিছিয়ে দেন সেই সত্তা।
৭৩ اَلاَوَّلُ (আল আওয়ালু) অনাদি- অর্থাৎ যখন কেউ ছিল না তখনও তিনি ছিলেন আর
৭৪. اَلْاٰخِرُ (আল আখিরু) অনন্ত-যখন কেউ থাকবে না তখনও তিনি বিরাজমান থাকবেন।
৭৫. اَلظَّاهِرُ (আয যাহিরু) সম্পূর্ণ প্রকাশিত ও পূর্ণ বিকশিত সত্তা।
৭৬. اَلْبَاطِنُ (আল বাতিন) সম্পূর্ণ গোপন সত্তা।
৭৭. اَلْوَالِىُّ (আল ওয়ালী) মালিক ও কর্মবিধায়ক।
৭৮. اَلْمُتَعَالِى (আল মুতা'আলী) সুউচ্চ মহান সত্তা।
৭৯. اَلْبَرُّ (আল বার্‌রু) পরম এহ্‌সানকারী।
৮০. اَلتَّوَّابُ (আত তাওয়াবু) তাওবার তাওফীকদাতা ও তাওবা কবূলকারী।
৮১. اَلْمُنْتَقِمُ (আল মুনতাকিম) পাপীতাপীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
৮২. اَلْعَفُوُّ (আল আফুউ) পরম ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।
৮৩. اَلرَّؤُفُ (আর রাউফ) পরম সদয়।
৮৪. مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুলক) সারা জাহানের মালিক।
৮৫. ذُوالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইকরাম) প্রতিপত্তিশালী ও বদান্যশীল যার প্রতিপত্তির ভয় বান্দার পোষণ করে এবং বদান্যতার আশা রাখে।

৮৬. اَلْمُقْسِطُ (আল মুকসিতু) হকদারের হক আদায়কারী ন্যায়পরায়ণ সত্তা।

৮৭. اَلْجَامِعُ (আল জামিউ) সারা সৃষ্টি জগতকে কিয়ামতের দিন একত্রকারী।

৮৮. اَلْغَنِىُّ (আল গনী) নিজে অমুখাপেক্ষী।

৮৯. اَلْمُغْنِىْ (আল মুগনী) অন্যদেরকে যিনি অমুখাপেক্ষী করেছেন সেই সত্তা।

৯০. اَلْمَانِعُ (আল মানিউ) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, যা রোধ করা উচিৎ।

৯১. اَلضَّارُّ (আদ দাররু)

৯২. اَلنَّافِعُ (আন নাফিউ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কাউকে উপকারদাতা এবং কারো ক্ষতিকারী

৯৩. اَلنُّوْرُ (আন নূর) জ্যোতি।

৯৪. اَلْهَادِىْ (আল হাদী) হিদায়াতকারী।

৯৫. اَلْبَدِيْعُ (আল বাদীউ) পূর্বের কোন নমুনা ব্যতিরেকেই অভূতপূর্ব সৃষ্টির স্রষ্টা।

৯৬. اَلْبَاقِىْ (আল বাকী) চিরন্তন সত্তা যিনি কোন দিন বিলীন হবেন না।

৯৭. اَلْوَارِثُ (আল ওয়ারিসু) সবকিছু ফানা হয়ে যাওয়ার পরও যিনি বিরাজমান থাকবেন সেই পবিত্র সত্তা

৯৮. اَلرَّشِيْدُ (আর রশীদু) প্রজ্ঞাময় সত্তা, যাঁর প্রতিটি কাজই যথার্থ ও প্রজ্ঞাময়

৯৯. اَلصَّبُوْرُ (আস সাবূরু) পরম ধৈর্যশীল, যিনি বান্দার চরম ঔদ্ধত্য ও না-ফরমানী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও সাথে সাথে শাস্তি দেন না বা পাকড়াও করেন না। (জামে তিরমিযী, বায়হাকীকৃত দাওয়াতে কাবীর)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসের শুরুর অংশ হুবহু তাই, যা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের বরাতে একটু আগেই বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এ হাদীসে নিরানব্বইটি পূত নাম বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে- যা বুখারী মুসলিমের রিওয়ায়াতে নাই। এ জন্যে কোন কোন মুহাদ্দিস ও ভাষ্যকারের অভিমত হচ্ছে এই যে, মারফূ' হাদীস যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি শুধু ততটুকুই, যা সহীহ্ কিতাবদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ

اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম এক কম এক শ'-যে ব্যক্তি তা কণ্ঠস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আর তিরমিযীর এ রিওয়ায়াতে এবং অনুরূপভাবে ইব্‌ন মাজা ও হাকিম প্রমুখের রিওয়ায়াতে যে নিরান্নব্বই নাম বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা মহানবীর বাণী নয়, বরং আবূ হুরায়রা (রা)-এর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাগরিদ তা হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামগুলিও বর্ণনা করে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় এ আসমাউল হুসনাগুলো মুদরাজ (مدرج), এরূপ মনে করার একটি সঙ্গত কারণ এই যে, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা ও হাকিমের বর্ণনায় নিরানব্বুইটি পবিত্র নামের যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, তাতে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এ নামগুলো বলে দিতেন তাহলে তাতে এত ফারাক থাকাটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

যাই হোক, এতো হলো হাদীস শাস্ত্র এবং এর রিওয়ায়াত সংক্রান্ত আলোচনা। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তিরমিযীর উপরোক্ত বর্ণনায় এবং অনুরূপ ইব্‌ন মাজা প্রমুখের রিওয়ায়াতে বর্ণিত ৯৯টি পবিত্র নাম কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকেই নেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ করার বিনিময়ে যে সুসংবাদ শুনিয়েছেন সে সুসংবাদের অবশ্যই তাঁরা যোগ্য বিবেচিত হবে যারা বিশুদ্ধ চিত্ত ভক্তি সহকারে আসমাউল হুসনা মুখস্থ করবেন এবং এগুলির মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করবেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তার কারণ ও রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেন: আল্লাহ তা'আলার কামালিয়তের যে গুণাবলী তাঁর জন্যে সাব্যস্ত করা বা যে সমস্ত অপূর্ণতা থেকে তাঁর সত্তাকে মুক্ত প্রতিপন্ন করা চাই, উপরোক্ত আসমাউল হুসনায় তার সবকটিই এসে যায়। এ হিসাবে এ আসমাউল হুসনা আল্লাহ তা'আলার মা'রিফতের পরিপূর্ণ নিসাব বা কোর্স বিশেষ। আর এজন্যে সামগ্রিকভাবে এগুলোর মধ্যে অসাধারণ বরকত রয়েছে এবং উর্ধ্বজগতে এর বিরাট কবূলিয়ত রয়েছে। যখন কোন বান্দার আমলনামায় এ আসমাউল হুসনা লিপিবদ্ধ থাকে, তখন তা আল্লাহ্‌র রহমতের ফয়সালার হেতু হয়ে যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তিরমিযী শরীফের উক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত ৯৯টি নামের দুই তৃতীয়াংশ কুরআন শরীফে এবং অবশিষ্ট নামগুলি বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

হযরত জা'ফর সাদিক প্রমুখ বুযুর্গান যে দাবি করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম কুরআন মজীদেই রয়েছে, সেগুলি একটু পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এবং এগুলির ব্যাপারে হাফিয ইব্‌ন হাজারের সর্বশেষ গবেষণার বরাতও দেওয়া হয়েছে। তিনি শুধু কুরআন শরীফ থেকেই ঐ নিরানব্বইটি পবিত্র নাম খুঁজে বের করেছেন। কুরআন শরীফে এসব নাম অবিকল এভাবেই মওজুদ রয়েছে।

সেই সব মুহাদ্দিসীন ও ভাষ্যকারগণের উপরোক্ত অভিমত যদি মেনে নেয়া হয় যে, উপরোক্ত রিওয়ায়াতে আসমাউল হুসনা রূপে যে পবিত্র নামগুলি বর্ণিত হয়েছে, তা হাদীসে মরফূ (مَرْفُوْع)-এর অংশ নয়, বরং কোন রাবীর পক্ষ থেকে মুদরাজ বা পরিবর্ধিত অংশ বিশেষ অর্থাৎ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ এ বিষদ বিবরণটিও জুড়ে দিয়েছেন–যা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়, তা হলে হাফিয ইব্‌ন হাজার কর্তৃক পেশকৃত ফিরিস্তিই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কেননা, তাঁর উল্লেখ করা পবিত্র নামগুলো হুবহু কুরআন মজীদ থেকে নেয়া—নিজে এগুলোর মধ্যে তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। আমরা নিচে 'ফাৎহুল বারী' থেকে তাঁর প্রদত্ত সেই ফিরিস্তিটি উদ্ধৃত করছি। তিনি আল্লাহ্‌র আসল নাম আল্লাহকেও ঐ নিরানব্বই নামের মধ্যে গণনা করেছেন। বরং ঐ পবিত্র নাম দিয়েই তিনি তাঁর ফিরিস্তি শুরু করেছেন।

কুরআন মজীদে উল্লেখিত
আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি পবিত্র নাম

১. اَللّٰهُ (আল্লাহ্) ২. اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমান) ৩. اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীম) ৪. اَلْمَلِكُ (আল মালিকু) ৫. اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দুস) ৬. اَلسَّلَامُ (আস সালাম) ৭. اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) ৮. اَلْمُهَيْمِنُ (আল মুহাইমিন) ৯. اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয) ১০. اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বার) ১১. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির) ১২. اَلْخَالِقُ (আল খালিক) ১৩. اَلْبَارِئُ (আল বারিউ) ১৪. اَلْمُصَوِّرُ (আল মুসাব্বির) ১৫. اَلْغَفَّارُ (আল গাফফার) ১৬. اَلْقَهَّارُ (আল কাহ্‌হার) ১৭. اَلتَّوَّابُ (আ-তাওয়াবু) ১৮. اَلْوَهَّابُ (আল-ওহ্‌হাবু) ১৯. اَلْفَتَّاحُ (আল খাল্লাকু) ২০. اَلْبَاسِطُ (আল বাসিত) ২১. اَلْعَلِيْمُ (আল আলীম) ২১. اَلْقَابِضُ (আল কাবিয) ২২. اَلْبَاسِطُ (আল বাসিত) ২৩. اَلْخَافِضُ (আল খাফিয) ২৪. اَلرَّافِعُ (আর রাফি) ২৫. اَلْمُعِزُّ (আল মুইয) ২৬. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল) ২৭. اَلسَّمِيْعُ (আস সামিউ) ২৮. اَلْبَصِيْرُ (আল বাসিরু) ২৯. اَلْحَكَمُ (আল হাকামু) ৩০. اَلْعَدْلُ (আল আদল) ৩১. اَللَّطِيْفُ (আল লতীফ) ৩২. اَلْخَبِيْرُ (আল খাবীর) ৩৩. اَلْحَلِيْمُ (আল হালীম) ৩৪. اَلْعَظِيْمُ (আল আযীম) ৩৫. اَلْغَفُوْرُ (আল গাফুর) ৩৬. اَلشَّكُوْرُ (আশ শাকূর) ৩৭. اَلْعَلِيُّ (আল আলীয়্যু) ৩৮. اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীরু) ৩৯. اَلْحَفِيْظُ (আল হাফীযু) ৪০. اَلْمُقِيْتُ (আল মুকীতু) ৪১. اَلْحَسِيْبُ (আল হাসীব) ৪২. اَلْجَلِيْلُ (আল জালীল) ৪৩. اَلْكَرِيْمُ (আল কারীম) ৪৪. اَلرَّقِيْبُ (আর রাকীব) ৪৫. اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীব) ৪৬. اَلْوَاسِعُ (আল ওয়াসিউ) ৪৭. اَلْحَكِيْمُ (আল হাকীম) ৪৮. اَلْوَدُوْدُ (আল ওদূদ) ৪৯. اَلْمَجِيْدُ (আল মজীদ) ৫০. اَلْبَاعِثُ (আল বাইসু) ৫১. اَلشَّهِيْدُ (আশ শাহীদ) ৫২. اَلْحَقُّ (আল হক) ৫৩. اَلْوَكِيْلُ (আল ওকীল) ৫৪. اَلْقَوِيُّ (আল কভী) ৫৫. اَلْمَتِيْنُ (আল মতীন) ৫৬. اَلْوَلِيُّ (আল ওলী) ৫৭. اَلْحَمِيْدُ (আল হামীদ) ৫৮. اَلْمُحْصِيْ (আল মুহ্‌সী) ৫৯. اَلْمُبْدِئُ (আল মুবদিউ) ৬০. اَلْمُعِيْدُ (আল মুইদ) ৬১. اَلْمُحْيِيْ (আল মুহঈ) ৬২. اَلْمُمِيْتُ (আল মুমীত) ৬৩. اَلْحَيُّ (আল হাইউ) ৬৪. اَلْقَيُّوْمُ (আল কাইয়্যুম) ৬৫. اَلْوَاجِدُ (আল ওয়াজিদ) ৬৬. اَلْمَاجِدُ (আল মাজিদু) ৬৭. اَلْوَاحِدُ (আল ওয়াহিদু) ৬৮. اَلْأَحَدُ (আল আহাদ) ৬৯. اَلصَّمَدُ (আস সামাদ) ৭০. اَلْقَدِيْرُ (আল কাদির) ৭১. اَلْمُقْتَدِرُ (আল মুকতাদির) ৭২. اَلْمُقَدِّمُ (আল মুকাদ্দিম) ৭৩. اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুআখ্যির) ৭৪. اَلْأَوَّلُ (আল আওয়াল) ৭৫. اَلْاٰخِرُ (আল আখিরু) ৭৬. اَلظَّاهِرُ (আয যাহিরু) ৭৭. اَلْبَاطِنُ (আল বাতিন) ৭৮. اَلْوَالِيْ (আল ওয়ালী) ৭৯. اَلْمُتَعَالِيْ (আল মুতাআলী) ৮০. اَلْبَرُّ (আল বাররু) ৮১. اَلتَّوَّابُ (আত তাওয়াব) ৮২. اَلْمُنْتَقِمُ (আল মুনতাকিম) ৮৩. اَلْعَفُوُّ (আল আফুউ) ৮৪. اَلرَّؤُوْفُ (আর রাউফ) ৮৫. مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুলক) ৮৬. ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইকরাম) ৮৭. اَلْمُقْسِطُ (আল মুকসিত) ৮৮. اَلْجَامِعُ (আল জামিউ) ৮৯. اَلْغَنِيُّ (আল গনী) ৯০. اَلْمُغْنِيُّ (আল মুগনী) ৯১. اَلْمَانِعُ (আল মানি) ৯২. اَلضَّارُّ (আদ দার) ৯৩ اَلنَّافِعُ (আন নাফিউ) ৯৪. اَلنُّوْرُ (আন নূর) ৯৫. اَلْهَادِيْ (আল হাদী) ৯৬. اَلْبَدِيْعُ (আল বাদীউ) ৯৭. اَلْبَاقِيْ (আল বাকী) ৯৮. اَلْوَارِثُ (আল ওয়ারিসু) ৯৯. اَلرَّشِيْدُ (আর রশীদ) ১০০. اَلصَّبُوْرُ (আস সাবূর) (فتح البارى جز ٢٦ : ٨٣)

(আস-সামাদ-আল্লাযী লাম য়ালিদ ওয়ালাম য়ূলাদ ওলাম য়াকুল। লাহূ কুফুওয়ান আহাদ) (ফতহুল বারী ২৬ পারা পৃষ্ঠা-৮৩)

তিরমিযীর রিওয়ায়াতে উল্লিখিত এবং কুরআন মজীদ থেকে হাফিয ইব্‌ন হাজার কর্তৃক সংকলিত নিরানব্বই আসমাউল হুসনা বা পবিত্র নামের প্রত্যেকটিই মা'রিফাতে ইলাহীর এক একটি দরজা স্বরূপ। উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন যুগে এ পবিত্র নাম সমূহের

ব্যাখ্যা সম্বলিত কিতাবদি রচনা করেছেন। কঠিন কঠিন সমস্যার সময় এগুলোর মাধ্যমে দু'আ করা আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গগণের চিরাচরিত অভ্যাস। এটি দু'আ কবূলের একটি পরীক্ষিত পন্থা।

ইস্‌মে আ'যম

হাদীস সমূহ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম সমূহের কোন কোনটিতে এমন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রয়েছে যে, যখন সে গুলির মাধ্যমে দু'আ করা হয় তখন তা কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়।

এ সমস্ত পবিত্র হাদীসকে 'ইস্‌মে আযম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়নি, অনেকটা অস্পষ্ট ও আড়ালে আবডালে রাখা হয়েছে। এটা অনেকটা লাইলাতুল কদর ও জুমার দিনের দু'আ কবূলের বিশেষ সময়টিকে অস্পষ্ট বা অচিহ্নিত রাখার মত ব্যাপার। হাদীস সমূহ থেকে এটাও জানা যায় যে, ইস্‌মে আ'যম কোন বিশেষ একটি নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি অনেক লোকে ধারণা করে থাকেন; বরং একাধিক নামকে ইস্‌মে আ'যম বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ সমস্ত হাদীস থেকে এটাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ্যে ইসমে আ'যম সম্পর্কে যে ধারণা চালু রয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে সব কথা প্রচলিত রয়েছে, তা একান্তই অলীক ও ভিত্তিহীন। আসল ব্যাপারা তা'ই যা উপরে উক্ত হয়েছে। তারপর এ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন ঃ

٣١– عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ

(رواه الترمذى وابوداؤد)

৩১. হযরত বুবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সা) একদা এক ব্যক্তিকে এরূপ দু'আ করতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আমার ফরিয়াদ তোমার কাছে এ অসিলায় পেশ করছি যে , তুমি আল্লাহ্, তুমি ব্যতীত কোন মালিক ও উপাস্য নেই, তুমি একক, তুমি অনন্য, তুমি অমুখাপেক্ষী, সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী। না তুমি কারো সন্তান আর না কেউ তোমার সন্তান আর না কেউ তোমার সমকক্ষ আছে।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম লোকটিকে এ দু'আ করতে শুনে বলে উঠলেন, লোকটি আল্লাহকে তাঁর ইস্‌মে আ'যমের মাধ্যমে ফরিয়াদ জানালো! ঐ নামে যখন কেউ দু'আ করে তখন তার দু'আ কবুল করা হয়ে থাকে ।

–(জামে তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাউদ)

٣٢– عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اَسْئَلُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى. (رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة)

৩২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তখন সালাত আদায় করছিল। সে তখন দু'আ বদলে বলছিলঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি এই ওসীলায় যে, সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই জন্য শোভনীয়। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি অত্যন্ত মেহেরবান এবং অতি এহ্‌সানকারী, যমীন ও আসমানের স্রষ্টা। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, হে প্রবল দাপট ও মর্যাদার অধিকারী চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক সত্তা! তখন নবী করীম (সা) বললেন; এ ব্যক্তি আল্লাহর এমন ইস্‌মে আ'যমের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছে যার ওসীলায় দু'আ করলে আল্লাহ্ তা কবূল করেন এবং যখন এর ওসীলায় যাচ্ঞা করা হয় তখন দান করা হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা)

٣٣– عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةِ اٰلِ عِمْرَانَ الم اَللّٰهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه والدارمى)

৩৩. আসমা বিন্‌ত য়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নাম বা ইস্‌মে আ'যম এ দুটি আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে ঃ

১. وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

২. আল ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াতঃ

الٓمّٓ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

(জামে' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইব্‌ন মাজা ও সুনানে দারেমী)

ব্যাখ্যাঃ- এ হাদীসগুলো গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কোন নামকে ইস্‌মে আ'যম বলা হয়নি; বরং এ কথাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, শেষ হাদীসে যে দু'খানা আয়াতের বরাত দেওয়া হয়েছে এবং এর আগের দু'টি হাদীসে দু'ব্যক্তির যে দু'আ উদ্ধৃত করা হয়েছে এর প্রত্যেকটিকে আল্লাহর বিভিন্ন নামের যে বিশেষ ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তাঁর যে ব্যাপক মর্ম বুঝে আসে, তাকেই ইসমে আ'যম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মহাদ্দিসে দেলেভী (রহ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় ইল্‌ম ও মা'রিফত বিশেষ দান করেছেন। তিনি এসব হাদীস পাঠে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন।[১] আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

১. শাহ সাহেব হুজ্জুতুল্লাহিল বালিগায় বলেনঃ (পৃ ৭৭, জিলদ ২)

اعلم ان الاسم الاعظم الذى اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب هو الاسم الذى يدل على اجمع تدل من تدليات الحق والذى تدا وله الملاء الاعلى اكثر تداول ونطقت به التراجمة فى كل عصر وهذا معنى يصدق على انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وعلى لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السموات والاوض يا ذالجلال والاكرام يا حى يا قيوم ويصدق على اسماء تضاهى ذالك (حجة الله البالغة ص ٧٧ جلد ٦)

স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসমে আ'যম এমন নাম, যে নামের সাহায্যে যাচঞা করা হলে দেয়া হয়, দু'আ করা হলে তা কবূল হয়। তা এমন নাম যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে ব্যাপক উপায় বুঝায় এবং উর্ধ মন্ডলে এ নামকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয় এবং সকল যুগে (অদৃশ্য লোকের) বার্তা বাহকরা তা উচ্চারণ করে এসেছে ....

اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

-তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি একক ও অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং কেউ তাঁর সমকক্ষও নেই-এ অর্থ ইসমে আযম

কুরআন মজীদ তিলাওয়াত

উপরে বলা হয়েছেন যে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াতও অন্যতম যিকর। কোন কোন হিসাবে তা হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। বান্দার এ ব্যস্ততা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় ও পছন্দনীয়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সকল উপমা ও উদাহরণের উর্ধে। কিন্তু এ দীনাতি দীন লেখক এ সত্যটি নিজ অভিজ্ঞতায় সম্যক উপলব্ধি করেছে যে, যখন কাউকে নিজের লিখিত কোন পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠে লিপ্ত দেখেছি, তখনই আনন্দে হৃদয়-মন ভরে উঠেছে এবং সে ব্যক্তির সাথে এক বিশেষ আন্তরিক সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। সে ঘনিষ্ঠতা এতই নিবিড়, যা অনেক নিকটাত্মীয়ের সাথেও নেই। এ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি তো এতটুকু বুঝেছি যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে শুনতে পান ও দেখতে পান, তখন তিনি ঐ বান্দার প্রতি কতটুকু প্রীত হয়ে থাকবেন। (যদি না তার কোন গুরুতর অপরাধের দরুন সে তাঁর সদয় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে)

রসূলুল্লাহ (সা) উম্মতকে কুরআন মজীদের মাহাত্ম্য বুঝানোর জন্যে এবং এর তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। আমরাও এ সংক্ষিপ্ত হাদীস সমূহ বর্ণনার বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করেছি।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) এর এ সব বাণী থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন- যা এ বাণী গুলোর উদ্দিষ্ট।

কুরআন মজীদের মাহাত্ম্য ও ফযীলত

কুরআন মজীদের মাহাত্ম্যের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে, এটি আল্লাহর কালাম। এটি আল্লাহ তা'আলার হাকীকী সিফাত বা প্রকৃত গুণ । প্রকৃত পক্ষে এ দুনিয়ায় যা

সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়।

لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

সমস্ত প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই তো হান্নান মান্নান, তুমিই দয়াময় ও অনুগ্রহশীল, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, হে জালাল ও ইকরামের অধিকারী, হে হাই ও কাইয়ূম হে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর রক্ষক। এ সব নামের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল অন্যান্য নামের ক্ষেত্রেও আসমাউল হুসনা প্রযোজ্য। -(হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭)

কিছুই রয়েছে এমন কি যমীনের মখলূক সমূহের মধ্যে আল্লাহর কা'বা, নবী-রসূলগণের পবিত্র সত্তাসমূহ এবং উর্ধ্ব জগতের সৃষ্টি সমূহের মধ্যে আরশ, কুরসী লাওহ ও কলম জান্নাত এবং তার নিয়ামত সমূহ, আল্লাহর নৈকট্যধন্য ফিরিশতাগণ এসব কিছুই স্ব-স্ব স্থানে অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ সবই হচ্ছে মখলূক বা সৃষ্টি। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদ আল্লাহর এরূপ সৃষ্টি যা তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নয় বরং তাঁর হাকীকী সিফাত বা সত্তাগত গুণ বিশেষ। এটা তাঁর সত্তার সাথে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে কায়েম রয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার সবচাইতে বড় দয়া ও দান যে, তিনি তাঁর রসূলে আমীন মারফত তাঁর পবিত্র কালাম আমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং যেন আমাদের তিলাওয়াত করতে, নিজ রসনায় তা উচ্চারণ করতে, তা উপলব্ধি করতে এবং নিজেদের জীবনে এ পবিত্র গ্রন্থকে দিকদিশারীরূপে গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজীদে আছে যে, আল্লাহ্ তাআ'লা তুয়ার পবিত্র প্রান্তরে একটি বরকতময় বৃক্ষ থেকে হযরত মূসা আলাইহিস্সালামকে আপন পবিত্র কালাম শুনিয়েছিলেন। কতই না সৌভাগ্যবান ছিল সেই বৃক্ষটি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণী শুনানোর জন্যে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছিলেন। যে বান্দা ইখলাস এবং ভক্তিসহকারে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে সে তখন মূসা আলইহিস্সালামের সে বৃক্ষের মর্যাদা ও গৌরব লাভে ধন্য হয়। সে যেন তখন আল্লাহ্র পরিত্র কালামের রেকর্ড স্বরূপ হয়ে যায়। সত্য কথা হলো, মানুষ তার চাইতে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

এ ভূমিকা পাঠের পর কুরআন মজীদের মাহাত্ম্য ও ফযীলতের বিবরণ সম্বলিত রসূলুল্লাহ (সা) এর কয়েকখানা হাদীস নিম্নে পাঠ করুন।

٣٤– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْأَ لَتِىْ اَعْطَيْتُه اَفْضَلَ مَا اُعْطِيَ السَّاءِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلاَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ (رواه الترمذى والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

৩৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তিকে কুরআনের ব্যস্ততা আমার যিকর ও আমার কাছে বান্দার যাচঞ্চা করা থেকে বিরত রেখেছে, আমি তাকে দু'আকারী ও যাচ্ঞা কারীদেরকে প্রদত্ত দানের চাইতে উত্তম দান করে থাকি। মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্যান্য কথাবার্তার চাইতে ঠিক সে রূপ বেশি, যেরূপ বেশি মর্যাদা আল্লাত তা'আ'লার তাঁর সমগ্র সৃষ্টকূলের তুলনায়।

(জামে' তিরমিযী, সুনানে দারেমী ও শু'আবুল ঈমানে বায়হাকী)

ব্যাখ্যাঃ মাআ'রিফুল হাদীসের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে বলে আসা হয়েছে যে, যখন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বরাতে কোন কথা বলেন অথচ তা'কুরআন মজীদে না থাকে, হাদীসের পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলা হয়ে থাকে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত এ হাদীসও এধরনের হাদীসে কুদসী।

এ হাদীসে দু'টি কথা বলা হয়েছে ঃ

এক. আল্লাহর যে বান্দা কুরআন নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে, দিন-রাত তার ঐ একটিই ব্যস্ততা অর্থাৎ কুরআনের তিলাওয়াত কুরআন মুখস্থ করা তার চিন্তা-গবেষণা বা পঠন-পাঠনে ইখলাসের সাথে মশগুল -বিভোর থাকে যে, কুরআনের এ চর্চা বন্ধ করে সে আল্লাহর হাম্দ্-তসবীহ করার বা তাঁর দরবারে দু'আ করার পর্যন্ত অবসর করে উঠতে পারে না, সে যেন মনে না করে যে, তার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। কেননা, আল্লাহ্ তাআ'লা যিকরকারী ও যাচ্ঞাকারীকে যা দান করবেন তার চেয়ে অনেকগুণ উত্তম তাকে দান করবেন। অন্য কথায়, সে আল্লাহর দরবার থেকে যে মহাদান লাভ করবে, যিকরকারী ও যাচ্ঞাকারীরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,এটা আল্লাহ্ তা'আলার অকাট্য ফয়সালা, আমি আমার এমন বান্দাকে তা থেকে অধিক ও উত্তম দান করবো, যা আমি কোন যিক্রকারী ও যাচ্ঞাকারীকে দান করে থাকি।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ হাদীসে বিবৃত হয়েছে তা হলো, আল্লাহর কালাম অন্যদের কালাম থেকে ঠিক তেমনি মর্যাদাপূর্ণ, যেমন মর্যাদাপূর্ণ স্বয়ং তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকুলের তুলনায়। আর তার কারণও এটাই যে, কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম এবং তাঁর অবিচ্ছিন্ন গুণ বিশেষ, যা' তাঁরই সত্তার মত অবিনশ্বর।

٣٥– عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدُكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَه مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدى فِىْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اَللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ

الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِىْ لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ يَنْقَضِى عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (رواه الترمذى والدارمى)

৩৫. হযরত আলী মুরতাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছিঃ সাবধান, একটি মহা বিপর্যয় আসন্ন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ তা থেকে বাঁচবার কী ব্যবস্থা রয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

জবাবে তিনি বললেন; কিতাবুল্লাহ্, তাতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের (শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলীর) সংবাদ এবং তোমাদের পরবর্তীদের হাল-হাকীকত, (অর্থাৎ আমল ও আখলাকের যে সব পার্থিব এবং পারলৌকিক পরিণতি দেখা দিবে, কুরআন মজীদে সে সব সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে) তোমাদের মধ্যকার সমস্য সমূহ সম্পর্কে কুরআন মজীদে সিদ্ধান্ত ও বিধান রয়েছে, (হক-বাতিল ও ভুল-শুদ্ধ সম্পর্কে) তা হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালা স্বরূপ, বেহুদা বাক্যলাপ নয়। যে কেউ গোঁয়ার্তুমী করে তা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেবে আল্লাহ তার ঘাড় মটকাবেন। আর যে ব্যক্তি এর বাইরে হিদায়াত অন্বেষণ করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে আসবে কেবল গুমরাহী। (অর্থাৎ সে হকের হিদায়াত থেকে অবশ্যই বঞ্চিত থাকবে)। কুরআনই হচ্ছে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ রক্ষার মযবুত বন্ধন বা মাধ্যম আর তা হচ্ছে সুদৃঢ় হিদায়াত এবং এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ। এটাই হচ্ছে সেই স্পষ্ট সত্য, যার অনুসরণে প্রবৃত্তিসমূহ বক্র পথ অবলম্বন করতে পারে না এবং রসনা সমূহ তাকে বিকৃত করতে পারে না। (অর্থাৎ যে ভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে রসনার পথে গুমরাহীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বিকৃতিকারীরা নিজেদের ইচ্ছা মত একটির স্থলে অন্যটি পড়ে পড়ে সে সব কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে, এই কুরআনে তারা সে ভাবে তা করে বিকৃতি সাধন করতে পারবে না। আল্লহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।) জ্ঞানীরা কখনো তার দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্ত হবেন না। (মানে যতই তারা এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবেন ততই জ্ঞানের নিকট নতুন নতুন রহস্য উম্মোচিত হতে থাকবে এবং কখনো কুরআন চর্চাকারী এটা মনে করবেন না যে, এর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবটুকুই তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে আর কিছু জানবার বা বুঝবার মত বাকী নেই; বরং যতই তাঁরা এ নিয়ে গবেষণা করবেন ততই তাঁরা অনুভব করবেন যে, এ পর্যন্ত কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটুকু আমরা হাসিল করেছি তার চাইতে অনেকগুণ বেশি আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে) বার বার পুনরাবৃত্তির দরুন তা কখনো পুরনো হয়ে যাবে না (অর্থাৎ যে ভাবে পৃথিবীর অন্য দশটি বই একবার পড়ে নিলেই বার বার পড়তে আর মন চায় না, বিরক্তিকর ঠেকে; কুরআন শরীফের ব্যাপারে তা ঘটবে না তা যতবেশি তিলাওয়াত করা হবে আর যত বেশি তাতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা হবে, ততই উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক মনে হবে।) আর এর চকৎকারিত্ব ও বিস্ময় কখনো শেষ হবার নয়। কুরআন শরীফের শান হচ্ছে এই যে, যখন জিনেরা তা শুনলো তখন তারা বলে উঠলো ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ

আমরা কুরআন শ্রবণ করেছি যা বিস্ময়কর, পথ প্রদর্শন করে কল্যাণের দিকে। তাই আমরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী কথা বলবে, সে যথার্থ ও হক কথা বলবে আর যে ব্যক্তি সে অনুসারে আমল করবে, সে তার বিনিময় বা পুরস্কার লাভ করবে। যে ব্যক্তি কুরআন অনুসারে ফয়সালা করবে সে ইনসাফ করবে এবং যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে আহবান জানাবে, সে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথে পরিচালিত হবে।

(জামে, তিরমিযী ও সুনানে দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসখানা কুরআনুল করীমের মাহাত্ম্য ও ফযীলত বর্ণনায় নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ব্যাপক হাদীস। এতে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা অনুবাদের সাথে করে দেয়া হয়েছে।

কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

٣٦– عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ–

৩৬. হযরত উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী হিসাবে অন্যান্য সমস্ত কথাবার্তার তুলনায় যেহেতু তার মাহাত্ম্য ও ফযীলত সর্বাধিক, তাই এর শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের

৫৯. হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি কি এ ব্যাপারে অক্ষম যে, সে একরাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করবে ? সাহাবীগণ বললেন ঃ কেমন করে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এক রাতে তিলাওয়াত করবে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তুল্য। (সুতরাং যে ব্যক্তি তা কোন রাতে পাঠ করলো, সে যেন কুরআন শরীফের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করে ফেললো।
-(সহীহ মুসলিম)

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর যবানীতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমান তিরমিযী ঐ একই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) এর রিওয়ায়াত রূপে বর্ণনা করেছেন।

٦٠- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ

(رواه الترمذى وروى البخارى عن معناه)

৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আরয করলো, আমি এই কুল হুয়াল্লাহ্ সূরাটি খুবই ভালবাসি। হুযুর (সা) তাকে বললেন ঃ এ সূরাটির প্রতি তোমার অনুরাগ ও মহব্বত তোমাকে জান্নাতে প্রাবশ করাবে। (জামে' তিরমিযী)

শব্দমালা তথা পাঠের সামান্য হেরফের সহ এ বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহ)ও রিওয়ায়াত করেছেন।

٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ (رواه مالك والترمذى والنسائى)

৬১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতে শুনতে পেয়ে বললেন ঃ "তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে গেছে।" আমি বললাম ঃ কি ওয়াজিব হয়ে গেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ ? বললেন জন্নাত।
(মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক, জামিয়ে তিরমিযী ও সনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কিরাম, যাঁদের তা'লীম-তরবিয়ত সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাতেই হয়েছিল আর যারা প্রত্যেকটি আমলে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের ব্যাপারে পরম লালায়িত ছিলেন, তাঁদের কুরআন তিলাওয়াত কালে, বিশেষত সে সব খাস সূরা ও আয়াতের তিলাওয়াত কালে, যে গুলোতে আল্লাহর একত্ব ও তাঁর মহৎ গুণাবলীর অত্যন্ত কার্যকর ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই দর্শক মাত্রই অনুভব করতেন যে, এটা তাঁদের অন্তরের অবস্থারই অভিব্যক্তি, তাঁদের রসনায় স্বয়ং আল্লাহ্ কথা বলেছেন! এ হাদীসে যে সাহাবীর 'কুলহুয়াল্লাহু' পঠের উল্লেখ রয়েছে, তাঁর অবস্থাও নিশ্চয়ই এরূপই ছিল। হুযুর (সা) সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করছিলেন যে, এ ব্যক্তি তাঁর পূর্ণ ঈমানী অবস্থা ও প্রত্যয়ী মন নিয়ে সেরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করেছে। এহেন ব্যক্তির জন্যে জান্নাত যে অপরিহার্য, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা'আলা সে নিয়ামতের কিছু অংশ আমাদের মত অভাগাদেরকেও দান করুন।

٦٢– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ عَلٰى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِىْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ (رواه الترمذى)

৬২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণে উদ্যত, সে যদি একশ'বার 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করে তা হলে যখন কিয়ামত কায়েম হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ হে আমার বান্দা! এই যে তোমার ডান দিকে জান্নাত রয়েছে, তুমি তাতে অবলীলাক্রমে প্রবেশ কর!

(জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উক্ত عَلٰى يَمِيْنِكَ (তোমার ডান দিকে) এর অর্থ এও হতে পারে য, ঐ বান্দা হিসাব-নিকাশের সময় যে স্থানে দন্ডায়মান থাকবে জান্নাত সেখান থেকে ডান দিকেই থাকবে এবং তাকে বলা হবে, ডান দিকে অগ্রসর হয়ে জান্নাতে চলে যাও।

নিঃসন্দেহে এ সওদা বড়ই শস্তা যে, মাত্র একশ'বার 'কুলহুয়াল্লাহু' শরীফ পাঠ করে জান্নাতের মত চিরকাঙ্খিত পরম কাম্য নিয়ামত জুটে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দান করুন। এটা কোন তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় যে, পারা যাবে না। আল্লাহর এমন অনেক বান্দাকেও দেখেছি, রাত্রে শয়ন কালে এর চাইতে অনেক বেশি আমল করা যাদের নিত্য দিনের অভ্যাস।

কুল আঊযু বি-রাব্বিল ফালাক ও নাস

٦٣– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةُ لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (رواه مسلم)

৬৩. হযরত উক্বা ইব্ন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সা) একদা বললেনঃ তোমরা কি অবগত নও যে, আজকের রাতে আমার কাছে যে আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে, (সেগুলো এমনি অনন্য সাধারণ যে,) তার অনুরূপ কখনো দেখা বা শোনা যায়নি। (সে আয়াতগুলো হচ্ছে) কুল আঊযু বি-রাব্বিল ফালাক এবং কুল আঊযু বি-রাব্বিন্ নাস। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দুটি সূরা এদিক থেকে অনন্য যে, এর আগাগোড়াই তাআব্বুয বা আল্লাহ্র নিকট শরণ প্রার্থনা। অর্থাৎ এ দু'টি সূরায় সমস্ত যাহেরী ও বাতেনী অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী বিরাট আছরও রেখেছেন। এ যেন অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে সুপরীক্ষিত দুর্গ। আর এ দুটো সূরা সংক্ষিপ্ত হলেও এর বক্তব্য অনেক ব্যাপক।

٦٤– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَاَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا (رواه ابو داؤد)

৬৪. হযরত উকবা ইব্ন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লহ (সা) এর সাথে জুহ্ফা ও আব্ওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। (মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী দু'টি মশহুর স্থান) হঠাৎ প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবাতাস শুরু হলো এবং ঘন অন্ধকারে চারদিকে ছেয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুল আঊযু বি-রাব্বিল ফালাক ও কুল আঊযু বি-রাব্বিন্নাস পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে শরণ প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং আমাকেও বললেন হে উকবা, তুমিও এ দু'টি দিয়ে আল্লাহ্র কাছে শরণ প্রার্থনা কর। কোন শরণ প্রার্থী-এর সমকক্ষ কিছু দিয়ে কোনদিন শরণ প্রার্থনা করেনি। (অর্থাৎ শরণ প্রার্থনার এমন কোন দু'আ নেই যা এ দু'টি সূরার সমপর্যায়ের। এ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ দু'টি সূরা অনন্য)। (আবু দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন বিপদ-আপদ বা দুর্যোগ দেখা দিলে মুআব্বিযাতায়ন অর্থাৎ কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বি-রাব্বিন্ নাস পড়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। এর চাইতে উত্তম তো বটেই এমনকি এর সমকক্ষ কোন দু'আ এ মর্মের দ্বিতীয়টি নেই।

٦٥– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ مَااسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَالِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ (رواه البخارى ومسلم)

৬৫. হযরত আইয়শা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) প্রতি রাত্রে যখন শয্যা গ্রহণ করতে যেতেন, তখন তিনি উভয় হাতকে একত্র করতেন (যেভাবে দু'আ বা মুনাজাতের সময় একত্র করা হয়ে থাকে) তারপর উভয় হাতে ফুঁক দিতেন এবং তাতে কুল হুয়া আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বি-রাব্বিন্ নাস পড়তেন। তারপর যতদূর সম্ভব হাত পৌঁছিয়ে তাঁর বদন মুবারক মুছে নিতেন। সির মুবারক, চেহারা মুবারক এবং বদন মুবারকের সম্মুখের অংশ থেকে শুরু করতেন। (তারপর অবশিষ্ট দেহে যতদুর পর্যন্ত হাত পৌঁছে হাত বুলিয়ে নিতেন।) এরূপ তিনি তিনবার করতেন। (সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ রাত্রে শয়নের পূর্বেকার এ সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম যা নবী করীম (সা) সর্বদা যথারীতি করতেন, যা অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার। কমপক্ষে এ আমলটি তো আমদের সকলেরই করা উচিত। এর বরকত সমূহ বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে এর তাওফীক দান করুন।

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আয়াতের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত হাদীস সমূহে যে ভাবে খাস খাস সূরা সমূহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে অনুরূপ কোন কোন হাদীসে বিশেষ বিশেষ আয়াতের ফযীলত এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ সিলসিলার কিছু হাদীস নিম্নে পাঠ করুন!

আয়াতুল কুরসী

٦٦– عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ ؟

قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ؟ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ (رواه مسلم)

৬৬. উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে আবূ মুনযির (এটা তাঁর কুনিয়ত বা উপনাম) আল্লাহর কিতাবের সব চাইতে মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন আয়াতটি তোমার কাছে রয়েছে, তা কি তুমি জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি পুনরায় বললেনঃ হে আবূ মুনযির! আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন্ আয়াতটি তোমার কাছে রয়েছে, তা কি তুমি জ্ঞাত আছো? তখন আমি বললাম ঃ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ.

রাবী বলেন, তখন তিনি আমার বুকে হাত চাপড়িয়ে বললেন ঃ তোমার এ ইল্‌ম তোমার জন্য অনুকূল ও মুবারক হোক হে আবূ মুনযির! (মুসলিম)

ব্যাখা ঃ হযরত উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশ্নের জবাবে প্রথম বার বলেছেন اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ (আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত যে, কোন্ আয়াটি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ)। এ জবাবটি ছিল আদবের চাহিদা সম্মত। কিন্তু যখন তিনি দ্বিতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন করলেন তখন উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী জবাব দিলেন যে, আমার ধারণা মতে তো তা اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ অর্থাৎ আয়াতুল কুরসীই হচ্ছে কুরআনুল করীমের সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জবাব অনুমোদন করেন এবং এজন্যে তাঁকে সাবাস দেন এবং এই সাবাস দিতে গিয়ে তিনি সম্ভবত এজন্যেই তাঁর বুক চাপড়ালেন যে, কালব (যা ইলম ও মা'রিফতের ধারণ স্থল) বুকের মধ্যেই নিহিত থাকে।

মোট কথা, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কুরআনী আয়াতসমূহের মধ্যে আয়াতুল কুরসীই সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত্ আর তা এ জন্যে যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, পবিত্রতা, কামালিয়াত ও উচ্চ মর্যাদার যে বর্ণনা রয়েছে, তা এক কথায় অনন্য ও অতুলনীয়।

সূরা বাকারার শেষের আয়াতসমূহ

٦٧– عَنْ اَيْفَعِ بْنِ عَبْدِ الْكَلاَعِىْ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ سُوْرَةِ الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ فَاَىُّ اٰيَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ قَالَ اٰيَةُ الْكُرْسِىِّ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَاَىُّ اٰيَةٍ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ تُحِبُّ اَنْ تُصِيْبَكَ وَاُمَّتَكَ ؟ قَالَ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ اَعْطَاهَا هٰذِهِ الْاُمَّةَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِّنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ (رواه الدارمى)

৬৭. আয়ফা' ইব্‌ন আব্‌দ কালাঈ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কুরআনের সবচাইতে বেশি মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা কোন্‌টি ? জবাবে তিনি বললেন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। তারপর ঐ ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করলো কুরআন শরীফের সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত কোন্‌টি? জবাবে তিনি বললেনঃ আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ঐ ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলোঃ কুরআনের কোন্ আয়াতটির ব্যাপারে আপনি আশা করেন যে, তার উপকার আপনার এবং আপনার উম্মতের কাছে পৌছবে ? জবাবে তিনি বললেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত। তারপর তিনি বললেন, এ আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলার রহমত ও তাঁর বিশেষ ভাণ্ডারের সম্পদরাশি, যা তাঁর আরশের তলদেশে রক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা এ রহমতের আয়াতগুলি এ উম্মতকে দান করেছেন। ইহলোক ও পরলোকের তাবৎ মঙ্গল এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। (দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ ও আয়তুল কুরসীর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরে আলোচিত হয়েছে। সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ সম্পর্কে হাদীসে যে বলা হয়েছে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতের ভাণ্ডারের সম্পদ, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শুরুতে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ থেকে لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ পর্যন্ত ঈমানের শিক্ষা বিধৃত হয়েছে। তারপর سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا এর মধ্যেও আনুগত্যের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। তারপর رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অংশে সে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধের ক্ষমা ও মার্জনার প্রার্থনা রয়েছে যা ঈমান ও আনুগত্যের অঙ্গীকারের পরও বান্দা দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় তারপর لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا তে দুর্বল বান্দাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর এমন কোন বোঝা চাপানো হয় না, যা তার সাধ্যাতীত। তার পর رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ বান্দাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ আয়াতগুলো এমনিতেই আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মূল্যায়ন করার এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

٦٨– عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِاٰيَتَيْنِ اُعْطِيْتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَاِنَّهَا صَلٰوةٌ وَقُرْبَانٌ وَدُعَاءٌ. (رواه الدارمى مرسلا)

৬৮. জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র তাবেয়ী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূরা বাকারা এমন দুটি আয়াত দ্বারা খতম হয়েছে, যা তিনি তাঁর সেই খাস ভাণ্ডার থেকে প্রদান করেছেন, যা তাঁর আরশের নীচে রক্ষিত। তোমরা নিজেরা তা শিখ এবং তোমাদের মহিলাদেরকেও তা শিক্ষা দাও। কেননা এ আয়াতদ্বয় আগাগোড়াই রহমত এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম স্বরূপ এবং এর মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ নিহিত রয়েছে। (দারিমী)

ফায়দা ঃ উল্লেখ্য, এ হাদীসের রাবী জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র তাবেয়ী। তিনি তাঁর বর্ণনায় ঐ সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন নি, যাঁর কাছ থেকে তিনি হাদীসটি শুনেছেন। এ জন্য এটি মুরসাল শ্রেণীভুক্ত হাদীস। অনুরূপ এর আগের হাদীসের রাবী আয়কা ইব্‌ন আবদ কালাঈও একজন তাবেয়ী। তিনিও কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ না করেই তাঁর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٦٩- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (رواه البخارى ومسلم)

৬৯. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাতে তিলাওয়াত করবে তার জন্যে এ দু'টি আয়াতই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের অর্থ বাহ্যত এই যে, সূরা বাকারার এই আখেরী দু'খানা আয়াত যে ব্যক্তি রাতের বেলা তিলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি আল্লাহ চাহেতো সকল বিপদ-আপদ থেকে হিফাযতে থাকবে।

দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি যদি তাহাজ্জুদে কেবল এ দু'খানা আয়াতই পড়ে নেয়, তবে তার জন্যে তাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আলে ইমরান সূরার শেষ আয়াত

٧٠- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ فِى لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ (رواه الدارمى)

৭০. হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতগুলো কোন রাতে তিলাওয়াত করবে তার জন্য পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায়ের ছাওয়াব লিখিত হবে। (মুসনদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ আল ইমরানের শেষ আয়াতসমূহ বলতে اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ সূরার শেষাবধি বিস্তৃত আয়াতসমূহ বুঝানো হয়েছে। সহীহ রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে যখন তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে উঠতেন, তখন সর্বপ্রথম (ওযুরও পূর্বে) এ আয়াওগুলো পাঠ করতেন।

আলে ইমরানের এই আখেরী রুকুও সূরা বাকারার আখেরী রুকুর মত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ সম্বলিত। সম্ভবত এর ফযীলতের রহস্য এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তাকারী এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকরকারী বান্দাদের মুখে এ ব্যাপক দু'আ এ রুকুতে এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ. رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয় হেয় করলে এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণদের মৃত্যুর মত মৃত্যু দাও।

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করো না। তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুর এ দু'আ কুরআন শরীফের সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক তিনটি দু'আর অন্যতম। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে এ রুকুর বিশেষ ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যর কারণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, যে, এ আয়াতসমূহে দু'আগুলো সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত উছমান (রা) এর এরূপ বলা, যে ব্যক্তি রাত্রে এ আয়াগুলো পাঠ করবে, তার জন্য পুরো রাত জেগে নফল নামায পড়ার ছাওয়াব রয়েছে। বলা বাহুল্য, তিনি একথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনে থাকবেন। হুযূর (সা) থেকে শুনা ব্যতিরেক কোন সাহাবী নিজের পক্ষ থেকে এমন কথা বলতে পারেন না, এই জন্যে হযরত উছমানের এ উক্তি মারফূ' (حديث مرفوع) এর পর্যায়ভুক্ত।

ফায়দা ঃ মুসলিম উম্মাতের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত সমূহের অন্যতম হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতকে সামান্য সামান্য ও ছোট ছোট কাজে অনেক

বড় ও বেশি ছাওয়াব দানের অনেক পথ খোলা রাখতেন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে উম্মতকে বাৎলিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে যারা তাদের বিশেষ অবস্থার জন্য বড় বড় আমল করার সুযোগ পান না, তারাও যেন এ ছোট ছোট আমলগুলো করে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান ও অনুগ্রহের যোগ্য হতে পারেন।

উপরে বর্ণিত যে হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) খাস খাস সূরা ও বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহের ফযীলত বর্ণনা করেছেন তা এ সিলসিলারই কয়েকটি কাঠি। এ গুলোর উদ্দেশ্য হলো যারা অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের খুব একটা সময় করে উঠতে পারেন না তারা যেন ঐ বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াত সমূহ পাঠ করে বড় বড় ছওয়াব ও পুরস্কার লাভেবর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের যোগ্য হতে পারেন। এজন্য এ হাদীসগুলোর হক হলো এগুলোর উপর বিশ্বাস রেখে বিশেষত এ সূরা ও আয়াগুলো নিয়মিত পাঠ করা, যাতে করে আল্লাহ তা'আলার খাস খাস অনুগ্রহে আমাদেরও একটা ভাগ থাকে। যদি এতটুকুও না করতে পারি, তা হলে নিঃসন্দেহে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনারই প্রমাণবহ।

এ পর্যন্ত যে সত্তরটি হাদীস লিখিত হয়েছে তা যিকরুল্লাহ এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সংক্রান্ত ছিল। তারপর আসছে ঐসব হাদীস, যেগুলোর সম্পর্ক দু'আর সাথে। তাতে এমন হাদীসও আছে, যাতে দু'আর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে আবার এমন হাদীসও আছে, যেগুলোতে দু'আ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। এমন হাদীসও আছে, যেগুলোতে হুযুর (সা) আল্লাহর দরবারে যে সব দু'আ করেছেন, সেগুলো সংরক্ষিত করে পেশ করা হয়েছে, যা উম্মতের জন্যে তাঁর মহত্তম উত্তরাধিকার।

সর্বশেষে ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দু'আ

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে সমস্ত পূর্ণতা, কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য দানে ধন্য করেছেন, তম্মধ্যে সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা হচ্ছে **'আবদিয়তে কামেলা'** বা পূর্ণ আবদিয়তের মকাম।

আবদিয়ত কি ? আল্লাহ তা'আলার দরবারে পরম বিনয় ও দীনতা, গোলামী, মাথা কুটা, অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার পরিপূর্ণ বহিঃ প্রকাশ এবং এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা যে, সবকিছু একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা ও ইখাতিয়ারাধীন, তাঁর দ্বারের ফকীরী ও মিসকীনী এ সবের সমাহার হচ্ছে মাকামে আবদিয়াত। এটা হচ্ছে সকল মকামের উপরেরর মকাম। আর নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) এ গুলোর দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার গোটা সৃষ্টি জাতের মধ্যে সবচাইতে কামিল এবং সবচাইতে উর্ধ্বে সমাসীন ব্যক্তিত্ব। আর এজন্যেই তিনি সৃষ্টির সেরা সবচাইতে গরিয়ান মহিয়ান পুরুষ।

নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতিটি বস্তু তার উদ্দেশ্যের নিরিখে পূর্ণ বা অপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ঘোড়ার কথাই ধরা যাক, যে উদ্দেশ্যে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ আরোহণ ও দ্রুতগমন, সেটা কতটা সফল বা সঠিক; তা এ নিরিখেই বিবেচিত হবে। অনুরূপ গাভী বা মহিষ এর লক্ষ্য হচ্ছে দুগ্ধদান। তার মূল্যমান এ নিরিখেই সাব্যস্ত হবে। অনুরূপ অন্য সব কিছু। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার সৃষ্টিকর্তা নিজে বলে দিয়েছেন, তা হচ্ছে আবদিয়াত ও ইবাদত।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.

(মানব ও জিন জাতিকে আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।) তাই সর্বাধিক পূর্ণ ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবেন তিনিই, যিনি এ ব্যাপারে সবচাইতে পূর্ণতা ও কৃতিত্বের অধিকারী। সুতরাং সাইয়িদিনা হযরত মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আবদিয়াতের পূর্ণতায় সবার শীর্ষ স্থানীয়, তাই সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে তিনি সেরা ও সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন। এ জন্যেই কুরআন শরীফের যেখানে যেখানে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কামালাত এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার খাস খাস ইনামের উল্লেখ করা হয়েছে,

সে সব স্থানে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হিসাবে তাঁকে আবদ অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। মি'রাজ প্রসঙ্গে সূরা ইসরায় বলা হয়েছে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ ......

তার ঐ মি'রাজেরই শেষ পর্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা নজমে বলা হয়েছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ

সূরা কাহফে আছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

মোদ্দা কথা, বান্দার মকামসমূহের মধ্যে আবদিয়াতের মকাম হচ্ছে সবার উপরে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) হচ্ছেন এ মকামের ইমাম। অর্থাৎ বিশেষ গুণে গুণান্বিত সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন সর্বাগ্রে। আর দু'আ যেহেতু আবদিয়তেরই মণি ও বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ; তাই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আর সময় (যদি প্রকৃতই তা দু'আ হয়) বান্দার যাহির ও বাতিন আবদিয়াতের মধ্যে নিমজ্জমান থাকে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমস্ত হাল ও সিফাতের মধ্যে সবচাইতে প্রবল হাল ও সিফাত হচ্ছে দু'আর হাল ও সিফাত আর উম্মত তাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সম্পদের যে বিশাল ও বহুমূল্য ভাণ্ডার লাভ করেছে তম্মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান ভাণ্ডার হচ্ছে এ দু'আর ভাণ্ডার যা বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর মাওলার দরবারে করেছেন; অথবা যার শিক্ষা তিনি তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন।

এর মধ্যে কিছু দু'আ এমন, যা কোন বিশেষ অবস্থা, প্রেক্ষিত ও বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত আর অধিকাংশ দু'আগুলোর মূল্যমান ও ফায়দার একটি বাস্তব দিক হচ্ছে এই যে, এগুলোর দ্বারা দু'আর নিয়ম-পদ্ধতি জানা যায় এবং এ ব্যাপারে এমনি নির্দেশনা পাওয়া যায় যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এর অপর ইলমী ও আধ্যাত্মিক দিক হচ্ছে এই যে, এগুলোর দ্বারা আঁচ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রূহে পাক আল্লাহ তা'আলার সাথে কত ঘনিষ্ঠভাবে নিবিষ্ট ছিল এবং সে সম্পর্ক কত সার্বক্ষণিক ও অন্তরঙ্গ ছিল। তাঁর আন্তরকে আল্লাহ তা'আলার জালাল ও জামাল যে কী পরিমাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, নিজের এবং গোটা বিশ্বের দীনতা-হীনতা এবং মালিকুল মুলকের কুদরতে কামেলা এবং সর্বব্যাপী রহমত এবং তাঁর রবূবিয়াতের প্রতি তাঁর প্রত্যয় যে কত দৃঢ় ছিল, তা ফুটে উঠেছে এসব দু'আর মধ্যে, যেন এটা তাঁর গায়েব নয়- প্রত্যক্ষ দর্শন। হাদীস ভাণ্ডারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে শত শত দু'আ সংরক্ষিত রয়েছে, তাতে একটু গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত ও মনোনিবেশ

করলে দেখা যাবে এ দু'আ গুলোর প্রত্যেকটিই মারিফতে ইলাহীর এক একটি স্মারক স্তম্ভ এবং তাঁর রূহানী কামালিয়তে আল্লাহর সাথে তার নিবিড় অন্তরঙ্গতার প্রমাণবহ। এদিক থেকে দেখলে তাঁর প্রতিটি দু'আ একা একটি মু'জিয়া স্বরূপ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওআইহি ও বারিক ও সাল্লিম।

এ দীন লেখকের একটা নিয়ম হচ্ছে, যখন কোন শিক্ষিত অমুসলিম ভদ্রলোকের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিচিতি তুলে ধরার সুযোগ হয়, তখন আমি তাঁর কয়েকটি দু'আ অবশ্যই তাঁকে শুনিয়ে দেই। শতকরা প্রায় একশ ভাগ ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে ঐ শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা সবচাইতে বেশি প্রভাবান্বিত হন এই দু'আ দ্বারা। আল্লাহকে চেনার ও তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি যে এক সফল পুরুষ, এ ব্যাপারে তারপর তাদের কোন সন্দেহ থাকে না।

এ ভূমিকার পর এমন কয়েকখানি হাদীস পাঠ করুন, যে গুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করার প্রতি উৎসহ দিয়েছেন এবং এগুলোর বরকত বয়ান করেছেন, দু'আর আদব বর্ণনা করেছেন অথবা এ ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। তারপর এক বিশেষ তরতীব অনুসারে সে সব হাদীস লিখিত হবে, যে যেগুলোতে সে সব দু'আর উল্লেখ রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করেছেন অথবা উম্মতকে তিনি যেগুলোর শিক্ষা দিয়েছেন।

দু'আর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

٧١- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

৭১. হযরত নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দু'আ নিজেই ইবাদত। তারপর তিনি এর সনদ স্বরূপ আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন ঃ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ الخ

(তোমাদের প্রতি পালকের ফরমান ঃ তোমরা আমার কাছে দু'আ ও যাচ্ঞা প্রর্থনা কর, আমি কবূল করবো এবং দান করবো। যারা আমার ইবাদত থেকে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়ে অচিরেই জাহান্নামে যেতে হবে।)

-(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ আসল হাদীস কেবল এতটুকু, দু'আ নিজেই ইবাদত। সম্ভবত হুযুর (সা)-এর এ বাণীর অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, কেউ যেন এরূপ না ভাবে যে, বান্দা যেমন তার যরূরত বা প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে অন্য দশটা চেষ্টা-তদবীর করে থাকে, দু'আও সেরূপ একটা চেষ্টা মাত্র। সে তার চেষ্টার ফল পেয়ে গেল। আর যদি কবুল না হয় তা হলে তার সে চেষ্টা বিফলে গেল। বরং দু'আ হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধাচের ব্যাপার। আর তা হচ্ছে তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি উসীলা বা মাধ্যম হওয়া সত্ত্বে ও নিজেও একটি ইবাদত। আর এ হিসাবে তা তার একটি পবিত্র আমলও বটে যার ফল সে অবশ্যই আখিরাতে লাভ করবে।

যে আয়াতখানা তিনি সনদ স্বরূপ তিলাওয়াত করছেন তার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ নিজেই ইবাদত। পরবর্তী হাদীসে দু'আকে ইবাদতের মগজ বা সার নির্যাস স্বরূপ বলা হয়েছে ।

٧٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (رواه الترمذى)

৭২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দু'আ হচ্ছে ইবাদতের মগজ বা সার নির্যাস স্বরূপ। (জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ ইবাদতের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের দীনতা হীনতা-নিঃস্বতা ও মুখাপেক্ষিতার অভিব্যক্তি। দু'আর আউয়াল আখির যাহির বাতিন সব কিছু হচ্ছে একটি। এজন্যে দু'আ যে ইবাদতের মগজ এবং সার নির্যাস, তাতে সন্দেহ নেই।

٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ

(رواه الترمذى وابن ماجة)

৭৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর নিকট দু'আর চাইতে প্রিয়তর কোন আমল নেই। (তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ যখন জানা গেল যে, দু'আ ইবাদতের মগজ ও সারনির্যাস এবং ইবাদতই মানব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য, তখন স্বতঃসিদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, মানুষের আমল সমূহের মধ্যে এবং তার হালসমূহের মধ্যে দু'আই সর্বোত্তম এবং সবচাইতে মূল্যবান। আল্লাহর রহমত ও করুণা দৃষ্টি আকর্ষণের সর্বাধিক ক্ষমতা এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে।

٧٤– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُتِحَ لَهٗ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَ لَهٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ عَنْ اَنْ يُّسْأَلَ الْعَافِيَةَ (رواه الترمذى)

৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির জন্য দু'আর দরজা খুলে গেছে, তার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। আর আল্লাহর নিকট এর চাইতে প্রিয়তর আর কিছু নেই যে, বান্দা তার কাছে আফিয়ত প্রার্থনা করবে। (জামে 'তিরযিমী)

ব্যাখ্যা ঃ আফিয়তের মর্ম হচ্ছে এই যে, তাবৎ ইহলৌকিক পারলৌকিক যাহেরী বাতেনী আপদ-বিপদ ও বালা-মুসীবত থেকে বান্দা নিরাপদ ও হিফাযতে থাকবে। তাই যে ব্যক্তি আল্লার কাছে আফিয়াত প্রার্থনা করে, সে যেন প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি করে যে, আল্লাহ্র ফসল ও করম, তাঁর সদয় দৃষ্টি এবং হিফাযত ছাড়া সে জীবিত ও সুস্থ পর্যন্ত থাকতে পারে না। ছোটবড় কোন বিপদ থেকেও সে নিজে আত্মরক্ষা করতে অপারগ। তাই এরূপ দু'আই নিজের পূর্ণ দীনতা-হীনতা ও মুখাপেক্ষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং একটিই আবদিয়তের কামালিয়ত। এজন্যেই বান্দার আফিয়তের দু'আ আল্লাহর নিকট সকল দু'আর চাইতে প্রিয়তম।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ হাদীসে বলা হয়েছে, তা হলো, যার জন্যে দু'আর দরজা খুলে গেছে অর্থাৎ দু'আর হাকীকত যে পেয়ে গেছে, অর্থাৎ যার কাছে দু'আর রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে, আল্লাহর কাছে যাচ্ঞা করার কৌশল যার রপ্ত হয়ে গেছে, তার জন্যে রহমতে ইলাহীর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দু'আ আসলে সে সমস্ত দু'আ বোধক শব্দের নাম নয়, যা রসনার দ্বারা উচ্চারিত হয়ে থাকে, এ শব্দগুলিকে তো বেশি থেকে বেশি দু'আর বহিরাবরণ বলা চলে। দু'আর হাকীকত হচ্ছে মানুষের কলব ও রূহের তলব ও তড়পানি, তার হৃদয়-মনের আকুলি, বিকুলি ও আকুতি। হাদীসে পাকে এ বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকেই দু'আর দরজা খোলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বান্দা যখন তা পেয়ে যায় তখন রহমতের দরজা তার জন্যে খুলেই যায়। আল্লাহ তা'আলা তা সকলকে নসীব করুন।

٧٥– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ (رواه الترمذى)

৭৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যাচ্ঞা করেনা, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। – (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ায় এমন কেউ নেই, যার কাছে যাচ্ঞা না করলে অসন্তুষ্ট হয়। পিতামাতা পর্যন্ত তাদের সন্তান সবসময় তাদের কাছে এটা-ওটা চাইতে থাকলে ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ হাদীস বলে দিচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এতই রহীম করীম-দয়ালু ও বদান্যশীল, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি এতই সদয় ও মেহেরবান যে, যে-বান্দা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করে না, তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। যাচ্ঞা করলে আদর-মমতা আরো বেড়ে যায়। উপরের হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে বান্দার সবচাইতে প্রিয় আমল হচ্ছে তার দু'আ ও প্রার্থনা। لَكَ الْحَمْدُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

٧٦– عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْئَلَ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ. (رواه الترمذى)

৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে তাঁর ফসল প্রার্থনা কর (অর্থাৎ দু'আ কর যেন তাঁর ফসল ও করম দান করেন) কেননা আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত প্রিয় যে, তাঁর বান্দা তাঁর কাছে যাচ্ঞা করবে।

তিনি আরো বলেন, (আল্লাহ্ তা'আলার যমল ও করমের প্রতি আস্থা রেখে) এ আশা অন্তরে পোষণ করা যে, তিনি তাঁর ফযল ও করমে বালা-মুসীবত ও দুর্গতির অবসান ঘটাবেন, তা হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। (কেননা তাতে আল্লাহর দরবারে নিজের অক্ষমতা ও কাঙালপনার স্বীকারোক্তি ও আকুতি রয়েছে)। – (জামে' তিরমিযী)

দু'আর মকবূলিয়ত ও উপকারিতা

٧٧– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ (رواه الترمذى ورواه احمد عَنْ معاذ بن جبل)

৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দু'আ বালা-মুসীবতের ব্যাপারেও উপকারী, যা এসে পড়েছে এবং সে সবের ব্যাপারেও উপকারী, যেগুলো এখনো আসেনি। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! দু'আর ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ও যত্নবান হও। (জামে' তিরমিযী)

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ এ হাদীসখানা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর স্থলে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্ম হচ্ছে, যে সমস্ত বালা-মুসীবত এখনো নাযিল হয়নি, কেবল এগুলোর আশঙ্কা বা সন্দেহই রয়েছে, সেগুলো থেকে হিফাযতের জন্যও আল্লাহর কাছে দু'আ করা চাই। ইনশাআল্লাহ তাতে ফায়দা হবে। আর যে বালা-মুসীবত ইতিমধ্যেই নাযিল হয়ে গেছে তা প্রতিরোধের জন্যেও যদি দু'আ করা হয় ইনশাআল্লাহ তাও উপকারে আসবে এবং আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিয়ে আফিয়াত দান করবেন।

٧٨- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا

(رواه الترمذى وابو داؤد)

৭৮. হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রভু-পরোয়ারদিগার অত্যন্ত লজ্জাশীল ও বদান্যশীল। যখন বান্দা তাঁর দরবারে তার দুটি হাত পাতে তখন তা খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (কিছু না কিছু দানের ফয়সালা তিনি করেনই।) —(তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)

٧٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدُرُّ لَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ تَدْعُوْنَ اللّٰهَ فِيْ لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ فَاِنَّ الدُّعَاءَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ

(رواه ابو يعلى فى مسنده)

৭৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন দুটি আমল বাৎলে দেব না, যা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের জীবিকা দেওয়াবে। তা হচ্ছে এই যে, তোমরা অহোরাত্র আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবে। কেননা দু'আ হচ্ছে মু'মিনের হাতিয়ার স্বরূপ। (অর্থাৎ এর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে)।

—(মুসনদে আবু ইয়ালা মূসেলী)

ব্যাখ্যা ঃ আসল দু'আ হচ্ছে ঐটি, যা অন্তরের গভীর থেকে নিঃসৃত এবং এই একীন-বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে, যমীন আসমানের সকল সম্পদ ভাণ্ডার একমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে। আর তিনি তাঁর দরজার ভিখারী বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আমি কেবল তখনই তা পেতে পারি, যখন তিনি তা আমাকে দান করবেন। তাঁর দরজা ছাড়া আর কোথাও আমি তা পাবো না। এ বিশ্বাস এবং নিজের একান্ত মুখাপেক্ষিতা এবং চরম নিঃস্বতার অনুভূতি সংক্রান্ত যে অবস্থার উদ্রেক বান্দার অন্তরে হয়ে থাকে, যাকে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে اضطرار। তাই হচ্ছে দু'আর প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে বান্দা যখন এমন আকুতি নিয়ে কোন শত্রুর হামলা অথবা অন্য কোন বালা-মুসীবত থেকে রক্ষার জন্যে অথবা জীবিকা প্রশস্ত হওয়ার জন্যে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন আম বা খাস প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করে তখন ঐ বদান্যশীল মহান সত্তার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, তিনি ঐ দু'আ কবুল করেন। এজন্যে দু'আ নিঃসন্দেহে ঐ সব বান্দার অনেক বড় হাতিয়ার বা অস্ত্রকোষ, যাদের ঈমান ও একীনের দৌলত এবং দু'আর রূহ ও হাকীকত নসীব হয়েছে।

দু'আর ব্যাপারে কয়েকটি দিকনির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আর ব্যাপারে কতিপয় দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। দু'আ করার সময় বান্দার সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার।

٨٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ (رواه الترمذى)

৮০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে তখন তা এ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে যে, তিনি তা অবশ্যই কবূল করবেন এবং প্রার্থিত বস্তু দান করবেন। জেনে রেখো, আল্লাহ কখনো এমন ব্যক্তির দু'আ কবূল করবেন না, দু'আ কালে যার অন্তর গাফেল বা আল্লাহর প্রতি বে-পরোয়া থাকবে। —(জামে তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হচ্ছে এই যে, দু'আর সময় দেল পুরোপুটি আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হওয়া চাই। তাঁর করীমী তথা বদান্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে একীনের সাথে কবুলিয়তের আশা রাখতে হবে। দোদুল্যমানতা এবং প্রত্যয়হীন দু'আ হবে প্রাণহীন।

٨١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلاَ مُكْرِهَ لَهُ

(رواه البخارى)

৮১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কেউ দু'আ করবে তখন এরূপ বলবে না, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ কর, তুমি চাইলে আমাকে দয়া কর, তুমি চাইলে আমাকে জীবিকা দান কর। বরং নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এবং নিশ্চয়তা সহকারে আল্লাহর দরগায় দু'আ করবে। নিশ্চয়ই তিনি যা চাইবেন তাই করবেন, কেউ তাকে চাপ দিয়ে কিছু করাতে পারবে না। –(বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্ম হচ্ছে, দৈন্য ও অক্ষমতা, নিজের কাঙালপনা ও মুখাপেক্ষিতার দাবী হচ্ছে, বান্দা তার সদয় মেরেবান প্রভুর দরবারে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ও দোদুল্য মাবতামুক্ত হৃদয়মন ও বিশ্বাস নিয়ে তার হাজত পেশ করবে। এরূপ বলবে না যে, হে আল্লাহ, তুমি যদি চাও তা হলে দাও। এতে কিছুটা বেপরোয়া মনোভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। এটা মাকামে আবদিয়াত ও প্রার্থনার পরিপন্থী। (ভাবখানা যেন এই, তুমি না দিলেও তেমন কিছু যায়-আসে না) এভাবে দু'আ মোটেও প্রাণবন্ত হয় না। তাই বান্দার উচিত এরূপ বলা যে, হে আমার প্রভু, হে আমার দয়াল মনিব! আমার এ অভাব তোমাকে মিটাতে হবে (তুমি ছাড়া কে আমার অভাব মিটাবে, প্রার্থনা কবুল করবে?) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি যা চাইবেন তাই করবেন, এমন কোন সত্তা নেই যে তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে।

٨٢– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ (رواه الترمذى)

৮২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি চায়, যে, বিপদ-আপদে আল্লাহ তার দু'আ কবূল করুন, তার উচিত সচ্ছল সময় বেশি বেশি করে দু'আ করা। –(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা কেবল দুর্দিনে ও সঙ্কটকালেই আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হয় এবং কেবল ঐ সময় আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি ও ফরিয়াদ করে থাকে তাঁর কাছে হাত কেবল ঐ সময়ই তাদের উঠে। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই দুর্বল থাকে। আল্লাহর রহমতের প্রতি তাদের তেমন ভরসাও থাকেনা, যাতে দু'আয় প্রাণ সঞ্চার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যে বান্দা সর্বাবস্থায় দু'আ ও ফরিয়াদে অভ্যস্ত আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আল্লাহর রহম ও করমের প্রতি তাদের দৃঢ় ভরসাও থাকে। এজন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দু'আ হয় প্রাণবন্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসে এ হিদায়াতই দিয়েছেন যে, বান্দার উচিত স্বভাবিক অবস্থায় এবং সচ্ছল সময়ে সে যেন আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দু'আর অভ্যাস ঘড়ে তোলে। তাহলে তার সেই মর্যাদা হাসিল হবে যে, সঙ্কট কালে তার দু'আ ও ফরিয়াদ বিশেষভাবে কবূল হওয়ার মত হবে।

দু'আয় তাড়াহুড়া করতে বারণ

দু'আ হচ্ছে বান্দার তরফ থেকে সর্বশক্তিমান সকল ইখতিয়ারের মালিক আল্লাহর দরবারে আবেদন-নিবেদন স্বরূপ। তিনি ইচ্ছে করলে দু'আর মুহূর্তেই নগদ নগদ প্রার্থনা পূরণ করে তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিতে পারেন। কিন্তু এটা তাঁর হিকমত সিদ্ধ নয় যে যালূম ও যাহূল তথা এক বেঁহুশ গোঁয়ার বান্দার খাহেশ বা প্রবৃত্তির তিনি এতই পাবন্দী করবেন যে, যখন যা চাইল তখন তাই তাকে দিয়ে দিলেন, বরং অনেক সময় খোদ বান্দার মঙ্গল তা তাৎক্ষণিকভাবে না দেওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে। কিন্তু স্বভাগতভাবে তাড়াহুড়া পছন্দ মানুষ চায় যে, তার প্রার্থনা নগদ নগদ পূরণ করে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দিয়ে দেওয়া হোক। যখন সে দু'আ তাৎক্ষণিক কবূল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখতে পায় না, তখন নিরাশ ও হতাশ হয়ে সে দু'আ করাই ক্ষান্ত দেয়। এটা মানুষের এমনি একটা ভুল যে, সে-ও তার দু'আর কবূলিয়তের যোগ্যতা তাতে হারিয়ে বসে। তার এই তাড়াহুড়াই তখন যেন তার বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

٨٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَابُ لِيْ (رواه البخارى ومسلم)

৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ তোমাদের দু'আ তখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য থাকে যাবৎ না তোমরা তাড়াহুড়া কর। (তাড়াহুড়া হচ্ছে এটা যে,) বান্দা বলতে শুরু করে দেয়, আমি তো দু'আ করেছি, কিন্তু আমার দু'আ কবূল হয় নি। –(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্ম হচ্ছে এই যে, নিজের তাড়াহুড়া ও অস্থিরতার জন্যে বান্দা তার কুবূলিয়তের যোগ্যতা হারিয়ে বসে। এজন্যে বান্দার উচিত সর্বদা তাঁর দরজার ফকীর হয়ে থাকা এবং সর্বদা দু'আ করতে থাকা। তার এ দৃঢ় প্রত্যয় ও আশা পোষণ করা উচিত যে, ত্বরা হোক আর দেরীতেই হোক, আমার মনিব মাওলা অবশ্যই আমার দু'আ শুনবেন। তাঁর রহমতের দৃষ্টি আমার দিকে নিবিষ্ট হবে। কখনো কখনো কোন

বিশুদ্ধচিত্ত যাচ্ঞাকারীর আন্তরিক দু'আও এজন্যে তাৎক্ষণিকভাবে কবূল করা হয় না, যেন সে তার এ নির্মল চিত্তের আন্তরিক দু'আ সে অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যায়, যা তার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম বা ওসীলা হয়ে যায়। তার ইচ্ছ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে সে দু'আ কবূল করে ফেললে এ বিরাট নিয়ামত থেকে সে বঞ্চিত রয়ে যেতো!

হারাম ভোগীর দু'আ কবূল হয় না

٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ وَقَالَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُلُوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُه حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَاَنِّى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ (رواه مسلم)

৮৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "লোক সকল! আল্লাহ নিজে পাক, তিনি কেবল পাকই কবূল করেন। এ ব্যাপারে তিনি যে আদেশ তাঁর প্রেরিত পুরুষগণকে দিয়েছেন ঠিক সে আদেশই মু'মিন বান্দাদেরকেও দিয়েছেন। নবী রাসুগণের প্রতি তাঁর নির্দেশ ঃ

يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

-হে রসূলগণ! আপনারা পাক-পবিত্র খাবার খাবেন এবং নেক আমল করবেন আমি আপনাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া রিজিক থেকে হালাল ও পাক রিজিক তোমরা খাবে (এবং হারাম রিজিক বর্জন করবে)।

তারপর হুযুর (সা) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে (কোন পবিত্র স্থানে এমন অবস্থায়) যায়, তার চুল অবিন্যস্ত, গায়ের কাপরগুলি ধূসরিত আকাশ পানে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক ফরিয়াদ করে, হে আমার প্রভু, হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরনের কাপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যের দ্বারা তার দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে। এমন ব্যক্তির দু'আ কেমন করে কবূল হবে? -(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আজ অনেক প্রার্থনাকারীর মনে এই প্রশ্ন জাগে, দু'আ ও তার কবূলিয়ত বরহক, যারা দু'আ করে তাদের জন্যে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমরা আমার কাছে যাচ্ঞা কর আমি তা কবূল করবো।" তা হলে আমাদের দু'আ কবুল হয়না কেন?

এ হাদীসে এ প্রশ্নের পূর্ণ জবাব দেয়া হয়েছে। আজ যারা দু'আ করছেন তাদের কয় জন এমন আছেন, যারা তাদের পানাহারের ব্যাপারে ষোল আনা নিশ্চিন্ত আছেন যে, তারা যা খাচ্ছেন বা পরছেন তার সবটাই হালাল ও পাক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবস্থার উপর রহম করুন!

নিষিদ্ধ দু'আ

মানব প্রকৃতিগত দিক থেকে অধীর, অধৈর্য এবং অল্পতেই ভড়কে যাওয়া বা ঘাবড়ে যাওয়াই তার স্বভাব। তার জ্ঞানের পরিধিও খুবই সীমিত। তাই কোন কোন সময় সে এমন দু'আও করে বসে, যা কবূল হয়ে গেলে নিজেরই ক্ষতি হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ থেকে বারণ করেছেন।

٨٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ وَلاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْئَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ (رواه مسلم)

৮৫. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা কখনো নিজেদের উপর অভিশাপ দিওনা, কখনো নিজেদের সন্তানদের উপর অভিশাপ দিওনা, তোমাদের ধনসম্পদের উপর অভিশাপ দিওনা। এমন না হয়ে যায় যে, সময় ক্ষণটি

এমন কবূলিয়তের, যখন আল্লাহ যাই চাওয়া হয় তাই দিয়ে দেন। ফলে তোমাদের সে অভিশাপ বা বদ দু'আ কবূল হয়ে গেল! (ফলে তুমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে বা তোমার সন্তানরা বা তোমার সম্পদ সে অভিশাপের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে)।

–(সহীহ মুসলিম)

٨٦– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَهُ اِنَّهُ اِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ وَاِنَّهُ لاَ يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ اِلاَّ خَيْرًا (رواه مسلم)

৮৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যুর জন্যে যেন আল্লাহর নিকট দু'আ না করে। কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। (ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন আমলই আর বান্দা করতে পারে না। যে আমলই করতে হবে জবীন কালেই তা করতে হবে) আর মু'মিন বান্দার আয়ূ কেবল কল্যাণই বৃদ্ধি করে থাকে। (এজন্য মৃত্যুকামনা একটি মস্ত বড় ভুল।)

– (মুসলিম)।

٨٧– عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا بِالْمَوْتِ وَلاَ تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لاَ بُدَّ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ (رواه النسائى)

৮৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মৃত্যুর দু'আ ও আকাঙ্ক্ষা করবে না। কেউ যদি একান্তই সেরূপ দু'আ করতেই চায় (অর্থাৎ তার জীবন তার জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠে) তাহলে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ

– হে আল্লাহ। যে পর্যন্ত বেঁচে থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর, সে পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখ; আর যখন মৃত্যুই আমার জন্যে শ্রেয় তখন আমাকে মৃত্যু দান কর।

–(সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ (এ হাদীস সমূহে আসলে সে মৃত্যুর দু'আ বা আকাঙ্ক্ষা থেকেই বারণ করা হয়েছে, যা কোন কষ্ট বা বিপদে পড়ে কেউ কামনা করে থাকে। কোন কোন হাদীসে তার স্পষ্ট উল্লেখও আছে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের পাঠেই আছে–

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ (الْحَدِيْث)

(তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার উপর আপতিত কোন কষ্ট বা বিপদের দরুন মৃত্যু কামনা না করে।)

এমন অবস্থায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ও দু'আ নিষিদ্ধ হওয়ার একটি কারণ তো হচ্ছে এই যে, তা সবর বা ধৈর্যের পরিপন্থী। তার অপর ও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো, মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তার জন্যে তওবা-ইস্তিগাফরের মাধ্যমে নিজেকে পাক-সাফ করা এবং ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ তার জন্যে খোলা থাকে, তাই মৃত্যুর দু'আ আসলে সে খোলা দরজাটা বন্ধ করারই দু'আ হয়ে দাঁড়ায়। বলাবাহুল্য তাতে বান্দার কেবল ক্ষতিই ক্ষতি। অবশ্য আল্লার খাস নৈকট্যধন্য বান্দা যখন তার নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসে, তখন দীদারে এলাহীর আগ্রহের প্রাবল্যের দরুন কখনো কখনো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা সূচক বাক্য তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। কুরআন হাদীসে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দু'আ উক্ত হয়েছে এরূপ-

فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ

– হে আসমান যমীনের শ্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার মাওলা-মুনিব। আমাকে এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও যখন আমি তোমার পূর্ণ অনুগত বান্দা এবং আমাকে তোমার নেককার বান্দাদের সাথে মিলিয়ে নাও।

অনুরূপ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

(হে আল্লাহ! আমি রফীকে আলা তথা শ্রেষ্ট বন্ধুর সন্নিধান কামনা করছি) এ ধরনের দু'আ।

দু'আর কয়েকটি আদব

এক ঃ সর্ব প্রথম নিজের জন্যে দু'আ করা ঃ দু'আর একটি আদব হচ্ছে যখন অন্য কারো জন্যে দু'আ করতে হয়, তখন যদি কেবল অপরের জন্যই দু'আ করা হয়

তা হলে তা কোন মুখাপেক্ষী দু'আ প্রার্থীর দু'আ না হয়ে অনেকটা সুপারিশের পর্যায়ের দু'আ হয়ে যাবে। আর এটা দরবোরে ইলাহীর কোন কৃপাপ্রার্থীর জন্যে আদৌ সমীচীন বা শোভনীয় নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এরও নিয়ম ছিল, যখন তিনি অন্য কারো জন্যে দু'আ করতে চাইতেন তখন তিনি প্রথমে নিজের জন্যে দু'আ চেয়ে নিতেন। আবদিয়তে কামেলার দাবী তাই।

٨٨– عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَكَرَ اَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ (رواه الترمذى)

৮৮. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কাউকে স্মরণ করতেন এবং তার জন্যে দু'আ করতেন তখন তিনি প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন তারপর সেই ব্যক্তির জন্যে দু'আ করতেন। –(জামে' তিরমিযী)

দুই ঃ হাত তুলে দু'আ করা

٨٩– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوْا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ (رواه ابوداؤد)

৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর দরবারে এমনিভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ কর যে, হাতের সম্মুখ দিক তোমার সম্মুখ দিকে থাকবে। হাত উল্টো করে দু'আ করবে না। আর যখন দু'আ শেষ হবে তখন উঠানো হাত দুটো নিজের মুখমণ্ডলে মুছে নেবে। –(সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য হাদীসে আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কোন আগত বা আসন্ন সঙ্কট বা বালা-মুসীবত ঠেকানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করতেন তখন হস্তদ্বয়ের পিছন দিক আসমানের দিকে থাকতো, আর যখন দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণের দু'আ করতেন তখন তিনি সিধা হাতে দু'আ করতেন যেমনটি কোন যাঞ্ছাকারীর হাত বাড়িয়ে দিয়ে দু'আ করা চাই। এর আলোকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর ঐ হাদীসের মর্মও এই যে, যখন আল্লাহর কাছে নিজের কোন কাঙ্খিত মঙ্গল প্রার্থনা করে দু'আ করা হবে, তখন তাঁর সম্মুখে ভিখারীর মত হাত পেতে সিধা হাতে দু'আ করতে হবে এবং সর্বশেষে সেই পাতা হাত দুটো নিজের মুখমণ্ডলে এ ধারণা বা কল্পনা করে মুছে নেবে যে, এ হাতগুলো আর শূন্য নেই। দয়াল প্রভু পরোয়ার দিগারের রহমত ও বরকতের কিছু না কিছু অবশ্যই এ হাত গুলোতে পড়েছে।

٩٠– عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ (رواه ابو داؤد والبيهقى)

৯০. সাইব ইব্‌ন য়াযীদ তাবেয়ী তাঁর পিতা হযরত য়াযীদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ছামামা (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি দু'আ করতেন তখন হাত দুটি উর্ধ্বদিকে উঠাতেন এবং শেষে দুহাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিতেন। –(সুনানে আবূ সাউদ, দাওয়াতে কবীর; বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ দু'আ কালে হাত উঠানো এবং মুখমণ্ডলে হাত মুছে নেয়ার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের কাছাকাছি রিওয়ায়াত সমূহের দ্বারা প্রমাণিত। যারা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন হযরত আনাস (রা) এর একটি হাদীসের দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত হয়ে এ ভুল বুজাবুঝির শিকার হয়েছে। ঈমাম নববী তার শরহে মুহাযযাব (شَرْحِ مُهَذَّبْ) গ্রন্থে এ সংক্রান্ত প্রায় ত্রিশ খানা হাদীস সঙ্কলিত করে তাদের ভুল বুঝাবুঝির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তিনি তাঁদের মতের খণ্ডন করে দিয়েছেন। অনুবাদক)

তিন ঃ দু'আর শুরুতে হাম্‌দ ও সালাত পাঠ

٩١– عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُوْ فِىْ صَلٰوتِهِ لَمْ يَحْمِدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْلِغَيْرِهِ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ (رواه الترمذى وابو داؤد والنسائى)

৯২. ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনলেন। দু'আর পূর্বে সে না আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ করলো আর না নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত সালাম (দরূদ) প্রেরণ করলো। তখন তিনি বললেন ঃ এ লোকটি দু'আর ব্যাপারে বহু তাড়াহুড়া করে

ফেললো। তারপর তিনি লোকটিকে ডেকে তাকে বা তার উপস্থিতিতে তাকে শুনিয়ে অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি নামায পড়ে তখন তার উচিত প্রথমে আল্লাহর হাম্‌দ ও ছানা (স্তবস্তুতি) করবে তারপর নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। তারপর যা মনে চায় দু'আ করবে।[১]

–(জামে' তিরমিযী সুনানে আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

চার ঃ দু'আর শেষে 'আমীন' বলা

٩٢- عَنْ اَبِىْ زُهَيْرِ النُّمَيْرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِى الْمَسْئَلَةِ فَوَقَفَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بِاَيِّ شَىْءٍ يَخْتِمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِاٰمِيْنَ فَاِنَّهُ اِنْ خَتَمَ بِاٰمِيْنَ فَقَدْ اَوْجَبَ (رواه ابو داؤد)

৯২. হযরত আবূ হুমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হলাম, যে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সে কাকুতি-মিনতিপূর্ণ দু'আ শুনতে লাগলেন।

তখন তিনি বললেন ঃ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ

–"এ ব্যক্তি তো প্রার্থিত বস্তুর ফয়সলা করেই নিল যদি সে ঠিকমত খতম করতে পারে বা সীল-মোহর লাগাতে পারে।"

তখন সম্প্রদায়ের একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ হুযুর, খতম করার বা ঠিকমত মোহর লাগানোর পন্থা কি ?

জবাবে তিনি বললেন ঃ সর্বশেষে আমীন বলে দু'আ শেষ করবে। (যদি সে এরূপ করে তা হলে আল্লাহর নিকট দু'আ গ্রহণ করিয়েই নিল।) – (আবূ দাউদ)

১. সালাত শব্দটি দরূদ ও নামায উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত বলতে আমরা দরূদ এবং শুধু সালাত অর্থে নামায ধরে নিতে পারি। প্রচলিত দরূদ ও নামায ফার্সী ভাষার শব্দ হওয়ায় ইদানীং তার আসল আরবী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পুস্তকাদিতে চালানো হচ্ছে। সালাত শব্দটি সাধারণ দরূদ রূপে বেশী পরিচিত বিধায় এখানে নামায শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। – অনুবাদক

ব্যাখ্যা ঃ খতম শব্দটি শেষ করা এবং মোহরাঙ্কিত করা দু অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ দুটি একই শব্দের দুটি প্রকাশভঙ্গি। এজন্যে তরজমায় দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। হাদীছের আসল শিক্ষা প্রত্যেক দু'আ শেষে বান্দার 'আমীন' বলা চাই। এর অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! আমার এ দু'আটি কবূল করুন। এই বলেই দু'আ খতম করা উচিত। এর হিকমত অব্যবহিত পূর্বেই লিখা হয়েছে।

পাঁচ ঃ ছোটদের কাছেও দু'আর দরখাস্ত করা

٩٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَاْذَنْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ وَقَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَىَّ فِىْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الدُّنْيَا (رواه ابوداؤد والترمذى)

৯৩. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ

"ভাই, তোমার দু'আয় আমাদেরকেও শরীক রাখবে এবং আমাদেরকে ভুলে যাবে না কিন্তু।"

হযরত উমর (রা) বলেন, আল্লাহর নবী (সা) আমাকে (ভাই বলে) যে শব্দটি বললেন, তার বিনিময়ে গোটা সংসার দিয়ে দিলেও আমি রাজী বা খুশি হবো না।

– (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির দ্বারা বুঝা গেল যে, দু'আ এমনি একটি মূল্যবান ব্যাপার, যার দরখাস্ত বড়দেরও ছোটদের কাছে করা উচিত। বিশেষতঃ যখন তারা কোন মকবূল আমল বা পবিত্র স্থানের দিকে যাত্রা করে, যেখানে কবূলিয়তের বিশেষ আশা থাকে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-কে اُخَىَّ বা ভাইয়া বলে সম্বোধন করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ছোট্ট ভাইটি। এতে হযরত উমর (রা) যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছেন (যা তিনি প্রকাশও করেছেন) তা যথার্থ। উপরন্তু হাদীসের দ্বারা হযরত উমর (রা)-এর মর্যাদা এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর মকবূলিয়তের যে সাক্ষ্য পাওয়া গেল, এটি একটি বহুমূল্য সনদও বটে।

সে সব দু'আ , যেগুলো বিশেষ ভাবে কবূল হয়ে থাকে

٩٤- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ

رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ
اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ- (رواه مسلم)

৯৪.হযরত আবূ দ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোন মুসলমান যখন তার অনুপস্থিত কোন ভাইয়ের জন্যে দু'আ করে তখন তা কবূল হয়। তার কাছে একজন ফিরিশতা মোতায়েন থাকেন, যার দায়িত্ব হলো যখন সে তার কোন ভাইয়ের জন্য (অনুপস্থিতিতে) কোন মঙ্গলের দু'আ করবে তখন ঐ ফিরিশতা বলেন-আমীন তোমার এ দু'আ আল্লাহ কবূল করুন এবং তোমার জন্যে অনুরূপ মঙ্গল হোক। -(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ গায়েবানা দু'আ কবূলিয়তের ও বরকতের যে বৈশিষ্ট্যর কথা ও হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, তার হেতু স্পষ্টত:ই তার ইখলাস বা অন্তরের নিষ্ঠার প্রাবল্য। এরূপ দু'আ যে নিছক মনোরঞ্জন বা দেখানোর জন্য হয় না, তা বলাই বাহুল্য।

٩٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلٰثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ - (رواه الترمذي وابو داؤد وابن ماجه)

৯৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিন প্রকারের দু'আ বিশেষভাবে কবূল হয়ে থাকে। এগুলোর কবূলিয়ত সন্দেহাতীত ঃ

১. সন্তানের জন্যে পিতামাতার দু'আ।
২. পরদেশী মুসাফিরের দু'আ।
৩. মযলূমের দু'আ।

-(জামে' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ ও ইবন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আগুলোর কবূলিয়তের রহস্য এগুলোর আন্তরিকতার মধ্যেই নিহিত। সন্তানের প্রতি পিতামাতার আন্তরিকতা তো সুস্পষ্ট। অনুরূপ বেচরা পরদেশী মুসাফির তার নিঃস্বতার জন্যে এবং মযলূম ব্যক্তি বেদনাহত হওয়ার কারণে তাদের হৃদয়ও ভগ্নাবস্থায় থাকে এবং ভগ্ন হৃদয় আল্লাহর রহমত আকর্ষণের প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখে।

٩٦- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ
خَمْسُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حَتّٰى يَنْتَصِرَ
وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتّٰى يَصْدِرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتّٰى يُفْقَدَ

وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْاَخِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ
قَالَ وَاَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ اِجَابَةً دَعْوَةِ الْاَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ
(رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

৯৬, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দু'আ বিশেষভাবে কবূল হয়ে থাকেঃ

১. মযলূমের দু'আ- যাবৎ না সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।
২. হজযাত্রীর দু'আ - যাবৎ না সে নিজ ঘরে ফিরে আসে।
৩. আল্লাহর রাহে জিহাদকারী ব্যক্তির দু'আ-যাবৎ না সে শহীদ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।
৪. ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দু'আ- যাবৎ না সে নিরাময় হয়।
৫. এক ভাইয়ের জন্যে অপর ভাইয়ের গায়েবানা দু'আ।

এ সব বর্ণনা করার পর তিনি বললেন ঃ এগুলোর মধ্যে সবচাইতে দ্রুত কবূল হওয়ার মত দু'আ হচ্ছে কোন ভাইয়ের জন্যে গায়েবানা দু'আ।

– (দাওয়াতে কবীর ঃ বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ দু'আ যদি প্রকৃতই দু'আ হয় আর দু'আ কারীর সত্তা এবং তার আমলের মধ্যে কোন কবূলিয়ত পরিপন্থী ব্যাপার-স্যাপার না থাকে তা হলে সাধারণত দু'আ কবূলই হয়ে থাকে। কিন্তু মু'মিন বান্দার এমন কিছু বিশেষ হাল বা আমল থাকে যদ্দরুন রহমতে ইলাহী বিশেষভাবে তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং দু'আ কবূলের বিশেষ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ হাদীসে যে পাঁচ প্রকার দু'আর কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে মযলূমের দু'আ এবং গায়েবানা আর কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তারপর হজ্জ ও জিহাদ এমনি দুটি আমল, বান্দা যতক্ষণ তাতে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ যেন সে আল্লাহর দরবারেই উপস্থিত থাকে এবং তাঁর সন্নিধানেই থাকে। অনুরূপ মু'মিন বান্দার রোগব্যাধি তার পাপতাপ থেকে পবিত্রতা অর্জনের পথে বিরাট অগ্রগতির ওসীলা হয়ে থাকে। রোগভোগের শয্যায় শায়িত অবস্থায় সে বেলায়েতের অনেক সোপান অতিক্রম করে, এজন্য তার দু'আও বিশেষভাবে কবূল হয়ে থাকে।

দু'আ কবূলের বিশেষ বিশেষ হাল ও ক্ষণ-কাল

দু'আ কবূলের ব্যাপারে মৌলিক দখল যাকে দু'আ কারীর আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তার সেই আন্তরিক হালের-যাকে কুরআন মজীদে ইযতিরার (اضطرار) এবং ইবতিহাল (ابتهال) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া কিছু খাস হাল ও খাস

ক্ষণকাল রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহর রহমত ও তাঁর ফযল-করমের আশা বেশিভাবে করা যেতে পারে। নিম্নে বর্ণিত হাদীস সমূহে সে বিশেষ হালসমূহও ক্ষণ-কালের দিকে ইঙ্গিত রাসূলুল্লাহ (সা) চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

٩٧- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَرِيْضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ- (رواه الطبرانى فى الكبير)

৯৭. হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা)-থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয সালাত আদায় করে (এবং তারপর মনেপ্রাণে দু'আ করে) তার দু'আ কবূল হয়, আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ খতম করে (এবং দু'আ করে) তার দু'আও কবূল হয়ে থাকে। -(মু'জামে কাবীরঃ তাবারানী প্রণীত)

ব্যাখ্যা ঃ সালাত বিশেষত ফরয সালাত এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কালে বান্দা আল্লাহ তা'আলার অনেক নিকটে অবস্থান করে। এ দু'সময় সে স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা মনিবের সাথে কথা বলে থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে তা প্রকৃত সালাত ও তিলাওয়াত হতে হবে। কেবল লোক দেখানো বা প্রথাগত সালাত ও তিলাওয়াত হলেই হবে না। এ দু'টি আমল যেন বান্দার মি'রাজ স্বরূপ। সুতরাং এ দুটি ইবাদত অন্তে বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে যে দু'আ করে, তা আল্লাহর রহমত কর্তৃক অভ্যর্থনা পাওয়ার যোগ্যই বটে।

٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ- (رواه الترمذى وابو داؤد)

৯৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। -(তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)

٩٩- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِىْ اَرْبَعَةِ مَوَاطِنِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوْفِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعِنْدَ نُزُوْلِ الْغَيْثِ وَعِنْدَ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ. (رواه الطبرانى فى الكبير)

৯৯. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ চারটি সময়ে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দু'আ বিশেষ ভাবে কবূল হয়ে থাকে ঃ

১. আল্লাহর রাহে লড়াই কালে,
২. আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ কালে (যখন রহমতের দৃশ্য থাকে),
৩. সালাতের ইকামতের সময় এবং
৪. কা'বা দর্শন কালে -(মু'জামে কবীর : তাবারানী)

١٠٠- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ مَوَاطِنَ لَاتُرَدُّ فِيْهَا دَعْوَةُ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ بَرِيَّةٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ فَيَقُوْمُ وَيُصَلِّىْ وَرَجُلٌ يَكُوْنُ مَعَهُ فِئَةٌ فَيَفِرُّ عَنْهُ اَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُ وَرَجُلٌ يَقُوْمُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ (رواه ابن مندة فى مسنده)

১০০. হযরত রবী'আ ইব্‌ন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিনটি ক্ষেত্র এমন, যখন দু'আ করলে তা' প্রত্যাখ্যাত হয়না (অবশ্যই তা' কবূল হয়ে থাকে)

এক ঃ কোন ব্যক্তি এমন কোন জনশূন্য প্রান্তরে যখন অবস্থান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তাকে দেখছে না, এমন অবস্থায় সে সালাতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর সালাতেও দু'আ করে।

দুই ঃ কোন ব্যক্তি জিহাদে দলবলসহ থাকে, এমন সময় তার দলবল তাকে একাকী রেখে পালিয়ে যায়; কিন্তু সে ব্যক্তি (শত্রুদের মধ্যে) দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে (পালিয়ে যায় না এবং এ অবস্থায় দু'আ করে)

তিন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রের শেষ প্রহরে (শয্যা ত্যাগ করে) আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে দু'আ করে (তখন ঐ বান্দার দু'আ অবশ্যই কবূল হয়ে থাকে) -(মুসনাদে ইব্‌ন মুন্দা)

١٠١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ (رواه مسلم)

১০১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছি, রাত্রের মধ্যে এমন একটি বিশেষ সময় রয়েছে, ঐ সময় বান্দা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের যে মঙ্গলই প্রর্থনা করুক না কেন্‌ আল্লাহ তাকে তা দিয়ে দেন। আর এটা কোন বিশেষ রাতের জন্যে নির্দিষ্ট নয়; বরং প্রতি রাতেই আল্লাহর এ দান অবারিত থাকে। -(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত ঐ হাদীসটি (মাআরিফুল হাদীস-এর তৃতীয় খণ্ডে) তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ

যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং স্বয়ং তাঁর পক্ষ থেকে ধ্বনিত হয়ঃ আছো কোন যাচ্ঞাকারী যাকে আমি দান করবো ? আছো কোন মার্জনা প্রার্থী, যাকে আমি দান করবো ? আছো কেউ প্রার্থনাকারী - যার প্রার্থনা আমি বঞ্জুর করবো ?

এ হাদীসের আলোকে সুনির্ধারিত ভাবে চিহ্নিত হয়ে যায় যে, হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে প্রতিটি রাতের যে বিশেষ সময়টিকে কবূলিয়তের সময় বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা ঐ রাতের শেষ তৃতীয়াংশের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

উপরোক্ত হাদীস সমূহে দু'আ কবূলের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও দিন-ক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

১. ফরয সালাত সমূহের পর।
২. কুরআন শরীফ খতমের পর।
৩. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে।
৪. জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের সময়টিতে।
৫. রহমতের বৃষ্টিধারা বর্ষণের সময়।
৬. কা'বা শরীফ দর্শনের সময়।
৭. বিরাণ প্রান্তরে, যেখানে আল্লাহ ছাড়া দেখার মত কেউ নেই, এমন স্থানে নামায় পড়ে দু'আ করলে।
৮. জিহাদের ময়দানে যখন দুর্বল সাথীরা পর্যন্ত রণভঙ্গ দিয়ে পালায়।
৯. রাতের শেষ প্রহরে।

ঐ সমস্ত হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে দু'আ কবূলের দিন- ক্ষণ হিসাবে আরো কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দিনকালের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

* শবে কদরে	* আরাফাত দিবসে আরাফাত প্রান্তরে
* জুমার দিন বিশেষ সময়ে	* রোযার ইফতারের সময়ে
* হজের সফর কালে	* জিহাদের সফর কালে
* রুগ্নাবস্থায়	* মুসাফির থাকা অবস্থায়

দু'আ সমূহ কবূল হওয়ার বিশেষ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

তবে এ কথাটি স্মর্তব্য যে, দু'আ মানে কেবল দু'আর শব্দ সমূহ এবং কেবল তার সূরত সমূহই নয়, বরং তার হাকীকত বা মর্মকথা হচ্ছে তাই যা পূর্বে উক্ত হয়েছে। চারাগাছ কেবল সেই বীজ থেকেই অঙ্কুরিত হয়, যাতে মগজ বা সারবস্তু থাকে। অনুরূপ পরবর্তী হাদীস সমূহ থেকেও দু'আসমূহ কবূল হওয়ার অর্থ বুঝে নিতে হবে।

দু'আ কবূল হওয়ার অর্থ এবং তার সূরতসমূহ

অনেকে অজ্ঞতা বশত দু'আ কবূল হওয়া বলতে কেবল এ কথাই বুঝে থাকে যে, বান্দা আল্লাহর কাছে যাই চাইবে নগদ নগদ হুবহু তাই সে পেয়ে যাবে। যদি তা না পায় তখন তারা মনে করে তাদের দু'আ বুঝি কবূলই হলো না। এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। বান্দার ইলম্ বা জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমিত। বরং সৃষ্টিগত দিক থেকে সে যালূম-জাহূল—অত্যন্ত গোঁয়ার ও অজ্ঞ। অনেক বান্দা এমন রয়েছে, যাদের জন্যে বিত্ত-বিভব নিয়ামত স্বরূপ। আবার অনেকের জন্যে তা বিপদও বটে। অনেক বান্দার জন্যে হুকুমত বা শাসন ক্ষমতা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বড় ওসীলা স্বরূপ। পক্ষান্তরে হাজ্জাজ ও ইব্ন যিয়াদের মত অনেকের জন্যে শাসনক্ষমতা আল্লাহ থেকে দূরত্ব ও তাঁর গযবের কারণ স্বরূপ হয়ে যায়। বান্দা জানেনা যে, কী তার জন্যে উত্তম আর কী তার জন্যে ফিৎনা বা বিষস্বরূপ। তাই অনেক সময় আল্লাহর দরবারে সে এমন বস্তু প্রার্থনা করে, যা তার জন্যে উত্তম নয় বা তা দান করা আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। এ জন্যে পরম জ্ঞানী ও কুশলী আল্লাহ তা'আলার ইলম ও হিকমতের খেলাফ হয় যে বান্দা অজ্ঞতা বশত, যা চেয়ে বসেছে, তাই তাকে দিয়ে দেবেন। আবার এটাও তাঁর পরম বদান্যতার পরিপন্থী যে, বান্দা কাঙাল ও মিসকীনের মতো তাঁর কাছে হাত পাতবে আর তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন। তাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হলো, তিনি তার দরবারে প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফিরান না কখনো তিনি তাকে তার প্রার্থিত বস্তুই দান করেন। আবার কখনো তার পরিবর্তে পারলৌকিক বিরাট কোন নিয়ামত দানের ফয়সালা করেন। এভাবে বান্দার এ দু'আ তার আখিরাতের সম্বল হয়ে যায়। আবার কখনো এমন হয় যে, এ পৃথিবীর কার্যকারণের হিসাবে এ দু'আকারী ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আপতিত হওয়ার মত থাকলে এ দু'আর কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা সে বিপদ আপদ তার উপর পতিত হতে দেন না।

সর্বাবস্থায় দু'আ কবূল হওয়ার অর্থ হচ্ছে দু'আ কোন মতেই নিষ্ফলে যায় না। এবং দু'আকারী কখনো মাহরূম বা বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম ও হিকমত অনুসারে কোন না কোন দানে তাকে ধন্য করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুলাসা করে তা বর্ণনা করেছেন।

١٠٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلاَ قَطِيْعَةُ رَحْمٍ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا اِحْدٰى ثَلٰثٍ اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَاِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَصْرِفُ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوْا اِذًا نُكْثِرَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْثَرُ- (رواه احمد)

১০২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে মু'মিন বান্দা এমন কোন দু'আ করে, যাতে কোন গুনাহর বা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বস্তুর কোন একটি এর বিনিময়ে দান করেন।

১. হয়, সে যা প্রার্থনা করে তাই তিনি তাকে নগদ নগদ দান করেন।

২. নতুবা তার এ দু'আকে তার আখিরাতের সম্বল বানিয়ে দেন।

৩. নতুবা এ দু'আ অনুপাতে তার উপর পতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল এমন কোন আপাদ থেকে তিনি রহিত করে দেন।

তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ ব্যাপারটা যখন এরূপই (যে দু'আ সর্বাবস্থায়ই কবূল হয়ে থাকে এবং এর বিনিময়ে কিছু না কিছু পাওয়াই যায়), তা হলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো।

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর কাছে তার চাইতেও অনেক বেশি আছে। -(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে রক্ষিত সম্পদ ভাণ্ডার অনন্ত অসীম এবং চিরস্থায়ী। যদি সকল বান্দা অহরহ তার দরবারে প্রার্থনা করতে থাকে আর তিনি প্রত্যেককেই দানের ফয়সালা করেন, তবুও তাঁর নিয়ামত রাশিতে সামান্যও ঘাটতি পড়বে না। মুস্তাদরকে হাকিমে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যখন সেই বান্দাকে পরকালের জন্যে সঞ্চিত তার দুনিয়ার প্রর্থনা সমূহের বিনিময়ে রক্ষিত নিয়ামতরাশি দেখাবেন— যে দুনিয়াতে অনেক বেশি দু'আ করেছে অথচ বাহ্যত: দুনিয়ায় তা কবূল হয়নি তখন ঐ বান্দা বলে উঠবে ঃ

يَا لَيْتَهُ لَمْ يُعَجِّلْ لَهُ شَيْئٌ مِنْ دُعَائِهِ (كنز العمال)

হায়, যদি দুনিয়ায় আমার কোন দু'আই কবূল না হতো আর এখানেই আমি সবগুলি দু'আর বিনিময় পেতাম তা হলে কতই না উত্তম হতো।

-(কানযুল উম্মাল পৃ: ৫৭ জিলদ-২)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহ

দু'আ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস এ পর্যন্ত আলোচিত বা উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোতে হয় দু'আ সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে অথবা দু'আর মাহাত্ম্য ও বরকতসমূহের বর্ণনা রয়েছে, অথবা দু'আর আদব এবং এ সংক্রান্ত হিদায়াত এবং কবূলিয়তের আনুসঙ্গিক ব্যাপারাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো ছিল উপক্রমনিকাস্বরূপ। এবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আসল দু'আসমূহ এবং তাঁর অন্তরের আকূতি ভরা সেই সব মুনাজাত যা তিনি তাঁর প্রভুর দরবারে করেছেন এবং যা তাঁর মা'রিফতের মাকাম এবং হৃদয়-মনের অবস্থা আঁচ করার সম্ভাব্য সর্বোত্তম ওসীলাস্বরূপ এবং উম্মতের জন্যে এটা তাঁর মহোত্তম উত্তরাধিকার স্বরূপ। এগুলোকে হাদীস ভাণ্ডারের চিরহরিৎ ডালিস্বরূপ বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। নবী করীম (সা)-এর এ দু'আসমূহকে তিন অংশে ভাগ করা যায়।

প্রথমত ঐসমস্ত দু'আ, যা কোন বিশেষ দিন্ক্ষণের জন্যে খাস। যেমন উষালগ্নের দু'আ, সান্ধ্যকালীন দু'আ, শয়নকালীন দু'আ, গাত্রোত্থানকালীন দু'আ, ঝড়ঝঞ্ঝা বা বর্ষণকালীন দু'আ, বিপদাপদ বা উৎকণ্ঠাকালীন দু'আ ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত ঐসব দু'আ যা সাধারণভাবে পঠিতব্য, কোন বিশেষ দিন-ক্ষণের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো সাধারণত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত ঐসব দু'আ, যা নবী করীম (সা) সালাতে বা সালাত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অর্থাৎ সালাতের সালাম ফিরানোর পর আল্লাহ্র দরবারে করতেন। এখানে এই তৃতীয়োক্ত ধরনের অর্থাৎ সালাত সংশ্লিষ্ট দু'আগুলো সর্বপ্রথম লিখিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ও সাল্লামের এ মহামূল্যবান ও মাহাত্ম্যপূর্ণ উত্তরাধিকারের যথাযোগ্য মর্যাদা দান এবং এগুলো থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার পূর্ণ তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।

সালাতে এবং সালাতের পর পড়ার দু'আসমূহ

তাকবীরে তাহরীমার পরের প্রারম্ভিক দু'আ

١٠٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَلٰوتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِيْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ وَلَا يَقِيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

(رواه النسائى)

১০৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন সর্বপ্রথম তাকবীর (মানে আল্লাহু আকবার) বলতেন (যাকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়ে থাকে।) তার পর আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয করতেন ঃ

اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِيْ سَيِّئُ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ وَلَا يَقِيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ.

নিঃসন্দেহে আমার সালাত (নামায) আমরা ইবাদত, আমার জীবন ও আমর মরণ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্যে উৎসর্গীকৃত। যাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এরই জন্যে নির্দেশিত আর আমি সর্বপ্রথম তাঁরই আনুগত্যকারী। হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোত্তম আমল ও আখলাকের হিদায়াত দান কর। আর সর্বোত্তম আমল ও আখলাকের হিদায়াত তুমি ছাড়া আর কেউই দিতে পারেনা। আর আমাকে তুমি মন্দ আমল ও আখলাক থেকে রক্ষা কর আর মন্দ আমল ও আখলাক থেকে হিফাযত করতে পার একমাত্র তুমিই। -(সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আর সূচনাতেই যথোচিতভাবে আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্যের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের দাসত্ব ও কাকুতি-মিনতি এবং একান্ত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার একরার-অঙ্গীকার ও অভিব্যক্তি রয়েছে। সর্বশেষে আল্লাহ

তা'আলার নিকট উত্তম আমল-আখলাকের হিদায়াতের তাওফীক এবং মন্দ আমল-আখলাক থেকে হিফাযতের প্রার্থনা রয়েছে। আসলে এই হিদায়াত ও হিফাযতের মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য ও সাফল্যের সবকিছু নির্ভর করে।

মা'আরিফুল হাদীস তৃতীয় খণ্ডের (মূল উর্দু কিতাবের) ৩২৬-৩৪০ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস সহীহ্ মুসলিম এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাকবীরে তাহরীমার পর এই উদ্বোধনী দু'আটি বিস্তৃততর আকারে উল্লেখিত হয়েছে। আর সে বর্ধিত অংশগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এছাড়া তাতে উদ্বোধনী দু'আ ছাড়াও রুকু, কাওমা, সাজদা, জালসা এবং শেষ বৈঠকের খাস খাস দু'আসমূহও উল্লেখিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে সালাতের দু'আসমূহের এটি একখানা দীর্ঘ ও ব্যাপক হাদীস। তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ জাতীয় দু'আসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি রাতের বেলা নফল সালাতে পড়তেন। হযরত আলী (রা) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সালাতের যে দু'আসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে তাঁর সালাত-কালীন বাতেনী হালতের প্রতিচ্ছবি যতদূর প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, তা প্রত্যক্ষ করা যায়। হাদীসখানা অতি দীর্ঘ হওয়ায় এখানে তার পুনরুক্তি করা গেল না। উৎসাহী পাঠকগণ মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে তা পাঠ করে নেবেন।

١٠٤- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَّقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ. (رواه البخارى ومسلم)

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়তে উঠতেন, তখন তিনি এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ الخ.

"হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই কায়েম রেখেছো দুনিয়া ও আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে। মওলা! সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই প্রাপ্য, তুমি দুনিয়া ও আসমানসমূহ এবং এগুলোতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর নূর বা জ্যোতি। (অর্থাৎ বিশ্বভুবনে যেখানেই যে আলো বা জ্যোতি রয়েছে, সবই তোমারই জ্যোতি।) সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি যমীন ও আসমানসমূহ এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুর অধিপতি। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্যে শোভনীয়, তুমি হক, তোমর ওয়াদা হক, মৃত্যুর পর তোমার দরবারে উপস্থিতি যথার্থ, তোমার ফরমান যথার্থ, জান্নাত জাহান্নাম যথার্থ, নবীগণ যথার্থ, মুহাম্মদ যথার্থ, কিয়ামত যথার্থ।

হে আল্লাহ! আমি তোমারই সমীপে আত্মনিবেদিত, তোমার প্রতি আমি ঈমান এনেছি। তোমারই উপর আমি ভরসা করেছি। তোমারই অবলম্বন ধরে আমি তোমারই অভিমুখী হয়েছি। (সত্যদ্রোহীদের মুকাবিলায়) তোমার সাহায্যই আমার অবলম্বন, তোমার কাছেই আমার যত ফরিয়াদ। সুতরাং তুমি আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে দাও, যা আমি পূর্বে করেছি বা পরে করেছি যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি আর যে সম্পর্কে তুমিই আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত। তুমিই অগ্রসরকারী এবং তুমিই পশ্চাৎগামীকারী। যাকে ইচ্ছে তুমি উন্নত ও অগ্রসর কর আর যাকে ইচ্ছে পতিত ও পশ্চাৎগামী কর! তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। কেবলমাত্র তুমিই মা'বূদ বরহক। -(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এটাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সে সব দু'আর অন্যতম, যদ্দারা তাঁর মা'রিফতের মকাম এবং বাতেনী হালচাল সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়।

١٠٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلٰوتَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (رواه مسلم)

১০৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদের সালাতের জন্যে দাঁড়াতেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হুযুরে এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রতিপালক! হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গায়েব ও হাযির, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে সমান জ্ঞাত প্রভু! তুমিই বান্দাদের মধ্যে তাদের বিরোধপূর্ণ ব্যাপারসমূহের ফয়সালা দেবে। তোমার খাস তাওফীকের দ্বারা তুমি আমাকে হিদায়াতের পথে সত্যের পথে পরিচালিত কর যা নিয়ে লোকেরা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তুমিই যাকে ইচ্ছে হিদায়াতের পথে পরিচালিত কর। -(সহীহ্ মুসলিম)

রুকূ ও সাজদার দু'আসমূহ

١٠٦- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ (رواه النسائى)

১০৬. হযরত আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি যখন রুকুতে গেলেন তখন এত দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকুতে রইলেন, যতক্ষণে সূরা বাকারা পড়ে শেষ করা যায়। এ রুকুকালে তাঁর পবিত্র যবানে এ দু'আটি উচ্চারণ করছিলেন ঃ

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ.

"পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রতাপ-বিক্রম, কর্তৃত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।" - (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, সাধারণত রাসূলুল্লাহ (সা) রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ এবং সাজদাতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়তেন এবং এটাই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য দু'আও রুকু-সাজদাতে পড়েছেন, যদ্বারা আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস সেখানে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, তিনি নফল সালাতসমূহে বিশেষত নৈশকালীন নফল সালাতসমূহে কোন কোন সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর রুকু-সাজদা করতেন। আওফ ইব্ন মালিক (রা) যে সালাতে তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন, তাতে তিনি সূরা বাকারা পরিমাণ দীর্ঘ রুকু করেছিলেন, তাও ছিল নফল সালাত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে-উম্মতীদেরকে এই আবেগ-আকূতিপূর্ণ অবস্থার ফল নসীব করুন, যা ঐসময় নবী করীম (সা)-এর হয়েছিল।

١٠٧– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ. (رواه مسلم)

১০৭. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রিতে (আমার চোখ খুললে) আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিছানায় খুঁজে পেলাম না। আমি তখন (অন্ধকারে) তাঁকে হাতড়িয়ে খুঁজতে লাগলাম। এ সময় আমার হাত তাঁর পদদ্বয়ে পড়লো, পবিত্র পদদ্বয় তখন খাড়া অবস্থায় ছিল আর তিনি সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং তোমার শাস্তি থেকে তোমার মার্জনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং তোমার পাকড়াও থেকে তোমারই (বদান্যতার) আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমি তোমার স্তব-স্তুতি বর্ণনা করে সারতে পারবো না (কেবল এটুকুই বলতে পারি) তুমি সেরূপ, যেরূপ তুমি নিজে তোমা'র ব্যাপারে বর্ণনা করেছো।
(সহীহ মুসলিম)

١٠٨– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ (رواه مسلم)

১০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সাজদাতে কোন কোন সময় এরূপ দু'আও করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهِ دِقَّهِ وَجُلَّهِ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ.

"হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহরাশি মাফ করে দাও- ছোট-বড় আগের-পরের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব গুনাহই।" (সহীহ মুসলিম)

শেষ বৈঠকের কিছু দু'আ

١٠٩– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتَنَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ
(رواه البخارى ومسلم)

১০৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে এ দু'আও করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتَنِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকে, পাপের সর্ববিধ কাজ থেকে এবং ঋণের বোঝা থেকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর এ হাদীসের সাথে সাথে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের পর দোযখের আযাব, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিৎনা এবং জীবন-মরণের সকল ফিৎনা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা চাই। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এ দু'আটি শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে পড়া হবে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের বরাতে মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

١١٠- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ (رواه النسائى)

১১০. হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে আল্লাহ্র দরবারে এরূপ প্রার্থনা করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি দ্বীনের উপর দৃঢ়তা, হিদায়াতের উপর স্থৈর্য্য, তোমার নিয়ামতের শোকর গুজারী, তোমার উত্তম ইবাদত, আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ব্যাধিমুক্ত হৃদয় ও সত্যবাদী রসনা আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত কল্যাণ এবং তোমার শরণ প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত অকল্যাণ থেকে এবং মার্জনা প্রার্থনা করি তোমার জ্ঞাত পাপরাশি থেকে। -(সুনানে নাসায়ী)

١١١- عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ صَلّٰى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلٰوةً اَخَفَّهَا فَكَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْهَا فَقَالَ اَلَمْ اُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ؟

قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَمَا اِنِّىْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدُعَاءٍ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِ-

১১১. হযরত কয়েস ইব্ন আব্বাদ (তাবেঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবী আম্মার ইব্ন ইয়াসীর (রা) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সালাত পড়ালেন (অর্থাৎ সালাতের ইমামতি করতে গিয়ে খুবই সংক্ষেপে সালাত সারলেন) লোকজনের মধ্যে তাতে চাপা গুঞ্জরণ দেখা দিল। তিনি বললেন ঃ আমি কি রুকু সাজদা ঠিকমত আদায় করিনি? জবাবে লোকজন বললো, তা করেছেন। (তবে, আমাদের কাছে আপনার আদায়কৃত সালাত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দায়সারা গোছের মনে হয়েছে।)

তখন তিনি বললেন ঃ এ সালাতে আমি এমন দু'আ করেছি যা নবী করীম (সা) সালাতে পড়তেন (আর তা হলো) ঃ

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِىْ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْئَلُكَ كَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَاَسْئَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا وَاَسْئَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْئَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

হে আল্লাহ, তুমি আলেমুল গায়ব আর তোমার সমস্ত সৃষ্টির উপর তুমি পূর্ণ শক্তিমান, তোমার সে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার দোহাই, তুমি আমাকে এ দুনিয়াতে জীবিত রাখ যতক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর বলে তুমি জান, আর ঠিক তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন আমার মৃত্যু শ্রেয় বলে তুমি জান। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ভয় নির্জনে ও জনসমক্ষে এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ইখলাসপূর্ণ কথাবার্তা (যাতে তোমার সন্তুষ্টি আমার একমাত্র কাম্য হবে) সন্তোষের মুহূর্তে ও ক্রোধের মুহূর্তে (অর্থাৎ শান্ত-সমাহিত স্বাভাবিক অবস্থাই হোক, অথবা ক্রুদ্ধ অবস্থাই হোক, কোন অবস্থায়ই যেন আমি সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত না হই কারো সন্তুষ্টির জন্যে বা কারো অসন্তুষ্টির ভয়ে) আর আমি

তোমার কাছে প্রার্থনা করছি মধ্যম পন্থা অভাবকালে ও প্রাচুর্য ও সচ্ছলতার সময়ে। আর তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এমন নিয়ামতরাশি, যা শেষ হয়ে যায় না এবং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ললাট লিখনের উপর সন্তুষ্টি এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করছি চোখের এমন শীতলতা, যা কোন দিন শেষ হয়ে যায় না। এবং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি মৃত্যু পরবর্তী শান্ত-সমাহিত আয়েশ-আরাম। আর তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার দীদার সুখ;এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ কোন অকল্যাণকর পরিস্থিতির উদ্ভব বিহনে এবং কোন বিভ্রান্তিকর বিপর্যয় ছাড়াই।

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত করো এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং অন্যদের হিদায়াতের মাধ্যমে বালিয়ে দাও!' - (সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) বর্ণিত এ হাদীস এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসে একথার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক কোন অবস্থায় এ দু'আগুলো করতেন। তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, তিনি এ দু'আগুলো সালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বেই করতেন। সালাতে এরূপ দু'আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে পড়ার জন্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর দরখাস্তের প্রেক্ষিতে হুযুর (সা) তাঁকে যে দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا

দু'আটি মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে এবং এরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কার্যকারণ ও দলীল প্রমাণাদি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত দু'আর ক্ষেত্র হচ্ছে তাশাহহুদের পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্ববর্তী সময়টাই।

١١٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَلِّفْ اَللّٰهُمَّ عَلَى الْخَيْرِ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا (رواه ابو داؤد)

১১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তাশাহহুদের পর পড়ার এরূপ দু'আ শিক্ষা দিতেন ঃ

اَلِّفْ اَللّٰهُمَّ عَلَى الْخَيْرِ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا

"হে আল্লাহ! কল্যাণের প্রতি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে দাও, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুসমন্বিত করে দাও । আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত কর! আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাও! আমাদের যাহির-বাতিনকে সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখ! বরকত দান কর আমাদের কানসমূহে, চোখসমূহে, অন্তরসমূহে, আমাদের সহধর্মিণীদের মধ্যে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে। আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দান কর। কেননা তুমিই সদয় দৃষ্টিদানকারী, অত্যন্ত দয়ালু, মেহেরবান। আমাদেরকে তোমার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী এবং সাদর অভ্যর্থনাকারী বানাও এবং পূর্ণ নিয়ামত আমাদেরকে দান কর!" (সুনানে আবূ দাঊদ)

সালাতের পরবর্তী দু'আসমূহ

١١٣– عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ . اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرِ (رواه ابوداود)

১১৩. হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীমে (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এরূপ দু'আ করতেন ঃ

হে আল্লাহ, হে আমাদের ও সবকিছুর প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র প্রতিপালক। তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ! হে আমার ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! হে আমার ও সবকিছুর প্রতিপালক, আমি এমর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বান্দারা পরস্পরে ভাই ভাই। (বন্দেগীর সূত্রে পরস্পরে গ্রথিত।) হে আল্লাহ, হে আমার ও সবকিছুর প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে দুনিয়ার প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে তোমার প্রতি পরম নিষ্ঠাবান ও আনুগত্যশীল বান্দা বানিয়ে দাও: হে প্রবল প্রতাপান্বিত ও মহাসম্মানী প্রভু! তুমি আমার দু'আ শুনে নাও ও কবূল করে নাও। আল্লাহ সকল মহানের চাইতে মহান আল্লাহ আসমানরাজী ও যমীনের নূর! সারাজাহান তাঁর নূরের দ্বারাই কায়েম ও আলোকিত রয়েছে। আল্লাহ সকল মহানের চাইতে মহানতম। আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম অবলম্বন ও ভরসাস্থল। আল্লাহ সকল মহানের চাইতেও মহান।" – (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ দু'আসমূহ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের দু'আ হচ্ছে ঐসব দু'আ, যাতে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়ে থাকে, অথবা কোন বালা-মুসীবত-অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার দু'আ হচ্ছে ঐসব দু'আ, যাতে বান্দা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও প্রবল প্রতাপের কথা উল্লেখ করে তাঁর অনন্ত অসীম দয়ার কথা স্মরণ করে নিজের পরম নিবেদিত মন ও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিলে যত্নবান হয়। সালাত আদায়ের পর হুযুর (সা)-এর এ দু'আটি যা হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকামের বরাতে এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, তা এই দ্বিতীয় প্রকারের দু'আ। এর আগে বর্ণিত অধিকাংশ দু'আও এ পর্যায়েরই।

١١٤– عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (رواه مسلم)

১১৪. হযরত বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমাদের কাম্য হতো যে, তাঁর ডান পাশে দাঁড়াই। (সালাত অন্তে) তিনি আমাদের দিকে মুখ করতেন। (এমনি একদিন) আমি শুনতে পেলাম, তিনি (দু'আচ্ছলে) বলছেন ঃ

رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

"প্রভো, আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা করুন- যে দিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত বারা বর্ণিত এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত শেষে ডানদিকে ফিরে বসতেন। আর হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব বর্ণিত এক হাদীসে আছে, যা ইমাম বুখারী (র) ও রিওয়ায়াত করেছেন- তাতে আছে, সালাম ফিরানোর পর তিনি মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন। এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মনে হয়, তিনি এমনভাবে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন যে, কিছুটা ডানদিকে তাঁর মুখ ঘুরানো থাকতো। এজন্যে এ দুটি বর্ণনাই যথার্থ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

١١٥– عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (رواه الترمذى)

১১৫. হযরত আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি কুফর থেকে, দারিদ্র্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।" – (তিরমিযী)

١١٦– عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَااَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ (رواه ابو داؤد)

১১৬. হযরত আলী মুরতাযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন সালাত শেষে সালাম ফিরাতেন, তখন এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَاانْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ

"হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দাও যা আমি পূর্বে করেছি, যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি যা প্রকাশ্যে করেছি, যেটুকু আমি বাড়াবাড়ি করেছি আর যে সম্পর্কে তুমিই আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত। তুমিই অগ্রসরকারী, তুমিই পশ্চাৎগামীকারী, তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।" (আবূ দাউদ)

١١٧- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّبًا (رواه رزين)

১১৭. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ফজরের পর এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّبًا.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি উপকারী ইলম, গ্রহণযোগ্য আমল ও হালাল-পবিত্র রিযিক।" (জামে' রাযীন)

١١٨- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسَرَّ اِلَيْهِ فَقَالَ اِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ تُكَلِّمَ اَحَدًا فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَالِكَ ثُمَّ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ذَالِكَ فَاِنَّكَ اِذَا مُتَّ يَوْمَكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا (رواه ابو داؤد)

১১৮. হযরত মুসলিম ইবনুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন তুমি মাগরিবের সালাত আদায় করবে তখন কারো সাথে বাক্যালাপ করার পূর্বেই সাতবার اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ (আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নারে) অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে দোযখ থেকে রক্ষা কর" বলবে। মাগরিবের পর এরূপ বলার পর ঐ রাতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে দোযখ থেকে তোমাকে রক্ষার ফয়সালা করা হবে। অনুরূপ যখন তুমি ফজরের সালাত

আদায় করবে, তখন অনুরূপ বলবে, তাহলে ঐদিন মৃত্যু হলে দোযখ থেকে তোমার রক্ষার ফয়সালা হয়ে যাবে। – (সুনানে আবূ দাউদ)

١١٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ لاُحِبُّكَ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدْعَهُنَّ فِيْ كُلِّ صَلٰوةٍ اَنْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (رواه ابوداؤد والنسائى)

১১৯. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) একদা আমার হাত ধরে বললেন ঃ হে মু'আয, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি যে, প্রতি সালাতের পর অবশ্যই এ দু'আ করতে ভুলবে না ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকর তোমার শোকর গোযারী ও তোমার ইবাদত উত্তমরূপে করার তাওফীক দান কর।" (সুনানে আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এটি অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ দু'আ। এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, হুযুর (সা) হযরত মু'আয ইব্ন জাবালকে তাঁর ভালবাসার দোহাই দিয়ে অত্যন্ত তাগিদ সহকারে তা শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার জন্যে ওসিয়ত করেছেন। অনুরূপ পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ ও তিনি হযরত মুসলিম ইবনুল হারিছ (রা)-কে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এত গুরুত্ব সহকারে হুযুর পাক (সা) তা শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও এর কদর না করাটা হচ্ছে একান্তই দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন!

তাহাজ্জুদের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ

١٢٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ وَتَجْمَعُ بِهَاَامْرِيْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِيْ وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا وَّيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَاِنْ قَصُرَ رَأْئِىْ وَضَعُفَ عَمَلِىْ افْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ فَأَسْئَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ وَيَاشَافِىَ الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْئِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَّهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْخَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَاِنِّىْ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَسْئَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ ذَالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ وَالْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ وَاِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِاَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِاَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهٰذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِىْ وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِىْ وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِىْ وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ وَنُوْرًا فِىْ بَصَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ لَحْمِىْ وَنُوْرًا فِىْ دَمِيْ وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَاَعْطِنِىْ نُوْرًا سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

১২০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহাজ্জুদের সালাত অন্তে নিম্নরূপ দু'আ করতে শুনতে পেলাম ঃ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে এমন রহমত প্রার্থনা করছি, যদ্বারা আমার হৃদয়কে তোমার হিদায়াত লাভে ধন্য করবে এবং এর দ্বারা আমার সকল ব্যাপার স্যাপারকে সুবিন্যস্ত করবে। এর দ্বারা আমার সকল বিশৃঙ্খলা দূর করবে আমার অসাক্ষাতের সকল ব্যাপার ঠিকঠাক করবে এবং এর রহমতের দ্বারা আমার সাক্ষাতের সকল ব্যাপারকে সমুন্নত করবে। এ রহমতের দ্বারা আমার আমলকে পবিত্র করবে এবং এর দ্বারা আমার অন্তরে আমার জন্যে যা যথার্থ তাই প্রতিভাত করবে এবং এর দ্বারা তুমি আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে হিফাযত করবে। হে আল্লাহ! আমাকে এমন ঈমান-একীন দান কর, যার পর কুফরী নেই। এবং এমন রহমত দানে আমাকে ধন্য কর, যদ্বারা আমি দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদা লাভে সমর্থ হই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ভাগ্যনির্ধারিত সৌভাগ্য ও শহীদদের মর্যাদা, পুণ্যবানদের জীবন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়।

হে আল্লাহ! আমার প্রয়োজনাদি ও অভাব-অনটন নিয়ে আমি তোমার দরবারে হাযির, যদিও বা আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অপর্যাপ্ত এবং আমল ও প্রচেষ্টা দুর্বল। আমি তোমার রহমতের ভিখারী, সুতরাং হে সর্ব ব্যাপারের ফয়সালাকারী এবং অন্তরসমূহের ব্যাধিহারী প্রভু পরোয়ারদিগার! যেভাবে তুমি তোমার কুদরতের দ্বারা একই সাথে প্রবাহিত সমুদ্রের শ্রোত ধারাকে পৃথক পৃথক করে দাও (মিঠা পানি ও লোনা পানি একত্রে মিশ্রিত হয় না।) তেমনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে পৃথক রাখ, যা দৃষ্টে মানুষ মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং অনুরূপ কবরের বিপর্যয় থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর! হে আল্লাহ! আমার বুদ্ধি-বিবেচনার যা অতীত এবং আমি যার নিয়ত বা কল্পনাও করতে পারি না, আর প্রার্থনাও যে পর্যন্ত পৌঁছেনি, এমন মঙ্গল যার ওয়াদা তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যকার কারো সাথে করেছো অথবা এমন মঙ্গল যা তুমি তোমার কোন না কোন বান্দাকে দান করেছো, তোমার রহমতের দোহাই, আমি তা-ই তোমার কাছে কামনা-প্রার্থনা করছি হে রাব্বুল আলামীন।

হে সুদৃঢ় সম্পর্কের অধিকারী এবং প্রতিটি ব্যাপারে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আল্লাহ! কঠোর হুঁশিয়ারী দিবস অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের নিরাপত্তা আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনা করছি স্থায়িত্বের দিন তথা কিয়ামতের দিনে জান্নাতের ফয়সালা আমার জন্যে কর। তোমার সেই সব নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সর্বদা তোমার হুযুরে হাযির বান্দাদের সাথে যারা রুকু-সাজদাকারী ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী। নিঃসন্দেহে তুমি পরম দয়ালু ও প্রেমময়।

তুমি যা ইচ্ছে কর তাই করতে পার। এমন প্রচণ্ড শক্তির তুমি অধিকারী হে আল্লাহ! আমাদেরকে অন্যেদের হিদায়াতের কারণ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত করে দাও,

আমারা যেন নিজেরা বিভ্রান্ত এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্তকারী না হই। তোমার বন্ধুদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন এবং তোমার শত্রুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হই। তোমাকে ভালবাসার দরুন তোমার প্রিয়জনের প্রতি যেন অন্তরে ভালবাসা পোষণ করি এবং তোমার বিরুদ্ধাচারীদের প্রতি তোমার প্রতি তারা বিদ্বেষভাবাপন্ন বলে আমরাও তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হই।

হে আল্লাহ! এই আমার দু'আ আর কবূল করা হচ্ছে তোমার কাজ। এই আমার যৎকিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা আর ভরসা তোমারই উপর। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করে দাও! আমার কবরে নূর দান কর! আমার সম্মুখে নূর দান কর। আমার পেছনে নূর দান কর। আমার ডানে নূর দান কর। আমার বামে নূর দান কর। আমার উপরে নূর দান কর। আমার নীচে নূর সৃষ্টি কর। আমার কানে নূর সৃষ্টি কর। আমার চোখে নূর দাও। আমার চুলে চুলে নূর দাও। আমার চর্মে নূর দাও। আমার গোশতে নূর দাও!। আমার রক্তে নূর দান কর! আমার অস্থিতে নূর দান কর! আমার নূরকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও। আমাকে নূর দান কর এবং নূরকে আমার চিরসঙ্গী করে দাও। পাক পবিত্র সেই সত্তা, যিনি ইযযত ও সম্ভ্রমের চাদরে নিজেকে আবৃত করেছেন। পাক-পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সম্ভ্রম ও মর্যাদার পোশাক পরিধান করেছেন। পাক-পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রবল প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহ! কত উচ্চ মার্গের এবং কতই না ব্যাপক অর্থপূর্ণ এ দু'আটি! (ইতিপূর্বে উল্লেখিত দু'আগুলির দ্বারাও) এ দু'আটি থেকে আন্দাজ করা চলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্‌র বিচিত্র শান ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে কী গভীর মা'রিফাত ও ইলমের অধিকারী ছিলেন! বান্দার সবচাইতে বড় শান আবদিয়তের কী উচ্চ মার্গে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার কিছুটা আঁচ করা যায় এ থেকে। বিশ্বজাহানের সাইয়েদ বা নেতা ও রাব্বুল আলামীনের সর্বাধিক প্রিয়ভাজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে তার রহমতের কতটুকু কাঙাল নিজেকে মনে করতেন, তারও পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে এ দু'আসমূহে। কী অপূর্ব বিনয় ও দীনতা সহকারে তিনি দু'আ করতেন, দু'আর সময় তাঁর অন্তরে কী গভীর আকুতি থাকতো এবং আল্লাহ তা'আলা মানবীয় প্রয়োজনের কী গভীর অনুভূতি তার অন্তরে প্রদান করেছিলেন, এ দু'আসমূহে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যেরূপ দয়াময়, প্রেমময় ও বদান্যশীল, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এটাও অনুমান করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এসব দু'আর প্রতিটি বাক্যের দ্বারা তাঁর রহমতের দরিয়ায় কিরূপ ঢেউ খেলে থাকবে এবং তাঁর কাছে তা কতই না প্রিয়বোধ হয়ে থাকবে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, হুযুর (সা)-এর এ দু'আগুলো হচ্ছে তাঁর মহত্তম উত্তরাধিকার। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ মহান উত্তরাধিকারের মূল্যমান অনুধাবন করে এর পূর্ণ অংশ লাভের তাওফীক দান করুন!

বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থায় পাঠের দু'আসমূহ

এ যাবৎ যে সমস্ত দু'আর উল্লেখ করা হলো, সেগুলো ছিল সালাতের মধ্যকার অথবা সালাত অন্তে পাঠ করার দু'আ। আর সালাত যেহেতু তার স্পীরিট ও প্রকৃতির দিক থেকে নিজেই দু'আ এবং মুনাজাত; বরং তার পূর্ণতর রূপ আর তার প্রতিপাদ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দরবারে বান্দার দীনতা-হীনতা প্রকাশ, আত্মনিবেদন এবং দু'আ ও মুনাজাত, তাই তাতে এরূপ দু'আ পূর্ণ মা'রিফাত ও পূর্ণ আবদিয়তের আলামত হওয়া সত্ত্বেও এতে বৈচিত্র্য বা বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যেসব দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য সময়ে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে করেছেন, বিশেষত খানা-পিনা, শয়ন-জাগরণ ও অন্যান্য মানবীয় ও জৈবিক প্রয়োজনাদি পূরণকালে যে সব দু'আর শিক্ষা দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে এসব একান্তই দুনিয়াবী বলে পরিচিত আমলগুলোও আগাগোড়া রূহানী ও নূরানী আমল এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের ওসীলা বনে যায়। এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তালীম ও হিদায়াতের একান্তই খাস মু'জিযা বা অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। এবার আমরা সে জাতীয় দু'আর সিলসিলা শুরু করছি।

সকাল-সন্ধ্যার দু'আসমূহ

প্রতিটি মানুষের জন্যে রাতের পর প্রভাত এসে দিনের সূচনা করে, আবার সন্ধ্যা এসে সে দিনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ সকাল ও সন্ধ্যায় যেন জীবনের এক একটি মঞ্জিল অতিক্রম করে বান্দা পরবর্তী মঞ্জিলের দিকে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাণী ও বাস্তব জীবনের নমুনার দ্বারা এ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যায় তার সম্পর্কের নবায়নের ও দৃঢ়ীকরণের এবং তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকরিয়া আদায় করে এবং নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও খাতা-কসূরের স্বীকারোক্তি করে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে পরম বদান্যশীল মনিবের দরবারে ভিখারী সেজে সময়োপযোগী দু'আর শিক্ষা দিয়েছেন।

١٢١– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِكَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ قَالَ قُلْهَا اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (رواه ابو داؤد والترمذى)

১২১. হযরত আবূ হযরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় পাঠের জন্যে আমাকে (যিক্‌র ও দু'আর) কয়েকটি কালিমা শিক্ষা দিন! জবাবে হুযুর (সা) বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ–

"হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গায়েব ও হাযির সবকিছুর সম্যক জ্ঞানের অধিকারী প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি নিজ নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং শয়তান ও তার শিরক থেকে (অর্থাৎ সে আমাকে যেন শিরকের গুনাহতে লিপ্ত করতে না পারে।) হুযুর (সা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! তুমি সকালে, সন্ধ্যায় এবং শয্যাগ্রহণকালে এরূপ দু'আ করবে! (সুনানে আবূ দাঊদ, জামে' তিরমিযী)

١٢٢– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَاِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ . (رواه ابوداؤد والترمذى واللفظ له)

১২২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে এরূপ শিক্ষা দিতেন যে, যখন রাত্রি শেষে প্রত্যূষ হবে তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হয় তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই ফয়সালা মতে আমাদের জীবন ধারণ, তোমারই হুকুমে নির্ধারিত সময়ে আমাদের মৃত্যুবরণ, তারপর তোমারই সমীপে আমাদের প্রত্যাবর্তন।" অনুরূপভাবে যখন সন্ধ্যা হবে, তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা আসে, তোমারই আদেশে আমাদের ভোরের আগমন, তোমারই ফয়সালা মতে আমাদের জীবন ধারণ, আবার তোমারই ফয়সালা মতে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে; তারপর মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে তোমারই সমীপে আমরা উপস্থিত হবো।"

(জামে' তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাতের আঁধাররাশি বিদূরিত হওয়ার পর ভোরের আলোর উদয় আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত স্বরূপ। মানুষ সাধারণত দিবা ভাগেই তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করে থাকে। রাত্রির অবসানে ভোরের আগমন না ঘটলে তা হবে কিয়ামত তুল্য। অনুরূপ দিবা অবসানে সন্ধ্যার আগমন ও রাত্রির সূচনাও একটি বড় নিয়ামত স্বরূপ। সন্ধ্যা এসে দিবসের বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে কর্ম ব্যস্ততা থেকে বিদায়ের বার্তা ঘোষণা করে। এবার বিশ্রাম ও আরামের পালা। যদি কোন দিন সন্ধ্যা না আসে, তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে কর্মব্যস্ত মানুষের ? রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসে তাই শিক্ষা দিয়েছেন, সকাল-সন্ধ্যার আগমনে মানুষ যেন কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামতের স্বীকারোক্তি করে। সাথে সাথে তারা যেন একথাও স্মরণ করে যে, যেভাবে তাঁরই হুকুমে দিবাভাগের অবসানে ঘটে রাত্রির আগমন, আর রাত্রির অবসানে ঘটে দিনের আগমন, ঠিক তেমনি চলছে আমাদের জীবনও। তাঁরই নির্ধারিত সময়ে একদিন মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে এবং আল্লাহ্‌র সমীপে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

মোদ্দা কথা, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র নিয়ামতের স্বীকারোক্তি করা এবং মৃত্যু ও আখিরাতকে স্মরণ করা চাই। কোন সকাল বা সন্ধ্যায়ই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়।

١٢٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِذَا اَمْسٰى قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسٰى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ
وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذَالِكَ اَيْضًا
اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ الخ (رواه مسلم)

১২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। যখন সন্ধ্যা হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ

اَمْسَيْنَا وَاَمْسٰى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا فِيْهَا

"এ সন্ধ্যা এমন অবস্থায় হচ্ছে যে, আমরা এবং বিশ্বভুবনের সবকিছু আল্লাহ্রই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহ্রই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর শক্তিমান।

হে আল্লাহ! এ আসন্ন রাত এবং এর মধ্যে নিহিত সকল মঙ্গল আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং এর যাবতীয় অনিষ্ট এবং এর মধ্যে নিহিত যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আমি তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আলস্য থেকে (যা মঙ্গল থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে) জরা থেকে, অতি বার্ধক্য থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের আযাব থেকে। আবার যখন সকাল হতো তখন তিনি অনুরূপ বলতেন।

–(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আতে নিজের সত্তা এবং গোটা বিশ্বজাহানের উপর আল্লাহ তা'আলার আধিপত্যের স্বীকারোক্তি এবং তাঁর স্তব–স্তুতির সাথে সাথে তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা রয়েছে। এছাড়া আছে রাত বা দিনের মধ্যে নিহিত মঙ্গলের প্রার্থনা এবং যে সব দুর্বলতা কল্যাণ ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা। সর্বশেষে দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের আযাব থেকে মুক্তির দরখাস্ত। সুবহানাল্লাহ। কী ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আ! নিজের বান্দা হওয়ার ও দীনতার কী অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিই না ফুটে উঠেছে এ দু'আটির মধ্যে!

١٢٤- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ
الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ
اسْتُرْعَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ
خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ
اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

১২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো সকাল-সন্ধ্যায় দু'আর এ কলিমাগুলো পড়া বাদ দিতেন না। সে কলিমাগুলো হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ
اسْتُرْعَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ
خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ
اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. (رواه ابو داود)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা, নিরাপত্তা ও নিরাময়তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার ইহলোকের, আমার পরলোকের, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার সম্পদের ব্যাপারে ক্ষমা, নিরাময়তা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাকর ব্যাপারগুলো তুমি গোপন রাখ এবং আমার পেরেশানীসমূহ দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর! হে

আল্লাহ! আমাকে হিফাযত কর আমার সম্মুখ দিক থেকে, আমার পিছন দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে আমার উপর দিক থেকে এবং তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আমার নীচ দিক থেকে কোন আপদ আমাকে গ্রাস না করে তা থেকে তুমি আমাকে হিফাযত কর! – (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকাল-সন্ধ্যার দু'আসমূহের মধ্যে এ দু'আটিও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। মানবীয় প্রয়োজনের এমন কোন দিক নেই, যা এ কয়েকটি বাক্য থেকে বাদ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর কদর করার এবং এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন!

١٢٥– عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى وَاِذَا اَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد والترمذى)

১২৫. হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এমন কোন মুসলিম বান্দা নেই, যে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে ঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

(অর্থাৎ আল্লাহকে আমার প্রভুরূপে পেয়ে, ইসলামকে আমার দীনরূপে পেয়ে আর মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট।)

কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

-(মুসনাদে আহমদ ও জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহ! কতবড় সৌভাগ্যের সুসংবাদ যে, যে মুসলিম বান্দা এ সংক্ষিপ্ত কালিমাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিনবার মাত্র উচ্চারণ করে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দীনের সাথে তার ঈমানী সম্পর্ককে মযবূত করবে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা হচ্ছে কিয়ামতের দিন তিনি তাকে অবশ্যই খুশি করবেন।

বস্তুত এত বড় সুসংবাদের কথা জানার পরও এ বিরাট নিয়ামত লাভে তৎপর না হওয়া বা এ থেকে গাফেল থাকা চরম বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

١٢٦– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامِ الْبَيَاضِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهٖ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَالِكَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهٖ– (رواه ابو داؤد)

১২৬. আবদুল্লাহ ইব্ন গান্নাম আল বায়াযী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ মিনতি করে বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ–

"হে আল্লাহ! এ সকালে তোমার যে নিয়ামতই আমি পেয়েছি বা তোমার কোন সৃষ্ট জীবই পেয়েছে, তা কেবল তোমারই দয়ার দান। তোমার কোন শরীক নেই। সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই।" সে ব্যক্তি ঐ দিনের সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে ফেললো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা সমাগমে অনুরূপ দু'আ করলো, সে ঐ রাতের নিয়ামত সমূহের শুকরিয়া আদায় করে ফেললো। – (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হক কথা হলো, বান্দা কোনক্রমেই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত রাজির হক আদায় করার মত শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। এটা মহাবদান্যশীল মুনিবের দয়া যে, এমন সামান্য শুকরিয়াকেও তিনি যথেষ্ট বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেন।

কথিত আছে, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনার নিয়ামতের তো কোন সীমা-সংখ্যা নেই, আমি কী করে এত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবো ? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ তোমার এই যে অনুভূতি, সকল নিয়ামতই একমাত্র আমার পক্ষ থেকে, এটাই শুকরিয়া হিসাবে যথেষ্ট। لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

হে আল্লাহ, তোমারই সকল স্তব-স্তুতি, তোমারই সকল শুকরিয়া!

١٢٨– عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّمَا بَعْدَهُ ثُمَّ اِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَالِكَ (رواه ابو داؤد)

১২৭. হযরত আবূ মালিক আশআরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যখন সকাল হবে তখন বলবে ঃ

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ.

"আমি এবং গোটা বিশ্বজাহান এমন অবস্থায় সকালে উঠেছে যে, সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মালিকানাধীন। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি এ দিনের মঙ্গল, বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হিদায়াত এবং তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর মধ্যে নিহিত অমঙ্গল এবং এর পরবর্তী অমঙ্গল থেকে।" তারপর যখন সন্ধ্যা হয় তখনো অনুরূপ বলবে। (সুনানে আবূ দাঊদ)

١٢٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُوْنَ اَدْرَكَ مَا فَاتَهُ يَوْمَهُ ذَالِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِىْ اَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِىْ لَيْلَتِهِ (رواه ابو داؤد)

১২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা (সূরা রূমের এ তিনটি আয়াত) তিলাওয়াত করবে ঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُوْنَ

সে ঐ দিনের সকল কল্যাণ ও বরকত লাভ করবে যা সে পায়নি, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা তিলাওয়াত করবে, সে ঐরাতের সকল মঙ্গল ও বরকত লাভ করবে, যা সে পায়নি। – (সুনানে আবূ দাঊদ)

١٢٩- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِىْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَلَا يَضُرُّهُ شَيْئٌ-

১২৯. হযরত উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিনের সকালে এবং প্রতি রাতের সন্ধ্যায় এ দু'আটি তিনবার করে পড়বে কোন ক্ষতিই তাকে স্পর্শ করবে না বা সে কোন দুর্ঘটনার শিকার হবে না। দু'আটি হচ্ছে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

সেই আল্লাহ্‌র নামে যার নামে দুনিয়া ও আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সবকিছু শুনেন সবকিছুই জানেন।

-(জামে তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উছমান (রা) থেকে এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন তারই পুত্র আব্বান। তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, যার প্রভাব তাঁর দেহে দৃশ্যমান ছিল। একবার যখন তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন, তখন তার জনৈক শাগরিদ তাঁর দিকে বিশেষ অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারলেন শাগরিদটি মনে মনে বলছে, আপনি যখন স্বয়ং আপনার পিতা উছমান (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেই ছিলেন, তা হলে আপনার নিজের এ দুর্গতির কারণ কি ? আপনার নিজের আবার পক্ষাঘাত হলো কি করে ? এ হাদীছে তো সকাল-সন্ধ্যায় তা পাঠে সর্বপ্রকার নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে! তখন তিনি বললেন ঃ মিঞা, আমার দিকে কী দেখছো? না আমি ভুল রিওয়ায়াত করছি আর না হযরত উছমান (রা) আমার কাছে ভুল রিওয়ায়াত করেছেন। একদা কী একটা কারণে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধাবস্থায় ছিলাম, ফলে সে দিন ঐ দু'আটি পড়তে আমি ভুলে যাই আর ঐ দিনটিতেই আমি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হই। যেহেতু ভাগ্যের লিখন ছিল ঐ দিন আমার পক্ষাঘাত হবে, তাই সেদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আমাকে তা ভুলিয়ে রাখা হয়। হযরত আব্বানের এ মন্তব্যটুকু হাদীসের সাথে সাথে সুনানে আবূ দাঊদ ও জামে' তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার এ দু'আটি পাঠ করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের

নিত্যদিনের অভ্যাস। নিঃসন্দেহে এতে আসমানী ও যমীনী বালা-মুসীবত থেকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে।

١٣٠ – عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِىْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ – (رواه ابو داود)

১৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন খুবায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ দিবাভাগের শুরুতে ও রাতের শুরুতে) তুমি তিন তিনবার কুলহুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পাঠ করবে, তা হলে সর্বব্যাপারে তা তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে। – (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ কুলহুয়াল্লাহ এবং এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস হচ্ছে কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ততম সূরাগুলোর অন্যতম; অথচ বিষয়বস্তুর দিক থেকে এর গুরুত্ব অত্যধিক। তিলাওয়াতের ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। হাদীসের দ্বারা এতটুকু বুঝা যাচ্ছে যে, যারা বেশি তিলাওয়াত করতে না পারলে, সকাল-সন্ধ্যায় অন্তত তিনবার করে এ তিনটি সূরা যদি পড়ে নেয় তা হলে এগুলোই তাদের জন্যে ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট প্রতিপন্ন হবে। প্রত্যেকটি মুসলমানের তা মুখস্থও থাকে।

শয়ন কালীন বিশেষ বিশেষ দু'আসমূহ

মৃত্যুর সাথে নিদ্রার বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। নিদ্রিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মত পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে বে-খবর থাকে। এ হিসাবে নিদ্রা হচ্ছে জীবন মৃত্যুর মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ তাগিদসহ হিদায়াত দিতেন, যেন শয়নের পূর্বে বিশেষ ধ্যান ও মনোযোগের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় এবং সময়োপযোগী দু'আ করা হয়। এ ব্যাপারে তিনি যে সমস্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজে আমল করেছেন, তা নিম্নে পাঠ করুন!

١٣١ – عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَمَرَ رَجُلًا قَالَ اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَقِيْلَ لَهُ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

১৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে এ মর্মে আদেশ করলেন, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ –

হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রাণ সৃষ্টি করেছে আর যখন তুমি চাইবে তখন তুমিই তা কেড়ে নেবে, আমার জীবন-মরণ তোমারই হাতে। যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখ তা হলে (সকল গুনাহ এবং বালা-মুসীবত থেকে) হিফাযত করবে আর যদি মৃত্যুই দান কর, তা হলে আমাকে মাগফিরাত করবে।

হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ক্ষমা ও নিরাময়তা প্রার্থনা করছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) যখন এ দু'আটি শিক্ষা দিলেন, তখন কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো, এটা নিশ্চয়ই আপনি আপনার পিতা হযরত উমর (রা) থেকে শুনে থাকবেন। তিনি বললেন ঃ বরং উমর (রা) এর চাইতে উত্তম সত্তা থেকেই আমি তা শুনেছি, তিনি নবী করীম (সা)। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ মুখতসর দু'আটি আবদিয়তের বক্তব্য সমৃদ্ধ। আল্লাহ্‌র দরবারে আবদিয়ত, নিজের দীনতা-হীনতা-নিঃস্বতার অভিব্যক্তিই হচ্ছে সর্বাধিক রহমত আকর্ষণকারী। বিশেষত কোন বান্দার এরূপ দু'আ করার তাওফীক হচ্ছে তার প্রতি আল্লাহ্‌র খাস রহেমতের নজর থাকারই আলামত।

١٣٢ – عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مَنْ لَا كَافِىَ لَهُ وَلَا مُؤْوِىَ لَهُ.

১৩২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন এভাবে আল্লাহ্‌র স্তব-স্তুতি করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاوَانَا فَكَمْ مَنْ لَا كَافِىَ لَه وَلَا مُؤْوِىَ لَهٗ–

অর্থাৎ সেই আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে আহার্য ও পানীয় দান করেছেন, আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার দান করেছেন এবং আরামের জন্য আমাদেরকে ঠিকানা দান করেছেন। এমনও তো কত অভাগা বান্দা রয়েছে, যাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা ঠিকানা দেওয়ার মত কেউ নেই। –(সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আমরা যা খাচ্ছি পান করছি বা প্রয়োজনাদি পূরণের জন্যে পাচ্ছি, সবই ঐ মহান বদান্যশীল আল্লাহ্‌র দান। আমাদের কোন কর্মকুশলতা বা কৃতিত্ব এতে নেই। এজন্যে সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। যে ব্যক্তি শয়নকালে এরূপ দু'আ করলো সে যেন তার ব্যবহৃত সমস্ত নিয়ামতেরই হক আদায় করে ফেললো।

١٣٣–عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَه تَحْتَ خَدِّه ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ–

১৩৩. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাতের বেলা শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন তিনি তাঁর (ডান) হাত (ডান) গালের নিচে রাখতেন (অর্থাৎ ডান পার্শ্বের উপর ভর করে কিবলামুখী হয়ে তিনি শয়ন করতেন, যা অন্যান্য হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে আরয করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى–

"হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমার মৃত্যুবরণ এবং তোমারই নামে আমার জীবন ধারণ।"

আর যখন তিনি নিদ্রা থেকে জাগতেন, তখন এভাবে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন ঃ

قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ–

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পর জীবন দান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে আমাদেরকে যেতে হবে।" –(সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু মৃত্যুর সাথে নিদ্রার অনেক বেশি সামঞ্জস্য রয়েছে, এজন্যে এ হাদীসে নিদ্রাকে মৃত্যুর সাথে এবং জাগ্রত হওয়াকে জীবিত হওয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এভাবে দৈনন্দিন শয়ন ও জাগরণকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে স্মারক এবং পরকালের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যম প্রতিপন্ন করা হয়েছে। শয়নের পর জাগরণকালীন দু'আসমূহের মধ্যে এ দু'আটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সহজেই তা মুখস্থও করা যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে এর তাওফীক দান করুন!

١٣٤– عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّاْ وُضُوْئَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شَقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَالْجَئْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ امَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى الْفِطْرَةِ (رواه البخارى ومسلم)

১৩৪. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছেন, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করতে উদ্যত হবে, তখন প্রথমে সালাতের ওযুর মত ওযু করবে, তারপর ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ নিবেদন করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَالْجَئْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَامِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى الْفِطْرَةِ–

"হে আল্লাহ! আমি আমার পূর্ণ সত্তাকে তোমারই হাতে সমর্পণ করলাম। আমার সকল ব্যাপার তোমারই হাতে তুলে দিলাম, তোমাকেই আমার পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করলাম, তোমারই প্রতাপ ও বিক্রমের ভয়ে ভীত অবস্থায় তোমারই রহমত ও দয়ার আশায় বুক বেঁধে। তুমি ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল বা নিরাপদ স্থান নেই, হে আমার মওলা! আমি ঈমান এনেছি তোমার সে কিতাবের প্রতি, যা তুমি নাযিল করেছো এবং সে মহান নবীর প্রতি, যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছো।

এ দু'আটি শিক্ষা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত বারাকে বললেন ঃ শয়নকালে এগুলোই যদি হয় তোমার শেষ কথা (অর্থাৎ এর পর আর অন্য বাক্যালাপ না করো) আর এ অবস্থায় তুমি মৃত্যু মুখে পতিত হও, তা হলে তোমার মৃত্যু অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং স্বভাব ধর্মের উপরই হলো। রাবী বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, আমি তখনই তা মুখস্থ করতে লাগলাম এবং দু'আর শেষ অংশে বললাম وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ নবী করীম (সা) তা সংশোধন করে দিয়ে বললেন ঃ না বরং বল بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ (অর্থাৎ অর্থগত দিক থেকে ঠিক থাকলেও শব্দগত যে ভুলটুকু ছিল, তাও নবী করীম (সা) ঠিক করে দিলেন। —(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আতে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও আত্মনিবেদনের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। সাথে সাথে রয়েছে ঈমানের নবায়ন। এ মর্ম প্রকাশের জন্যে পৃথিবীর কোন বড় কথা সাহিত্যিকও এর চাইতে উত্তম ও যথাযথ বাক্য চয়ন করতে সমর্থ হবে না। নিঃসন্দেহে এটাও নবী করীম (সা)-এর মু'জিযা সুলভ দু'আগুলোর অন্যতম।

١٣٥– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا اِذَا اَرَادَ اَحَدُنَا اَنْ يَنَامَ اَنْ يَضْطَجِعَ عَلٰى شَقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ يَقُوْلُ ....

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْئٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ (رواه مسلم)

১৩৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণি। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমাদের কেউ যখন শয়ন করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন তার ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করে এবং এরূপ দু'আ করে ঃ হে আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক প্রভু, এবং মহান আরশের প্রভু আমাদের এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক, শস্যকণা এবং আঁটি ভেদ করে অঙ্কুর উদ্গামকারী, তওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন শরীফের নাযিলকারী প্রভু! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ভূপৃষ্ঠে

বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর অনিষ্ট থেকে, যেগুলো সম্পূর্ণ তোমারই কর্তৃত্বাধীন। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না, তুমিই অন্ত; সুতরাং তোমার পরে আর কিছুই থাকবে না, তুমিই আমার দেনা শোধ করে দাও এবং অভাব-অনটন দূর করে আমাকে তুমি অমুখাপেক্ষী করে দাও। —(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসেও শয়নকালে ডান পার্শ্বের উপর শয়নের কথা বলা হয়েছে। স্বয়ং হুযুর (সা) ও এরূপই আমল করতেন। এভাবে শয়ন করলে কল্ব যা বাম পার্শ্বে অবস্থিত তা ঝুলন্ত অবস্থায় উপর দিকে থাকে। আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গগণের অভিজ্ঞতা হচ্ছে শয়নকালে এরূপ অবস্থায় দু'আ ও আল্লাহ্র ধ্যান অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে। এ দু'আটি আল্লাহ্র ঐসব বান্দাদের জন্যে বেশি উপযোগী, যারা ঋণগ্রস্ত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পেরেশানীর শিকার। বান্দা এভাবে দু'আ করে শয়ন করবে এবং মহান দাতা প্রতিপালকের দরবারে আশা পোষণ করবে যে, তিনি তার রিযিকে বরকত দান করে আর্থিক দূরবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেই দেবেন।

١٣٦– عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْقَدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه ابو داؤد)

১৩৬. হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছে করতেন, তখন তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর গণ্ডদেশের নীচে রাখতেন তারপর তিনবার এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কর, যে দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) তোমার বান্দাদেরকে তুমি উত্থিত করবে।" —(সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ শয়নকালে বিশেষভাবে এ দু'আ পাঠের কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মৃত্যুর সাথে নিদ্রার যে বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে, সে জন্যে নিদ্রার উদ্দেশ্যে শয্যা গ্রহণকালে তিনি মৃত্যু, পরকাল এবং সেখানকার হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও শাস্তির কথা স্মরণ করতেন। আর আল্লাহ্র মা'রিফাত সম্পন্ন কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ হবে, স্বভাবত তাঁর সবচাইতে বড় চিন্তা এবং মনের কথা হবে এই যে, সেই বিষম সঙ্কটকালে যেন সেদিনের কঠোর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি নসীব হয়।

١٣٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَ عَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَاِنْ كَانَتْ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا (رواه الترمذى)

১৩৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণকালে আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তিনবার বলে ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

অর্থাৎ আমি মাগফিরাত প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্‌র, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, আমি তাঁরই সমীপে তাওবা করছি। তাহলে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা বৃক্ষপত্র, 'আলিজ' মরুভূমির বালুকণা ও দুনিয়ার দিনসমূহের মত অগণিতও হয়ে থাকে। —(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে শয়নকালে এ শব্দমালা যোগে তাওবা ও ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা সমস্ত গুনাহ মা'ফির সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। যদি এ আমলটিও আমরা না করতে পারি তবে তা কত বড় বঞ্চনার কথা! অবশ্য এ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী। মুখের কথা দিয়ে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভবপর নয়।

١٣٨- عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِىْ اِقْرَأْ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ثُمَّ نَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ (رواه ابو داؤد والترمذى)

১৩৮. ফারওয়া ইব্‌ন নওফল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতা নওফলকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ যখন তুমি শয়ন করতে উদ্যত হও, তখন قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি পড়ে নেবে, তারপর শয়ন করবে। কেননা এতে শিরক থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা রয়েছে।

—(সুনানে আবূ দাঊদ ও জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ তিরমিযীর বর্ণনায় একথাও আছে যে, হযরত নওফল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শয়নকালে কী পড়তে হবে তা জানতে চাইলেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এ আমলটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

١٣٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهَا عَلٰى رَاْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ (رواه ابو داؤد والترمذى)

১৩৯. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি রাতের বেলা শয্যাগ্রহণ করতে যেতেন, তখন তাঁর দু'হাত একত্রিত করে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আঊযু বিরাব্বিন নাস পড়ে তাতে ফুঁক দিতেন তারপর যতটুকু তাঁর হাত পৌঁছতো শরীরের ততটুকু সে দু'হাত দিয়ে মুছে নিতেন। প্রথমে মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের সম্মুখের অংশ মুছতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। (সুনানে আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের একটি বর্ণনায় বাড়তি এতটুকুও আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ অন্তিম রোগ শয্যায় যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কষ্ট বৃদ্ধি পেলো, তখন তিনি আমাকে আদেশ করলেন ঃ যেন উক্ত সূরা তিনটি পড়ে নিজের হাতে দম করে তাঁর পবিত্র বদন মুছে দেই। সে মতে আমি তা করে দিতাম।

দ্রষ্টব্য ঃ কারো কারো জন্যে নিদ্রাকালীন অন্যান্য দু'আ-দরূদ মুখস্থ করা কঠিন ঠেকলেও কম পক্ষে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং সূরা ফালাক ও নাস তো তারা পড়েই নিতে পারেন। তাদের জন্যে এগুলোই সবকিছু। কমপক্ষে এতটুকু আমল তো রীতিমত করা উচিত। যারা এতটুকুও করতে পারেন না, তাদের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্য সত্যিই চিন্তার বিষয়।

অনিদ্রা কালীন দু'আ

١٤٠- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكٰى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْاَرَقِ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلْ.

১৪০. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুযোগ করলেন যে, রাতে তাঁর ঘুম আসে না। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁকে বললেন ঃ শয্যা গ্রহণকালে তুমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ اَوْ اَنْ يَبْغِيْ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ. (رواه الترمذى)

"হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং এগুলোর নীচে অবস্থিত সবকিছুর প্রভু! যমীনসমূহের এবং এগুলোর উপরস্থিত সবকিছুর প্রতিপালক, শয়তানসমূহ এবং তাদের বিভ্রান্তিকর তৎপরতাসমূহের মালিক। আমাকে তোমার আশ্রয় ও হিফাযতে নিয়ে নাও তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। কেউ যেন আমার প্রতি যুলুম বা বাড়াবাড়ি করতে না পারে। তোমার আশ্রিত জন সম্মানিত। তোমার স্তব-স্তুতি সবার উর্ধ্বে, তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই। তুমি ছাড়া নেই কোন মা'বূদ।

(জামে' তিরমিযী)

নিদ্রিত অবস্থায় ভয় পেলে পাঠের দু'আ

١٤١– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَزِعَ اَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ اَوْلاَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَ فِيْ صَكٍّ وَعَلَّقَهَا فِيْ عُنُقِهِ (رواه ابو داؤد والترمذى)

১৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় (কোন দুঃস্বপ্ন দেখে) ভয় পেয়ে যায়, তখন সে এরূপ দু'আ করবে ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ–

আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের প্ররোচনা ও প্রভাব থেকে এবং তাদের আমার নিকট আগমন (ও উৎপাত) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তাহলে শয়তান তার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না।

(হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আস থেকে তাঁর পুত্র এ হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আস তাঁর বালেগ সন্তানদেরকে এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন, যাতে করে তারা এর উপর নিয়মিত আমল করে আর তাদের মধ্যকার না-বালেগদের জন্যে একটি কাগজে তা লিখে (তাবিয আকারে) তাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। (সুনানে আবূ দাঊদ ও জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির দ্বারা জানা গেল যে, ভীতিকর স্বপ্ন শয়তানের প্রভাব বিস্তারেরই ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এ দু'আটি নিয়মিত আমল করলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের কুপ্রভাব থেকে হিফাযত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আসের এ আমলটি থেকে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র নাম বা তাঁর কালাম কাগজে লিখে গলায় তাবিযরূপে ব্যবহার করাও দোষণীয় কিছু নয়।

নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান কালীন দু'আ

١٤٢– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ ......

১৪২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগতেন, তখন আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে আরয করতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَّلاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ–

হে আল্লাহ! তুমিই একমাত্র উপাস্য, তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র প্রতিটি স্তব-স্তুতির যোগ্য তুমিই, হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহের জন্যে আমি

তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার রহমত। হে আল্লাহ! আমার ইলম ও মা'রিফত বৃদ্ধি কর এবং আমার অন্তরের এমনি হিফাযত কর, যেন হিদায়াত প্রাপ্তির পর তা বিভ্রান্তিতে নিপতিত না হয় এবং তোমার রহমত দানে আমাকে ধন্য কর, কেননা তুমিই মহা বদান্যশীল। —(সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কতই না ব্যাপক অর্থপূর্ণ! এর প্রতিটি শব্দে শব্দে আবদিয়তের কী আকূতি ফুটে উঠেছে তা কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারবেন, যাদের আল্লাহ ও বান্দার গভীর সম্পর্ক সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে! নিঃসন্দেহে বান্দা যখন ঘুম থেকে জেগেই ইখলাস ও হুযুরে কালবের সাথে এরূপ দু'আ করবে, তখন সে আল্লাহ্র খাস রহমত ও কৃপা দৃষ্টির যোগ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের সত্যিকারের কাঙাল বানান এবং তা হাসিল করার তাওফীক দান করুন!

١٤٣– عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اَوْ دَعَا اُسْتُجِيْبَ فَاِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلٰوتُهٗ

(رواه البخارى)

১৪৩. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন রাত্রে কোন ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং সে তখন বলে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সকল স্তব-স্তুতিও তাঁরই। প্রত্যেক বস্তুর উপরই তিনি পূর্ণ শক্তিমান। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। আল্লাহ পবিত্র। কোন উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। পুণ্য কাজ করার বা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। তারপর বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

"হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর!" অথবা কোন দু'আ করবে, তার দু'আ কবূল হবে। তারপর সে যদি (সাহস করে উঠে যায় এবং) ওযু করে (এবং সালাত আদায় করে) তাহলে তার সালাতও কবূল করা হবে। —(সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের উক্ত পাঠটি বুখারী শরীফ থেকে নেয়া। এতে কালিমা 'আলহামদুলিল্লাহ' উল্লেখিত হয়েছে সুবহানাল্লাহ এর পূর্বে। কিন্তু ইমাম বুখারী ছাড়া ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ যে সমস্ত ইমাম এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের রিওয়ায়াতে প্রথমে 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আলহামদুল্লিাহ' পরে রয়েছে যেমনটি কালিমায়ে তামজীদে আছে। এজন্যে হাফিয ইব্ন হাজার প্রমুখ বুখারী শরীফের ভাষ্যকারগণ বলেছেন যে, বুখারীর রিওয়ায়াতে আলহামদুলিল্লাহ পূর্বে বর্ণিত হওয়ার মূলে কোন রাবীর হাত রয়েছে। মোদ্দা কথা, ঐসব ভাষ্যকারের মতেও এ কালিমাগুলির ঐ ক্রম বা তরতীবই সহীহ, যা সুনানে আবূ দাঊদ ও তিরমিযীর রিওয়ায়াতে রয়েছে। সে মতে এ তর্জমায় সেই তরতীব অনুযায়ী লিখিত হয়েছে।

এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যে বান্দা রাতের বেলা চোখ খুললে আল্লাহ তা'আলার তওহীদ, তসবীহ তহমীদ তথা তাঁর একত্ব, মাহাত্ম্য, পবিত্রতা ও প্রশংসামূলক এ কলিমাসমূহ পাঠ করে, তাঁরই দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীত পুণ্য কাজ করার বা পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকার শক্তি কারো নেই বলে স্বীকারোক্তি করে এ দু'আটি পাঠ করবে এবং তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের মাগফিরাতের বা অন্য কোন দু'আ করবে, তা নিশ্চিতভাবেই কবূল হবে। অনুরূপ, ঐ সময় ওযু করে সালাত আদায় করলে তাও কবূল হবে। কোন কোন বুযুর্গ বলেন, যে বান্দার নিকট এ হাদীসটি পৌঁছলো সে যেন একে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ উপহাররূপে গণ্য করে এবং তাঁর প্রদত্ত এ সুসংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে মুতাবিক আমল করে ইস্তেগফার ও দু'আ কবূলের এ সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে পূর্ণ যত্নবান হয়। নিঃসন্দেহে হুযুর (সা)-এর এমন মূল্যবান উপহারের কদর না করা দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ। ইমাম বুখারীর যবানীতে সহীহ্ বুখারীর জনৈক রাবী ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ফরবরী (রা) বলেন, একদা রাতের বেলা নিদ্রা যাওয়ার পর হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। আল্লাহ তাওফীক দিলেন আর আমি এ কালিমাগুলো পাঠ করলাম। তারপর আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখলাম, কে একজন আমার নিকট এসে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ–

তাঁদের অনেক উত্তম কথার তওফীক নসীব হলো এবং তারা আল্লাহ্র পথে পরিচালিত হলো।" (ফৎহুলবারী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬১০)

ইস্তিঞ্জাকালীন দু'আসমূহ

শয়ন এবং খানা-পিনার মতই প্রশ্রাব-পায়খানাও মানব-জীবনের একটি অপরিহার্য দিক। নিঃসন্দেহে সেই বিশেষ সময়টাতে (যখন মানুষ মলমূত্র ত্যাগে লিপ্ত থাকে)

আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া এবং তাঁর সমীপে দু'আ করাটাও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) হিদায়াত দিয়েছেন যে, মলমূত্র ত্যাগে লিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালেই যেন মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে এবং তারপর তা থেকে ফারেগ হওয়ার পর এরূপ দু'আ করে।

١٤٤– عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

১৪৪. হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এ সমস্ত মলমূত্র ত্যাগের স্থানসমূহ হচ্ছে শয়তান ও ক্ষতিকর জীবদের আড্ডাখানা। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন মলমূত্রত্যাগের উদ্দেশ্যে বাইরে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এভাবে আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ, খবীছ ও খবীছনী নোংরাদের থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ মাছি এবং অন্যান্য নোংরামীপ্রিয় প্রাণী যেভাবে আবর্জনা ও মলমূত্রের উপর পতিত হয়, ঠিক তেমনি শয়তান প্রভৃতি অনিষ্টকর মখলুক এসব নোংরা স্থানের প্রতি বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ স্থানে যাওয়ার সময় এ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হুযুর (সা)-এর খাস খাদেম হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) পায়খানায় যাওয়ার সময় সর্বদা এ দু'আটি পড়তেন।

١٤٥– عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ (رواه ابن ماجة)

১৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যখন পায়খানা থেকে বের হয়ে আসতেন, তখন বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

সেই আল্লাহ্‌র সব প্রশংসা, যিনি আমার দেহ থেকে ময়লা ও কষ্টকর বস্তু বের করে দিয়ে আমাকে স্বস্তি দান করলেন। – (সুনানে ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্রাব-পায়খানা প্রাকৃতিক নিয়মে নির্গত না হয়ে যদি মানবদেহে রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তা কতইনা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন তা নির্গমনের জন্যে হাসপাতালসমূহে কত রকম চেষ্টা-তদবীর ও আয়োজন করতে হয়। বান্দা যদি একটু এ কথাটা খেয়াল করে তা হলেই বুঝতে পারে যে, প্রাকৃতিকভাবে প্রশ্রাব পায়খানা নিষ্কাশন কত বড় একটা নিয়ামত এবং তা আল্লাহ্‌র কতবড় একটা দয়া। এ অনুভূতির প্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (সা) এমন ক্ষেত্রে এ কালিমাগুলোর দ্বারা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় ও তাঁর প্রশংসা করতেন। সুবহানাল্লাহ! কী অর্থপূর্ণ, কত সময়োপযোগী এবং কতই না আরিফ সুলভ এ দু'আটি! আল্লাহ্‌র পূর্ণ মা'রিফত বঞ্চিত কোন লোকের পক্ষে এরূপ দু'আ করা কখনো সম্ভবপর হতে পারে না।

ঘর থেকে বেরোবার এবং ঘরে ফেরার সময় পড়বার দু'আসমূহ

মানুষের জন্যে সকাল-সন্ধ্যার আবর্তন ও শয়ন-জাগরণের মতো ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং আবার ঘরে ফিরে আসাও তার দৈনন্দিন জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বান্দা তার প্রতি পদে পদেই আল্লাহ্‌র রহম ও করম এবং তাঁর হিফাযতের মুখাপেক্ষী, এ জন্যে যখনই সে ঘর থেকে বাইরে পদার্পণ করবে অথবা বাইরে থেকে ঘরে ফিরবে তখনই বরকত ও সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র দরবারে তার দু'আ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ ক্ষেত্রে যে সব দু'আ-কালাম শিক্ষা দিয়েছেন, তা নিম্ন লিখিত হাদীসসমূহে পাঠ করুন।

١٤٦– عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ حَسْبُكَ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَيَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ (رواه ابوداؤد والترمذى واللفظ له)

১৪৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থাৎ "আমি আল্লাহ্‌র নামে বের হচ্ছি, আল্লাহ্‌রই উপর আমার ভরসা, কোন মঙ্গল লাভ বা অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়ার সফলতা অর্জন একমাত্র তাঁরই হুকুমে সম্ভব।"

তখন অদৃশ্য জগত থেকে তার উদ্দেশ্যে বলা হয় (অর্থাৎ ফিরেশতাগণ তার উদ্দেশ্যে বলেন) হে আল্লাহ্‌র বান্দা, তোমার এ দু'আটি তোমার জন্যে যথেষ্ট, তুমি

পূর্ণ দিকদর্শন লাভ করেছো এবং তোমার হিদায়াতের ফয়সালা হয়ে গেছে।" আর শয়তান নিরাশ হয়ে তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। –(আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ মুখতসর হাদীসের পয়গাম ও মর্মবাণী হচ্ছে, বান্দা যখন ঘর থেকে বাইরে পদার্পণ করবে, তখন সে যেন নিজেকে একান্তই নিঃস্ব ও অসহায় এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও হিফাযতের একান্তই মুখাপেক্ষী মনে করে, নিজেকে তাঁরই হিফাযতে সমর্পণ করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর নিজ হিফাযতে নিয়ে নেবেন। শয়তান তার কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না।

١٤٧– عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا (رواه احمد والترمذى والنسائى)

১৪৭. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আমি বের হচ্ছি, আল্লাহ্‌রই উপর আমার ভরসা। হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন থেকে অথবা বিভ্রান্তি থেকে (নিজেও যেন বিভ্রান্ত না হই আর অন্যের বিভ্রান্তির কারণও যেন না হই) কারো প্রতি যুলুম করা থেকে অথবা নিজেরা মযলুম হওয়া থেকে, আমরা যেন কারো প্রতি গোঁয়ার্তুমী না করি অথবা অন্য কেউ যেন আমাদের প্রতি গোয়ার্তুমী করতে না পারে।

–(মুসনাদে আহমদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যখন কোন কাজে ঘর থেকে বের হয়, তখন নানা অবস্থা ও নানা লোকের সে সম্মুখীন হয়। সে যদি আল্লাহ্‌র মদদ ও তাঁর প্রদত্ত তাওফীক ও হিফাযত না পায়, তা হলে তার পদে পদে বিভ্রান্তি ও অপকর্মের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। শুধু কি তাই ? এমন ব্যক্তি অন্যদের বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার হেতুও হয়ে যেতে পারে। সে কোন কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারে। পারে অন্যের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করে বসতে বা অন্যের অন্যায় আচরণের শিকার হয়ে পড়তে। এ জন্যে নবী করীম (সা) ঘর থেকে বেরোবার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া এবং তাঁর প্রতি

তার নিজ ঈমান-বিশ্বাসের আস্থা ও ভরসার নবায়নের সাথে সাথে এসব সঙ্কট থেকেও তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। নিজ আমল ও আচরণের দ্বারা তিনি একথার প্রমাণ দিতেন যে, তিনি নিজেও প্রতি পদে পদে আল্লাহ তা'আলার মদদ, তাওফীক, হিফাযত ও পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী। আনাস (রা) বর্ণিত ইতি পূর্বেকার হাদীসে উক্ত لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ তেও আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনার এ মর্মটি নিহিত রয়েছে। এজন্যে সে উদ্দেশ্যে তাও যথেষ্ট।

١٤٨– عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهٗ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَهْلِهٖ–(رواه ابو داود)

১৪৮. হযরত আবূ মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করে তখন সে আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ঘরে প্রবেশের এবং ঘর থেকে বের হওয়ার মঙ্গল। (অর্থাৎ আমার ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়া যেন মঙ্গলজনক হয়।) আমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই প্রবেশ করি আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই বের হই এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপরই আমাদের সকল ভরসা।"

তারপর প্রবেশকারী ঘরের লোকজনকে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম বলেই ঘরে প্রবেশ করবে।) (সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ তা'লীম ও হিদায়াতের মর্মকথা হচ্ছে ঘরে প্রবেশ এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বান্দার অন্তরের নজর থাকবে আল্লাহ তা'আলার উপর। তার যবানে থাকবে তাঁরই পবিত্র নাম এবং একথার দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করবে যে, প্রতিটি কল্যাণ ও বরকত তাঁরই হাতে রয়েছে। দু'আ ও প্রার্থনা করতে হবে তাঁরই সমীপে। তাঁরই দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতি ভরসা করতে হবে। তারপর ঘরের ছোট-বড় সকলকে সালাম দিতে হবে-যা প্রকত পক্ষে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে কল্যাণ ও বরকতের দু'আরই নামান্তর।

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়ের দু'আ

মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্র ঘর ও তাঁর দরবার স্বরূপ। আগমনকারী সেখানে এ উদ্দেশ্যই এসে থাকে যে, আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত হাসিল করবে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) উদাসীনভাবে গাফলতির সাথে মসজিদে প্রবেশ করতে এবং তা থেকে বের হতে বারণ করেছেন। বরং মসজিদে প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে যথোপযুক্ত দু'আ থাকবে। আল্লাহ্র দরবারে হাযিরীর এটাই হচ্ছে জরুরী আদব।

١٤٩–عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (رواه مسلم)

১৪৯. হযরত আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে ঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"হে আল্লাহ! আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।" এবং যখন সে মসজিদ থেকে বের হবে তখন এরূপ দু'আ করবে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে করুণা প্রাথণা করছি।" (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদ থেকে বুঝা যায় যে, 'রহমত' শব্দটি বিশেষত রূহানী ও পারলৌকিক নিয়ামতসমূহের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। যেমন নবুয়াত, বেলায়েত, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ। যেমন সূরা যুখরুফে আছে ঃ

وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

"তোমার প্রভুর রহমত তাদের সে অর্থ-সম্পদের চাইতে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করে থাকে।"

পক্ষান্তরে 'ফযল' শব্দটি প্রধানত দুনিয়াবী নিয়ামতসমূহের ব্যাপারই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন জীবিকার সচ্ছলতা, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বা প্রাচুর্য ইত্যাদি। যেমন সূরা জুমু'আয় বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"যখন সালাত সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমার যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র ফযল অন্বেষণ কর।"

সুতরাং মসজিদ যেহেতু সে সমস্ত আমলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, যেগুলো দ্বারা রূহানী ও পারলৌকিক নিয়ামতসমূহ লাভ করা যায়, এজন্যে মসজিদে প্রবেশকালে রহমতের দরজা খুলে দেওয়ার প্রার্থনা এবং মসজিদ থেকে নির্গমনকালে আল্লাহ্র ফযল বা পার্থিব নিয়ামতসমূহ প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১]

মজলিস থেকে উঠাকালীন দু'আ

মানুষ যখন কোন মজলিসে বসে তখন অনেক সময় সে মজলিসে এমন কিছু কথাবার্তা হয়েই যায়, যা একজন মু'মিনের জন্যে শোভনীয় নয় এবং যার জন্যে তাকে পরকালে জবাবদিহী করতে হতে পারে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিদায়াত হলো, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠবে, তখন সে যেন আল্লাহ্র হামদ, তসবীহ, তওহীদের সাক্ষ্য ও তওবা-ইস্তিগফার সম্বলিত দু'আ পাঠ করে, যা তার মজলিসের কাফফারা স্বরূপ হবে।

١٥٠– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيْهِ لَغَطُه فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِه ذَالِكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِه ذَالِكَ (رواه الترمذى)

১৫০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং তাতে অনেক আপত্তিকর ও অনর্থক বাক্যালাপ করে বসে, কিন্তু ঐ মজলিস থেকে উঠার পূর্বে সে যদি বলে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

১. আবূ দাঊদ বা ইবন মাজার উদ্ধৃতিসহ মসজিদে নববীর ঠিক হুযুর (সা)-এর মাযার শরীফ সংলগ্ন গেটে একখানি হাদীস দেখার সুযোগ এ অনুবাদকের ১৯৯৪ সালের হজ্বের সময় হয়েছে, যাতে হুযুর (সা) মসজিদে প্রবেশকালে এরূপ দু'আ করতে বলেছেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থাৎ বিসমিল্লাহ ও দুরূদের পর রহমতের দু'আ করতে সে হাদীসে বলা হয়েছে।

"হে আল্লাহ! তোমার স্তব-স্তুতির সাথে সাথে আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দরবারে তওবা করছি।" তা হলে আল্লাহ তা'আলা ঐ মজলিসে কৃত তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।

–(জামে' তিরমিযী)

١٥١– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ اَحَدٌ فِىْ مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اِلاَّ كَفَّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلاَ يَقُوْلُهُنَّ فِىْ مَجْلِسِ خَيْرٍ اَوْ مَجْلِسِ ذِكْرٍ اِلاَّ خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ (رواه ابوداؤد)

১৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এমন কয়েকটি কালিমা আছে, কোন বান্দা যদি মজলিস থেকে প্রস্থানকালে ঐগুলি ইখলাসের সাথে তিনবার পাঠ করে নেয়, তাহলে সেগুলি তার ঐ মজলিসের কাফফারা স্বরূপ হয়ে যায়। আর ঐ কালিমাগুলি যদি কোন উত্তম মজলিস বা যিক্রের মজলিসের শেষে পাঠ করা হয়, তা হলে ঐগুলির দ্বারা ঐ মজলিসের আমলনামায় মোহর অঙ্কিত করে দেয়া হয়- যেমনটি মোহরাঙ্কিত করা হয় গুরুত্বপূর্ণ দলীল-দস্তাবেজের উপর। সে কালিমাগুলো হচ্ছে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

"হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও তোমার স্তব-স্তুতি বর্ণনা করছি, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমারই দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই সমীপে তাওবা করছি।"

–(আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ কত মুখতসর অথচ ব্যাপক অর্থবোধক এ দু'আটি। এতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও স্তব-স্তুতির বর্ণনা যেমন রয়েছে, তেমনি আছে তাঁর একত্বের সাক্ষ্য এবং গুনাহসমূহ থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার। আল্লাহ্র কোন কোন মকবুল বান্দাকে দেখার সুযোগ হয়েছে, তাঁরা কিছুক্ষণ পর পরই বিশেষত কোন প্রসঙ্গে

কথাবার্তা শেষেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে-যা তাঁদের সে সময়ের চেহারার অভিব্যক্তি এবং আওয়ায থেকেই সুস্পষ্ট অনুভূত হতো- এ কালিমাগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যে, শ্রোতাদের অন্তরে পর্যন্ত তা রেখাপাত করতো।

নিঃসন্দেহে এ কালিমাগুলো অর্থ ও বিন্যাসের দিক থেকে এমনি তাৎপর্যপূর্ণ যে, বান্দা যদি ইখলাসের সাথে তা আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করে তাহলে তাঁর রহমত ও করুণার দৃষ্টি তার দিকে পতিত না হয়ে যায় না। এ কালিমাগুলোও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ উপঢৌকন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এগুলোর মূল্য অনুধাবনের এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন!

١٥٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهٰؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ لاَصْحَابِهِ اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيْتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلِ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا (رواه الترمذى)

১৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন খুব কম সময়ই আছে যে, নবী করীম (সা) কোন মজলিস থেকে উঠার সময় তাঁর নিজের সাথে সাথে নিজের সাহাবীগণের জন্যেও এরূপ দু'আ না করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَّتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلِ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ

دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا-

হে আল্লাহ! আমাদের মনে তোমার এমন ভয় দান কর, যা আমাদের এবং তোমার না-ফরমানীর মধ্যে অন্তরায় হতে পারে। (অর্থাৎ তোমার সে ভয় যেন আমাদেরকে তোমার অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে কার্যকরীভাবে বাধার সৃষ্টি করে) এবং তোমার ততটুকু আনুগত্য আমাকে দান কর- যা আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবে অর্থাৎ যা হবে আমার জান্নাতে প্রবেশের ওসীলাস্বরূপ) এবং ততটুকু ঈমান-য়াকীন আমাকে দান কর, যা পার্থিব বিপদাপদকে আমার পক্ষে লঘুতর করে দেবে। আর যতদিন পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখবে, ততদিন পর্যন্ত চোখ-কান ও অন্যান্য শক্তি দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে দেবে। (অর্থাৎ তোমার এসব নিয়ামত থেকে যেন মৃত্যুর পূর্বে আমি বঞ্চিত না হই) এবং মৃত্যুর পরও যেন এগুলোর দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। (অর্থাৎ এগুলোর দ্বারা আমি যেন এমন সব কাজ করে যেতে পারি, যা মৃত্যুর পরেও আমার কাজে আসবে)। হে মাওলা ও মালিক! যারা আমাদের (অর্থাৎ ঈমানদারদের) প্রতি যুলুম করে, তুমি তাদের উপর আমাদের প্রতিশোধ নেবে। যারা আমাদের প্রতি শত্রুতা করে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও জয়যুক্ত করবে। আমাদের দীনের উপর যেন কোন বিপদ না আসে। (অর্থাৎ দ্বীনী সঙ্কট ও ফিৎনা থেকে আমাদের হিফাযত করবে)। আর হে আল্লাহ! দুনিয়াই যেন আমাদের সবচাইতে বড় দুর্ভাবনার কারণ ও বিদ্যা-বুদ্ধির চরম লক্ষ্যবস্তু হয়ে না দাঁড়ায়, আর এমন শাসক আমাদের উপর চাপিয়ে দিওনা, যারা আমাদের প্রতি নির্দয় বে-রহম হয়। (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটিও অত্যন্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ, অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং মু'জিযা সুলভ দু'আগুলির অন্যতম। সত্য কথাতো এই যে, এ দু'আসমূহের মূল্যায়ন করার উপযুক্ত ভাষা আমাদের কাছে নেই।

আল্লাহ তা'আলা সে সব সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের বুযুর্গানের কবরসমূহকে আলোকিত করুন, যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ দু'আগুলো সংরক্ষিত রয়েছে এবং উম্মতের কাছে পৌঁছেছে। আমাদেরকে তিনি এগুলোর মূল্যমান উপলব্ধি করার এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

বাজারে গমনকালীন দু'আ

মানুষ তার প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বাজারে যায়, যেখানে তার লাভ-লোকসান দুটোরই সম্ভাবনা বা ঝুঁকি থাকে। বাজারে অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় আল্লাহ থেকে বেশি গাফেলকারী উপকরণসমূহ থাকে। এজন্যেই একে

شر البقاع বা সর্বনিকৃষ্ট স্থান বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন প্রয়োজনে বাজারে যেতেন তখন আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দু'আ পাঠ করতে ভুলতেন না।

١٥٣- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً- (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

১৫৩. হযরত বুদায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন বাজারে যেতেন, তখন তিনি নিয়মিত এ দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً

"আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাজারে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! এ বাজারে এবং এর বস্তুসমূহের মধ্যে যা মঙ্গলজনক, তোমার দরবারে আমি তা প্রার্থনা করছি এবং এ বাজারে ও এর বস্তুসমূহের মধ্যে নিহিত অনিষ্ট থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (দাওয়াতে কবীর ঃ বায়হাকী)

বাজারের পরিবেশে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের অসামান্য ছাওয়াব

١٥٤- عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةً وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ (رواه الترمذى وابن ماجه)

১৫৪. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে (কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে ইখলাসের সাথে) পাঠ করে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং স্তব-স্তুতি একমাত্র তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই এবং সমস্ত কল্যাণ তাঁরই হাতে এবং সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্যে হাজার হাজার নেকী লিখিত হয়, আল্লাহ তার হাজার হাজার গুনাহ মোচন করে দেন, তার হাজার হাজার দর্জা বুলন্দ করে দেন এবং তার জন্যে বেহেশতে একখানা শানদার মহল নির্মাণ করে দেন।

-(তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ বাজার নিঃসন্দেহে গাফলত ও পাপতাপের স্থান এবং শয়তানের আড্ডাখানা হয়ে থাকে। এমন পাপতাপপূর্ণ শয়তানী পরিবেশে আল্লাহ্র যে নেককার বান্দাগণ এমন তরীকা ও এমন কালিমা অবলম্বনে আল্লাহ্র যিক্র করেন যে, এর দ্বারা সে পাপ-পঙ্কিলতা দূর হয়ে যায় তাঁরা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বে-হিসাব পুরস্কার ও নেকি লাভের যোগ্য পাত্র। তাদের জন্যে হাজার হাজার নেকি লিখিত হওয়া, তাদের হাজার হাজার গুনাহ মোচন হওয়া এবং হাজার হাজার দর্জা বুলন্দ হওয়া এবং বেহেশতে তাঁদের জন্যে একটি মহল তৈরি হওয়া হচ্ছে তাঁর সে পুরস্কারেরই বর্ণনা মাত্র।

বাজারে পদে পদে এমন সব বস্তু মানুষের চোখে পড়ে, যা দর্শনে সে ভুলে যায় আল্লাহ্র কথা, ভুলে যায় তার নিজের ও এ বিশ্বভুবনের নশ্বরতা ও অস্থায়িত্বের কথা। এ সব বস্তু তাকে আকর্ষণ করে নিজেদের দিকে। কোনটা তার কাছে অত্যন্ত মনোহর আবার কোনটা অনেক উপকারী, উপাদেয় ও উপভোগ্য বলে প্রতিভাত হয়। কোন সফল ব্যবসায়ী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দেখে মনে হয় এমন বিত্ত-বিভবের মালিকের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে পারলেই বুঝি বাজীমাত হবে। বাজারের পরিবেশে এরূপ ওসওয়াসাই সাধারণত মন-মানসকে বিভ্রান্ত-বিপথগামী করে থাকে। এরই প্রতিকার প্রতিষেধক রূপে রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন বাজারে যাবে, তখন তোমাদের যবানে থাকবে উক্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ দু'আটি। এ কালিমা বা দু'আটি উক্তরূপ শয়তানী ওসওয়াসা ও বিভ্রান্তিকর ধ্যান-ধারণার উপর কার্যকর আঘাত হানবে, যা সাধারণত: বাজারের পরিবেশে মানুষের দেল-দেমাগকে প্রভাবন্বিত করে রাখে। উক্ত দু'আটি দ্বারা মন-মগজে যে একীন-বিশ্বাসের স্মৃতি জাগারুক হয় তা হলো ঃ

১. সত্যিকারের ইলাহ বা উপাস্য-আরাধ্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাঁর ইবাদত ও সন্তুষ্টিই হবে জীবনের সবচাইতে বড় চাওয়া পাওয়া। এ ব্যাপারে অন্য কেউ বা অন্য কিছুই তাঁর শরীক হতে পারে না।

২. সারা ভূ-মণ্ডলে একমাত্র তাঁরই রাজত্ব-আধিপত্য। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক একমাত্র এবং একমাত্র তিনিই। গোটা বিশ্বের মালিক-মুখতার এবং সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র তাঁরই।

৩. স্তব-স্তুতির মালিকও একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতীত তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্বভুবনে যা কিছু সুন্দর, মনোহর ও চিত্তাকর্ষক, সেসব তাঁরই সৃষ্ট, তাঁরই কুশলী হাতের কারিগরী। এগুলোর সৌন্দর্য-সুষমা তাঁরই দান।

৪. তিনি এবং একমাত্র তিনিই সেই সত্তা, যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই, বিনাশ নেই। তিনি ছাড়া আর সবকিছুই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। সবকিছুর জীবন-মৃত্যু, স্থায়িত্ব ও ধ্বংস তাঁরই হাতে।

৫. সমস্ত মঙ্গলের অধিপতিও একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া আর কারো হাতেই কোন ইখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই।

৬. তিনি এবং একমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান। প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি উত্থান-পতন তাঁরই কুদরতী হাতে রয়েছে।

বাজারের পরিবেশে আল্লাহ্র যে বান্দা আল্লাহকে এভাবে স্মরণ করে, সে যেন শয়তানেরই রাজত্বে আল্লাহ্র পতাকা উড্ডীন করে এবং গোমরাহীর ঘোর অন্ধকারে হিদায়াতের প্রদীপই প্রজ্বলিত করে। এজন্যে এমন ব্যক্তি এ অসাধারণ খায়র ও বরকত এবং রহমতের অধিকারী হয়, যার বর্ণনা উক্ত হাদীসে রয়েছে।

হাদীসের পাঠে আরবী শব্দটির অনুবাদ আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই দশ লাখ না করে হাজার হাজার করেছি। কেননা, আমাদের মতে হাদীসের ঐসব ভাষ্যকারের মতই বেশি যুক্তিযুক্ত, যাঁরা বলেছেন, এখানে এ শব্দটি নির্দিষ্ট সংখ্যা জ্ঞাপক নয়, এবং ছাওয়াবের আধিক্য বুঝানোই এখানে উদ্দেশ্য। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বিপন্ন ব্যক্তিকে দর্শনকালে পাঠের দু'আ

অনেক সময় আমাদের চোখে এমন সব লোকও পড়ে থাকে, যারা কোন বিপদ বা দুর্গতির শিকার, যাদের অবস্থা অত্যন্ত করুন। এমন দৃশ্য দর্শ কালে হুযুর (সা) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা তখন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে সে করুণ অবস্থার শিকার করেন নি। তিনি বলেন যে, এই স্তব–স্তুতি ও শুকরিয়ার কল্যাণে এমন ব্যক্তি ঐ বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে।

١٥٥– عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ رَّأَى مُبْتَلًى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا اَبْتَلَاكَ بِه وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ

خَـلَـقَ تَـفْـضِـيْـلاً اِلاَّ لَـمْ يُـصِـبْـهُ ذَالِـكَ الْـبَـلاءُ كَـائِـنًـا مَّـا كَـانَ

(رواه الترمذى ورواه ابن ماجه عن ابن عمر)

১৫৫. আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন দুঃখ-দুর্দশার শিকার লোককে দেখে বলবে ঃ

اَلْحَـمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَـافَـانِـىْ مِـمَّـا ابْـتَـلاَكَ بِـهِ وَفَـضَّلَـنِـىْ عَلٰى كَـثِـيْـرٍ مِـمَّـنْ خَلَقَ تَـفْـضِـيْـلاً

প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন সেই দুর্দশা থেকে, যাতে তিনি তোমাকে লিপ্ত করেছেন এবং তাঁর অনেক সৃষ্ট জীবের উপর আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত করেছেন। সে ব্যক্তি ঐ দুর্দশা বা বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে, চাই সে বিপদ যাই হোক না কেন। (তিরমিযী)

(সুনানে ইব্ন মাজা ঐ একই রিওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে অনেকটা এর ব্যাখ্যা রূপে ইমাম যয়নুল আবেদীনের পুত্র ইমাম বাকের (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, বান্দা যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বিপদে লিপ্ত দেখবে, তখন এ দু'আটি পড়বে এমনভাবে, যেন সেই বিপন্ন ব্যক্তি তা শুনতে না পায়। বলা বাহুল্য, তা শুনলে সে ব্যক্তি মনে কষ্ট পাবে।

হযরত শায়খ শিবলী (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে দুনিয়ার ধান্দায় বিভোর ও মগ্ন দেখতে পেতেন, তখন তিনি পড়তেন ঃ

اَلْحَـمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَـافَـانِـىْ مِـمَّـا ابْـتَـلاَكَ بِـهِ وَفَـضَّلَـنِـيْ عَلٰى كَـثِـيْـرٍ مِّـمَّـنْ خَلَقَ تَـفْـضِـيْـلاً

অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে তিনি একজন চরম বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত লোক বলে গণ্য করে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে পড়বার জন্যে বিধিবদ্ধ দু'আটি তাকে লক্ষ্য করে তিনি পড়তেন।

পানাহারকালীন দু'আ

পানাহার হচ্ছে মানব জীবনের এক অপরিহার্য দিক। পানাহারের কোন বস্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে জুটতো, তখন তিনি একে আল্লাহ্র দান বলে বিশ্বাস করে

তাঁর স্তব–স্তুতি ও শুকরিয়া আদায় করতেন এবং অন্যদেরকেও এরূপ করতে বলতেন।

١٥٦– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (رواه ابو داؤد والترمذى)

১৫৬. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কিছু খেতেন বা পান করতেন তখন তিনি বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"সেই আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুকর, যিনি আমাকে খেতে ও পান করতে দিলেন সর্বোপরি যিনি আমাকে তার মুসলিম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

-(সুনানে আবূ দাউদ ও জামে' তিরমিযী)

١٥٧– عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَ الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه الترمذى)

১৫৭. হযরত মু'আয ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খাবার খেয়ে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ –

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন এবং আমার নিজ শক্তি-সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও কেবল নিজ দয়ায় তা আমাকে জীবিকাস্বরূপ দিয়েছেন। সেই হামদ ও শুকরের বিনিময়ে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন আমল বাহ্যিকভাবে দেখতে খুবই নগণ্য হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা অনেক বড় এবং নেকির পাল্লায় তা অত্যন্ত ভারী হয়ে থাকে।

তার ফল হয় অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ও অনন্য সাধারণ। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণের পর ইখলাসের সাথে এই স্বীকারোক্তি করে যে, এটা একান্তই আমার প্রতিপালক আল্লাহ্র দয়ার দান, আমার নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি বা কৃতিত্বের ফসল নয়, যা কিছু তিনি দান করেছেন, নিজ দয়াবলেই দান করেছেন। সুতরাং সকল স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়া কেবল তারই প্রাপ্য, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার এ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার এতই কদর করবেন যে, তার অতীতের সকল গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন।

সুনানে আবূ দাউদের রিওয়ায়াতে বর্ধিত আরো এতটুকু আছে যে, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ-

সমস্ত স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়া সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে এটা পরতে দিয়েছেন এবং আমার নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য-কৃতিত্ব ছাড়াই এটাকে আমার ভোগ্য করেছেন; তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

আসলে বান্দার এই অনুভূতি ও একথা স্বীকার করে নেয়া যে, তার কাছে যা কিছু রয়েছে, তার সবটুকুই একান্তই তার প্রভু-পরোয়ারদিগারের দান, নিজের কোন কৃতিত্ব তাতে নেই। এটাই আবদিয়তের মূল কথা এবং আল্লাহ্র কাছে এর অত্যন্ত কদর রয়েছে। এ সত্য অনুধাবনের তাওফীক ও এরূপ একীন-বিশ্বাস তিনি আমাদেরকে নসীব করুন।

কারো ঘরে আহারের পর মেজবানের জন্যে দু'আ

١٥٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَنَعَ اَبُوْ الْهَيْثَمِ التَّيْهَانُ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَثِيْبُوْا اَخَاكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِثَابَتُهُ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ وَاُكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَالِكَ اِثَابَتُهُ (رواه ابو داؤد)

১৫৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল হায়ছাম ইব্ন তায়হান একদা খাবার তৈরি করে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণকে দাওয়াত দিলেন। তাঁরা পানাহার সম্পন্ন করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমাদের ভাইকে তার প্রতিদান দাও! তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার প্রতিদান কী হতে পারে ? তখন জবাবে তিনি বললেন ঃ যখন কারো ঘরে প্রবেশ করা হয়, তার আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তারপর আপ্যায়িতরা তার জন্যে দু'আ করে, তখন এটাই বান্দাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিদান হয়ে থাকে। —(সুনানে আবূ দাঊদ)

١٥٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ اِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَهُ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ (رواه ابو داؤد)

১৫৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা) হযরত সা'আদ ইব্ন উবাদার ঘরে তশরীফ নিলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে পাকানো রুটি ও যয়তুন তৈল এনে হাযির করলেন। তিনি তা খেয়ে তার জন্যে এভাবে দু'আ করলেন ঃ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

আল্লাহ্র রোযাদার বান্দারা যেন তোমাদের এখানে ইফতার করেন, নেককারগণ যেন তোমাদের আহার্য গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্যে দু'আ করেন। —(সুনানে আবূ দাঊদ)

١٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَبِىْ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُه وَيُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ اَبِىْ وَاَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللّٰهَ لَنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ (رواه مسلم)

১৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পিতা বুসর আসলামীর ঘরে মেহমান হলেন। আমরা তাঁর সম্মুখে খাবার এবং 'ওতাবা' নামক একপ্রকার মালীদা পেশ করলাম। তারপর তাঁর সম্মুখে খেজুর

পেশ করা হলো। তিনি তা খাচ্ছিলেন এবং মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে রেখে তার বীচিগুলো ফেলছিলেন। তারপর তাঁর সম্মুখে পানীয় আনা হলো, তিনি তা পান করলেন। তারপর তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমার পিতা তাঁর বাহনের লাগাম ধরে আরয করলেন ঃ আমাদের জন্যে দু'আ করুন! তখন তিনি এভাবে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে জীবিকা সামগ্রী দান করেছো তাতে বরকত দান কর তাদেরকে তোমার মাগফিরাত ও রহমত দানে ধন্য কর! —(সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেভাবে খানাপিনার পর আল্লাহ তা'আলার স্তব-স্তুতি ও শুকরিয়া আদায় করা দরকার, ঠিক তেমনি যখন আল্লাহ্‌র কোন বান্দা পানাহারে আপ্যায়িত করে, তখন তার জন্যেও দু'আ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উবাদা (রা)-এর বাড়িতে পানাহার শেষে তাঁর জন্যে যে দু'আ করেন, যার বর্ণনা হযরত আনাস বর্ণিত উপরের হাদীসে রয়েছে অর্থাৎ-

اَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائِمُوْنَ .....

আর হযরত বুসর আসলামীর ওখানে পানাহারের পর তাঁর ওখানে তিনি যে দু'আ করেছেন- যার বর্ণনা আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে অর্থাৎ-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ .....

এ দু'আ দু'টির বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্যের কারণ যতদূর মনে হয় তাঁদের দু'জনের দীনী মর্যাদার ভিত্তিতে হয়েছে। হযরত সা'আদ ইব্‌ন উবাদা (রা) হুযুর (সা)-এর বিশেষভাবে ফয়েযপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহাবীগণের অন্যতম। তাঁকে তিনি এভাবে দু'আ করলেন যেন আল্লাহ তা'আলা সর্বদা তাঁর ঘরে রোযাদারদের ইফতার-আপ্যায়ন করান, পুণ্যবান বান্দারা যেন সর্বদা তাঁর বাড়িতে আতিথ্য-আপ্যায়ন লাভ করেন এবং ফেরেশতাগণ যেন তাঁর জন্যে দু'আ করেন। হযরত সা'আদ ইব্‌ন উবাদার দীনী মর্যাদা হিসাবে এ দু'আই তাঁর জন্যে অধিকতর প্রযোজ্য ছিল। পক্ষান্তরে সাধারণ পর্যায়ের সাহাবী বুসর আসলামী (রা)-এর জন্যে খায়র ও বরকত ও ক্ষমা-মাগফিরাতের দু'আই বেশি প্রযোজ্য ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্যে সেরূপ দু'আই করেছেন। আল্লাহই উত্তম জানেন।

নতুন পোশাক পরিধানকালীন দু'আ

পোশাকও আল্লাহ্‌র একটি বড় নিয়ামত এবং পানাহারের মত এটাও মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিদায়াত বা নির্দেশনা হচ্ছে, যখন

আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে নতুন কাপড় পরার তাওফীক দেন এবং সে তা পরিধানও করে নেয় তখন সে ব্যক্তি যেন আল্লাহ তা'আলার এ দয়ার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসাবাদ ও শুকরিয়া আদায় করে এবং যে বস্ত্রটি সে পরিধান পুরনো করে ফেলেছে তা যেন সদকা করে দেয়। তিনি এ মর্মে সুসংবাদ দান করেছেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ইহকালে তার জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যু পরবর্তীকালেও আল্লাহ্‌র হিফাযত লাভ করবে।

١٦١- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهِ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِىْ حَيَاتِىْ ثُمَّ عَمِدَ اِلَى الثَّوْبِ الَّذِىْ اَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِىْ كَنَفِ اللّٰهِ وَفِىْ حِفْظِ اللّٰهِ وَفِىْ سِتْرِ اللّٰهِ حَيًّا وَمَيِّتًا (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

১৬১. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهِ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِىْ حَيَاتِىْ.

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে সেই পোশাক দান করেছেন, যদ্দারা আমি লজ্জা ঢাকতে পারি এবং যাকে আমি আমার জীবনের সৌন্দর্য সামগ্রী রূপে গ্রহণ করতে পারি।

তারপর সে ব্যক্তি তার যে বস্ত্রটি পুরনো করে ফেলেছে, তা সদকা করে দেয়, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হিফাযত ও নিগাহবানীর অধীনে চলে যায়- চাই সে ব্যক্তি জীবিতই থাক অথবা মৃত্যুই বরণ করুক। (মুসনদে আহমদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা)

আয়না দর্শনকালীন দু'আ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَظَرَ فِى الْمِرْاٰةِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ وَاَحْسَنَ صُوْرَتِىْ وَزَانَ مِنِّىْ مَا شَانَ مِنْ غَيْرِىْ. (رواه البزار)

১৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন আয়নার দিকে তাকাতেন, তখন এ দু'আটি পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ وَاَحْسَنَ صُوْرَتِىْ وَزَانَ مِنِّىْ مَا شَانَ مِنْ غَيْرِىْ.

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার অবয়বকে সুষমা প্রদান করেছেন এবং আমাকে এমন সৌন্দর্য-সুষমা দান করেছেন, যা অন্য অনেককেই দান করেননি। (মুসনাদে বায্যার)

ব্যাখ্যা ঃ আন্যান্য অনেক দু'আর মত এ দু'আর মর্মকথাও হচ্ছে এই যে, বান্দা তার নিজের মধ্যে যে সৌন্দর্য-সুষমা ও গুণপনা প্রত্যক্ষ করবে, তা একান্তই আল্লাহ্‌র দান বলে জ্ঞান করে তাঁর স্তব-স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তার এ মানসিকতা ও আচরণ আল্লাহর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা এবং উবুদিয়তের ভাবেক চাঙা করবে এবং শনৈঃ শনৈঃ তাকে উন্নতর করবে। সাথে সাথে সে আত্মগরিমা ও অহংবোধের মারাত্মক ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্ত থাকবে।

বিবাহ-শাদী সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

বিয়ে-শাদীও মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। বাহ্যত তার সম্পর্ক কেবল মানুষের একটি জৈবিক ও পাশবিক দ্বারীর সহিত। তাই এ সময় তার আল্লাহর কথা বিস্মৃত থাকার সমূহ আশংকা রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সময়ও উম্মতকে আল্লাহর দিকে নজর রাখার এবং এ ব্যাপারে কল্যাণ অকল্যাণও একান্তই তাঁরই হাতে রয়েছে বলে বিশ্বাস রেখে দু'আ করায় শিক্ষা দিয়েছেন। এ ভাবে তিনি জীবনের এ দিকটিকেও ইবাদত-বন্দেগীর রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছেন।

١٦٣– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً اَوْ اِشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে অথবা কোন সেবক-ভৃত্য খরিদ করে, তখন এরূপ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

–"হে আল্লাহ্! এর মধ্যে বা তার স্বভাব প্রকৃতিতে যে কল্যাণ রয়েছে, আমি তা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট এর অনিষ্ট এবং তার প্রকৃতিতে নিহিত অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

–(সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে ইব্‌ন মাজা)

١٦٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّأَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ !! اَنَّهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ (رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجه)

১৬৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নব বিবাহিত বরকে এ ভাবে আশীর্বাদ ও মুবারকবাদ দিতেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দিন এবং তোমাদের দম্পতি যুগলকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত ও সমন্বিত রাখুন (অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে ঐক্য-সখ্য-সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বহাল রাখুন এবং কোনরূপ শয়তানী চক্রের অশুভ প্রভাবে যেন এ শান্তি-সৌহার্দ বিনষ্ট না হয়।)

(মুসনাদে আহমদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ ও সুনামে ইব্‌ন মাজা)

সঙ্গমকালীন দু'আ

١٦٥– عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذَالِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا (رواه البخارى ومسلم)

১৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর কাছে গমন করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ দু'আ করে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

বিসমিল্লাহ! হে আল্লাহ, আমাদেরকে এবং আমাদের মিলনের ফসল সন্তানকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর!

তা হলে এ সঙ্গমে যদি তাদের কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে শয়তান কস্মিনকালেও তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

"এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গমকালে যদি আল্লাহ্‌র কাছে এরূপ দু'আ করা না হয় (এবং আল্লাহ্‌র নাম বিস্মৃত হয়ে পশুর মত নিজের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করতে লেগে যায়, তাহলে সে সঙ্গমের ফলশ্রুতিতে ভূমিষ্ঠ সন্তান শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে না।"

তারপর তিনি আরো লিখেন ঃ

فازا ینجا است فساد احوال اولاد، تباه کاری ایشاں

"আজকের প্রজন্মের নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত হীন চরিত্রের গোড়ায় এ গলদই নিহিত রয়েছে।"

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিদায়াতসমূহের উপর আমল করার এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

সফরে গমন ও প্রত্যাগমনকালীন দু'আ সমূহ

দেশ থেকে যারা প্রবাসে যায়, পদে পদে তাদের সম্মুখে থাকে নানা সঙ্কট, নানা সম্ভাবনা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাই সফরে যাত্রাকালীন দু'আ-কালাম শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষের আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করা উচিত। সাথে সাথে সফর যাত্রীর স্মরণ করা উচিত সেই মহা সফরের কথা, যা একদিন পরকালের দিকে তাকে অবশ্যই করতে হবে, যাতে করে সেই নিশ্চিত সফরের প্রস্তুতি গ্রহণে সে গাফলতি না করে।

١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ

قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ (رواه مسلم)

১৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, তিনি যখন সফরে যাত্রা করতেন, তখন তাঁর উটের উপর আরোহণ করেই তিনি প্রথমে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, তারপর এরূপ দু'আ করতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ لِرَبِّنَا. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاَطْوِ لَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ-

"পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি আমাদের এ বাহনকে আমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছেন অথচ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না যে, আমরা তাকে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন করি। আئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

এবং শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবো।

হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার কাছে মঙ্গল ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি। আর এমন আমল প্রার্থনা করছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরকে তুমি সহজসাধ্য করে দাও! তার দূরত্বকে তুমি তোমার কুদরতের দ্বারা সঙ্কুচিত করে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই সাথী এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে তুমিই আমাদের বাড়িঘরের তত্ত্বাবধান ও হিফাযতকারী (এ ব্যাপারেও আমাদের ভরসাস্থল একমাত্র তুমিই।) হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট ও অবসাদ থেকে এবং সফরে বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য দর্শন থেকে এবং সফর থেকে ফিরে পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের ক্ষতি দর্শন থেকে।" আর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখনো আল্লাহ্‌র দরবারে এ দু'আটি করতেন এবং তার সাথে আরো বলতেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তওবাকারী, আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী বান্দা এবং আমাদের প্রতিপালকের আমরা প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিকারী।" -(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আটির প্রতিটি অংশ তার মধ্যে বিরাট ভাব ও অর্থ ধারণ করছে। প্রথম যে কথাটি হাদীসে বলা হয়েছে, তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা) উটে আরোহণ করেই সর্বপ্রথম তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। সে যুগে বিশেষত উটের মত বাহনে আরোহণের পর আরোহীর মনে একটা অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার ওসওয়াসা উদ্রেক হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। দর্শকের মনেও তার সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা ও সমীহবোধ জেগে উঠতে পারতো। (কেননা, উট ছিল তখনকার অভিজাত বাহন ও মর্যাদার প্রতীক।) রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে তার উপর তিনটি কার্যকরী আঘাত করতেন। নিজের মনকে এবং দর্শকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তারপর তিনি বলতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ.

"পবিত্র ও মহান সেই সত্তা, যিনি এ বাহনকে আমাদের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছেন; নতুবা আমাদের সাধ্য ছিল না যে, এতবড় একটা প্রাণীকে বশীভূত করে ফেলি এবং নিজ খেয়াল-খুশি মত যেদিকে ইচ্ছে চালিয়ে নেই। এ বাক্যটির মধ্যে একথার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, এ বাহনটিকে আমাদের বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়াটা একান্তই তাঁরই দয়া ও দান। এটা আমাদের নিজেদের কোন কৃতিত্ব নয়। তারপর তিনি বলতেন ঃ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থাৎ যেভাবে আজ এ সফরে যাত্রা করছি, তেমনি একদিন এ দুনিয়া থেকেও সফর করে আমাদেরকে আমাদের মহান প্রভু পরোয়ারদিগারের পানে যাত্রা করে চলে যেতে হবে যা আমাদের আসল মকসুদ এবং চরম মঞ্জিলে মকসুদ। সে সফরটাই হবে আসল সফর এবং সে চিন্তা-ভাবনা থেকে বান্দার কখনো গাফেল বা উদাসীন থাকা উচিত নয়।

তারপর সর্বপ্রথম তিনি দু'আ করতেন ঃ

"হে আল্লাহ! এ সফরে আমাকে তুমি এমন নেকি ও পরহেজগারীপূর্ণ আমলের তাওফীক দান করো, যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।"

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী মানুষের সবচাইতে বড় চাওয়া পাওয়া এটাই। এজন্যে তার সর্বপ্রথম দু'আ এটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তারপর তিনি সফর সহজসাধ্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়ার দু'আ করতেন। তারপর আল্লাহ্র দরবারে আরয করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ-

"হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমার প্রকৃত সাথী এবং তোমার মদদ ও সাহচর্যের উপর আমার ভরসা। আর বাড়িতে যে পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ আমি রেখে যাচ্ছি, তার দেখা-শোনা ও রক্ষার ব্যাপারেও আমি একান্তই তোমারই প্রতি নির্ভরশীল।

এসব ইতিবাচক প্রার্থনার পর তিনি সফরের ক্লেশ-কাতরতা এবং সফরে বা প্রত্যাবর্তনকালে কোন অবাঞ্ছিত দৃশ্য দর্শন থেকে আল্লাহ্র দরবারে পানাহ চাইতেন যার মোদ্দা কথা হচ্ছে, হে আল্লাহ! আমার এ সফরেও যেন আমি তোমার রহমত ও আনুকূল্য লাভ করি আর ফিরে এসেও যেন সবকিছু ঠিকঠাক দেখতে পাই।

হাদীসের শেষাংশে আছে, যখন বাড়িতে ফেরৎ আসার জন্যে তিনি আবার যাত্রা শুরু করতেন, তখন আল্লাহ্র দরবারে পুনরায় তিনি উক্ত দু'আটি করতেন। সাথে সাথে আরো বলতেন ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ-

অর্থাৎ "এবার আমরা ফিরে চলেছি। নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি-অপরাধ থেকে তওবা করছি। আমরা আমাদের মালিক ও প্রভু-পরোয়ারদিগারের ইবাদত এবং স্তব-স্তুতি করছি।" একটু ভেবে দেখুন তো, সফরের সময় সওয়ারীতে আরোহণকালেই যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হৃদয়-মনের এ অবস্থা হতো, যা এ শব্দমালার আকারে তাঁর যবান মুবারকে জারী থাকতো, সেখানে নির্জনে নিভৃতে তাঁর অবস্থাটা কী হতে পারে।

কত ভাগ্যবান সে উম্মত, যাদের কাছে তাদের নবীর উত্তরাধিকাররূপে এমন অমূল্য রত্নভাণ্ডার সংরক্ষিত রয়েছে। আর কতই না দুর্ভাবনার কারণ সে উম্মতের ভাগ্যবিড়ম্বনা ও বঞ্চনা, যার শতকরা ৯৯ জন বা তার চাইতেও অধিক সংখ্যক লোক সে সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না বা তা দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিতই থাকে।

١٦٧- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيْدُ سَفَرًا اَوْ غَيْرَهُ فَقَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ اعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ اِلاَّ رُزِقَ خَيْرَ ذَالِكَ الْمَخْرَجِ وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذَالِكَ الْمَخْرَجِ

(رواه احمد)

১৬৭. হযরত উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে মুসলমান সফরের উদ্দেশ্যে তার ঘর থেকে বের হবার সময় বলে ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ-

"আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে আল্লাহকেই ধারণ করেছি। আল্লাহ্‌রই উপর আমি ভরসা করেছি। এবং আমি বিশ্বাস করি যে, কোন চেষ্টা-তদবীর কোন সাধ্য-সাধনা কার্যকরী হতে পারে না আল্লাহ্‌র দেওয়া ক্ষমতা ব্যতীত।" তার এ নির্গমন অবশ্যই মঙ্গলজনক হবে এবং এর অমঙ্গল থেকে সে অবশ্যই নিরাপদ থাকবে। (মুসনাদে আহমদ)

সফরকালে কোন মঞ্জিলে অবতরণের দু'আ

١٦٨- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْئٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ (رواه مسلم)

১৬৮. হযরত খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সফরকালে কোন মঞ্জিলে অবতরণ করে এরূপ দু'আ করে ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ কালিমাসমূহের পানাহ নিচ্ছি তার অকল্যাণকর সৃষ্টিকূল থেকে।" তাহলে ঐ মঞ্জিল থেকে তার নির্গমন পর্যন্ত কোন কিছু তার অনিষ্ট করতে পারবে না। -(সহীহ্ মুসলিম)

কোন জনপদে প্রবেশকালীন দু'আ

١٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا رَاَىٰ قَرْيَةً يُرِيْدُ اَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ حَيَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا (رواه الطبرانى فى الاوسط)

১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে সফর করতাম। তাঁর অভ্যাস এরূপ ছিল যে, তিনি কোন জনপদ দেখতে পেয়ে তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করতেন, তিনি তিনবার বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا-

"হে আল্লাহ! আমাদের জনপদে প্রবেশকে বরকতময় কর।" তারপর এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جُنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا-

"হে আল্লাহ! এ জনপদের সর্বোত্তম উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি আমাদের জীবিকারূপে দান কর, আমাদেরকে এখানকার অধিবাসীদের প্রিয়পাত্র করে দাও। এবং এখানকার পুণ্যবান অধিবাসীদেরকে আমাদের বন্ধু করে দাও।"

(মু'জামে আওসাত ঃ তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ কোন নতুন জনপদে অবতরণকারীর জন্যে এ তিনটিই হচ্ছে সেরা কাম্যবস্তু। সুবহানাল্লাহ! কত মুখতসর, সময়োপযোগী ও অর্থপূর্ণ এ দু'আটি!

সফরে গমনকালে সফরযাত্রীকে উপদেশ এবং তার জন্যে দু'আ

١٧٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُسَافِرَ فَاَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرْفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ (رواه الترمذى)

১৭০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফর করবো মনস্থ করেছি, আমাকে কিছু উপদেশ দিন!

জবাবে তিনি বললেন ঃ প্রথম উপদেশ তো হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র ভয় এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করবে। (এ ব্যাপারে সামান্যতম গাফলতিও করবে না)

দ্বিতীয়ত যখন কোন ঊর্ধ্ব স্থানের দিকে উঠতে হয়, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তারপর যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে এভাবে দু'আ দিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ-

"হে আল্লাহ! তার সফরে দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দিও এবং তার এ সফর তা
জন্য সহজসাধ্য করে দিও!" (জামে' তিরমিযী)

١٧١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِىْ فَقَالَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى قَالَ زِدْنِىْ قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ قَالَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ (رواه الترمذى)

১৭১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করী (সা)-এর নিকট আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরে যেতে মনস্থ করেছি আপনি আমাকে সফরের পাথেয় দান করুন! (অর্থাৎ এমন দু'আ করে দিন, যা আমা সফরে কাজে লাগে)।

জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াকে তোমার পাথেয় বানি দিন! (পূর্ণ সফরে তুমি যেন এর দ্বারা উপকৃত হও!) সে ব্যক্তি বললো ঃ আমাে আরো বর্ধিত পাথেয় দিন! তিনি বললেন ঃ আর আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিন সে ব্যক্তি বললো ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন! আমার জন্যে আরো বর্ধিত পাথেয় (দু'আ) দিন! তিনি বললেন ঃ "আর তুমি যেখানেই থাকো কেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে কল্যাণ দান করেন।" (জামে' তিরমিযী)

١٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ (رواه ابو داؤد)

১৭২. হযরত আবদুল্লাহ আল খাতমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লা (সা)-এর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন সেনাদলকে কোথা অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে এরূপ বিদায় সম্ভাষ জানাতেন ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ-

"আমি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করছি তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত এব তোমাদের শেষ আমলসমূহ।" (সুনানে আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আমানত বলতে মানব মনের সেই বিশেষ অবস্থা ও গুণকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ ও বান্দাদের হক আদায়ে অনুপ্রাণিত ও বাধ্য করে। সংক্ষেপে একে বন্দেগীর যিম্মাদারীর অনুভূতি বলা যেতে পারে।

মু'মিন বান্দার আসল মূলধনই হচ্ছে তার এই আমানত গুণ, তার দীন ও দীনী আমলসমূহ। তাই হুযুর (সা) সেনাদলকে রওয়ানা করার সময় মুজাহিদদের এ ব্যাপারসমূহ বিশেষভাবে আল্লাহ্‌রই হাতে সোপর্দ করে দিতেন এবং দু'আ করতেন যেন তিনি এগুলোর হিফাযত করেন। অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে বিদায়দানকালেও তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, তিনি বিদায়ী ব্যক্তির হাতকে নিজের মুঠোয় নিয়ে বলতেন ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ-

তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার অন্তিম আমলসমূহ আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করছি। তিনি যেন এগুলোর হিফাযত করেন।

(তিরমিযী ইব্‌ন উমর থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় তার সাথে মুসাসফাহা বা করমর্দন করাও তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সঙ্কটকালীন দু'আ

١٧٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ شَيْئٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللّٰهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ هَزَمَ اللّٰهُ بِالرِّيْحِ (رواه احمد)

১৭৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ গুরুতর সঙ্কটকালে আমাদের পড়বার জন্যে কি কোন বিশেষ দু'আ আছে, এদিকে তো আতঙ্কে আমাদের কলিজা গলায় চলে আসছে?

তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا-

"হে আল্লাহ! আমাদের গোপনীয় ব্যাপারসমূহ গোপন রেখো, আমাদের আতঙ্ককে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দাও!"

রাবী আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ তারপর আল্লাহ তা'আলা ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠিয়ে তাঁর শত্রুদেরকে পর্যুদস্ত করেন এবং এ ঝঞ্ঝাবায়ুর মাধ্যমেই তাদেরকে পরাস্ত করে দেন। —(মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর আসহাবে কিরামের উপর যে কঠোরতম সঙ্কটকাল এসেছে, তন্মধ্যে খন্দকের যুদ্ধের কয়েকদিনও ছিল, যার বর্ণনা কুরআন মজীদে এসেছে এভাবে ঃ

اِذْجَاؤُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا (الاحزاب ٢٤)

আর যখন শত্রুরা উপরের দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে তোমাদের উপর চড়াও হলো আর যখন ভয়ে-বিস্ময়ে চোখসমূহ বিস্ফারিত এবং কলিজাসমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারূপ ধারণা পোষণ করছিলে, তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আল-আহযাব ঃ ১১)

এমনি কঠিনতম পরিস্থিতিতে একদিন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হুযুর (সা)-এর নিকট দরখাস্ত করেন, যেমনটি উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এ মুখতসর দু'আটি শিক্ষা দেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا—

তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরিত হয়, যা তাদের গোটা বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

١٧٤— عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ (رواه احمد وابو داؤد)

১৭৪. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন শত্রু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করতেন, তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ—

"হে আল্লাহ! আমরা তোমাকেই তাদের মুকাবিলায় পেশ করছি (তুমিই তাদেরকে প্রতিরোধ কর) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমারই দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। —(মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আবূ দাঊদ)

দুশ্চিন্তাকালীন দু'আ

١٧٥— عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الكَرْبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

১৭৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন দুর্ভাবনায় পড়তেন তখন তাঁর যবান মুবারকে এ দু'আ বাক্যগুলো জারী থাকতো ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, তিনি অত্যন্ত মহান ও পরম সহিষ্ণু। কোন মালিক ও মা'বূদ নেই আল্লাহ ব্যতীত, তিনি আসমানরাজির প্রভু এবং যমীনের প্রভু মহান আরশের অধিপতি। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

١٧٦— عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَرَبَهُ اَمْرٌ يَقُوْلُ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ وَقَالَ اَلظُّوَابِيَا ذَالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ (رواه الترمذى)

১৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনায় পড়তেন, তখন তাঁর দু'আ হতো এরূপ ঃ

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ —

"হে চিরঞ্জীব চিরন্তন সত্তা, তোমারই রহমতের ওসীলায় ফরিয়াদ করছি।" আর (অন্যদেরকে লক্ষ্য করে) বলতেন ঃ ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম-কে শক্তভাবে আকড়ে ধর! (অর্থাৎ এ কালিমার সাহায্যে আল্লাহর দরবারে রহমতের ফরিয়াদ করতে থাক। —(জামে' তিরমিযী)

١٧٧- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ لِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ ؟ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا (رواه ابو داؤد)

১৭৭. হযরত আসমা বিন্‌তে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি কালিমা শিখিয়ে দেবো না, যা তুমি দুর্ভাবনা কালে বলবে ? (ইনশা আল্লাহ তা' তোমার পেরেশানী থেকে মুক্তির হেতু হবে)। তা হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا -

"আল্লাহ আল্লাহ! তিনিই আমার প্রভু। তাঁর সাথে অন্য কিছুকে আমি শরীক সাব্যস্ত করি না। —(সুনানে আবূ দাঊদ)

١٧٨- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَاَبْنُ عَبْدِكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجَلاَءَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ اِلاَّ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّهُ وَاَبْدَلَهُ بِهٖ فَرَجًا (رواه رزين)

১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। যার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বৃদ্ধি পায় সে যেন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে দু'আ করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ وَفِيْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ قَضَاءُكَ اَسْئَلُكَ لِكُلِّ اِسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجِلاَءِ هَمِّيْ وَغَمِّيْ-

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই বান্দা তোমারই বান্দার সন্তান, আমি তোমারই পূর্ণ ইখতিয়ারে এবং তোমারই কুদরতের হাতে রয়েছি। আমার উপর তোমারই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব, আমার ব্যাপারে তোমার প্রতিটি ফয়সালা যথার্থ ও ইনসাফপূর্ণ। তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি, তোমার সে সব পবিত্র নামের সাহায্যে, যদ্বারা তুমি নিজেকে

নিজে অভিহিত করেছো। অথবা তুমি তোমার কিতাবে তা অবতীর্ণ করেছো। অথবা তোমার গায়বের খাস গুপ্তভাণ্ডারে তা গোপন রেখেছো। আমি প্রার্থনা করছি মহান কুরআনকে আমার অন্তরের বাহার এবং আমার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও শোক সন্তাপ বিদূরিতকারী বানিয়ে দাও।"

আল্লাহর যে বান্দা-ই এ কালিমাসমূহের মাধ্যমে দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুর্ভাবনা ও পেরেশানী দূর করে দিয়ে অবশ্যই শান্তি দান করবেন। —(রাযীন)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা দেয়া এ দু'আটির প্রতিটি শব্দে আবুদিয়তের কী চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে! সর্ব প্রথমেই স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমি নিজের ও তোমার বান্দা এবং আমার পিতামাতাও একান্তই তোমার বান্দা ও বাঁদী-দাসানুদাস। অর্থাৎ জন্মগত ভাবেই আমি তোমার দাস। তুমি আমার মুনীব ও প্রতিপালক। আমি আপাদ মস্তক তোমার মর্জির অধীন, আমার দেহ-মন তোমারই পূর্ণ ইখ্‌তিয়ারে। আমার ব্যাপারে তোমার প্রতিটি ফয়সালাই বরহক এবং কার্যকর। আমার বা অন্য কারো টু শব্দটি করার উপায় নেই।

তারপর এ দু'আয় বলা হয়েছে, আমার এমন কোন আমল বা সৎকর্ম নেই, যার উপর ভিত্তি করে আমি তোমার দরবারে কোন দাবি তুলতে পারি। এজন্যে তোমার সে পবিত্র মহান নামগুলির ওসীলায়, যে সব নামে তুমি নিজে নিজেকে অভিহিত করেছো, বা তোমার কিতাবে যে সব নাম তুমি নিজে অবতীর্ণ করেছো অথবা সে সব পবিত্র নাম কেবল তোমারই গুপ্তভাণ্ডারে তুমি গোপনে সংরক্ষণ করে রেখেছো এবং যেগুলো তুমি কারো কাছে ব্যক্ত করনি, কেউ সেগুলো সম্পর্কে অবহিত নয়, সেগুলোর ওসীলায় আমি ফরিয়াদ করছি, তোমার পাক কুরআনকে আমার অন্তরের বাহার বানিয়ে দাও আমার সকল দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও পেরেশানী সেগুলোর বরকতে দূর করে দাও।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ বান্দা যখন এরূপ দু'আ করবে, তখন অতি অবশ্যই তার দুর্ভাবনা ও পেরেশানী দূর করে দেয়া হবে।

বিপদ-আপদকালে পাঠ করার দু'আ সমুহ

এ পৃথিবীতে মানুষ অনেক সময় কঠিন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়। এতে এ মঙ্গলটি নিহিত রয়েছে যে, এসব পরীক্ষা ও কঠিন সাধনার দ্বারা ঈমানদারদের শিক্ষা হয় এবং এগুলো তাদের আল্লাহমুখী হওয়ার এবং আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উন্নতি-অগ্রগতির ওসীলা স্বরূপ এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির হেতু হয়ে যায়। এ সব দু'আর কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো।

١٧٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ الَّذِيْ دَعَا بِهَا وَهُوَ فِيْ

بَطْنِ الْحُوْتِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَيْئٍ قَطُّ اِلاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ

(رواه احمد والترمذى والنسائى)

১৭৯. হযরত সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যুননূন (আল্লাহর নবী ইউনুস আলাইহিস্ সালাম) যখন সমুদ্রগর্ভে মাছের পেটে ছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর ফরিয়াদ ছিল এরূপ ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ–

"হে আমার প্রভু ! তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই (যার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে পারি) তুমি পবিত্র (তোমার পক্ষ থেকে কোন যুলুম বা বাড়াবাড়ি নেই) যুলুম ও পাপ তাপ যা সব আমার নিজের।

যে মুসলিম ব্যক্তি নিজের কোন আপদে-সঙ্কট আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করবে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন।

–(মুসনদে আহমদ, জামে' তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের এ দু'আ কুরআন মজীদে এ শব্দমালা সহযোগেই উল্লেখিত হয়েছে। (দেখুন সূরা আম্বিয়া রুকু ৬, আয়াত ৮৮)

বাহ্যত এতো কেবল আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও তসবীহ এবং নিজের অপরাধী ও পাপী-তাপী হওয়ার স্বীকারোক্তি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটা হচ্ছে আল্লাহর দরবারে নিজের অনুশোচনা প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁরই প্রতি আত্মনিবেদনের সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি। এতে আল্লাহর রহমত আকর্ষণের বিশেষ ক্রিয়া রয়েছে।

١٨٠– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَقَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ الْعَظِيْمِ فَقُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (رواه ابن مردوية)

১৮০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যখন তোমরা কোন বিষম সঙ্কটে পতিত হবে তখন বলবে ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ–

–"আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্ম-বিধায়ক!"

–(ইব্ন মরদুইয়া)

ব্যাখ্যা ঃ এটিও কুরআন মজীদের একটি খাস কালিমা। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তি পূজকরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল তখন তাঁর যবান মুবাকেও এ কলিমাই জারী ছিল। তিনি বলে যাচ্ছিলেন ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ–

বিপদে আপদে প্রতিটি মুমিনের মুখে এ ধ্বনিটিই থাকা বাঞ্ছনীয়।

١٨١– عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اِكْفِنِىْ كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ اَيْنَ شِئْتَ اِلاَّ اَذْهَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى هَمَّهُ

(رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق)

১৮১. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যে বান্দা (কোন বিষম সঙ্কটে পড়ে) বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْرَّشِ الْعَظِيْمِ. اِكْفِنِىْ كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ اَيْنَ شِئْتَ .

–হে সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি! আমার সকল সঙ্কট, সকল মুশকিলে তুমিই আমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও, সকল সমস্যার সমাধান করে দাও! যে ভাবে তুমি চাও এবং যেখান থেকে তুমি চাও।

তা হলে আল্লাহ তার সমস্যা দূর করে তাকে পেরেশানী থেকে মুক্ত করবেন।

–(মাকারিমুল আখলাকঃ খারায়েতী সঙ্কলিত)

١٨٢– عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ اِذَا حَزَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ احْرُسْنِىْ بِعَيْنِكَ الَّتِىْ لاَتَنَامُ .... وَبِكَ اَدْرَأُ فِىْ نُحُوْرِ الْاَعْدَاءِ وَالْجَبَّارِيْنَ

(رواه الديلمى فى مسند الفردوس)

১৮২. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আলী! তুমি কোন গুরুতর সঙ্কটে পতিত হলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ احْرُسْنِى بِعَيْنِكَ الَّتِى لاَتَنَامُ وَاكْنُفْنِى بِكَنَفِكَ الَّذِى لاَ يُرَامُ وَاغْفِرْلِى بِقُدْرَتِكَ عَلَىَّ فَلاَ اَهْلِكَ وَاَنْتَ رَجَائِى رَبِّ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِى فَلَمْ يَحْرِمْنِى وَكَمْ مِّنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِى بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِى فَلَمْ يَخْذُلْنِى وَيَا مَنْ رَأنِى عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِى يَا ذَالْمَعْرُوْفِ الَّذِى لاَ يَنْقَضِى اَبَدًا وَيَاذَا النَّعْمَاءِ الَّتِى لاَ تُحْصِى اَبَدًا اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ اَدْرَأُ فِى نُحُوْرِ الْاَعْدَاءِ وَالْجَبَّارِيْنَ.

–হে আল্লাহ! তোমার সে চোখ দ্বারা আমার দেখাশোনা কর, যা নিদ্রা-তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় না এবং তোমার সে হিফাযতে আমাকে নিয়ে নাও- যার ধারে কাছেও কেউ ঘেঁষতে ইচ্ছে করতে পারেনা। এবং আমি অসহায় পাপীতাপী বান্দার উপর তোমার যে কুদরত ও ক্ষমতা রয়েছে, তার কল্যাণে তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেন আমি ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে রক্ষা পাই। তুমিই আমার আশা-ভরসাস্থল।

হে আমার প্রতিপালক প্রভু। তোমার কত নিয়ামতে তুমি আমাকে ধন্য করেছো, তার জন্য আমি তোমার খুব কম শুকরিয়াই আদায় করেছি। কিন্তু সে জন্যে কোনদিন তুমি আমাকে বঞ্চিত রাখোনি। আর কত পরীক্ষায়ই তুমি আমাকে ফেলেছো, সে সব পরীক্ষায় আমি খুব কমই ধৈর্য ধারণ করেছি; অথচ তুমি কোনদিন আমায় অমর্যদা করোনি (বরং আমি পাপীতাপীর অপরাধ সমূহকে গোপন রেখেই চলেছো) ওহে সেই পবিত্র মহান সত্তা, যিনি আমাকে স্বচক্ষে পাপেতাপে লিপ্ত দেখেছেন অথচ জন সমাজে আমাকে অপদস্থ করেন নি।

হে এহসানকারী বদান্যশীল প্রভু! যার বদান্যতা ও এহসান কোনদিন শেষ হবার নয়। হে নিয়ামত প্রদানকারী প্রভু! যে নিয়ামতসমূহ কোন দিন গুণে শেষ করা যাবে না। আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি তুমি তোমার অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করবে মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, ঘনিষ্ঠ জনদের উপর। হে মহান প্রভু! তোমারই বলে আমি প্রতিরোধ করি শত্রুদেরকে এবং প্রতাপশালী যালিমদেরকে।

–(মুসনাদে ফিরদাওস, দায়লমী প্রণীত)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাৎলানো এ দু'আটির প্রতিটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন, এর প্রতিটি বাক্যে আবদিয়তের কী চমৎকার অভিব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা তা অনুভব করার, তার কদর করার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন!

শাসকের রোষানল ও অত্যাচার থেকে হিফাযতের দু'আ

অনেক সময় বিশেষত সত্যপন্থী লোকেরা শাসকদের বিরাগ ভাজন হয়ে তাদের রোষানলে পড়ে থাকেন। তাদের যুলুম ও বাড়াবাড়ির আশঙ্কা তখন প্রতি পদে পদেই তাঁদেরকে বিব্রত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষভাবে এ সংক্রান্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

١٨٣– عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَخَوَّفَ اَحَدُكُمْ السُّلْطَانَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ .... لاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ (رواه الطبرانى فى الكبير)

১৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি শাসকের পক্ষ থেকে নিগ্রহ-নিপীড়নের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়, তার উচিত আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করা ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كُنْ لِى جَارًا مِنْ شَرِّ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَشَرِّ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَاَتْبَاعِهِمْ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ مِنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

–"হে সাত আসমানের মালিক প্রভু! হে মহান আরশের অধিপতি! অমুকের পুত্র অমুকের (শাসকের) অনিষ্ট থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর! এবং সমগ্র দুষ্ট জিন ও ইনসান তথা মানব ও দানবের এবং তাদের অনুসারীদের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর, যেন তাদের কেউই আমার প্রতি যুলুম করতে না প্যারে বা বাড়াবাড়ি করতে না পারে। তোমার আশ্রিত জন মহা সম্মানিত এবং তুমি বিনে কোন উপাস্য নেই।

–(তাবারানী ঃ মু'জামে কবীর গ্রন্থে)

ঋণমুক্তি ও আর্থিক অসচ্ছলতা থেকে মুক্তির দু'আ

١٨٤– عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ فَاذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ فَقَالَ يَا اَبَا اُمَامَةَ مَالِىْ اَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ غَيْرَ وَقْتِ الصَّلٰوةِ قَالَ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِى وَدُيُوْنٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ

اَفَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلاَمًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ
قَالَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَالِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّىْ وَقَضٰى دَيْنِىْ-
(رواه ابو داؤد)

১৮৪. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক আনসার-যাকে আবূ উমামা নামে অভিহিত করা হতো দেখতে পান। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, কী হলো হে আবূ উমামা; তোমাকে যে সালাতের সময় ছাড়াই অসময়ে মসজিদে বসা দেখতে পাচ্ছি?

জবাবে তিনি বললেন, অনেক দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ঋণভার আমাকে জর্জরিত করে রেখেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে এমন দু'আ কালাম শিক্ষা দেবো না, যা পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুশ্চিন্তা ও ঋণভার থেকে মুক্ত করবেন।

তখন আবূ উমামা বললেন ঃ আলবৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ-

—"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থেকে, এবং তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে এবং ঋণের প্রাবল্য এবং লোকের দাপট থেকে।"

আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা মত সেরূপ আমল করি তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা এবং ঋণভার থেকে মুক্ত করে দেন। —(সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ ঘটনার সাহাবী আবূ উমামা (রা) হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা) নন। ইনি অন্য কোন আবূ উমামা ছিলেন।

١٨٥- عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتَبٌ فَقَالَ اِنِّىْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِىْ
فَاَعِنِّىْ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيْرٍ دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ قُلْ
اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
(رواه الترمذى والبيهقى فى الدعوات الكبير)

১৮৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মুকাতাব দাস তাঁর কাছে এসে অনুযোগ করলো যে, আমি আমার মনিবের সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মত আমার মুক্তিপণ আদায় করতে পারছিনা। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন!

তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু কালিমা বাৎলে দেবো না, যা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন? যদি তুমি তার উপর আমল কর তা হলে তোমার যিম্মায় পাহাড় তুল্য ঋণ থাকলেও এ দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেবেন। সে সংক্ষিপ্ত দু'আটি হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

হে আল্লাহ! আমাকে হালাল ভাবে এমন পরিমাণ উপার্জন দান কর, যা আমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়, যদ্দরুন আমার আর হারামের প্রয়োজন না হয়। এবং তোমার ফযল ও করমে আমাকে তুমি ব্যতীত অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দাও! (আমার যেন আর কারো ধার ধারতে না হয়)।

—(জামে' তিরমিযী; দাওয়াতে কবীর ঃ বায়হাকী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ মুকাতব বলা হয় ঐ ক্রীতদাসকে, যার মনীব তাকে বলে দেয় যে, তুমি অমুক পরিমাণ অর্থ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নাও। হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে এমনি একজন মুকাতব দাস এসে তার মুক্তিপণ আদায়ে তার অপারগতার অনুযোগ করে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি অর্থ দিয়ে তার সাহায্য করতে না পারলেও এ উদ্দেশ্যের সহায়ক একটি দু'আ তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এথেকে জানা গেল যে, কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে যদি অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা নাও যায়, তা হলে তাকে এরূপ দু'আ শিক্ষা দিয়েই পথ প্রদর্শন করা যায়। এটাও এক প্রকার সাহায্যই।

আনন্দ ও শোকে পাঠের দু'আ

١٨٦– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَأى مَا يَسُرُّ بِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَاِذَا رَأى شَيْئًا مِّمَّا يَكْرَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (رواه ابن النجار)

১৮৬. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এমন কোন বস্তু দর্শন করতেন, যা দেখে তিনি আনন্দিত হতেন তখন তিনি বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ–

–"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যার করুণায় সমস্ত কল্যাণ পূর্ণতা লাভ করে।"

আর যখন তিনি এমন কোন বস্তু দর্শন করতেন, যা তাঁর কাছে অপসন্দনীয় ঠেকতো তখন বলতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ–

–"সর্বাবস্থার আল্লাহর প্রশংসা।" –(ইবনুন নাজ্জার)

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ায় যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আমাদের জন্যে আনন্দদায়ক হোক বা নিরানন্দের ব্যাপার, নিঃসন্দেহেই তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়ে থাকে। আর তিনি হচ্ছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও পরম কুশলী। তাঁর কোন হুকুম বা ফয়সালা হেকমত শূন্য নয়। এজন্যে সর্বাবস্থায়ই তিনি প্রশংসার হকদার।

ক্রোধ কালীন দু'আ

١٨٧– عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَ لَذَهَبَ غَضَبُهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (رواه الترمذى)

১৮৭. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসা হলো। এমন কি তাদের মধ্যকার এক জনের চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ আমি এমন একটি কালিমা জানি, যদি ঐ ব্যক্তি তা উচ্চারণ করে নেয় তাহলে অবশ্যই তার ক্রোধ প্রশমিত হবে। সে কালিমাটি হচ্ছে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

–"বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

–(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি অনুভূতি ও দু'আর মনোভাব সহ প্রবল ক্রুদ্ধাবস্থায়ও এ কালিমাটি পাঠ করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তা হলে আল্লাহ তা'আলা যে তার ক্রোধ প্রশমিত করে দেবেন তাতে সন্দেহ নেই। এভাবে সে ব্যক্তি ক্রোধের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (حم السجده)

–"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনরূপ ওস্‌ওয়াসা তোমাকে স্পর্শ করে তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সম্যক শ্রবণকারী ও সম্যক জ্ঞানী।"

–(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৬)

কিন্তু এটাও একটা বাস্তব সত্য যে, ক্রোধগ্রস্ত অবস্থায় লোক হিতাহিত জ্ঞান ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসে। তখন এসব কথা তার প্রায়ই স্মরণ থাকে না। তখন তার হিতাকাঙ্খীদের উচিত তারা যেন হিকমতের সাথে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ সোনালী শিক্ষার পথে তাকে পথ প্রদর্শন করেন।

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে পড়বার দু'আসমূহ

রুগ্নব্যক্তির কুশল জানতে যাওয়া এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করা অত্যন্ত ছাওয়াবের কাজ। এবং আল্লাহর নিকট মকবূল ইবাদত সমূহের অন্যতম বলে রাসূলুল্লাহ (সা) অভিহিত করেছেন। তিনি এজন্যে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজ আচরণ ও বাণীর দ্বারা উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে তখন তার উচিত তার নিরাময়ের জন্যে দু'আ করা। বলা বাহুল্য,এতে সে সান্ত্বনা পাবে। মা'আরিফুল হাদীসের তৃতীয় খণ্ডে কিতাবুল জানায়েয অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিতাবুদ দাওয়াত বা দু'আ অধ্যায়েও কয়েকটি বর্ধিত হাদীসসহ তা' উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

١٨٨– عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَكٰى مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا (رواه البخارى ومسلم)

১৮৮. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান হাত তার গায়ে বুলিয়ে এ দু'আটি পড়তেন ঃ

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سُقْمًا.

—"এ বান্দাটির কষ্ট দূর করে দাও হে সমস্ত মানবের প্রতিপালক প্রভু! তুমি তাকে নিরাময় কর, কেন না, তুমিই তো নিরাময়কারী। তোমার শিফাই শিফা, এমন পূর্ণ শিফা দান কর, যেন রোগের কোন প্রভাবই আর অবশিষ্ট না থাকে।" —(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ يُوْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ– (رواه مسلم)

১৮৯. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [(একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হলে)] জিব্রাইল আমীন দরবারে এসে আবয করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ হাঁ।

তখন জিব্রাইল (আ) বললেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ يُوْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَحَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ–

—"আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন সব বস্তু থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, সকল নফসের অনিষ্ট থেকে এবং প্রতিটি বিদ্বিষ্ট লোকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন! আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।"

١٩٠– عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجْعَهُ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ

بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِىْ كَانَ يَنْفُثُ وَاَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخارى ومسلم)

১৯০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অসুস্থ হতেন, তখন মুআব্বিযাত পড়ে নিজের উপর দম করতেন এবং নিজের হাত দিয়ে নিজের পবিত্র দেহ মুছতেন। তারপর যখন তাঁর অন্তিম ব্যাধি দেখা দিল যাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়, তখন ঐ মুআব্বিযাত পড়ে আমিই তাঁকে দম করতাম যা পড়ে তিনি নিজে দম করতেন এবং তার পবিত্র হাত দিয়ে তার পবিত্র দেহ মুছে দিতাম।

—(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মুআ'ব্বিযাত বলতে যে কুল আউযু বিরাব্বিন নাস ও কুল আউযু বি-রাব্বিল ফালাককেই বুঝানো হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। আবার এর দ্বারা সে সব দু'আও বুঝানো হতে পারে, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়ে থাকে এবং পীড়িত হলে তিনি যে সব দু'আ পড়ে প্রায়ই দম করতেন। এ জাতীয় কিছু দু'আ উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

হাঁচি কালীন দু'আ

বাহ্যত হাঁচির তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এক্ষেত্রেও দু'আ পাঠের শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে তিনি এ সাধারণ ব্যাপারটিকেও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত করেছেন।

١٩١– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَه يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (رواه البخارى)

১৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন হাঁচি দেবে তখন তার বলা উচিত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার," আর তার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত-আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন! يَرْحَمُكَ اللّٰهُ যখন সে ব্যক্তি ইয়ার হামুকাল্লাহ্ বলবে তখন পাল্টা তার বলা উচিত ঃ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

"আল্লাহ তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করুন এবং তোমার অবস্থা দুরস্ত করে দিন! (অর্থাৎ তোমাকে সর্বদিক দিয়ে ভাল রাখুন) —(সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হাঁচি যদি সর্দিকাশি বা অন্য কোন ব্যাধির কারণে না হয়ে থাকে, তা হলে তাতে দেমাগ পরিষ্কার ও হাল্কা হয়। হাঁচির দ্বারা যা বের হয়ে আসে, তা যদি বের না হয়ে আবদ্ধ থাকতো তাহলে নানারূপ দেমাগের ব্যাদ্বি দেখা দিত। এজন্যে বান্দার হাঁচি আসলে আল্লাহর শুকর আদায় করা এবং কমপক্ষে আলহামদু লিল্লাহ বলা উচিত। কোন কোন রিওয়ায়াতে এক্ষেত্রে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থার আল্লাহর প্রশংসা) এবং কোন কোন রিওয়ায়াতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ও এসেছে। তাই এ কালিমাগুলোর কোন একটি বললেই চলে।

শ্রবণকারীদের এরূপ ক্ষেত্রে বলা উচিত, ইয়ার হামুকাল্লাহ্। এটা হচ্ছে হাঁচি দাতার জন্যে কল্যাণ কামনা বা দু'আ স্বরূপ। হাঁচিদাতার উচিত প্রত্যুত্তরে তার জন্যেও দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) তার জন্যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

ধন্য সেই শিক্ষা, যা' এক হাঁচিকেই হাঁচিদাতা ও তার শ্রোতা, সাথীদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং তাঁর সাথে বান্দার সম্পর্কের নবায়নের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছে।

কারো যদি সর্দি-কাশির কারণে অনবরত হাঁচি আসতে থাকে, তা হলে এরূপ ক্ষেতে হাঁচিদাঁতার প্রতিবার আলহামদু লিল্লাহ বলা বা শ্রোতার জন্যে প্রতিবার ইহার মামুকাল্লাহ বলার বিধান নেই।

١٩٢– عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ اُخْرٰى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىْ اَنَهُ قَالَ لَهُ فِى الثَّالِثَةِ اَنَّهُ مَزْكُوْمٌ–

১৯২. হযরত সালামা ইব্‌ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এর সম্মুখে হাঁচি আসলে তিনি তাঁকে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে দু'আ দিলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি তাঁর কাছে হাঁচি দিলে তিনি বললেন ঃ লোকটি সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত। –(মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ তিরমিযী শরীফের এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি তৃতীয়বারে তাকে বললেনঃ লোকটি সর্দিগ্রস্ত। (এ জন্যে প্রতিবার ইয়ারমামুকাল্লাহ্ বলা জরুরী নয়।)

অপর এক সাহাবী হযরত উবায়দ ইব্‌ন আবূ রিফা'আ (রা) থেকে হুযুর (সা)-এর একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلٰثًا فَمَا زَادَ فَاِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا–

হাঁচি দাতাকে তিনবার পর্যন্ত ইয়ার মামুকাল্লাহ বলবে, তার বেশিবার ইচ্ছে হলে বলবে ইচ্ছে না হলে বলবে না।

١٩٣– عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً عَطَسَ اِلٰى جَنْبِ اِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ–

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের খাদেম হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত। হযরত ইব্‌ন উমরের কাছে একব্যক্তির হাঁচি আসলে সে বলে উঠলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ্ এবং নবী করীমের প্রতি সালাম) তখন হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ আমিও বলি, আল হাম্‌দুলিল্লাহ ওস্‌সালাতু আলা রাসুলিল্লাহ! অর্থাৎ এ কালামটি তো নিঃসন্দেহে একটি ভাল কালিমা, এতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাম রয়েছে; কিন্তু এ মওকায় তা' বলাটা সহীহ নয়। রাসূলুল্লাহ (স)এরূপ ক্ষেত্রে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর) বলতে। –(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর একথা দ্বারা একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিগত শিক্ষা এটা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন খাস মওকায় পড়ার জন্যে যে সব দু'আ-কালাম শিক্ষা দিয়েছেন, এর সাথে সালাত ও সালাম বাড়িয়ে বলাও দুরস্ত নয়-যদিও সালাত ও সালাম বা দরূদ শরীফ যে একটি উত্তম আমল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ণ কদরদানী, তাঁর মূল্যবান অবদান অনুধাবন করার এবং তাঁর পূর্ণ 'ইত্তেবা'-অনুসরণের তওফীক দান করুন।

বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানো কালীন দু'আ

মেঘমালার গর্জন ও বিদ্যুৎতের চমক আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এক বিরাট নিদর্শন বা অভিব্যক্তি। আর যখন আল্লাহওয়ালা কোন বান্দার তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় তখন তার উচিত পূর্ণ দীনতা-হীনতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার রহম ও করম তথা দয়া ও নিজের নিরাময়-নিরাপত্তার জন্য দু'আ করা। এটাই রসূলে

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা এবং তাঁর আচরিত উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম রীতি।

١٩٤– عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ (رواه احمد والترمذى)

১৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) যখন মেঘমালার গর্জন এবং বজ্রের আওয়াজ শুনতে পেতেন তখন তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ–

"হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে খতম করো না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করোনা এবং এর আগেই আমাদেরকে নিরাময় কর। –(মুসনাদে আহমদ, জামে' তিরমিযী)

মেঘের ঘনঘটা এবং প্রবল বায়ু প্রবাহ কালীন দু'আ

প্রবল বায়ুপ্রবাহ ও মেঘের ঘনঘটা কখনো আল্লাহ প্রেরিত শাস্তি রূপে আবার কখনো তাঁর রহমতরূপে (অর্থাৎ বারি বর্ষণের পূর্ব লক্ষণ রূপে) আবির্ভূত হয়। এ জন্যে আল্লাহ ওয়ালা বান্দাদের উচিত যখন এরূপ প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ চলে, তখন আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর দরবারে দু'আ করা যেন এ প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ অনিষ্ট ও ধ্বংস বয়ে না আনে, বরং রহমতের ওসীলা হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপই করতেন।

١٩٥– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاهَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ اِلاَّ جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا (رواه الشافعى والْبَيْهَقِىْ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

১৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর যবানীতে বর্ণিত। যখনই কোন ঝড়ো হাওয়া প্রচণ্ড বেগে বইতো তখনই রাসূলুল্লাহ (সা) হাটু গেড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আয় লিপ্ত হতেন। তিনি তখন এরূপ বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا–

–(হে আল্লাহ! এ বায়ু প্রবাহকে আমাদের জন্যে রহমত স্বরূপ করে দাও! আর একে আযাব বা ধ্বংসের হেতু বানিও না হে আল্লাহ! একে আমাদের জন্যে (কুরআন শরীফে উল্লিখিত) রিয়াহ বানিয়ে দাও। এবং একে (কুরআনে উল্লেখিত) রীহ-এর রূপ দিওনা।" –(মুসনাদে শাফেয়ী এবং বায়হাকীর আদ্‌দাওয়াতুল কাবীর)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে কোন জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত বায়ু প্রবাহকে 'রীহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রহমত স্বরূপ প্রেরিত বায়ু প্রবাহকে রিয়াহ্ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও বায়ু প্রবাহ কালে দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! এটা যেন রীহ বা শাস্তি স্বরূপ প্রেরিত প্রলয়ংকরী ঝড়ের আকারে না আসে, বরং রিয়াহ বা রহমতের বায়ু প্রবাহরূপেই যেন এটা আমাদের জন্যে প্রতিপন্ন হয়।

١٩٦– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا اُمْطِرَتْ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذَالِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا. (رواه البخارى ومسلم)

১৯৬. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

হে আল্লাহ! আমি এর এবং এর মধ্যে নিহিত এবং এর মাধ্যমে প্রেরিত মঙ্গল তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। এবং এর অকল্যাণ এর মধ্যে নিহিত অকল্যাণ এবং এর মাধ্যমে প্রেরিত অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর যখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দিত, (যাতে মঙ্গল অমঙ্গল রহমত ও গযব উভয়টারই সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকতো) তখন আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের আশংকায় তাঁর চেহারার বরং বদলে যেতো (ফ্যাকাশে হয়ে যেতো) তিনি তখন কখনো ঘর থেকে বের হতেন আবার কখনো ঘরে প্রবেশ করতেন, কখনো সম্মুখে অগ্রসর হতেন, আবার কখনো পিছিয়ে যেতেন। তারপর যখন ভালোয় ভালোয় বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যেতো তখন তাঁর সে অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হতো।

(রাবী বলেন) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর এ অবস্থা অনুধাবন করে এর কারণ কি জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন ঃ এতো এমনও হতে পারে আয়েশা, যেমনটি "আদ জাতি তাদের প্রান্তরের দিকে মেঘমালা অগ্রসর হতে দেখে বলেছিল, এ মেঘমালা আমাদের প্রন্তরে বর্ষিত হয়ে আমাদের খামার সমূহকে শস্যশ্যামল কর তুলবে (অথচ তা ছিল গযব ও আযাবের ঘনঘটা যা তাদের বিপর্যয় ও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।) –(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

বৃষ্টি বর্ষণকালীন দু'আ

١٩٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَبْصَرْنَا شَيْئًا مِّنَ السَّمَاءِ تَعْنِى السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ فَاِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاِنْ مَطَرَتْ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا (رواه ابو داؤد والنسائى وابن ماجه والشّافعى واللفظ له)

১৯৭. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখতে পেলেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন সেদিকে নিবিষ্ট হতেন এবং এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ –

–"হে আল্লাহ্! এর অন্তর্নিহিত অমঙ্গল থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তারপর সে ঘনঘটা কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করতেন। আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হতো তা হলে তিনি বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا –"হে আল্লাহ! এ বৃষ্টিকে পূর্ণ তৃপ্তিদায়ক এবং উপকারী বৃষ্টিতে পরিণত করে দাও!" –(আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজা ও শাফেয়ী)

١٩٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَأى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

১৯৮. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখতেন, তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا–

"হে আল্লাহ! মুশল ধারার বৃষ্টি এবং উপকারী বৃষ্টি দান কর!" –(সহীহ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ বৃষ্টিও হচ্ছে এমনি একটি ব্যাপার, যা ধ্বংসেরও কারণ হতে পারে আবার এর দ্বারা সৃষ্টি জগতের কল্যাণও হতে পারে, মৃত প্রকৃতিতে করতে পারে প্রাণের সঞ্চার। এজন্যে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন ঈমানদার বান্দাদের উচিত এ বৃষ্টি যেন উপকারী ও রহমতরূপে প্রতিপন্ন হয় সে জন্যে আল্লাহর দরবারে দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করে তার জন্যে দু'আ করতেন, তখনো তিনি এরূপই দু'আ করতেন।

বৃষ্টির জন্যে দু'আ

١٩٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِئُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغِيْثًا مَرِيْئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ قَال فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ (رواه ابو داؤد)

১৯৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাত তুলে এরূপ দু'আ করতে দেখেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اجِلٍ –

–"হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এমন মুশল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন, যা ভূমির জন্যে অনুকূল ও উপকারী হয় এবং তার জন্যে অপকারী না হয়। (ভূমি তাতে শস্যশ্যামল হয়ে উঠে- বিরান না হয়)"

রাবী হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ তাঁর এ দু'আ শেষ হতে না হতেই আকাশ ঘনঘটায় ছেয়ে গেলে এবং মুশল ধারায় বৃষ্টিপাত হলো। –(সুনানে আবূ দাঊদ)

٢٠٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

(رواه مالك وابو داؤد)

২০০. হযরত আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বৃষ্টির জন্যে দু'আ করতেন তখন আল্লাহর দরবারে এভাবে দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ -

–হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদেরকে এবং তোমার সৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তু এবং জীব জানোয়ারকে পরিতৃপ্ত কর! তোমার রহমত বর্ষণ কর এবং তোমার যে জনপদসমূহ বৃষ্টির অভাবে প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, সেগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোল!"

–(মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ একটু চিন্তা করে দেখুন, এ দু'আতে কী দারুন আবেদন এবং আল্লাহর রহমত আকর্ষণ করার কী বিপুল ক্ষমতা এগুলোতে রয়েছে।

নতুন চাঁদ দেখা কালীন দু'আ

٢٠١- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَاَىُ الْهِلَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّه عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ (رواه الترمذى)

২০১. হযরত তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন মাসের নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّه عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ-

হে আল্লাহ! এ চাঁদ আমাদের জন্যে নিরাপত্তা এবং ঈমান ও শান্তির চাঁদ হোক। হে চাঁদ, তোমার ও আমার উভয়ের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। –(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ প্রতিটি মাস হচ্ছে জীবনের এক একটি মঞ্জিল। এক মাস সমাপ্ত হওয়ার পর অপর মাসের আগমন বার্তা নিয়ে আকাশে উদিত হয় নতুন চাঁদ। এ যেন জীবনের একটি মঞ্জিল অতিক্রম করে নতুন মঞ্জিলের পাশে যাত্রার ঘোষণা আর কি। এমন মওকায় পড়ার সবচাইতে উপযোগী দু'আ এটাই হতে পারে— "হে আল্লাহ্! এ চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে জীবনের যে মঞ্জিলটি অর্থাৎ নতুন মাস শুরু হচ্ছে তা যেন শান্তি-নিরাপত্তা এবং ঈমান-ইসলামের সাথে অতিবাহিত হয় এবং এতে যেন তোমার অনুগত্য নসীব হয়।" কেননা, এ পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যারা চাঁদকে একটা দেবতা জ্ঞানে তার পূজা করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) উপরোক্ত দু'আর সাথে সাথে এ ঘোষণাও করে দিতেন যে, চাঁদ বিশ্ব সৃষ্টার একটি সৃষ্টি মাত্র, আর যে ভাবে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, ঠিক তেমনি চাঁদের স্রষ্টা এবং প্রতিপালকও সেই আল্লাহই।

٢٠٢- عَنْ قَتَادَةَ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ اٰمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا

(رواه ابوداؤد)

২০২. হযরত কাতাদা (রহ) বর্ণনা করেন যে, তাঁর কাছে এ রিওয়ায়াত পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন তিনবার বলতেন ঃ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ "খায়র ও বরকত এবং হিদায়াতের চাঁদ।"

তারপর তিনি তিনবার বলতেন ঃ اٰمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ –"আমার ঈমান রয়েছে সেই আল্লাহর প্রতি, যিনি তোকে সৃষ্টি করেছেন।"

তারপর বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا-

"সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া সেই আল্লাহ্‌র যাঁর হুকুমে অমুক মাস খতম হলো এবং অমুক মাস শুরু হলো।" –(সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ নতুন চাঁদ দেখা কালীন পড়বার এটি আরেকটি দু'আ। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, নতুন চাঁদ দেখলে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো প্রথমোক্ত দু'আটি করতেন, আবার কখনো এই দ্বিতীয়োক্ত দু'আটি করতেন।

তিনবার هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ (খায়র ও বরকত এবং হিদায়তের চাঁদ) বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, অনেকে কোন কোন মাসকে অশুভ জ্ঞান করে থাকে। তাদের ধারণা, এ সব মাসে কোন মঙ্গল নিহিত নেই। দু'আর এ বাক্য দ্বারা সে কুসংস্কার ও

অলীক ধারণার প্রতিবাদ করে এ কথা বলাই উদ্দিষ্ট ছিল যে, প্রতিটি মাসেই খায়র বরকত বা কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন মাসই অশুভ বা বরকতশূন্য নয়। (اٰمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ) সেই আল্লাহর প্রতি আমি ঈমান এনেছি, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন বলে তিনি এ বিভ্রান্ত মুশরিকানা ধারণার উপর আঘাত হানতেন যে, চাঁদ নিজেই একটি উপাস্য দেবতা।

এ হাদীসের রাবী কাতাদা সম্ভবত কাতাদা ইব্‌ন দাআমা সাদূসী তাবেয়ী। তিনি এ হাদীসটি কোন সাহাবীর মুখে শুনে থাকবেন। কোন কোন তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ী এরূপ রাবী নাম উল্লেখ না করে হাদীস রিওয়ায়াত করতেন এবং এরূপ বলতেন যে আমার নিকট এরূপ হাদীস পৌছেছে। মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে (بَلَاغَات) বালাগাত বলা হয়ে থাকে। ইমাম মালিক (রা) এর মুআত্তায় এরূপ ভুরি ভুরি হাদীস রয়েছে।

লাইলাতুল কদরের দু'আ

কবূলিয়তের দিক দিয়ে শবেকদরের অনন্য সাধারণ মর্যাদার বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ মা'আরিফুল হাদীস চুতুর্থখণ্ডের কিতাবুস-সাওম বা রোযা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ রাতে পাঠের একটি সংক্ষিপ্ততম দু'আ এখানেও দেয়া গেলঃ

٢٠٣- عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا اَدْعُوْبِهِ قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ (رواه الترمذى)

২০৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি শবেকদর পাই তা হলে কী দু'আ করবো ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয করবে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -হে আল্লাহ! তুমি পাপী-তাপীদের ক্ষমাকারী ক্ষমার আধার; ক্ষমা করাকে তুমি অত্যন্ত ভালবাস, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও! – (জামে' তিরমিযী)

আরাফাতের দু'আ

৯ যিলহজ্বে আরাফাতের ময়দানে যখন আল্লাহর খাস মেহমান হাজীগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাযির হন তখন কিতাবুল হজ্ব-এ বর্ণিত হাদীসসমূহ অনুসারে সেখানে মুশলধারে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। দু'আ কবূল হওয়ার জন্যে এটা হচ্ছে সবচাইতে খাস মওকা। এ মওকায় পাঠের যে সব দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

٢٠٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ قَبْلِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. (رواه الترمذى)

২০৪. হযরত আম্‌র ইব্‌ন শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতার (অর্থাৎ আমরের পিতামহের) সূত্রে বর্ণনা করেন, আরাফাতের দিনের সর্বোত্তম দু'আ যা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ –

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; তিনি একক তাঁর কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই। রাজত্ব তাঁরই আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই; আর তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান সবকিছুই তাঁর কুদরাতের অধীন। – (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ কলিমাটি যদিও বাহ্যত নিছক আল্লাহর প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি, এতে বাহ্যত কোন প্রার্থনা বা আরজি নেই, কিন্তু তিনিই একমাত্র প্রতিপালক প্রভু, তিনিই একমাত্র উপাস্য, প্রতিটি ব্যাপার তাঁরই কুদরতের অধীন এবং রাজত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতা একমাত্র এবং একমাত্র তাঁরই। এটাও দু'আরই রূপান্তর। বরং এটা বড় অলঙ্কার সমৃদ্ধ দু'আ। যিক্‌রের কালিমা সমূহ সংক্রান্ত আলোচনায় যেখানে ইতিপূর্বে এ কালিমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে ঃ

٢٠٥- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَكْثَرُ مَا دَعَابِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِى الْمَوْقِفِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ ...... بِهِ الرِّيْحُ (رواه الترمذى)

২০৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাত দিবসে ওকূফের স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বাধিক এ দুআটিই করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَاٰبِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْئُ بِهِ الرِّيْحُ–

–"হে আল্লাহ্! তোমারই জন্যে সকল স্তব-স্তুতি শোভনীয়, যেমনটি তুমি নিজে বলেছো, তা আমাদের মুখে উচ্চারিত বা আমাদের ভাষায় বলা হামদের চাইতে উত্তম। হে আল্লাহ! আমার সালাত আমার হজ্ব ও আমার সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী, আমার জীবন আমার মরণ তোমারই জন্যে এবং জীবন সমাপন করে আমাকে তোমারই সদনে চলে যেতে হবে; আর যা কিছু রেখে যাবো সবকিছুর তুমিই ওয়ারিছ— উত্তরাধিকারী।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে মনের ওস্ওয়াসা বা কুপ্রবৃত্তি থেকে এবং সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাওয়া থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বায়ু বাহিত সমস্ত অনিষ্ট থেকে এবং তার কুপ্রভাব থেকে। –(জামে' তিরমিযী)

٢٠٦– عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ دُعَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ. وَيَا خَيْرَ الْمُطِيْعِيْنَ (رواه الطبرانى فى الكبير)

২০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্বের দিন সন্ধ্যার সময় আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাস দু'আ ছিল এরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ وَلَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْئٌ مِنْ اَمْرِىْ وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ اَلْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ اَلْوَجِلُ الْمُشْفِقُ اَلْمُقِرُّالْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِه اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهُ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِىْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ لِّىْ رَؤُفًا رَّحِيْمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ–

–"হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনে থাক আর আমি যখন যেখানেই থাকি না কেন, তুমি আমার অবস্থান দেখে থাক; এবং তুমি আমার যাহির-বাতিন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছুই জান, তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই। আমি দুঃখী, আমি ভিখারী, আমি ফরিয়াদকারী, আমি আশ্রয়প্রার্থী, আমি ভীত, আমি কম্পিত, নিজ পাপতাপ অপরাধের স্বীকারোক্তিকারী। আমি তোমার কাছে ভিখারীর যাঞ্চা করার মত যাঞ্চা করছি। তোমার দরবারে কাকুতি-মিনতি করছি, যেমন কাকুতি-মিনতি করে থাকে কোন দীন-হীন পাপী-তাপী অপরাধী। এবং তোমার কাছে দু'আ করছি, কোন ভীতিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন দু'আ করে থাকে, ঠিক তেমনি দু'আ এবং সে ব্যক্তির দু'আর মত দু'আ করছি, যার গর্দান তোমার দরবারে ঝুঁকে আছে আর যার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে এবং যার দেহ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমারই সম্মুখে নুয়ে রয়েছে এবং যার নাক তোমার সম্মুখে রগড়াচ্ছে। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি এ দু'আর ব্যাপারে বঞ্চিত দুর্ভাগা বানিও না এবং আমার জন্যে তুমি প্রেমময় দয়াময় হয়ে যাও। হে সব দাতার বড় ও উত্তম দাতা! যাদের কাছে যাঞ্চা করা হয়ে থাকে আর তারা দানও করে থাকে। –(মু'জামে কবীর ঃ তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আর প্রতিটি শব্দ আবদিয়তের স্পীরিটে পূর্ণ এবং মা'রিফতের পূর্ণ ভাষ্য। গোটা বিশ্বের প্রার্থনা ও দু'আর ভাণ্ডারে কোন ভাষায়ই এর নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দীন লেখকের জীবনে কয়েকবারই এ সুযোগ ঘটেছে যে, কোন কোন খোদাপ্রেমিক অমুসলিম ব্যক্তিত্বকে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি শুনিয়েছি এবং তার অনুবাদ করে তাদেরকে এ সম্পর্কে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি। তখন তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছে যে, এ দু'আ কেবল সে হৃদয় নিংড়েই বের হতে পারে, যাঁকে আল্লাহ তাঁর ইলমের বিশেষ অংশ দান করেছেন এবং যাঁর 'মা'রিফতে নফস' বা আত্মজ্ঞান এবং মা'রিফতে রব তথা আল্লাহত্ত্বে পূর্ণ দখল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এ মহামূল্য উত্তরাধিকারের কদর বুঝবার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। খাস খাস সময়ে ও স্থানে পাঠ্য দু'আ সমূহের সিলসিলা এখানেই সমাপ্ত হলো। وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ –এজন্যে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই।

ব্যাপক অর্থবোধক বিভিন্নমুখী দু'আসমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে, হাদীসের কিতাব সমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যে সব দু'আ বর্ণিত হয়েছে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে তা তিন প্রকারের ঃ

১. ঐ সমস্ত দু'আ, যেগুলোর সম্পর্ক সালাতের সাথে।

২. যে গুলো কোন বিশেষ সময় স্থান বা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

৩. ঐ সব দু'আ, যে গুলোর সম্পর্কসালাত বা কোন বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের সাথে নয়; বরং সেগুলো সাধারণ প্রকৃতির।

প্রথমোক্ত দু'ধরনের দু'আ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। এবার তৃতীয় ধরনের দু'আ সমূহ পাঠক সমক্ষে পেশ করা হচ্ছে। এগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক। এ জন্যে হাদীসের ইমামগণ এসব দু'আকে جَامِعُ الدَّعْوَاتِ শিরোনামের অধীনে তাঁদের সঙ্কলন সমূহে সঙ্কলিত করেছেন। এ দু'আগুলো উম্মতের জন্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দান এবং অমুল্য উপহার। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উম্মতদেরকে এগুলোর যথার্থ মূল্যায়নের, এগুলোর শুকরিয়া আদায়ের এবং এগুলোকে নিজেদের অন্তরের ধ্বনি এবং নাড়ির স্পন্দনে পরিণত করার তাওফীক দান দান করুন! যে বান্দার এ তাওফীক জুটেগেছে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই পেয়ে গেছেন। এ ছোট ভূমিকার পর এ সিলসিলার হাদীসগুলো এবার পাঠ করুন ঃ

٢٠٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ اَلَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ .... مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

২০৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ اَلَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَاىَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ اَلَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ

الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ (رواه مسلم)

–"হে আল্লাহ! আমার দীনকে দুরস্ত করে দাও, আমার কল্যাণ ও নিরাপত্তা সবকিছু যার উপর নির্ভর করে, যা আমার সব কিছু এবং আমার দুনিয়াও দুরস্ত করে দাও, যেখানে আমাকে জীবন যাপন করতে হয় এবং আমার আখিরাতকে দুরস্ত করে দাও, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে এবং স্থায়ীভাবে থাকতে হবে এবং আমার জীবনকে সমূহ কল্যাণ বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে দাও! এবং আমার মরণকে সকল অকল্যাণ থেকে হিফাযত ও আরামের মাধ্যম বানিয়ে দাও! –(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বলাবাহুল্য, এ দুআটি অত্যন্ত ব্যাপক। তার সর্ব প্রথম বাক্যাটি হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْلِيْ دِيْنِيْ اَلَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ–

–"হে আল্লাহ্! আমার দীনী হালত দুরস্ত করে দাও যা আমার সবকিছু অর্থাৎ এরই উপর আমার সকল কল্যাণ ও নিরাপত্তা নির্ভর করে।"

বস্তুত দীনই হচ্ছে আসল বস্তু; যদি তা দুরস্ত হয়ে যায় তা হলে মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও লা'নত-গযব থেকে রক্ষা পেয়ে তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের পাত্র হয়ে যায় এবং ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তার জানমাল ইজ্জত আবরূর জন্যে তা রক্ষাকবচ স্বরূপ হয়ে যায়। এজন্যে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সাফল্য মূলত এরই উপর নির্ভরশীল। নবী করীম (সা)-এর দু'আতে একেই عِصْمَةُ اَمْرِيْ বলে অভিহিত করা হয়েছে। দীন দুরুস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, বান্দার ঈমান-একীন তথা তার বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা সহীহ এবং তার আমল আখলাক ও চালচলন দুরস্ত হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে প্রবৃত্তির চাহিদার পরিবর্তে আল্লাহর হুকুম ও বিধিনিষেধের অনুসারী হবে। বলা বাহুল্য, তা আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের উপরই নির্ভরশীল। এজন্যে প্রতিটি মু'মিন বান্দার অন্তরের সবচাইতে বড় চাওয়া-পাওয়া তাই হওয়া উচিত, যা এ দু'আর দ্বিতীয় বাক্যে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَاىَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ–

"আর আমার দুনিয়া দুরস্ত করে দাও, যেখানে আমাকে জীবন ধারণ করতে হয়।"

দুনিয়া দুরস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, এখানকার জীবিকা ইত্যাদি যেন হালাল ও জায়িয পথে আসে। নিঃসন্দেহে প্রতিটি মু'মিন বান্দার দ্বিতীয় কাম্য এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দু'আর তৃতীয় অংশ হচ্ছে ঃ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىْ اَلَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ–

–"আর আমার আখিরাতকে দুরস্ত করে দিন, যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে এবং স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে।"

যদিও দীন দুরস্ত হলেই আখিরাতের মঙ্গল লাভ অনিবার্য; তবুও রাসূলুল্লাহ (সা) পৃথক ভাবে আখিরাতের দুরস্ত হওয়ার দু'আ করেছেন। এর প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে, আখিরাতের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই এটা তার হক। দ্বিতীয় কারণ এও হতে পারে যে, দীনী দিক থেকে উত্তম অবস্থায় থাকলেও মু'মিন বান্দার আখিরাত সম্পর্কে নিরুদ্বেগ থাকা উচিত নয়। কুরআন মজীদে উত্তম বান্দাদের শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ۱

(اَلْمُؤْمِنُوْنَ ع ٦)

দু'আর চতুর্থ ও পঞ্চম অংশ হচ্ছে ঃ

وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ–

এবং দুনিয়ার জীবনকে আমার জন্যে কল্যাণ ও পুণ্য বৃদ্ধি এবং মৃত্যুকে সমস্ত অকল্যাণ ও পাপতাপ থেকে মুক্তি ও আরামের ওসীলা বানিয়ে দাও!

এ পৃথিবীতে জীবনের মেয়াদ পূর্ণ করে প্রতিটি মানুষকেই নিশ্চিত ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহ্র দেয়া এ আয়ুষ্কাল সে পুণ্যকর্মের মাধ্যমেও অতিবাহিত করতে পারে, আবার পাপকর্মের মাধ্যমেও অতিবাহিত করতে পারে। এ জীবন তার সৌভাগ্য আর তরক্কীর কারণও হতে পারে আবার দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য বৃদ্ধির কারণও হতে পারে। এ সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার হাতে। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) দীন দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনার সাথে সাথে এ দু'আও করতেন যে, হে আল্লাহ! আমার জীবন কালকে কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির ওসীলা বানিয়ে দাও অর্থাৎ আমাকে তাওফীক দান কর যেন এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং জীবনের প্রতিটি সময় তোমার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করতে পারি; যাতে আমি সৌভাগ্য ও সফলতার সোপানসমূহ অতিক্রম করে ক্রমশ উন্নতি-অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাই আর আমার মৃত্যুকে নানারূপ অনিষ্ট ও ফিৎনা-ফ্যাসাদের কষ্ট থেকে মুক্তির মাধ্যম বানিয়ে দিন অর্থাৎ ভবিষ্যতে যতরূপ অনিষ্ট ও ফিৎনা-ফ্যাসাদ আমার কষ্টের কারণ হতে পারে

১. এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা সাদকা-খয়রাত করেন এবং তাদের মনে আমার ভয় থাকে যে, না জানি তা কবুল হয় কি না?

তোমার হুকুমে আগমনকারী যে মৃত্যু, সে সব থেকে আমার মুক্তির মাধ্যম ও আরামের কারণ হোক।

এ দু'আটিও جَوَامِعُ الْكَلِمِ বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপক অর্থবোধক বাণী সম্পন্ন এবং সমুদ্রকে কৌটায় ভর্তি করার প্রবাদ বাক্যটির উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কত সংক্ষেপে কী বিপুল অর্থ এতে প্রকাশ করা হয়েছে।

٢٠٨– عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(رواه البخارى ومسلم)

২০৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ অধিকাংশ সময়ই এরূপ হতো ঃ

–"হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মঙ্গল দান কর এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"

–(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহ্! কী সংক্ষিপ্ত অথচ কত ব্যাপক দু'আ! এতে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহলৌকিক জগতে এবং পারলৌকিক জগতের অফুরন্ত জীবনেও কল্যাণের প্রার্থনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক লোভনীয় ও কাম্যবস্তুর প্রার্থনা এবং সর্বশেষে দোযখ থেকে রক্ষার দু'আও এসে গেছে। মোদ্দা কথা, দুনিয়া ও আখিরাতে একজন বান্দার যা কিছুর প্রয়োজন রয়েছে তার সবকিছুই এ সংক্ষিপ্ত দু'আয় প্রার্থনা করা হয়েছে। এ দু'আর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা আসলে কুরআন মজীদেরই দু'আ; তবে সামান্য একটি পার্থক্য হলো এর শুরু হয়েছে اَللّٰهُمَّ দিয়ে, আর কুরআন শরীফে সূচনার শব্দটি হচ্ছে رَبَّنَا তবে উভয় শব্দের মর্ম একই।

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এ হাদীসের দ্বারা জানা গেল, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এ দু'আটি করতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উম্মতীদেরকেও রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের এ বহুল প্রার্থিত দু'আটি বহুলভাবে করে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করার তাওফীক দান করুন।

٢٠٩– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى–

২০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى-

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি হিদায়াত, তাকওয়া, সচ্চরিত্রতা এবং প্রাচুর্য (সৃষ্ট জগতের কারো কাছে মুখাপেক্ষী না হওয়া।) -(মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আতে চারটি বস্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছেঃ

১. হিদায়াত অর্থাৎ হক পথে চলা এবং তার উপর অটল থাকা

২. তাকওয়া-পরহেযগারী অর্থাৎ আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষণ করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলা।

৩. সচ্চারিত্রতা বা চারিত্রিক সুষমা।

৪. প্রাচুর্য অর্থাৎ অন্তরের এমন অবস্থা। যাতে বান্দা কোন সৃষ্ট জীবের প্রতি মুখাপেক্ষী বোধ না করে। তার মালিকের দানকে নিজের জন্য যথেষ্ট বোধ করে।

এ দু'আটিও جوامع الكلم এর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

٢١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

২১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ الرِّضٰى بِالْقَدْرِ -

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সুস্বাস্থ্য, সচ্চরিত্রতা আমানতদারী সদাচার এবং তকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি।"

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আতে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা করেছেন। স্বাস্থ্য দীন ও দুনিয়ার বহু বড় নিয়ামত, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এর মূল্য ও কদর তখনই অনুভব করা যায়, যখন কেউ তাথেকে বঞ্চিত হয়ে কোন রোগ-ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ে। তখন সে হাড়ে হাড়ে টের পায় যে, স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌র কত বড় নিয়ামত এবং স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জীবনের এক একটি মুহূর্ত তাঁর কত মূল্যবান দান। আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গগণ এটা আরো বেশি করে অনুভব করেন এজন্যে যে, স্বাস্থ্য হানি ঘটলে তাঁদের ইবাদত-বন্দেগীর দৈনন্দিন কর্মসূচীতে বিরাট ব্যাঘাত ঘটে। এতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশের ব্যাপারটিও দারুনভাবে ব্যাহত হয়। আর এটা তাদের জন্যে আরো বেশি মনো কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'আমানত' কুরআনী ও দ্বীনী পরিভাষার একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ মানব মনের সে অবস্থা, যাতে আল্লাহ ও বান্দাদের সাথে সম্পর্কের আলোকে তার উপর আরোপিত জিম্মাদারী সমূহ সমান ভাবে আদায় করার তাগিদ সে অনুভব করে এবং সেজন্যে সচেষ্ট হয়। সদাচার এবং তকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি এমন দু'টি ব্যাপার যার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

এ দু'আতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম সুস্বাস্থ্যের সাথে সাথে সচ্চরিত্রতা, আমানতদারী, সদাচার ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টির প্রার্থনা করেছেন। এ সবই হচ্ছে ঈমানী সিফাত বা মু'মিন সুলভ গুণাবলী এবং ঈমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অন্য দশটি দীনী ও দুনিয়াবী নিয়ামতের মত এগুলোও কেবল আল্লাহ তা'আলা কাউকে দান করলে সে তা পেতে পারে। ফার্সী কবির ভাষায় ঃ

ایں سعادت بزور بازو نسیت
گر نہ بخشد خرائے بخشندہ

অর্থাৎ এ সৌভাগ্য বাহু বলে হয়না অর্জন,
মহান দাতা খোদা না করিলে দান।

٢١١- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِىْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُوْتِىْ النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ.

২১১. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এরূপ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلاَنِيَتِىْ وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِى النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ-

হে আল্লাহ! আমার বাতিনকে আমার যাহির থেকে উত্তম করে দাও! আমার যাহিরকে পুণ্যমণ্ডিত কর! হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে যে উত্তম পরিবার-পরিজন উত্তম ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা না নিজে পথভ্রষ্ট না অন্যদেরকে পথভ্রষ্টকারী, তা-ই আমাকে দান কর।" —(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আর প্রথম অংশ হচ্ছে এই যে, হে আল্লাহ, আমাকে এমনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী কর যে, আমার যাহির-বাতিন উভয়টাই যেন উত্তম হয় এবং আমার বাতিনকে যাহির থেকে উত্তম করে দাও! আর এর দ্বিতীয় অংশ হলো, আমার পরিবার আমার আওলাদ এবং আমার বিত্তা বিভব সবকিছু যেন উত্তম হয়; না নিজে তারা বিভ্রান্তির শিকার হবে আর না অন্যদের জন্যে তারা বিভ্রান্তির কারণ হবে।

٢١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَدَعُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ .(رواه الترمذى)

২১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে শুনে মুখস্থ করেছিলাম, যা আমি (সর্বদা করে থাকি এবং) কখনো ত্যাগ করিনা, আর তা হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ-

—হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে এমন বানিয়ে দাও যাতে—

১. আমি যেন তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারি (যাতে শুকরিয়া আদায়ে আমি ত্রুটি না করি),

২. আমি যেন বহুল পরিমাণে তোমার যিক্র করতে পারি।

৩. আমি যেন তোমার উপদেশ অনুসরণ করি এবং

৪. তোমার ওসিয়ত ও হুকুমসমূহ স্মরণ রাখি (এবং এর তামিল করতে ভুলে না যাই।)

٢١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ ....

২১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আতে এরূপ বলতেন ঃ

رَبِّ اَعِنِّىْ وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ وَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُنِيْبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِىْ (رواه الترمذى)

—"হে আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে (আমার শত্রুদেরকে) সাহায্য করো না, আমার মদদ ও সহযোগিতা কর, আমার বিরুদ্ধে আমার শত্রুদের সহায়ক হয়ো না, তোমার সূক্ষ্ম চাল আমার স্বপক্ষে চলো, আমার বিপক্ষে চালো না। আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর এবং হিদায়াতের পথে চলা আমার জন্যে সহজসাধ্য করে দাও, যে কেউ আমার উপর যুলুম বা বাড়াবাড়ি করে, তার বিরুদ্ধে আমাকে মদদ কর! হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অতি কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও! তোমার বহুল পরিমাণে যিক্রকারী বান্দা বানাও! তোমার প্রতি অন্তরে ভীতি পোষণকারী বান্দা বানাও। তোমার একান্ত অনুগত বান্দা বানাও! তোমার প্রতি কাকুতি-মিনতিকারী বান্দা বানাও তোমারই দিকে রুজুকারী ও প্রত্যাবর্তনকারী বান্দা বানাও! হে আমার প্রতিপালক আমার তাওবা কবূল কর আমার পাপতাপ ধুয়ে মুছে দাও! আমার দু'আ কবূল কর! আমার ঈমান (যা আখিরাতে আমার দলীল হবে) মযবুত করে দাও! আমার রসনাকে সংযত করে দাও! আমার হৃদয়কে হিফাযত কর। আমার অন্তরের ক্লেদসমূহ দূর করে দাও!" —(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আটির ব্যাপকতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। উপরোক্ত দু'আ সমূহের লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই যে, এ প্রত্যেকটি দু'আয় রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে একান্তই বাধ্য, অনুগত-বিনয়ী এবং জীবনের সর্ব ব্যাপারে একান্তই তাঁর মুখাপেক্ষীরূপে পেশ করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে আল্লাহ! আমি একান্তই নিঃস্ব, এমন কি আমার যাহির-বাতিন, আমার হৃদয়-মন রসনা সবই একান্তই তোমারই নিয়ন্ত্রণাধীন। আমার আমল-আখলাক, আমার চিন্তা ভাবনা-অনুভূতি এবং আমার সমুদয় অবস্থার সংশোধনও একান্তই তোমার ফযল ও করম, দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। আমার সুস্থতা-অসুস্থতাও তোমারই হাতে। দুশমন

ও অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষাও একান্তই তুমিই আমাকে করতে পার। এ ব্যাপারেও আমি একান্তই অসহায়, দুর্বল। তুমি বদান্যশীল, দয়ালু, দাতা আর আমি তোমার দুয়ারের কাঙাল ভিখারী। এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবদিয়াতের কামাল— পূর্ণতা। নিঃসন্দেহে এ কামালিয়তের উর্ধ্বতম শিখরে তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁর এ কামালিয়ত বা পূর্ণতা অন্য সব পূর্ণতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِه وَصَحْبِه وَسَلَّمَ–

–"তাঁর প্রতি ও তাঁর পরিবার-পরিজন সঙ্গী-সাথীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক।"

٢١٤– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه ....

২১৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِلِه وَاٰجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِلِه وَاٰجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيْهِ لِىْ خَيْرًا .(رواه ابن ابى شيبة وابن ماجه)

–"হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে সর্বপ্রকার মঙ্গলের প্রার্থনা করছি, ইহলৌকিক মঙ্গলও প্রার্থনা করছি আবার পারলৌকিক মঙ্গলও প্রার্থনা করছি। সে সমস্ত মঙ্গও প্রার্থনা করছি, যা আমার জ্ঞাত এবং সে সব মঙ্গলও যা আমার অজ্ঞাত রয়েছে। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে, ইহলৌকিক অনিষ্ট থেকেও আর পারলৌকিক অনিষ্ট থেকেও। সে সব অনিষ্ট থেকেও, যা আমার জানা আছে এবং সে সব অনিষ্ট থেকেও, যা আমার জানা নেই। হে আল্লাহ! আমি

তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সে সব কল্যাণ, যা তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন তোমার বান্দা ও তোমার নবী এবং তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সে সব অকল্যাণ থেকে, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন তোমার বান্দা ও তোমার নবী। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি জান্নাত এবং যে সমস্ত কথা ও আমল আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে সে সব কথা ও আমল। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নাম থেকে এবং যে কথাবার্তা ও আমল তার নিকটবর্তী করে সে সব কথাবার্তা ও আমল থেকে। এবং হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ প্রার্থনা করছি যে, আমার ব্যাপার দেওয়া তোমার সকল ফয়সালা যেন মঙ্গলময় হয়।"

–(মুসনাদে ইব্ন আবূ শায়বা ও সুনানে ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আটির এক একটি অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন, একজন মানুষের ইহলোক-পরলোকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ হাদীসের একটি রিওয়ায়াতে এর বিশদ বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে, একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে তাঁর ঘরে হাযির হলেন। তিনি একান্তই গোপনে তাঁকে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তখন সেখানে সালাতরত ছিলেন এবং তিনি অনেক দীর্ঘ দু'আয় লিপ্ত ছিলেন। হুযূর (সা) তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, তিনি যেন ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করে তাড়াতাড়ি তাঁদেরকে একান্তে কথা বলার সুযোগ করে দেন। তখন তিনি বলেন, তা হলে আমাকে সেরূপ ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ শিখিয়ে দিন। তখনই তিনি তাঁকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

٢١٥– عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَجْمَعُ ذَالِكَ كُلَّهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ ..... اِلاَّ بِاللّٰهِ

(رواه الترمذى)

২১৫. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক দু'আ করলেন, যার কিছুই আমি মনে রাখতে পারলাম না। তখন আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কত দু'আই তো আপনি করলেন, কিন্তু তার কোন কিছুই আমি স্মরণ রাখতে পারি নি! (অথচ আমার মন চায় যে, এ দু'আগুলো আমিও করবো এখন উপায় কি ?)

তখন তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন ব্যাপক দু'আ শিক্ষা দেবো, যাতে এসব দু'আর সবকিছুই থাকবে ? আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (رواه الترمذى)

–"হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে সে সব মঙ্গলের প্রার্থনা করছি, যা তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার কাছে সে সব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে সব অনিষ্ট থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

তুমিই সেই পবিত্র সত্তা, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা চলে এবং তোমারই দয়ার উপর নির্ভর করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছা এবং কোন কিছুর জন্যে চেষ্টা চরিত করা এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা দানের মালিক তুমিই।" –(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ায় এমন লোকের সংখ্যাই বেশি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাতানো দু'আগুলো মুখস্থ রাখার ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে। এ জন্যে এ হাদীসে অত্যন্ত সহজভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর কাছে এরূপ দু'আ করে ঃ

–"হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ (সা) তোমার দরবারে যে সব মঙ্গলের প্রার্থনা করেছেন, আমাকে সে সব মঙ্গল দান কর আর যে সব অমঙ্গল থেকে তিনি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, সে সব অনিষ্ট থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অধম লেখকের আরয হচ্ছে, এ কথাগুলো নিজের মাতৃভাষায় বলাতেও কোন দোষ নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে অন্তর থেকে দু'আ করা চাই। আসলে দু'আ পদবাচ্য কেবল তাই, যা অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে।

٢١٦– عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ (رواه الحاكم)

২১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দুআটি রিওয়ায়াত করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ–

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার রহমতকে অনিবার্যকারী এবং তোমার মাগফিরাত বা ক্ষমাকে পাকা করে দেয় এমন 'আমলসমূহ এবং সকল গুনাহ্ থেকে নিরাসক্ততা এবং সকল নেকীর তওফীক এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করি জান্নাত লাভের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির।" –(মুস্তাদরকে থাকিম)

٢١٧– عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ (رواه الحاكم)

২১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এ দুআটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ–

–"হে আল্লাহ! ইসলামের সাথে আমার হিফাযত কর আমার দণ্ডায়মান অবস্থায়। হে আল্লাহ! ইসলামের সাথে আমার হিফাযত কর আমার উপবিষ্ট অবস্থায়। হে আল্লাহ! ইসলামের সাথে আমার হিফাযত কর আমার শায়িত অবস্থায়।

(অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ইসলামের সাথেই আমার হিফাযত কর) এবং আমার ব্যাপারে তোমার কোন ফয়সালাই যেন আমার কোন শত্রুর বা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর উল্লাসের কারণ না হয়।

হে আল্লাহ! তোমার হাতে কল্যাণের যে ভাণ্ডার সংরক্ষিত রয়েছে, আমি তোমার কাছে তা প্রার্থনা করছি। এবং তোমার কাছে অকল্যাণের যে ভাণ্ডার রয়েছে, তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" –(মুস্তাদরকে হাকিম)

٢١٨– عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ صَبُوْرا وَاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِى اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا (رواه البزار)

২১৮. হযরত বুরায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ صَبُوْرا وَاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِى اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا–

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায়কারী বান্দা বানাও, আমাকে তোমার সবুরকারী বা ধৈর্যশীল বান্দা বানাও। আমাকে আমার নিজের চোখে ছোট এবং লোকের চোখে বড় বানাও।" –(বায্যার)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আটির শেষ অংশ বিশেষত প্রণিধানযোগ্য। বান্দার উচিত নিজেকে সে দীন-হীন ও ছোট মনে করবে এবং সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে যেন অন্যদের দৃষ্টিতে সে তুচ্ছ ও হীন প্রতিপন্ন না হয়।

٢١٩– عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ مُرْسَلاً اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ التَّوْفِيْقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْاَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ (رواه ابو نعيم فى الحلية)

২১৯. ইমাম আওযায়ী মুরসাল পাদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ التَّوْفِيْقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْاَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ –

–"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাকে সে সব আমলের তাওফীক দান কর, যা তোমার নিকট পসন্দনীয়, এবং তোমার প্রতি সাচ্চা তাওয়াক্কুল এবং তোমার প্রতি সুধারণা।" –(হুলিয়া-আবূ নুআইম সঙ্কলিত)

٢٢٠– عَنْ عَلِىٍّ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِىْ لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِىْ طَاعَتَكَ وَطَاعَتَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২২০. হযরত আলী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِىْ لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِىْ طَاعَتَكَ وَطَاعَتَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ–

হে আল্লাহ তোমার যিক্র ও নসীহতের জন্যে আমার হৃদয়ের কান খুলে দাও। আমাকে তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্য এবং তোমার কিতাবানুসারে আমলের তাওফীক দান কর। –(মু'জামে আওসাত-তাবারানী সঙ্কলিত)

٢٢١– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تُتْبِعُهُ فَلاَحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا (رواه الطبرانى فى الاوسط والحاكم فى المستدرك)

২২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تُتْبِعُهُ فَلاَحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا–

–"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ঈমানের সাথে সুস্বাস্থ্য এবং প্রার্থনা করছি সদাচরণের সাথে ঈমান। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার সাফল্য, যার পেছনে থাকবে পারলৌকিক সাফল্য, আর প্রার্থনা করছি তোমার রহমত, নিরাময় ও মাগফিরাত এবং তোমার সন্তুষ্টি।
–(মু'জামে আওসত-তাবারানী সঙ্কলিত এবং মুস্তাদরকে হাকিম)

٢٢٢– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لاَ يُصِيْبُنِىْ اِلاَّ مَا كَتَبَ لِىْ وَرِضًا مِنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ (رواه البزار)

২২২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দুআটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لاَ يُصِيْبُنِىْ اِلاَّ مَا كَتَبَ لِىْ وَرِضًا مِنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ-

-"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এমন ঈমান, যা আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রোথিত হয়ে থাকবে এবং এমন সাচ্চা ঈমান, যার আলোকে আমার কাছে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে যায় যে, তুমি যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছ, কেবল সে ভোগান্তিই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে আর আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার অন্তরে এ সন্তোষ ও বুঝ দান কর (যে তুমি আমার জন্যে যে জীবিকা নির্ধারিত করে রেখেছ তাই আমার প্রাপ্য। এতে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আমার কোন গতি নেই)।

-(মুসনাদে বায্‌যার)

٢٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ اَلْطُفْ بِىْ فِىْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ وَاَسْئَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দুআটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلْطُفْ بِىْ فِىْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ وَاَسْئَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ-

"হে আল্লাহ! আমার সকল মুশকিলকে আসান করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর! কেননা সকল মুশকিল আসান করে দেওয়া তোমার জন্যে খুবই সহজসাধ্য। আর আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি দুনিয়া ও আখিরাতে আসানী এবং পূর্ণ নিরাময়।"

-(মু'জামে আওসাত-তাবারানী সঙ্কলিত)

٢٢٤- عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ .... غَيْرَ مَفْتُوْنٍ (مالك فى الموطا)

২২৪. ঈমাম মালিক (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاِذَا اَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ-

"হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি আমাকে তাওফীক দিন যেন ভাল কাজ করতে পারি এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারি, তোমার মিসকীন বান্দাদেরকে ভাল বাসতে পারি এবং যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফিৎনাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করার ফয়সালা করবে, তখন আমাকে সে ফিৎনায় ফেলার পূর্বেই তোমার কাছে উঠিয়ে নেবে। -(মুআত্তা ঈমাম মালিক)

ব্যাখ্যা ঃ ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইমাম মালিক (রহ) তাবে তাবিয়ীন ছিলেন। তিনি কখনো কখনো কোন কোন হাদীস সনদ বর্ণনা ব্যতিরেকেই কেবল আমার কাছে এরূপ রিওয়ায়াত পৌঁছেছে বলে বর্ণনা করে দিতেন। মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় এ হাদীস গুলোকে بلاغات مالك বলা হয়ে থাকে এবং হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণের নিকট এগুলো বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। এ রিওয়ায়াতটিও সে পর্যায়ারই একটি রিওয়ায়াত।

٢٢٥- عَنْ بُسْرِ بْنِ اَرْطَاةَ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ (رواه احمد وابن حبان والحاكم)

২২৫. হযরত বুসর ইব্‌ন আরতাত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যবানীতে এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ-

"হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজের পরিণতিকে উত্তম কর এবং আমাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে হিফাযত কর।"

-(মুসনাদে আহ্‌মদ, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, মুস্তাদরাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আটিও অত্যন্ত মুখতসর অথচ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক।

٢٢٦- عَنْ أُمِّ مَعْبَدِ الْخُزَاعِيَةِ مَرْفُوْعًا اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ .... وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ (رواه الحكيم الترمذى والخطيب)

২২৬.উম্মে মা'বাদ খুযাইয়া (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ-

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে কপটতা থেকে পবিত্র কর এবং আমার আমলকে রিয়া থেকে পবিত্র কর। এবং আমার রসনাকে মিথ্যা এবং আমার চোখকে খিয়ানত থেকে পবিত্র কর। কেননা, তুমি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন রহস্যাদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছে।" —(নাওদিরে হাকীম তিরমিযী ও তারীখে খতীব)

ব্যাখ্যা ঃ এ সব দু'আর ব্যাপকতা সুস্পষ্ট। এগুলোর বক্তব্যও কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। চিন্তাশীল ও সমঝদার লোকের জন্যে এর প্রতিটি অংশই মা'রিফতের এক একটি বিরাট ভাণ্ডার স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই সব সুসংরক্ষিত এবং মহামূল্যবান উত্তরাধিকারের যথার্থ কদর করতে পারি এবং এসব দু'আর মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের বরকত সরাসরি মালিকুল মুলকের ধনভাণ্ডার থেকে হাসিল করতে পারি!

٢٢٧- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا اَنْ نَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْئَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ .... اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (رواه الترمذى والنسائى)

২২৭ হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন যেন আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ দু'আ করি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْئَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَّقَلْبًا سَلِيْمًا وَّاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ -

"হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি দীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা-অবিচলতা এবং উন্নতমানের যোগ্যতা ও বোধ শক্তি। এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং উত্তমরূপে ইবাদতের তাওফীক। আর প্রার্থনা করছি তোমার নিকট সত্যবাদী রসনা ও বিমল অন্তর এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিকট সে সব অনিষ্ট থেকে, যা তুমিই অবগত রয়েছ এবং প্রার্থনা করছি তোমার নিকট সে সব কল্যাণ, যা তুমিই অবগত রয়েছো এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করছি সে সব অপরাধ ও পাপতাপ থেকে, যা তুমিই অবগত রয়েছ। কেননা, তুমি সকল গোপনীয় ও লোকচক্ষুর অগুরালে থাকা ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" —(তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আটির এক একটি অংশ নিয়ে ভাবুন-এর মধ্যে একজন মু'মিনের ঈপ্সিত প্রতিটি ব্যাপারই শামিল রয়েছে। ইব্ন আসাকিরও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর রিওয়ায়াতে বাড়তি এতটুকু আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা)-কে এ দু'আটি শিক্ষা দেওয়ার পর বলেছিলেন ঃ

"হে শাদ্দাদ ইব্ন আওস! যখন তুমি দেখতে পাবে যে, লোক রাজস্বরূপে স্বর্ণরৌপ্য সম্পদ ভাণ্ডারে তুলছে তখন তুমি এ দু'আকেই তোমার সম্পদ ভাণ্ডার জ্ঞান করবে।"

٢٢٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُ دُعَاءَكَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِىْ وَصَلَ اِلَىَّ مِنْهُ اَنَّكَ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ قَالَ : فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا؟ (رواه الترمذى)

২২৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতরাতে আপনাকে আমি দু'আ করতে শুনেছি। সে দু'আর এ শব্দগুলো আমার কানে পৌঁছেছে। আপনি বলছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ–

"হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন! এবং আমার বাড়ি আমার জন্য প্রশস্ত করে দিন! এবং আমাকে যে জীবিকা দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি এ শব্দগুলো কিছু বাদ দিয়েছে দেখতে পাও ? –(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বান্দাকে তার জীবিকার মধ্যে বরকত দেওয়া হবে, তার বসবাসের জন্যে এমন প্রশস্ত বাসভবন দেওয়া হবে যাকে সে প্রশান্ত ও যথেষ্ট মনে করে আর আখিরাতে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপতাপের ক্ষমার ফয়সালা হয়ে যাবে, সেতো সব কিছুই পেয়ে গেল! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শেষ বাক্য ঃ

هَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا ؟

এর অর্থও তাই যে, বান্দার যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই এ দু'আতে এসে গেছে। ছোট ছোট এ তিনটি বাক্যে কিছুই আর বাদ পড়েনি।

٢٢٩– عَنْ طَارِقِ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ اَقُوْلُ حِيْنَ اَسْئَلُ رَبِّىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ (وَجَمَعَ اَصَابِعَهُ الْاَرْبَعَ اِلاَّ الْاِبْهَامَ) فَاِنَّ هٰؤُلاَءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِيْنَكَ وَدُنْيَاكَ (رواه ابن ابى شَيْبَةَ)

২২৯. হযরত তারিক আশজাই (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এক ব্যক্তি হাযির হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলো, আমি যখন আমার মনিবের (মানে আল্লাহ্‌র) কাছে প্রার্থনা করবো, তখন কি বলবো ? (অর্থাৎ কি বলে তাঁর কাছে দুআ করবো ?) তখন তিনি বললেন ঃ তুমি এ ভাবে দুআ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ–

"হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও! আমাকে দয়া কর! আমাকে নিরাময় কর! আরাম দাও! আমাকে রিযিক দান কর!"

এ সময় তিনি তাঁর পবিত্র হাতের চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে (চার বিষয়ের প্রতি) ঈঙ্গিত করলেন, শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া এবং বললেন– এ চারটি কালিমা তোমার

দীন ও দুনিয়ার সকল স্বার্থকে শামিল করে নিয়েছে।"

– (মুসান্নাফ ইব্‌ন আবূ শায়বা)

ব্যাখ্যাঃ নিঃসন্দেহে যার দুনিয়ায় তার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকা ও শান্তি সচ্ছলতা জুটে যায় আর আখিরাতেও তার মাগফিরাত ও রহমতের ফয়সালা হয়ে যায়, সে তো প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই পেয়ে গেল। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাতানো একটি অন্যতম সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক দু'আ।

সহীহ মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে আছে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বপ্রথম তাকে সালাত শিক্ষা দিতেন এবং এ দু'আটিও সাথে সাথে শিক্ষা দিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ

٢٣٠– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ قُدْرَتِكَ وَاَدْخِلْنِىْ فِىْ رَحْمَتِكَ وَاقْضِ اَجَلِىْ فِىْ طَاعَتِكَ وَاخْتِمْ لِىْ بِخَيْرٍ عَمَلِىْ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ (رواه البيهقى فى السنن)

২৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِى قُدْرَتِكَ وَاَدْخِلْنِىْ فِىْ رَحْمَتِكَ وَاقْضِ اَجَلِىْ فِىْ طَاعَتِكَ وَاخْتِمَ لِىْ بِخَيْرٍ عَمَلِىْ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ –

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কুদরত থেকে নিরাময় দান কর, আমাকে তোমার রহমতের ছায়াতলে নিয়ে নাও! আমার জীবন তোমার আনুগত্যের মধ্যে পূর্ণ করে দাও! (মানে গোটা জীবনই যেন আমি তোমার আনুগত্যর মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারি সে তাওফীক দান কর।) আমার সর্বোত্তম আমলের মধ্যে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাও এবং এর পরিণতি বা ফলশ্রুতিতে আমাকে জান্নাত দান করবে।

–(সুনানে কুবরা-বায়হাকী সঙ্কলিত)

٢٣١– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُمَا اِلاَّ اَنْتَ (رواه الطبرانى فى الكبير)

২৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا اِلَّا اَنْتَ-

হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি তোমার ফজল ও তোমার রহমত। কেননা, একমাত্র তুমিই এ দুটির মালিক-তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

– (তাবারানী)

ব্যাখ্যা ঃ মা'আরিফুল হাদীসের এ সিরিজে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সব জাগতিক ও বৈষয়িক নিয়ামত প্রদত্ত হয়ে থাকে, এ গুলোকে কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় 'ফযল' (করুণা) বলা হয়। পক্ষান্তরে রূহানী ও পারলৌকিক রিয়ামতসমূহকে রহমত বলে অভিহিত করা হয়। সে হিসাবে এ দু'আর মর্ম দাঁড়াচ্ছে এই ঃ হে আল্লাহ! ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বৈষয়িক ও আত্মিক সকল নিয়ামতের মালিক তুমিই; তুমি ছাড়া আর কেউ এমন নেই, যে কিছু দিতে পারে। এজন্যে আমি তোমারই কাছে উভয়বিধ নিয়ামত প্রার্থনা করছি।

٢٣٢- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً وَمِيْتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِىٍّ وَلَاَ فَاضِحٍ (رواه البزار والحاكم والطبرانى فى الكبير)

২৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً وَمِيْتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِىٍّ وَلَاَ فَاضِحٍ-

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি পরিচ্ছন্ন জীবন এবং সরল-সহজ মৃত্যু (যা অপমৃত্যু হবে না) এবং (আসল বাসস্থান আখিরাতের দিকে) এমন প্রত্যাবর্তন, যাতে কোন অপমান-অপযশ নেই।

–(মুসনাদে বায্যার, মুস্তাদরাক হাকিম, মু'জামে কবীর, তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের মঞ্জিল হচ্ছে তিনটি :

১. পার্থিব জীবন

২. মৃত্যু এবং

৩. পরকাল

এ সংক্ষিপ্ত দু'আতে তিনটি মঞ্জিলের জন্যে অত্যন্ত সরল-সহজ ভাবে সর্বোত্তম প্রার্থনাই নিহিত রয়েছে।

٢٣٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ (رواه الترمذى وابن ماجه)

২৩৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ-

"হে আল্লাহ! আমাকে যে ইলম আপনি দান করেছেন, তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং আমার জন্যে যা উপকারী বা উপাদেয়, সেরূপ ইলম আমাকে দান করুন এবং আমার ইলম বৃদ্ধি করুন। আল্লাহর প্রশংসা সর্বাবস্থায় এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নাম বাসীদের অবস্থা থেকে।"

–(জামে' তিরমিযী ও সুনান ইব্ন মাজা)

٢٣٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَاَ تَنْزِعْ مِنِّيْ صَالِحَ مَا اَعْطَيْتَنِىْ (رواه البخارى)

২৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَاَ تَنْزِعْ مِنِّيْ صَالِحَ مَا اَعْطَيْتَنِىْ-

–"হে আল্লাহ! আমাকে এক পলকের জন্যেও আমার নফস বা প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে রেখো না এবং উত্তম যা কিছুই আমাকে দান করেছো (তা উত্তম আমল হোক চাই তা উত্তম অবস্থাই হোক) তা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিও না।"

–(মুসনাদে বায্যার)

ব্যাখ্যা ঃ বান্দার কাছে যা কিছুই কল্যাণকর রয়েছে তার সবটা আল্লাহরই দান। আল্লাহ তা'আলা যদি একটি মুহূর্তের জন্যেও তাঁর দয়ার দৃষ্টি তুলে নেন এবং বান্দাকে

তার নফসের হাতে ছেড়ে দেন তা হলে সে দীন-হীন-রিক্ত হয়ে যাবে। এজন্যে প্রতিটি আল্লাহ ওয়ালা বান্দার অন্তরের ধ্বনি হয় ঃ হে আল্লাহ! একটি মুহূর্তের জন্যেও তুমি আমাকে আমার নফসের হাওয়ালা করে দিওনা। অহরহ তুমি আমার দেখাশোনা কর এবং আমার প্রতি অনুক্ষণ তোমার সদয় দৃষ্টি রাখ!

٢٣٥- عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَىَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّىْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِىْ (رواه الحاكم)

২৩৫. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَىَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّىْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِىْ-

-"হে আল্লাহ্! আমার বার্ধক্য কালে এবং আমার জীবনের অন্তিম অংশে আমার জীবিকা প্রশস্ততর করে দিও।" -(মুস্তাদরকে হাকিম)

ব্যাখ্যা ঃ বার্ধক্য বা জীবনের শেষ অংশে জীবিকার অসচ্ছলতা অধিক কষ্টের কারণ হতে পারে। কেননা তখন মানুষ দৌড়-ঝোপ বা চেষ্টা-তদবীর করতে পারে না। এ ছাড়া এ সময়টা মৃত্যুর নিকটবর্তী কাল হয়ে থাকে। প্রত্যেক মু'মিনেরই আন্তরিক কামনা থাকে, এ সময়টা যেন আল্লাহ্র স্মরণ এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে অন্যান্য সাংসারিক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়। এ জন্যে এ দু'আটি প্রতিটি মু'মিনের অন্তরের ধ্বনি হওয়া উচিৎ।

٢٣٥- عَنْ اَنَسٍ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَه وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَا تِيْمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ (رواه الطبرانى)

২৩৬. হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَه وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَا تِيْمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ-

-"হে আল্লাহ! আমার জীবনের অন্তিম অংশকে আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ করে দাও আর আমার অন্তিম আমল বা কর্মকে আমার সর্বোত্তম আমল করে দিও এবং আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন যেন হয় সেটি, সে দিন আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবো।" (অর্থাৎ আমার মৃত্যুর দিন) -(মু'জামে কবীর ঃ তাবারানী সঙ্কলিত)

٢٣٧- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا .... الْخَيْرَ كُلَّه (رواه احمد وابن ماجه والطبرانى فى الكبير)

২৩৭. হযরত আবূ উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَانَنَا كُلَّه -

-"হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও! আমাদের প্রতি সদয় হও! আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও! আমাদের (দু'আ-দরূদ, ইবাদত-বন্দেগী) কবূল কর এবং আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দান করবে এবং আমাদের সকল ব্যাপার দুরস্ত করে দাও।"

তখন তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্যে আরো বেশি দু'আ করুন! তখন তিনি বললেন ঃ

এ দু'আতে কি আমি সকল অভীষ্ট বস্তুই একত্রিত করে দেই নি ?

-(মুসনদে আহ্মদ, সুনান ইব্ন মাজা, মু'জামে কবীর)

ব্যাখ্যাঃ এ দু'আতে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। রহমত প্রার্থনা করা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কবূলিয়তের দু'আ করা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ করা হয়েছে। সর্বশেষে সকল ব্যাপারের তথা সকল মুয়ামেলা এবং সকল অবস্থা দুরস্ত করার প্রার্থনা জানান হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এর পর মানুষের আর কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। এর পর আর যা কিছুই বলা হবে তা হবে এরই ব্যাখ্যা স্বরূপ। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ؟ اَوَ لَيْسَ قَدْ جَمَعْنَا الْخَيْرَ كُلَّه

-"আমি কি এতে সকল কল্যাণকর ব্যাপারই শামিল করে নেইনি, যা একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতে অভীষ্ট মকসুদ হতে পারে ?"

٢٣٨- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ يَوْمًا ....فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ

زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَاَرْضَ عَنَّا (رواه احمد والترمذى)

২৩৮. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিলো। (আর ওহী নাযিলের সময় যে বিশেষ অবস্থা তাঁর মধ্যে দেখা দিতো তা তাঁর মধ্যে দেখা দিল। যখন সে অবস্থার অবসান ঘটল) তখন তিনি কিবলামুখী হলেন। হাত উঠিয়ে এরূপ দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَاَرْضَ عَنَّا–

–"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃদ্ধি করে দাও, আমাদেরকে কম দিবে না! আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপদস্থ করো না। আমাদেরকে সর্বপ্রকার নিয়ামত দান কর, আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে আপন করে নাও, অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিও না। আমাদেরকে প্রসন্ন করে দাও এবং তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে যাও।" –(মুসনাদে আহ্‌মদ, জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে পরে এটুকুও আছে যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সূরা মু'মিনূনের প্রথম দশটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। তাঁর কলবে এর অনন্য সাধারণ প্রভাব পড়ে। সে অনুভূতিতে আপ্লুত অবস্থায় তিনি নিজের এবং নিজ উম্মতের জন্যে এ দু'আটি করেছিলেন।

এ হাদীসের দ্বারা এটুকুও জানা গেল যে, ঐকান্তিক ভাবে দু'আ করার সময় কেবলামুখী হয়ে এবং দু'হাত তুলে দু'আ করাই বাঞ্ছনীয়।

٢٣٩– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا

(رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم فى المستدرك)

২৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا –

–"হে আল্লাহ! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে দিন! আমাদের অন্তর সমূহকে পারস্পরিক সৌহার্দময় করে দিন! আমাদের শান্তির পথসমূহে পরিচালিত করুন! আমাদেরকে সর্বপ্রকার গুমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পানে নিয়ে যান। যাহেরী-বাতেনী সর্বপ্রকার অশ্লীলতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের কান-চোখ ও অন্তরসমূহে বরকত দান করুন। আমাদের সহধর্মিণীদের এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যে বরকত দান করুন! আমাদের তাওবা কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি আপনার তাওবা কবূলকারী এবং পরম দয়ালু। এবং আমাদেরকে আপনার নিয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, প্রশংসাকারী এবং সাদরে বরণকারী বানাও এবং তোমার নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে আমাদেরকে দান কর।" –(তাবারানী তাঁর কবীর এ এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে)

ব্যাখ্যা ঃ এ ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আতে সর্ব প্রথম পারস্পরিক সম্পর্কের দুরুস্তি এবং অন্তরসমূহের সৌহার্দ-সম্প্রীতির প্রার্থনা জানান হয়েছে। বস্তুত অন্তরের অমিল এবং হিংসা-বিদ্বেষের দ্বারা মানুষের দীন-দুনিয়া, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক তাবৎ নিয়ামত থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার জন্যে জরুরী হচ্ছে সমাজ হিংসা-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। এছাড়া ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্পীতি-সৌহার্দ একটি কাম্য বস্তুও বটে।

চোখ-কান, বিবি বাচ্চার মধ্যে বরকতের অর্থ হচ্ছে এ সব নিয়ামত যেন আজীবন বহাল থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্যে যে উপকার রেখেছেন, সেগুলো থেকে অব্যাহতভাবে যেন উপকৃত হওয়া যায়।

নিয়ামত সমূহের কদর এবং এগুলোর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসার তাওফীকও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত হয়ে থাকে। এথেকে বঞ্চিত থাকাটাও একটা বড় রকমের বঞ্চনা। এজন্যে এটাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা

উচিত এবং একজন কাঙাল ও দয়ার ভিখারী বান্দা হিসাবে প্রতিটি নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে দানের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দরখাস্ত জানানো উচিত।

٢٤٠- عَنْ عَائِشَةَ (مَرْفُوْعًا) رَبِّ اَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا (رواه احمد)

২৪০. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

رَبِّ اَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا-

–"হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রবৃত্তিকে তাক্ওয়া মণ্ডিত কর, তার শুদ্ধি সাধন কর। তুমিই তার সর্বোত্তম শুদ্ধিসাধনকারী এবং তার মালিক ও মওলা।

–(মুসনাদে আহ্‌মদ)

٢٤١- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (مَرْفُوْعًا) قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ (رواه الضيا فيء المختارة والطبراني في الكبير)

২৪১. হযরত আবূ উমামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ-

–"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি পরিতৃপ্ত হৃদয়, মৃতুর পর তোমার সদনে হাযির হওয়ার প্রত্যয়ে যে হৃদয় প্রত্যয়ী, তোমার ফয়সালায় যে সন্তুষ্ট, তোমার পক্ষ থেকে যে দানই প্রদও হোক তাতেই যে তৃপ্ত।"

(মুখতারা যিয়া মাক্দেসী সঙ্কলিত এবং মু'জামে কবীর তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ পরিতৃপ্ত হৃদয় বা নফসে মুৎমায়েন্না বলে ঐ হৃদয়কে, যার এসব গুণ রয়েছে। আর এটা এমনি একটা নিয়ামত, যা বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টতর বান্দারাই কেবল লাভ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে তা নসীব করুন।

٢٤٢- عَنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ لِيْ عَلِيٌّ اَلاَ اُعَلِّمُكَ دُعَاءً عَلَّمَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ (رواه الطبراني في الاوسط)

২৪২. হারিছ আ'ওয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দেবো, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম অবশ্যই।

তিনি বললেন তুমি বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ-

–"হে আল্লাহ! তুমি তোমার যিকর তথা হিদয়াত ও কুরআনের জন্যে আমার হৃদয়ের কানসমূহকে খুলে দাও! আমাকে তোমার ও তোমার রাসূলের তাবেদারী এবং তোমার কিতাবের উপর আমল করার তাওফীক দান কর।"

–(মু'জামে আওসত-তাবারানী সঙ্কলিত)

٢٤٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ كَاَنِّيْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَاَسْعِدْنِيْ بِتَقْوَاكَ وَلاَ تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ (رواه الطبراني في الاوسط)

২৪৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ كَاَنِّيْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَاَسْعِدْنِيْ بِتَقْوَاكَ وَلاَ تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ-

"হে আল্লাহ! আমার অবস্থা এমন করে দাও, যেন তোমার দরবারে হাযির হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আমৃত্যু তোমার ক্রোধ ও দাপটের ভয়ে এমনি ভীত-সন্ত্রস্ত থাকি, যেন অহরহ আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তোমার ভয়-ভীতি-তাকওয়া দিয়ে আমাকে ভাগ্যবান কর এবং তোমার না-ফরমানীতে লিপ্ত করে আমাকে ভাগ্য বিড়ম্বিত ও অভাগা বানিয়োনা।" – (মু'জামে আওসাত ঃ তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত দু'আ সমূহে বিশেষত এ দু'আটিতে কত সংক্ষিপ্ত শাব্দমালার মাধ্যমে কী বিরাট বক্তব্য উপস্থান করা হয়েছে এবং কত বিরাট নিয়ামতসমূহের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এ দু'আগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ উত্তরাধিকার স্বরূপ। এগুলোর মূল্যমান উপলব্ধি করার এবং কদর করার তাওফীক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন!

٢٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدَّمُ دَمْعًا وَالْاَضْرَاسُ جَمْرًا (رواه ابن عساكر)

২৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدَّمُ دَمْعًا وَالْاَضْرَاسُ جَمْرًا-

"হে আল্লাহ! আমাকে এমন দু'টি অশ্রু বর্ষণকারী চোখ দান কর, যা তোমার ভয়ে অশ্রুবর্ষণ করে আমার হৃদয়কে সিক্ত করে সে দিনের পূর্বে, যে দিন অনেক চোখই রক্তাশ্রু বর্ষণ করবে আর অনেক অপরাধী ব্যক্তির চোয়ালই (জ্বলে-পুড়ে) অঙ্গারে পরিণত হবে।" (ইব্ন আসাকির)

ব্যাখ্যা ঃ যে সব বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা হাকীকতের জ্ঞান দান করেছেন তাদের দৃষ্টিতে সে সব চোখই দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, যেগুলো আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করে এবং তাদের অন্তর সে বর্ষণেই সিক্ত হয়। এজন্যে তাঁরা অশ্রু বর্ষণকারী চোখের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

٢٤٥- عَنِ الْهَيْثَمِ الطَّائِىْ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَىَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِىْ وَاقْطَعْ عَنِّىْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاَقْرِرْ عَيْنِىْ مِنْ عِبَادَتِكَ (رواه ابو نعيم فى الحلية)

২৪৫. হযরত হায়সম ইব্ন মালিক তাঈ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَىَّ كُلِّهَا وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِىْ وَاقْطَعْ عَنِّىْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاَقْرِرْ عَيْنِىْ مِنْ عِبَادَتِكَ-

"হে আল্লাহ! পৃথিবীর তাবৎ বস্তু থেকে তোমার প্রতি ভালবাসাকেই আমার জন্যে প্রিয়তম করে দাও! তোমার ভয়কেই আমার কাছে সব চাইতে বেশি ভযের বস্তু করে দাও। তোমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ আমার অন্তরে এত প্রবল করে দাও, যাতে আমার অন্তর যেন পৃথিবীর অন্য কিছুর প্রয়োজনই বোধ না করে। আর যেখানে তুমি অনেক পৃথিবীবাসীকে তাদের ঈপ্সিত বস্তুসমূহ দান করে তাদের চোখ জুড়াও, তখন তুমি তোমার ইবাদত দিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে দিও!" -(আবূ নুআয়ম ঃ হিল্‌ইয়া)

٢٤٦- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ (رواه الترمذى)

২৪৬. হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ) যে দু'আ করতেন তা ছিল এরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ-

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ভালবাসা এবং তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের ভালবাসা আর সে আমল, যা আমাকে তোমার ভালবাসার

মাকামে পৌঁছাবে। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার নিজের প্রাণ ও নিজের পরিবারবর্গ এবং শীতল পানির চাইতেও প্রিয়তর করে দাও!

রাবী হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই হযরত দাউদ (আ) -এর কথা উল্লেখ করতেন তখন তাঁর সম্পর্কে এও বলতেন যে, তিনি ছিলেন সর্বাধিক ইবাদত গুযার বান্দা। —(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত দাঊদ (আ)-এর এ দুআটিতে তাঁর অফুরন্ত খোদা প্রেমেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাই এ দু'আটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্যন্ত পসন্দনীয় ছিল। এজন্যে তিনি খাসভাবে সাহাবায়ে কিরামকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন। নবুওতের গুণটি সব নবীর মধ্যে সাধারণ ও অভিন্ন হলেও কোন কোন্ নবীর বিশেষ বিশেষ কিছু গুণ রয়েছে, যে গুণটিতে তিনি অন্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকেন। এ হাদীসটির দ্বারা জানা গেল যে, ইবাদতের আধিক্য হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

٢٤٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ الْاَنْصَارِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ (رواه الترمذى)

২৪৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন য়ায়ীদ খাতিমী আনসারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু'আর মধ্যে এরূপও বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ–

—"হে আল্লাহ! আমাকে অন্তরে তোমার ভালবাসা দান কর এবং যার ভালবাসা তোমার নিকট আমার উপকারে আসবে তাঁর ভালবাসাও দান কর। হে আল্লাহ! আমার পসন্দনীয় যে সব বস্তু তুমি আমাকে দান করেছো, সেগুলো দিয়ে তোমার পসন্দনীয় কাজের শক্তি আমাকে দান কর। আর আমার পসন্দনীয় যে সব বস্তু তুমি আমাকে দান

করো নি (এবং আমার সময়কে সেগুলো থেকে অবসর দিয়ে রেখেছো) সে অবসরকে তোমার পসন্দনীয় কাজে ব্যায়ের তাওফীক তুমি আমাকে দান কর।"

—(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ মানুষকে যদি তার ঈপ্সিত বস্তুসমূহ দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সে সেগুলোতে ডুবে গিয়ে আল্লাহকে ভুলেও বসতে পারে বা তা থেকে গাফেল হয়ে যেতে পারে। অথবা এমন ভাবে সে এগুলো ব্যবহার করতে পারে, যাতে আল্লাহ থেকে তার দূরত্ব বেড়ে যেতে পারে। অনুরূপ তার ইপ্সিত বস্তুসমূহ না পাওয়ার বেলায় সে অন্যবিধ রঙ-তামাশায় লিপ্ত হয়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারে। তাই বান্দার উচিত হচ্ছে সব সময় এ দু'আ করা যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে তার ইপ্সিত বস্তুসমূহ দানই করেন তা হলে এগুলোকে যেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ব্যবহারের তাওফীকও তিনি তাকে দান করেন। আর যদি ইপ্সিত বস্তুসমূহ তিনি একান্তই দান না করেন, ফলে তার অবসর জুটে তাহলে সে অবসর সময় যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয়ের তাওফীক তিনি দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিটি দু'আই নিঃসন্দেহে মা'ফিকতের এক একটি ভাণ্ডার স্বরূপ।

٢٤٨– عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

(رواه الترمذى)–

২৪৮. হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ দু'আটি শিক্ষ দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ–

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সততা ঢেলে দাও এবং আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। "(অর্থাৎ আমাকে আমার জন্যে কল্যাণকর অভিরুচির অধিকারী কর এবং অকল্যাণকর অভিরুচি ও প্রবৃত্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর। এর অনিষ্ট থেকে তুমি আমাকে তোমার নিজ হিফাযতে রাখো।) (তিরমিযী)

٢٤٩– عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ عِنْدَهَا يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ–

২৪৯. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর পাশে থাকতেন তখন অধিকাংশ সময়ই তিনি এরূপ দু'আ করতেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ–

"হে অন্তরসমূহের ওল্ট-পাল্টকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অটলভাবে কায়েম রেখো!" –(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ রিওয়ায়াতে তারপর হযরত উম্মে সালামার এ বর্ণনাও রয়েছে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করলাম, আপনি যে প্রায়ই এ দু'আটি করেন তার কারণ কি ? হযরত উম্মে সালামা (রা) সম্ভবত এ প্রশ্নের দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আপনি তো গুনাহখাতার উর্ধ্বে, আপনার তো কোন গুনাহ নেই, তাহলে এমনটি দু'আ করেন কেন ? জবাবে হুযুর (স) বললেন ঃ প্রতিটি মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ তা'আলার হাতে। যার অন্তঃকরণকে তিনি ইচ্ছা করেন সরল পথে রাখেন এবং যার অন্তঃকরণকে তিনি চান বক্র করে দেন। তাঁর এ জবাবের তাৎপর্য হচ্ছে আমার ব্যাপারটাও তাঁরই মর্জির অধীন। তাই আমারও উচিত তাঁর দরবারে এ জন্যে প্রার্থনা করা। নিঃসন্দেহে যে বান্দা তার নফসকে এর সাথে তার রবকে চিনবার তাওফীক লাভ করবে, তার অবস্থাই এরূপ হতে বাধ্য। এমন ব্যক্তি কখনো নিজেকে নিরাপদ বা নিঃশঙ্ক বোধ করবে না। বান্দার জন্যে এটাই তাঁর আত্মিক উন্নতি ও কৃতিত্বের লক্ষণ। ফার্সী কবির ভাষায় ঃ قريبان را بيش بود حيرانى যাহার নৈকট্য ঘটে, তাহার হয়রানী বটে হয় বহুবেশি।

٢٥٠– عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (مَرْفُوْعًا) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّ نِىْ رِضَاكَ ضُعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَا صِيَتِىْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰى رِضَائِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِيْ وَاِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَاِنِّىْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِىْ (رواه الطبرانى فى الكبير)

২৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّ نِىْ رِضَاكَ ضُعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَا صِيَتِىْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰى رِضَائِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِيْ وَاِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَاِنِّىْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِىْ–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার এক দুর্বল বান্দা, তোমার সন্তুষ্টি অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতাকে তুমি শক্তিতে রূপান্তরিত কর। (যাতে করে আমি পূর্ণ শাক্তিতে

তোমার সন্তোষের কাজগুলো করতে পারি।) তুমি আমার ঝুটি[১] চেপে ধরে আমাকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাও! ইসলামকে আমার পরম সন্তুষ্টির বস্তু বানিয়ে দাও!

হে আল্লাহ! আমি দুর্বল। তুমি আমার দুর্বলতা দূর করে দিয়ে আমাকে সবল করে দাও! হে আল্লাহ! আমি তুচ্ছ মর্যাদাহীন, তুমি আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত কর। আমি নিঃস্ব আমি রিক্ত, তুমি আমাকে আমার জীবিকা তথা প্রয়োজনীয় সবকিছু দান কর!

–(মু'জামে কবীর ঃ তাবারানী সঙ্কলিত)

٢٥١– عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (مَرْفُوْعًا) اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَفِىْ نَفْسِىْ لَكَ فَذَلِّلْنِىْ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِىْ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِىْ (رواه ابن لال فى مكارم الاخلاق)

২৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ দু'আটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَفِىْ نَفْسِىْ لَكَ فَذَلِّلْنِىْ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِىْ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِىْ–

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার প্রিয়পাত্র বানিয়ে নাও! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যেন আমি নিজেকে তোমার সম্মুখে তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করি! অন্য লোকদের চোখে তুমি আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত কর। মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো!"

–(মাকারিমুল আখলাক ঃ ইব্‌ন লাল সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ কোন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা নিজে ভালবাসবেন, এর চাইতে বড় নিয়ামত আর কী হতে পারে ? প্রতিটি মু'মিনের অন্তরে এ কামনা বা আকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ দু'আটিতে সর্বপ্রথম তাই প্রার্থনা করা হয়েছে। অনুরূপ এটাও বান্দার প্রতি আল্লাহর একটা বিরাট দান যে, বান্দা নিজেকে দীনহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করবে; কিন্তু আল্লাহর বান্দারা তাকে সম্মানের চোখে দেখবে এবং সমীহ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ মর্মের এ দু'আটি ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنَىْ صَغِيْرًا وَّفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

٢٥٢– عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

১. মূল আরবীতে শব্দটি আছে ناصيتى যার শাব্দিক অর্থ আমার কপাল বা কপালের চুল। বাংলায় এরূপ ক্ষেত্রে ঝুটি বা ঝুঁটি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিধায় অনুবাদে আমি এ শব্দটিই ব্যবহার করলাম। – অনুবাদক

وَسَلَّمَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَلاَّقُ الْعَظِيْمُ......... يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
(رواه الديلمى)

২৫২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْخَلاَّقُ الْعَظِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الْجَوَادُ الْكَرِيْمُ فَاغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاسْتُرْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَلاَ تُضِلَّنِيْ وَاَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

"হে আল্লাহ! তুমিই সব কিছুর স্রষ্টা, মহান সৃষ্টিকর্তা। হে আল্লাহ! তুমি সবকিছু শুন ও জান, তুমি সামীউন আলীম। হে আল্লাহ! তুমি পরম ক্ষমাশী,ল পরম দয়ালু! হে আল্লাহ! তুমি মহান আরশের অধিপতি, হে আল্লাহ, তুমি পরম বদান্যশীল ও পরম মেহেরবান। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা কর, আমার প্রতি সদয় হও! আমাকে সার্বিক নিরাময় দান কর। এবং আমাকে জীবিকা দান কর। আমার গোপনীয়তা তুমি রক্ষা কর। আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দাও! আমাকে মর্যাদা মণ্ডিত কর! আমাকে তোমার পথে পরিচালিত কর! আমাকে গুমরাহী থেকে রক্ষা কর! আমাকে (মৃত্যুর পর) পরকালে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাও তোমারই রহমতের সাহায্যে ইয়া আরহামার রাহিমীন, হে সকল দয়ালুর বড় দায়ালু।

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ দু'আটি শিক্ষা দিলেন এবং সাথে সাথে বললেন ঃ "দুআর এ বাক্যগুলো তুমি নিজেও শিখ এবং তোমার পরবর্তীদেরকেও এগুলো শিক্ষা দাও!"

ব্যাখ্যা ঃ কত ব্যাপক দু'আ এটি! এ দু'আটি না শিখা এবং এথেকে উপকৃত না হওয়াটা যে অত্যন্ত ক্ষতিকর, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা'আলা এ অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের মূল্য অনুধাবনের এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আসমূহ

হাদীস ভান্ডারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কৃত যে সব দু'আর বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই হচ্ছে ঐ জাতীয়, যে গুলোতে তিনি আল্লাহর দরবারে কোন ইহলৌকিক বা পারলৌকিক, কোন আত্মিক বা দৈহিক, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত নিয়ামত বা মঙ্গলের প্রার্থনা করেছেন এবং ইতিবাচক ভাবে কোন প্রয়োজন পূরণের বা অভাব মোচনের দু'আ করেছেন। এ পর্যন্ত এ জাতীয় দেড় শতাধিক দু'আ এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও এমন অনেক দু'আ এতে বর্ণিত হয়েছে, যে গুলোতে ইতিবাচক ভাবে কোন মঙ্গল ও নিয়ামতের বা প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা না করে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন অনিষ্ট থেকে বা কোন বালা-মুসীবত থেকে আশ্রয় ও হিফাযতের দু'আ করেছেন এবং উম্মতকেও তা শিক্ষা দিয়েছেন। এ সমস্ত দু'আকে সামগ্রিকভাবে সম্মুখে রেখে যে ভাবে একথাটি বলা একান্তই ন্যায্য ও যথার্থ যে, ইহকাল-পরকালের হেন কোন মঙ্গল বা প্রয়োজন নেই, যার দু'আ আল্লাহর রাসূল (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে করেননি। এবং যার শিক্ষা তিনি উম্মতকে দেননি। ঠিক তেমনি এই দ্বিতীয় প্রকারের দু'আগুলোকে সামগ্রিক ভাবে সম্মুখে রেখে একান্তই ন্যায্য ও যথার্থ ভাবে বলা যায় যে, ইহকাল ও পরকালের হেন কোন অমঙ্গল বা অনিষ্ট নেই, হেন কোন ফিৎনা-ফ্যাসাদ-বিপর্যয় ও বালামুসীবত আল্লাহ্র দুনিয়ায় নেই, যাথেকে আল্লাহ্র রাসূল (সা) তাঁর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি এবং উম্মতকে তার শিক্ষা দেননি। চিন্তাশীল ও সমঝদার লোকদের জন্যে এটা এ হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উজ্জ্বল মু'জিযা যে তাঁর দু'আ সমূহে মানব জাতির ইহকালীন-পরকালীন, আত্মিক ও দৈহিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, যাহেরী ও বাতেনী ইতিবাচক ও নেতিবাচক সর্বপ্রকারের প্রয়োজন ব্যক্ত হয়েছে। কোন গোপন থেকে গোপনতর, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর মানবীয় প্রয়োজন বা অভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার প্রার্থনা তিনি সর্বোত্তম ভাষা ও ভঙ্গিতে সর্বোত্তম শব্দমালা প্রয়োগে করেননি বা উম্মতকে তার শিক্ষা দেননি। কুরআন মজীদেও এ দ্বিবিধ অর্থাৎ ইতিবাকচক ও নেতিবাচক দু'আ সমূহ মওজুদ রয়েছে এবঙ এর সর্বশেষ দু'টি সূরাই

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

আগাগোড়া আশ্রয় প্রার্থনার বক্তব্যই ধারণ করছে। এ জন্যে এ দূ'টি সূরাকে معوذ تين (মুআব্বেযাতায়ন) বা আশ্রয় প্রর্থনা মূলক সূরাদ্বয় বলে অভিতিহ করা হয়ে থাকে এবং এ দু'টি সূরার মাধ্যমেই কুরআন শরীফ সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ কুরআনী পদ্ধতি অনুসারেই এ লেখকের কাছেও এটাই সমীচীন মনে হয়েছে যে, হাদীসে উক্ত যে সব দু'আর নানারূপ অনিষ্ট ফিৎনা-ফ্যাসাদ, বালা-মুসীবত, মন্দ আমল, মন্দ স্বভাব এবং সর্ব প্রকার অবাঞ্ছিত ব্যাপার-স্যাপার থেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে সেগুলো সর্বশেষে বর্ণনা করি এবং এ গুলোর মাধ্যমেই মা'আরিফুল হাদীসের এ সিলসিলার সমাপ্তি রেখা টানি।

এবার সহৃদয় পাঠক নিম্নে এ জাতীয় হাদীসগুলো পাঠ করুন ঃ

٢٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ (رواه البخارى ومسلم)

২৫৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর কঠোর বালা-মুসীবত থেকে, ভাগ্য বিড়ম্বনায় পাওয়া থেকে, মন্দ তকদীর থেকে এবং শত্রুদের উল্লাস থেকে।

-(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে বাহ্যিক ভাবে তো চারটি বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন অনিষ্ট, কোন কষ্ট, কোন বালা-মুসীবত এবং পেরেশানী এমন খুঁজে পাওয়া যায়না,যা এ চারটির কোন না কোনটির আওতায় পড়ে না।

এ চারটির প্রথমটি হচ্ছে جَهْدُ الْبَلَاءِ (জাহদুল বালা)-কোন বালা-মুসীবতের প্রাবল্য। বালা হচ্ছে এমন প্রতিটি অবস্থা, যা মানুষের জন্য বিব্রতকর ও কষ্টদায়ক হয়ে থাকে এবং যাতে তার কঠিন পরীক্ষা হয়ে থকে। এটা দুনিয়াবীও হতে পারে আবার তা দীনীও হতে পারে, ব্যক্তিগত পর্যায়েরও হতে পারে, আবার তা সমষ্টিগতও হতে পারে। মোদ্দা কথা, এই একটি মাত্র শব্দ সমস্ত বালা-মুসীবত ও আপদ-বিপদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় যে বস্তুটি থেকে এ হাদীসে আশ্রয় প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা হলো دَرْكُ الشَّقَاءِ বা ভাগ্য বিড়ম্বনায় পেয়ে যাওয়া। তৃতীয় ব্যাপার হচ্ছে سُوْءُ الْقَضَاءِ বা মন্দ তকদীর। এ দুটি ব্যাপারে ব্যাপকতাও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যে বান্দা সর্বপ্রকার ভাগ্য বিড়ম্বনা ও মন্দ তকদীর থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় ও হিফাযত লাভ করেছে, নিঃসন্দেহে সে সবকিছুই পেয়ে গিয়েছে। সর্বশেষে যে ব্যাপারটি থেকে এ দু'আতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে شَمَاتَةُ الْاَعْدَاءِ বা শত্রুর উল্লাস অর্থাৎ কোন বিপদ বা ব্যর্থতা দেখে শত্রুদের হাসাহাসি। নিঃসন্দেহে শত্রুদের এ হাসাহাসি এবং খোঁটা দেওয়া অনেক সময় অত্যন্ত মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে তা থেকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে-যদিও পূর্বের তিনটির মধ্যেও এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ আদেশের তা'মিল এবং উক্ত চারটি ব্যাপার থেকে আশ্রয় প্রার্থনার যথার্থ শব্দমালা হবে এরূপঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ-

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বালা-মুসীবতের প্রাবল্য থেকে, ভাগ্য বিড়ম্বনায় পাওয়া থেকে, মন্দ তাকদীর থেকে এবং শত্রুর হাসাহাসি বা খোঁটা থেকে।"

٢٥٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ (رواه البخارى ومسلم)

২৫৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) দু'আচ্ছলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে। ঋণভার থেকে এবং মানুষের দাপট বা চাপ থেকে।" -(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আতে যে আটটি ব্যাপার থেকো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তম্মধ্যে চারটি (দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ঋণভার এবং বিরুদ্ধবাদী বা প্রতিপক্ষের চাপ বা দাপট) এমন, যা যে কোন অনুভূতিশীল ও সচেতন ব্যক্তির জন্যে

জীবনের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চনা এবং ভীষণ মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো তার কর্মক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলশ্রুতিতে এগুলোতে জর্জরিত ব্যক্তিটি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক অনেক সাফল্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে।

অবশিষ্ট চারটি ব্যাপার (অক্ষমতা বা কর্মহীনতা, অলসতা, কৃপণতা ও কাপুরুষতা) এমন সব দুর্বলতা, যদ্দরুন মানুষ সেই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না বা মেহনত-কুরবানীওয়ালা কাজ করতে পারে না, যেগুলো ব্যতীত না দুনিয়াতে কামিয়াবী হাসিল করা যায় আর না আখিরাতের সাফল্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মকাম হাসিল করা যায়। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং নিজ আমল বা অভ্যাস-আচরণের মাধ্যমে উম্মতকেও এর শিক্ষা দিতেন।

٢٥٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ....... بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (رواه البخارى ومسلم)

২৫৫. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা থেকে ও অতি বার্ধক্য থেকে (যা, মানুষকে একান্তই অকেজো-অথর্ব করে দেয়) ঋণভার থেকে এবং পাপাচার থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের শাস্তি এবং দোযখের ফিৎনা থেকে এবং কবরের ফিৎনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে এবং প্রাচুর্যের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে এবং দারিদ্র্যের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে-মুছে

দাও শিলা-বরফের পানি দিয়ে এবং আমার অন্তরকে এমনি ক্লেদ-কালিমা মুক্ত করে দাও, যেমনটি পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে শ্বেতশুভ্র কাপড়কে ময়লা থেকে এবং আমার ও আমার অপরাধরাশির মধ্যে এমনি দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমনটি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ উদয়াচল ও অস্তাচলের মধ্যে।" —(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ দু'আতে অন্যান্য ব্যাপারের সাথে সাথে هرم বা অতিবার্ধক্য থেকেও আমায় প্রার্থনা করা হয়েছে। যে পর্যন্ত হুঁশ-বুদ্ধি ঠিক থাকে এবং পরকালের সম্বল সংগ্রহের কাজ অব্যাহত থাকে, সে পর্যন্ত আয়ু বৃদ্ধি আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট নিয়ামত। কিন্তু যে বার্ধক্যে মানুষ একান্তই অকেজো হয়ে পড়ে, যাকে কুরআন পাকে ارذل العمر বা অতি বার্ধক্য বলা হয়েছে এবং তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। هرم বলে এ হাদীসে বয়সের এ পর্যায়কেই বুঝানো হয়েছে। এ দু'আতে দোযখের শাস্তির সাথে সাথে দোযখের ফিৎনা এবং কবরের আযাবের সাথে সাথে কবরের ফিৎনা থেকেও পানাহ চাওয়া হয়েছে। عَذَابُ النَّارِ বা দোযখের আযাব বলতে দোযখের ঐ শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে, যা দোযখে কাফির ও মুশরিকদের তাদের শিরক ও কুফর পর্যায়ের গুরুতর অপরাধের জন্য ভুগতে হবে। অনুরূপ কবরের আযাব বলতে ঐ শাস্তিকেই বুঝান হয়েছে, যা বড় বড় পাপী-তাপীকে কবরে দেওয়া হবে, কিন্তু তাদের চাইতে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধীরা যদিও দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে না বা কবরেও তাদের প্রতি ঐ রূপ শাস্তি দেওয়া হবে না, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অপরাধীদেরকে দেওয়া হবে, তবুও দোযখ ও কবরের কিছু না কিছু কষ্ট তাদেরকেও স্পর্শ করবে এবঙ তাই তাদের জন্যে যথেষ্ট শাস্তি হবে। এ নগণ্য লেখকের মতে, দোযখের ফিৎনা এবং কবরের ফিৎনা বলতে এ হাদীসে তা-ই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দোযখের আযাব এবং কবরের আযাবের সাথে সাথে এই দোযখের ফিৎনা এবং কবরের ফিৎনা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং নিজ আমল-আচরণের দ্বারাও তার শিক্ষা দিয়েছেন।

দাজ্জালের ফিৎনাও সে সব মহা ফিৎনার একটি, যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বহুলভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং ঈমানদারদেরকে তিনি এর শিক্ষা দিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বড় দাজ্জালদের সংবাদ হুযুর (সা)-কে দিয়েছেন-তার ফিৎসা থেকে এবং সমস্ত দাজ্জালী ফিৎনা থেকে আমাদেরকে নিজ হিফাযত ও আশ্রয়ে রাখুন এবং আমৃত্যু ঈমান ও ইসলামের উপর অটল-অবিচল রাখুন।

এ দু'আতে প্রাচুর্যের ফিৎনার সাথে সাথে দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার ফিৎনা থেকেও আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। ধন-দৌলত নিজে মন্দ কিছু নয়, বরং তা আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত- যদি তার হক আদায় করার এবঙ এর

সদ্ব্যবহারেরও তওফীক মিলে। হযরত উছমান (রা) তাঁর বিত্ত-বিভব ও প্রাচুর্যের দ্বারাই সেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যে, এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করে দেন "আজ থেকে উছমান যাই করুন না কেন তাঁর প্রতি আল্লাহর কোন অসন্তুষ্টি বা ধরপাকড় হবে না।"

(مَا عَلٰى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذَا مَرَّتَيْنِ رواه الترمذى)

অনুরূপ ভাবে দারিদ্র্যের সাথে যদি সবর বা ধৈর্য এবং কানআত বা অল্পে তুষ্টির গুণ থাকে তা হলে তা-ও আল্লাহর একটি নিয়ামতই। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নিজের জন্যে এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্যে দরিদ্রসুলভ জীবনযাত্রাই পছন্দ করেছেন। তিনি দরিদ্র এবং দারিদ্র্য প্র-পীড়িত লোকদের অনেক মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রাচুর্য ও আর্থিক সচ্ছলতা যদি অহঙ্কারী করে তোলে অথবা বিত্ত-বিভব যদি যথাস্থানে যথাযথ ব্যবহারের তওফীক না জুটে, তা হলে তা-ই হয়ে যায় কান্নার কাজ এবং তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। অনুরূপ ভাবে দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার সাথে যদি সবর ও কানআত না থাকে আর এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নানা আকাম-কুকামে লিপ্ত হতে হয়, তা হলে তা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর আযাব। এরই সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছে ঃ

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا

"দারিদ্র্য মানুষকে কুফর পর্যন্তও পৌঁছাতে পারে।"

এ দু'আতে প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের যে ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে এটাই। আর এটা এমনি ব্যাপার, যা থেকে হাজার বার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

এ দু'আর শেষাংশে গুনাহ সমূহের প্রভাব ধুয়ে মুছে ফেলা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবঙ গুনাহরাশি থেকে অনেক অনেক দূরত্ব সৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। বাহ্যত তা ইতিবাচক দু'আ হলেও গভীর ভাবে চিন্তা করলে তাও এক প্রকার নেতিবাচক দু'আ এবং আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা মূলক দু'আই।

٢٥٦– عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ — وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا (رواه مسلم)

২৫৬. হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমতা থেকে, অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে, অতি বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ্! আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর! তুমি তাকে পবিত্র কর, তুমিই তার সর্বোত্তম পবিত্রতা সাধনকারী, তুমিই তার মলিক ও মাওলা।

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই ইল্‌ম থেকে, যা কোন উপকারে আসে না, সেই অন্তর থেকে-যা তোমার ভয়ে ভীত হয় না। সেই নাক্‌স থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না আর সেই দু'আ থেকে- যা কবূল হয় না।" (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উপকার হীন ইল্‌ম, আল্লাহ ভীতি হীন অন্তর আর ভোগলিপ্সু হৃদয়- যার ভোগ লিপ্সার অন্ত নেই আর সেই দু'আ যা আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয়না, এ চার বস্তু থেকে পানাহ্ চাওয়ার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যেন উপাদেয় ইল্‌ম ও অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি দান করেন এবং অন্তরকে ভোগ লিপ্সা থেকে মুক্ত করে পরিতৃপ্তি বা অল্পেতুষ্টির গুণে মন্ডিত এবং দু'আ সমূহের কবুলিয়তের দ্বারা ধন্য করেন সে প্রার্থনা জানানো।

٢٥٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَائَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (رواه مسلم)

২৫৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আসমূহের মধ্যকার একটি দু'আ ছিল এরূপঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَائَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার নিয়ামত চলে যাওয়া থেকে এবং তোমার প্রদত্ত নিরাপত্তা চলে যাওয়া থেকে এবং আকস্মিক ভাবে তোমার কোন শাস্তি এসে পড়া থেকে এবং তোমার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।" – (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ দু'আ থেকে বরং এ সিলসিলার প্রতিটি দু'আ থেকেই বুঝা যায় যে, নবুওত ও রিসালত বরং আল্লাহর মাহবুবিয়াত বা তাঁর প্রেমাস্পদের মাকামে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভাগ্য নির্ধারিণী ফয়সালা সমূহের ব্যাপারে কিরূপ ভীত ও কম্পিত থাকতেন এবং নিজকে আল্লাহর সদয় দৃষ্টি এবং তাঁর হিফাযত ও আশ্রয়ের প্রতি কতটুকু মুখাপেক্ষী বলে মনে করতেন। কবি যাথার্থই বলেছেন ঃ– قریبان را بیش بود حیرانی

- নৈকট্য প্রাপ্ত যেই জন, বেশি হয় হয়রানী তারই অণুক্ষণ।

٢٥٨– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلاَقِ

(رواه ابو داؤد والنسائ)

২৫৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهِمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلاَقِ–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিচ্ছেদকারী মনোমালিন্য থেকে, কপটচারিতা থেকে এবং অসচ্চরিত্রতা থেকে।"

– সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ঃ সর্বপ্রথম এ দু'আতে যে বস্তু থেকে আল্লাহ্র পানাহ চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে شقاق (শিকাক) অর্থাৎ সে কঠিন মনোমালিন্য, যার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের সাথে এমন চরম বিরোধ ও ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং দু'পক্ষের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

نفاق (নিফাক)-এর অর্থ হচ্ছে যাহির ও বাতিনের বিরোধ। বিশ্বাসগত নিফাক বা কপটচারিতা ছাড়াও এটা দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত মুনাফেকী আচরণের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

এ দু'আয় যে তিনটি মন্দ বস্তু থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে অর্থাৎ বিচ্ছেদকারী মনোমালিন্য, মুনাফেকী স্বভাব এবং অসচ্চরিত্রতা-এ তিনটি বদখাসলত মানুষের দীন বরং তার দুনিয়াও বরবাদ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে মা'মূম বা পাপমুক্ত এবং মাহফূয (আল্লাহ যাঁকে গুনাহ থেকে হিফাযত করে রেখেছেন) হওয়া সত্ত্বেও এ বদখাসলতগুলো এতই মারাত্মক যে, তিনিও এগুলোর ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এগুলো থেকে আত্মরক্ষার মু'মিনসুলভ চিন্তা-ভাবনা দান করুন এবং আমরা সর্বদাই যেন এসব বদখাসলত থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করি!

١٥٩– عَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ تَعَوُّذًا اَتَعَوَّذُ بِهِ فَاَخَذَ بِكَفِّىْ وَقَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّتِىْ

(رواه ابو داؤد والترمذى والنسائى)

২৫৯. শকল ইব্ন হুমায়দ বাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আ শিক্ষা দিন, যদ্বারা আমি আল্লাহ্র কাছে পানাহ ও হিফাযত প্রার্থনা করবো! তিনি তাঁর পবিত্র হাতের দ্বারা আমার হাত ধরে বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّتِىّ–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার কানের অনিষ্ট থেকে, আমার চোখের অনিষ্ট থেকে, আমার রসনার অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে, এবং আমার বীর্য তথা যৌনাচারের অনিষ্ট থেকে।"

–(সুনানে আবূ দাউদ, জামো' তিরমিযী এবং নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ কান, চোখ, রসনা, হৃদয় এবং অনুরূপ যৌন ক্ষুধার অনিষ্ট বলতে এগুলো আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী পন্থায় ব্যবহৃত হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে-যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্র গযব ও আযাব নেমে আসে। এজন্যে এগুলোর অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তিনি রক্ষা করলেই বান্দা রক্ষা পেতে বা আত্মরক্ষা করতে পারে, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য।

٢٦.– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ

بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

(رواه ابو داؤد والنسائى وابن ماجه)

২৬০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّه بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ক্ষুধার জ্বালা ও উপবাস থেকে, কেননা তা কতই না মন্দ শয্যাসঙ্গী। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ থেকে, কেননা, তা কতই না মন্দ গোপন অন্তরঙ্গ!

ব্যাখ্যা ঃ যখন মানুষ ক্ষুধাকষ্টের মুখে পড়ে তখন তার নিদ্রা দূর হয়ে যায়। সে তখন ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকে। এ অর্থেই ক্ষুধাকে 'শয্যাসাথী' বলা হয়েছে। আর খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গ সর্বদা লোক চক্ষুর অন্তরালে গোপনেই করা হয়ে থাকে-এর রহস্য কেবল খিয়ামতকারীরই জানা থাকে, এ জন্যে খিয়ানতকে 'গোপন অন্তরঙ্গ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ক্ষুধা এবং খিয়ানতের মত বস্তু থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আশ্রয় প্রার্থনা তাঁর কামালে- আবদিয়তেরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন বলতে হয়। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। এতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ব্যাপার রয়েছে।

٢٦١– عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ (رواه ابو داؤد والنسائى)

২৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ, পাগলামো রোগ এবং সমস্ত বিশ্রী রোগব্যাধি থেকে।"

–(সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ, পগলামো প্রভৃতি এমন রোগ, যেগুলোর জন্যে লোকে রুগ্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা করে থাকে এবং যেগুলোর জন্যে মানুষ বাঁচার চাইতে

মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এগুলো থেকে যে সর্বদা পানাহ্ চাওয়া উচিত, তা বলাই বাহুল্য। তবে হালকা ও মামুলী ধরনের রোগগুলো কোন কোন দিক থেকে আল্লাহ্র রহমত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

٢٦٢– عَنْ اَبِى الْيُسْرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا (رواه ابو داؤد والنسائى)

২৬২. আবূল য়ুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا–

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার উপর কোন কিছু (কোন ইমারত ইত্যাদি) পতিত হওয়া থেকে, আমার নিজের কোন উচ্চস্থান ইত্যাদি থেকে পতিত হওয়া থেকে, পানিতে ডুবে মারা যাওয়া থেকে, আগুনে পুড়ে মরা থেকে ও অতিবার্ধক্য থেকে। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি মৃত্যুকালে শয়তান যেন আমাকে ওস্‌ওয়াসা বা কুপ্ররোচণা না দেয়।

আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাইছি যে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করতে গিয়ে যেন আমি মৃত্যুবরণ না করি। আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করছি যে, কোন কিছুর (বিষাক্ত প্রাণীর) দংশনে যেন আমার মৃত্যু না হয়।"

–(সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ কোন প্রাচীর ইত্যাদির নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বা কোন উঁচু স্থান থেকে পতিত হয়ে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু অথবা আগুনে পুড়ে বা সর্প ইত্যাদি বিষাক্ত প্রাণীর ছোবলে মৃত্যু–এসবই হচ্ছে অপমৃত্যু, আকস্মিক মৃত্যু। মানুষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই স্বাভাবিক মৃত্যুর তুলনায় এ জাতীয় মৃত্যুকে বেশি ভয় করে থাকে। এ ছাড়া আরেকটি দিক হলো এ জাতীয় মৃত্যু হলে মানুষ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের, ঈমানের নবায়নের, তাওবা-ইস্তিগফারের বা ইত্যাকার ব্যাপারের কোন সুযোগই পায়

না– যা সচরাচর স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে পেয়ে থাকে। এ জন্যে একজন মু'মিনের এ জাতীয় মৃত্যু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

অনুরূপভাবে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকালীন মৃত্যু থেকেও আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কেননা, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্য অপরাধ যে, বান্দা তারই পথে জিহাদ করতে গিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

অনুরূপভাবে মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও আল্লাহর দরবারে অণুক্ষণ পানাহ চাওয়া উচিত, যেন শয়তান সেই নিদারুণ সময়ে ঈমান হারা ও বিভ্রান্ত করতে না পারে। কেননা, অন্তিম সময়ের ভালমন্দের উপরই একজন মানুষের সবকিছু নির্ভর করে।

মৃত্যুর যে সব আকস্মিক কারণ থেকে এ হাদীসে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, অন্য অনেক হাদীসে এগুলোকে শহীদী মৃত্যু বলে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ-বৈপারীত্য নেই। নিজেদের মানবিক দুর্বলতার দিকে খেয়াল রেখে এরূপ আকস্মিক মৃত্যু থেকে আমাদের পানাহ্ চাওয়াই উচিত। কিন্তু যদি কারো ভাগ্যে আল্লাহ্‌র লিখন এরূপ মৃত্যুরই থাকে, তাহলে আরহামুর রাহিমীন-সকল দয়ালুর বড় দয়ালু আল্লাহ্‌র দয়ার প্রতি আশা রেখে আমাদের আশা করা উচিত আল্লাহ তা'আলা এ আকস্মিক মৃত্যুর জন্যেই তাকে শহীদী মৃত্যুর সম্মানে ভূষিত করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের দিক থেকে অবকাশ থাকলে মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র মু'আমালা এরূপই হবে-এতে কোন সন্দেহ নেই।

اِنَّـه غَـفُـوْرٌ رَّحِـيْـمٌ–

– নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

٢٦٣– عَنْ قُطْبَـةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ. (رواه الترمذى)

২৬৩. কুৎবা ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ–

–"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঃ

* অসচ্চরিত্রতা থেকে
* মন্দ আমল থেকে এবং
* মন্দ প্রবৃত্তি থেকে। – (তিরমিযী)

٢٦٤– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ.

২৬৪. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ –

–"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমারকৃত আমলসমূহের অনিষ্ট থেকে এবং আমি যে সব আমল এখনও করিনি, সেগুলোর অনিষ্ট থেকেও।" –(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন মন্দ আমল সংঘটিত হয়ে যাওয়া বা কোন উত্তম আমল ছুটে যাওয়ার জন্যে আমাদের মত সাধারণ মানুষও এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু আরেফীন তথা আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গগণ সর্বোত্তম আমলটি করার পরও বা সর্বনিম্ন পর্যায়ের মন্দ আমল থেকে বেঁচে চলার পরও তাঁদের মনে ভয় থাকে, না জানি আমাদের পুণ্য আমলের জন্যে আত্মশ্লাঘা এবং পুণ্যবান হওয়ার অহিমকা-ঔদ্ধত্য অন্তরে উদ্রেক হয়ে যায় (যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য-অপসন্দনীয় এক বিরাট অপরাধ)! এ জন্যে তাঁরা তাঁদের পুণ্য কর্মের অনিষ্ট এবং পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার অনিষ্টের দিক থেকেও আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। যথার্থই বলা হয়েছে ঃ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ–

অর্থাৎ "পুণ্যবানদের জন্যে যা' পুণ্যকর্ম, তাই অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহ ওয়ালাদের জন্যে পাপ কাজ।" মানে, তাদের পান থেকে চুন খসলেই দারুণ অপরাধ, অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে তাতে অপরাধের কিছুই নেই। এটি প্রেমের জগতের ব্যাপারে স্যাপার। অপ্রেমিকরা তার কী বুঝবে?

রোগ-ব্যাধি এবং বদনযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনামূলক দু'আ

٢٦٥– عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ اُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ اِسْحَاقَ وَاِسْمٰعِيْلَ (رواه ابو داؤد والترمذى)

২৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তার (দৌহিত্রদ্বয়) হযরত হাসান ও হুসায়েনকে এ কালিমাগুলো পড়ে দম করতেন ঃ

أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ –

–"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয়ে সোঁপর্দ করছি–প্রত্যেক শয়তানের আছর থেকে, প্রত্যেক দংশনকারী কীট-পতঙ্গের কবল থেকে এবং প্রতিটি প্রভাব বিস্তারকারী বদনযর থেকে।

তিনি বলতেন, এভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম (তাঁর পুত্রদ্বয়) ইসহাক ও ইসমাঈলকে কুপ্রভাব মুক্তির তদবীর করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ কালিমাগুলো পড়ে শিশুদেরকে দম করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত। এটা তার পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামেরও সুন্নত। নিঃসন্দেহে এ কালিমাগুলো অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

٢٦٦– عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ الْعَاصِ الثَّقَفِىْ اَنَّهُ شَكٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْعًا يَجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ مُنْذُ اَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ يَالَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ (رواه مسلم)

২৬৬. হযরত উছমান ইব্ন আবুল 'আস ছক্ফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের নিকট অনুযোগ করলেন যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ অবধি শরীরে এক বিশেষ অংশে ব্যথা বোধ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন ঃ ব্যথাযুক্ত স্থানে নিজের হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ে সাতবার পাঠ কর ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ

"আমি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই অনিষ্ট থেকে, যা আমি বোধ করছি এবং সেই অনিষ্ট থেকেও যার আশঙ্কা আমি বোধ করি।" –(সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যে কোন শারীরিক ব্যথা- বেদনার জন্যে এ আমল এবং আশ্রয় প্রার্থনার তদবীরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস দান এবং বহুল পরীক্ষিত।

তাওবা-ইস্তিগফার

দু'আরই একটি বিশেষ প্রকরণ হচ্ছে ইস্তিগফার বা আল্লাহ্র দরবারে নিজের গুনাহ-খাতা ও ভুল-ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাওবা হচ্ছে তারই প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। বরং তাওবা ও ইস্তিগফার দুটোই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

তাওবার তাৎপর্য্য হচ্ছে, যে গুনাহ বা নাফরমানী বা অপসন্দনীয়-অবাঞ্ছিত আমল বান্দার দ্বারা হয়ে যায়, তার মন্দ পরিণামের ভয়ের সাথে সাথে তার অন্তরে অনুশোচনা সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতে এথেকে বেঁচে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমত তাঁর ফরমানবরদারী করে চলার সঙ্কল্প সে গ্রহণ করে।

বলাবাহুল্য বান্দার অন্তরে যখন এ ভাবের উদ্রেক হবে, তখন তার অতীত গুনাহর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার তাগিদও সে স্বাভাবিকভাবেই এবং অতি অবশ্যই অনুভব করবে যাতে করে সে তার কুফল বা মন্দ পরিণতি থেকে বাঁচতে পারে। এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, তাওবা এবং ইস্তিগফার- একটা অপরটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তাওবা ও ইস্তিগফারের হাকীকত এ উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যেতে পারে। ধরুন, কোন ব্যক্তি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় আত্মহননের উদ্দেশ্যে বিষ খেয়ে ফেললো। যখন সে বিষ তার পাকস্থলীতে পৌঁছে ক্রিয়া শুরু করলো এবং তার নাড়ি-ভুঁড়ি ছিড়ে যাবার উপক্রম হলো এবং এর বিষক্রিয়া তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো এবং চোখের সম্মুখে তার মৃত্যুর দৃশ্য ভেসে উঠলো, তখন তার নির্বুদ্ধিতামূলক আচরণের জন্যে সে খুবই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হলো এবং যে কোন মূল্যে প্রাণ রক্ষার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। তখন সে ডাক্তার বা হাকীমের দেওয়া ঔষধ সেবন শুরু করলো। চিকিৎসক বমি করতে বললে বমি করার জন্যেও সে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে লাগলো। নিঃসন্দেহে এ মুহূর্তে সে ব্যক্তি সাচ্চা দেলে এ সিদ্ধান্ত বা সংকল্পও গ্রহণ করবে যে, এ যাত্রা যদি বেঁচে যায়, তাহলে আগামীতে আর কখনো এরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ করবে না।

ঠিক এরূপই বুঝে নিন যে, কখনো ঈমানদার বান্দাও গাফলতির অবস্থায় শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বা নিজ প্রবৃত্তির তাগিদে পাপকর্ম করে বসে। কিন্তু যখন আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের বলে তার ঈমানী অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠে এবং সে

অনুধাবন করতে সমর্থ হয় যে, আমি আমার মালিক ও মওলার বিরুদ্ধাচরণ বা তাঁর নাফরমানী করে নিজের ধ্বংসই ডেকে এনেছি এবং আল্লাহ্র রহমত ও দানের পরিবর্তে তাঁর গযব ও শাস্তিকেই নিজের জন্য অপরিহার্য করে তুলেছি, এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কবরে এবং তারপর হাশরে না জানি আমার কী দশা হয়, সেখানে আমার মনীবের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে ? আখিরাতের শাস্তিই বা আমি কেমন করে সহ্য করবো ?

মোটকথা, আল্লাহ যখন তাকে এ অনুভূতি বা উপলব্ধির তাওফীক দান করেন, তখন সে তার মালিক ও মওলার রহমত ও বদান্যতার প্রতি প্রত্যয়ী হয় যে, তিনি বড় বড় গুনাহও সন্তুষ্ট চিত্তে মাফ করে দিতে পারেন, সে তখন তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং একেই সে তার গুনাহের বিষের প্রতিকার বলে মনে করে। উপরন্তু ভবিষ্যতের জন্যে সংকল্প করে যে, আর কখনো মালিকের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবো না এবং কখনো এ গুনাহের কাছেও ঘেঁষবো না। বান্দার এ আমলের নামই হচ্ছে ইস্তিগফার ও তাওবাও।

তাওবা ও ইস্তিগফার হচ্ছে সর্বোচ্চ মকাম

পূর্বে আরয করা হয়েছে যে, আল্লাহর মকবূল ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের সর্বোচ্চ মকাম হচ্ছে আবদিয়ত বা বন্দেগীর মকাম এবং দু'আতে যেহেতু এই আবদিয়ত ও বন্দেগীর অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, এজন্যে নবী করীম (সা)-এর বাণী অনুসারে এটাই مخ العبادة বা ইবাদতের মগজস্বরূপ। এজন্যে মানুষের সর্বোত্তম আমল এবং সর্বোত্তম অবস্থা এবং সর্বাধিক সম্মানের ব্যাপার হচ্ছে তার দু'আ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ বাণীটিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন ঃ

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ

"আল্লাহর কাছে দু'আর চাইতে বেশি প্রিয় ও মূল্যবান কোন আমল নেই।"

তাওবা ও ইস্তিগফারকালে বান্দা যেহেতু নিজের অপরাধবোধের দরুন অত্যন্ত লজ্জিত-অনুতপ্ত বোধ করে এবং পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত বলে মালিক মওলাকে মুখ দেখাবের অযোগ্য বলে নিজেকে বিবেচনা করে, এবং নিজেকে অত্যন্ত দোষী ও অপরাধী মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও ভবিষ্যতের জন্যে তাওবা করে; এ জন্যে বন্দেগী, দীনতা-হীনতা ও নিজের গুনাহগার হওয়ার যে উপলব্ধিটুকু তাওবা-ইস্তিগফারকালে থাকে, অন্য কোন দু'আর সময় সেরূপ হয় না। বরং সত্য কথা হলো সেরূপ অন্য সময় হতেই পারে না। এ হিসাবে ইস্তিগফার ও তাওবা আসলে উচ্চমার্গের ইবাদত এবং তা আল্লাহ্র নৈকট্যের সর্বোচ্চ মকাম। এজন্যে

তাওবা ও ইস্তিগফারকারী বান্দার জন্যে কেবল ক্ষমা ও মার্জনাই নয়, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান ও তাঁর মহব্বত-ভালবাসার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

সে সব হাদীস একটু পরেই বর্ণনা করা হবে, যা থেকে জানা যাবে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) অহরহ তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। উপরের বর্ণনার আলোকে তাঁর এ তাওবা ও ইস্তিগফার বহুল পরিমাণে করার কারণটি সহজেই বোধগম্য হবে।

বস্তুত এটি একটি অত্যন্ত মূর্খতা ও ভ্রান্ত ধারণা যে, তাওবা ও ইস্তিগফার হচ্ছে একান্তই আল্লাহ্র না-ফরমান ও গুনাহগার বা পাপী-তাপীদের কাজ এবং তাদেরই এর প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা এমন কি নবী-রাসূলগণ- যাঁরা গুনাহ থেকে মা'সুম এবং মহফূয (হিফাযতে) থাকেন, তাঁদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সবকিছু করার পরও তাঁরা অনুভব করেন, আল্লাহ্র বন্দেগীর হক মোটেও আদায় হয়নি, এজন্যে তাঁরা সর্বদা তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকেন। তাঁরা তাঁদের সকল আমলকে এমন কি তাঁদের সালাতসমূহকেও ইস্তিগফার যোগ্য মনে করে থাকেন।

এই মা'আরিফুল হাদীস সিরিজের তৃতীয় খণ্ডে সালাত অধ্যায়ে হযরত ছাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতেন ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ –

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইস্তিগফার করছি! ক্ষমা প্রার্থনা করছি!! মা'ফী তলব করছি!!!

সালাত সম্পন্ন করার পর তাঁর এ ইস্তিগফার এ ভিত্তির উপর হতো যে, তিনি উপলব্ধি করতেন, সালাতের হক আদায় করা সম্ভবপর হয়নি। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।)

মোদ্দা কথা, তাওবা ও ইস্তিগফার পাপী-তাপী গুনাহগারদের জন্যে তাদের পাপতাপ মার্জনা এবং রহমতের মাধ্যম আর আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ও নিষ্পাপ বান্দাদের জন্যে তাঁদের দর্জা ও মহবুবিয়তের উচ্চতম মকামে আরোহণের সোপান স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা এর তাৎপর্য অনুধাবনের তাওফীক এবং সে বোধ ও একীন দান করুন এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন!

এ ভূমিকার পর তাওবা ও ইস্তিগফার সংক্রান্ত হাদীছগুলো পাঠ করুন, যাতে তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল বা আচরণের বর্ণনা রয়েছে।

তাওবা ও ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উসওয়ায়ে হাসানা

٢٦٧– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

২৬৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করে থাকি। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে যে বান্দার অনুভূতি যে পর্যায়ের হবে, সে সে অনুযায়ী নিজেকে উবুদিয়ত বা দাসত্বের হক আদায়ে অপরাধী বলে মনে করবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান যেহেতু এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, তাই তাঁর এ অনুভূতিও ছিল সর্বাধিক। এজন্যে তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি অত্যন্ত কার্যকরীভাবে বিদ্যমান ছিল যে, আমি উবুদিয়তের হক আদায় করতে পারিনি। এজন্যে তিনি ঘন ঘন তাওবা ইস্তিগফার করতেন এবং তার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে অন্যদেরকেও তা শিক্ষা দিতেন।

٢٦٨– عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِّىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ–

২৬৮. হযরত আগর মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ লোক সকল! আল্লাহ্‌র হুযুরে তাওবা করবে। আমি দিনে এক শ'বার তাওবা করে থাকি। – (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমোক্ত হাদীসে সত্তর বারের অধিক এবং এ হাদীসে একশ' বারের কথা বলা হয়েছে। আসলে নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিক সংখ্যক বার বুঝানো। প্রাচীন আরবী ভাষার এটি একটি বাচনভঙ্গি বা বাগধারা। নতুবা হুযুর (সা) যে এর চাইতে অনেক বেশি বার তাওবা করতেন, তা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণিত পরবর্তী হাদীসটিই এর প্রমাণ।

٢٦٩– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةٍ (رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجه)

২৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক একটি মজলিসে গণনা করতাম, তিনি একশ' বার আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ ইস্তিগফার ও দু'আ করতেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ–

"হে আল্লাহ! আমাকে মার্জনা কর, আমার তাওবা কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবূলকারী এবং পরম ক্ষমাশীল।"

(আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর এ বর্ণনার অর্থ এটা নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ওজীফাস্বরূপ এক এক বৈঠকে একশ'বার করে তাওবা ইস্তিগফার সূচক এ দু'আটি পাঠ করতেন, বরং তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো, তিনি মজলিসে বসে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতেন। আমরা সে মজলিসে হাযির থাকতাম। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বার বার আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট হয়ে এ কালিমাগুলোর মাধ্যমে তাওবা ইস্তিগফারও করতে থাকতেন। আমরা নিজেদের মত তা গুণে গুণে দেখতাম, একই মজলিসে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর এ ইস্তিগফার শতবার হয়ে গেছে! আল্লাহই বেহতর জানেন!

٢٧٠– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاؤُا اسْتَغْفَرُوْا (رواه ابن ماجه والبيهقى فى الدعوات الكبير)

২৭০. হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاؤُا اسْتَغْفَرُوْا–

"হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সমস্ত বান্দার অন্তর্ভুক্ত কর, যারা কোন পুণ্য কাজ করলে আনন্দিত এবং পাপ কাজ করলে ইস্তিগফারকারী হয়। (নেক কাজ করলে তারা খুশি অনুভব করে এবং মন্দ কাজ করলে ক্ষমা প্রার্থনা করে।)

-(ইবনে মাজা, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ যে সব নেকির কাজের দ্বারা বেহেশত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ওয়াদা রয়েছে, সেগুলোর তাওফীক লাভ করাটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কৃপা দৃষ্টিরই আলামত। এ জন্যে নেক কাজের তাওফীক লাভের জন্যে তার উচিত খুশি হওয়া এবং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

"বল, আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁর রহমত লাভের জন্যে তাঁর বান্দাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।"

অনুরূপভাবে যখন আল্লাহ্‌র কোন বান্দা দ্বারা ছোট-বড় কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, এজন্যে তার দুঃখিত-অনুতপ্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যে বান্দার এ দু'টি ব্যাপার নসীব হয়েছে, তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে দু'আ করতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও যেন ঐ দু'টি ব্যাপার নসীব করেন।

গুনাহের কালিমা এবং তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা কালিমা মুক্তি

২৭১- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِه فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُه وَاِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوْا قَلْبَهُ فَذَالِكُمُ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

(رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

২৭১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মু'মিন বান্দা যখন কোন গুনাহ করে, তখন তার কালবে (অন্তরে) একটি কাল বিন্দু সৃষ্টি হয়। তারপর সে ব্যক্তি যদি তাওবা ও ইস্তিগফার করে ফেলে, তা হলে সে কাল বিন্দুটি তার অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে তার কাল্‌ব পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি সে তা না করে আরো গুনাহ করে এ কাল বৃত্তকে বাড়িয়ে তোলে তা হলে তা তার গোটা কাল্‌বের উপর ছেয়ে যায়। এটাই হচ্ছে সেই মরিচসার কথা আল্লাহ তা'আলা (কুরআনের আয়াতে) বলেছেন ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

(মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন শরীফের এক স্থানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ- كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

"তাদের মন্দকর্মের দরুন তাদের অন্তরসমূহে মরিচা পড়ে গিয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেল যে, পাপাচারের দরুন কেবল কাফিরদেরই নয় বরং মুসলমানও যখন কোন পাপকর্ম করে তখন তার অন্তর গুনাহ্‌র কালিমার দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি সাচ্চা দেলে তাওবা ইস্তিগফার করে নেয় তা হলে সে কালিমা ও অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় এবং দেল পূর্বের মতই স্বচ্ছ ও নূরানী হয়ে যায়। কিন্তু সে বান্দা যদি গুনাহ করার পর তাওবা ও ইস্তিগফার না করে পাপাচার ও নাফরমানীর পথে আরো অগ্রসর হতে থাকে, তা হলে সে অন্ধকাররাশি আরো বৃদ্ধি ও ঘণীভূত হতে থাকে, এমন কি এক পর্যায়ে তার গোটা অন্তরকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলে। কোন মুসলমানের জন্যে এটা নিঃসন্দেহে চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, গুনাহরাশির অন্ধকারে তার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন!

২৭২- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

(رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى)

২৭২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তানদের প্রত্যেকেই ত্রুটিকারী (এমন কোন মানুষ নেই, যার কোন না কোন ভুলত্রুটি কখনো হয়নি।) এবং ত্রুটিকারীদের মধ্যে সেই উত্তম, যে ভুল-ত্রুটি করার পর সাচ্চা দেলে তাওবা করে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে যায়।

(জামে তিরমিযী, সুনানে ইব্‌ন মাজা ও সুনানে দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ভুল-ত্রুটি মানুষের মজ্জাগত। আদমের কোন সন্তানই এর ব্যতিক্রম নয়। তবে তাদের মধ্যে সেই সব বান্দাই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যারা গুনাহখাতা-অপরাধের পর নিজের গুনাহর জন্যে অনুতপ্ত হয়ে নিজের মালিকের দিকে রুজু করে এবং তাওবা ও ইস্তিগফারের সাহায্যে তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত হাসিলে যত্নবান হন।

২৭৩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

(رواه ابن ماجه والبيهقى فى شعب الايمان)

২৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ গুনাহ থেকে তাওবাকারী গুনাহগার বান্দা বিলকুল সেই বান্দার মত, যে আদৌ গুনাহ করেনি। (সুনান ইব্ন মাজা, শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্ম হচ্ছে এই যে, সাচ্চা অন্তরে তাওবা করার পর কোন গুনাহই আর অবশিষ্ট থাকে না। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করার পর এমনি নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেমনটি সে তার ভূমিষ্ঠ হওয়াকালে নিষ্পাপ ছিল (كيوم ولدته امه) এমন হাদীসও সম্মুখে বর্ণিত হবে, যদ্বারা জানা যাবে যে, তাওবা দ্বারা কেবল গুনাহ মাফই হয় না, বা কেবল অন্তর কালিমামুক্ত ও পরিষ্কারই হয় না, বরং তাওবাকারী বান্দা আল্লাহ্র মহবুব ও প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়ে যায়। তার এ তাওবা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِيْنَ-

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওবাকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর!

গাফ্ফারিয়তের অভিব্যক্তির জন্যে গুনাহ্র প্রয়োজনিয়তা

٢٧٤- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّه قَالَ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَوْ لاَ اَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ يَغْفِرُ لَهُمْ (رواه مسلم)

২৭৪. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর অন্তিম শয্যায় অর্থাৎ মৃত্যু লগ্নে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একটি কথা শুনেছিলাম, যা এতদিন পর্যন্ত তোমাদের কাছে গোপন রেখেছি। (এখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সে কথাটি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়ে সে আমানতটি তোমাদের হাতে সোপর্দ করে যাচ্ছি) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমরা সকলেই (ফেরেশতাদের মত) নিষ্পাপ হয়ে যেতে, তাহলে আল্লাহ একটি নতুন সৃষ্টিকে (মাখলূক) পয়দা করতেন, তারা গুনাহ করতো, তারপর তিনি তাদেরকে মাফ করতেন। (এভাবে তাঁর শানে গাফফারিয়তের অভিব্যক্তি ঘটাতেন।) (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে এরূপ ধারণা করে নেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা বুঝি গুনাহ ও গুনাহগারকে পসন্দ করেন এবং চান যে লোকে পাপ করে বেড়াক, আর রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসের দ্বারা গুনাহগারদেরকে উৎসাহিত করেছেন, যেন তারা গুনাহ করতে থাকে– একটি মূর্খতাব্যঞ্জক ভ্রান্ত ধারণা হবে। আম্বিয়ায়ে কিরামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, লোকজনকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে নেকির দিকে উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করা।

আসলে এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গাফ্ফারিয়তের শান যাহির করা। এ হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলার খালেকিয়ত বা স্রষ্টাগুণের অভিব্যক্তির জন্যে কোন মাখলূক সৃষ্টি করা, তাঁর রাযযাকিয়ত বা রিযেকদাতা গুণ প্রকাশের জন্যে জীবিকার মুখাপেক্ষী কোন মাখলূক থাকা এবং অনুরূপ তাঁর হাদী বা হিদায়াতকারী গুণের অভিব্যক্তির জন্যে কোন হিদায়াতকামী ও হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন কোন মাখলূক থাকা জরুরী, ঠিক তেমনি তাঁর 'গাফ্ফার' বা পরম ক্ষমাশীল গুণের অভিব্যক্তির জন্যেও এমন কোন মাখলূক থাকতেই হবে, যারা গুনাহ-খাতা করবে, তারপর আল্লাহ্র দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করে সে সব গুনাহখাতা মার্জনার জন্য ফরিয়াদও জানাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মাগফিরাতের ফয়সালা করবেন। এভাবে তাঁর 'গাফ্ফার' সত্তার অভিব্যক্তি ঘটবে।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) তাঁর জীবনদ্দশায় সুদীর্ঘ আয়ুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বে এই ভয়ে হুযুর (সা)-এর এ কথাটি ব্যক্ত করেননি, পাছে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নিজের খাস লোকদের মধ্যে একথাটি ব্যক্ত করে দিয়ে তিনি যেন একটি গচ্ছিত আমানত তাঁদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন।

একই বক্তব্য, সামান্য শাব্দিক তারতম্য সহকারে সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

বারবার গুনাহ ও বারবার ইস্তিগফারকারী

٢٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عَبْدًا اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِه غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِه غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِىْ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِه غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَفْعَلْ مَاشَاءَ (رواه البخارى ومسلم)

২৭৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র কোন এক বান্দা একটি গুনাহ করে। তারপর সে বলল ঃ "প্রভু, আমি একটি গুনাহ করে ফেলেছি। আমার সে গুনাহটি মাফ করে দাও!"

তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন মালিক আছেন, তিনি তার গুনাহ মাফও করে দিতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে এজন্যে পাকড়াও করতেও পারেন ? আমি আমার বান্দার গুনাহ মার্জনা করে দিলাম এবং তাকে মাফ করে দিলাম।

তারপর আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন সে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিরত রইলো। তারপর এক সময় আবার গুনাহ করে বসলো। তারপর আবার বললো ঃ প্রভু, আমি একটি গুনাহ করে ফেলেছি, তুমি তা মার্জনা করে দাও!

তখন আল্লাহ্ আবার বললেন ঃ আমার বান্দা কি জ্ঞাত আছে যে, তার একজন রব আছেন, তিনি তাকে মার্জনাও করতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে এজন্যে পাকড়াও করতে পারেন ? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।

তারপর আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন, সে বান্দাটি গুনাহ থেকে বিরত রইলো। তারপর একসময় আবার আরেকটি গুনাহ করে বসলো। তারপর আবার বলে উঠলো ঃ

প্রভু, আমি আরেকটি গুনাহ করে বসেছি। আমার সে গুনাহটি তুমি মার্জনা করে দাও! তারপর আল্লাহ্ আবার বললেন ঃ আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন মনিব আছেন- যিনি তাকে মার্জনাও করতে পারেন, আবার পাকড়াও করতেও পারেন ? আমি আমার বান্দার গুনাহ মার্জনা করে দিলাম। এবার সে যা ইচ্ছে তাই করুক!

(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বার বার গুনাহ এবং বারবার ইস্তিগফারকারী যে বান্দাটির কথা বলেছেন, কোন কোন ভাষ্যকার বলেন, হতে পারে এটা তাঁরই কোন উম্মতের ঘটনা, আবার এটা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের কারো উম্মতের ঘটনাও হতে পারে। কিন্তু এ লেখকের ধারণা, অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কথা হলো, এটা কোন ব্যক্তি বিশেষের ঘটনার বর্ণনা নয়; বরং এটা একটা চরিত্রের বর্ণনা। আল্লাহ তা'আলার লাখ লাখ কোটি কোটি বান্দার অবস্থা এমন হতে পারে যে, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে যায়, তারপর তারা লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার হুযুরে ক্ষমা প্রার্থনা করে; কিন্তু তারপরও গুনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং তারা প্রত্যেকবারই সাচ্চা দেলে তাওবা করে থাকে। এমন বান্দাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার এরূপ বদান্যশীল আচরণ হয়ে থাকে- যা এ হাদীসে বিবৃত হয়েছে।

সর্বশেষ বার ইস্তিগফার এবং ক্ষমার ঘোষণার সাথে সাথে বলা হয়েছে غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَفْعَلْ مَاشَاءَ (আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম, এখন তার যা মনে চায় তাই করুক।) এর অর্থ এই নয় যে, অনুমতি পেয়ে গেল, বরং এ শব্দগুলোর দ্বারা বান্দার মালিকের পক্ষ থেকে শুধু এতটুকু দয়ার ঘোষণাই করা হয়েছে যে, বান্দা এরূপ যতবারই গুনাহ করে করে ইস্তিগফার করতে থাকবে আমিও ততবারই তোকে ক্ষমা করতে থাকবো। সাচ্চা দেলের মু'মিন সুলভ ইস্তিগফারের কারণে গুনাহর বিষে তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবি না, বরং ইস্তগফার সর্বদা বিষনাশকের কাজ করতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে সব বান্দাকে ইবাদত-বন্দেগীর কিছু রুচিশীলতা প্রদান করেছেন, তাঁরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন যে, এমন বদান্যতাপূর্ণ ঘোষণার কী প্রভাব একজন মু'মিন বান্দার অন্তরের উপর পড়তে পারে এবং এর ফলে তাঁর মনে মালিক ও মওলার কী পরিমাণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সঙ্কল্প জাগতে পারে।

এ হাদীসের সহীহ্ মুসলিমের রিওয়ায়াতে পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে যে, হাদীসের এ পূর্ণ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার বরাতে বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াত অনুসারে এ হাদীসটি হাদীসে কুদসী শ্রেণীভুক্ত।

٢٧٦- عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

(رواه الترمذى وابو داؤد)

২৭৬. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রিওয়ায়াত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান; গুনাহ করে বান্দা যদি (সাচ্চা দেলে আল্লাহ্‌র দরবারে) ইস্তিগফার করে তাহলে দিনে সত্তর বার তার পুনরাবৃত্তি করে থাকলেও সে গুনাহর পুনরাবৃত্তিকারী বলে গণ্য হবে না। (জামে' তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ গুনাহর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ নির্দ্বিধায় নির্বিকারে গুনাহ করে যাওয়া এবং এর উপর অবিচল থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এবং মন্দ পরিণতির লক্ষণ। এমন অভ্যস্ত পাপী বা দাগী অপরাধী যেন আল্লাহ্‌র রহমতের যোগ্যই নয়। এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো যে, বান্দা যদি গুনাহর পর ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে বার বার তার গুনাহ করা সত্ত্বেও সে গুনাহ্‌র পুনরাবৃত্তিকারী বলে গণ্য হবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, ইস্তিগফার শুধু মুখ বা রসনা থেকে উচ্চারিত শব্দের নাম নয়, বরং তা অন্তরের একটি তলব- যবান বা বসনা যার ভাষ্যকার মাত্র। ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হয়, তা হলে সত্তর বার গুনাহ করা সত্ত্বেও

নিঃসন্দেহে বান্দা আল্লাহ্‌র রহমতের যোগ্য এবং এমতাবস্থায় তাকে গুনাহ্‌র পুনরাবৃত্তিকারী দাগী অপরাধী বলা যাবে না।

কতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা গ্রহণযোগ্য?

২৭৭– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (رواه الترمذى وابن ماجه)

২৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করেন, যাবৎ না মৃত্যুযাতনা শুরু হয়ে তার গড়গড় শব্দ হতে থাকে। (জামে' তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ মৃত্যু লগ্নে যখন বান্দার রূহ তার দেহ থেকে বের হতে শুরু করে তখন তার কণ্ঠ নালীতে শব্দ হতে থাকে। আরবীতে একেই বলা হয়ে থাকে গরগরা। এর পর আর জীবনের কোন আশা অবশিষ্ট থাকে না। এটা মৃত্যুর নিশ্চিত ও আখেরী আলামত। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর এ আখেরী লক্ষণ পরিস্ফূট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি বান্দা তাওবা করে নেয় তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল করবেন। গরগরার এ অবস্থা শুরু হওয়ার পর দুনিয়া থেকে বান্দার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে আখিরাত বা পরকালের সাথে তার সংযোগ কায়েম হয়ে যায়। এজন্যে এ সময় যদি কোন কাফির বা মুশরিক ঈমান আনয়ন করে বা কোন গুনাহগার বান্দা গুনাহরাশি থেকে তাওবা করে তাহলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের আশা বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই তাওবা কবূল হয়। মৃত্যু চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলে সে সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকে না। কুরআনে পাকেও এসত্যটি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

"এমন লোকদের তাওবা প্রকৃত পক্ষে তাওবাই নয়, যারা গুনাহ করে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে ঃ এখন আমি তাওবা করছি।" (আন নিসা ঃ ৩য় রুকু)

হাদীসের বক্তব্যের উৎস যে এ আয়াতটিই, তা বলাই বাহুল্য। আর এর পয়গাম হচ্ছে এই যে, তাওবার ব্যাপারে বান্দার টালবাহানা বা দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করা উচিত নয়। কে জানে কখন মৃত্যুক্ষণ এসে উপস্থিত হয়ে যায় আর আল্লাহ না করুন তাওবার সময়-সুযোগই হাত ছাড়া হয়ে যায়।

মুমূর্ষু ব্যক্তিদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট তওবা ঃ ইস্তিগফার

২৭৮– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ– (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কবরে সমাহিত ব্যক্তি হচ্ছে আর্তনাদরত ডুবন্ত ব্যক্তির মতো। সে ইন্তেযারে থাকে পিতা-মাতা ভাইবোন বা কোন বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ পৌঁছবে। যখন তা তার কাছে পৌঁছে, তখন তা সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়া ভর্তি সবকিছু থেকে তার কাছে প্রিয়তর হয়ে থাকে। দুনিয়াবাসীদের দু'আর কল্যাণে আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদের এত বিরাট ছাওয়াব দান করেন, যা পাহাড় তুল্য। আর মুর্দাদের জন্যে জীবিতদের হাদিয়া হচ্ছে তাদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করা। (বায়হাকী-শু'আবুল ঈমান)

২৭৯– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهِ ؟ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ (رواه احمد)

২৭৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন মৃত নেককার বান্দার মর্যাদা জান্নাতে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তখন সে জান্নাতী বান্দা জিজ্ঞেস করে, প্রভু! আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি কিসে ঘটলো ? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমার জন্যে তোমার অমুক সন্তানের ইস্তিগফারের বদৌলতে। (মুসনদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আওলাদের দু'আর বদৌলতে দর্যা বুলন্দি বা মর্যাদা বৃদ্ধির কথাটি রূপকভাবে বলা হয়েছে। নতুবা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের দু'আও এরূপ উপকারী প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। জীবদ্দশায় যেভাবে সন্তানের উপর পিতামাতার হক

সর্বাধিক এবং তাঁদের খিদমত ও আনুগত্য করা ফরয, তেমনি তাদের মৃত্যুর পরও সন্তানের উপর তাঁদের খাস হক হলো তাঁদের জন্যে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করা। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের খিদমত এবং তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার এটাই হচ্ছে খাস পন্থা।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্ত দুটি হাদীসের উদ্দেশ্য কেবল একটি মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করাই নয়, বরং এক আলঙ্কারিক ভঙ্গিতে আওলাদ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে এতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা মৃত ব্যক্তিদের জন্যে রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকেন। তাদের এ উপঢৌকন কবর এবং জান্নাতে পর্যন্ত মরহুম ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে যাবে।

এ অধম লেখক বলছে, আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর কোন কোন বান্দাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন যে, কারো দু'আ দ্বারা কোন বান্দা ঐ জগতে কী লাভ করেছেন এবং তাঁদের অবস্থার কী দারুণ পরিবর্তন ঘটেছে।

আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তুর তত্ত্বের বিশ্বাস আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিন এবং এর দ্বারা ফায়দা উঠাবার তাওফীক দান করুন!

মুসলিম সাধারণের জন্যে ইস্তিগফার

কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর নিজের জন্যে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলিম সাধারণের জন্যে ইস্তিগফার বা আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)

ঐ একই হুকুম আমাদের উম্মতীদের জন্যেও। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে উৎসাহিত করেছেন এবং এর ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এ সিলসিলার দু'খানা হাদীস নিম্নে পাঠ করুন ঃ

٢٨٠- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَهٗ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ (رواه الطبرانى فى الكبير)

২৮০. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান; যে ব্যক্তি মু'মিন পুরুষদের জন্যে এবং মু'মিনা নারীদের জন্যে আল্লাহ্র দরবারে ইস্তিগফারের দু'আ করবে, প্রতিটি মু'মিন নর-নারীর হিসাবে সে ব্যক্তির জন্যে একটি করে নেকি লিখিত হবে। -(মু'জামে কবীর ঃ তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র কোন ঈমানদার বান্দা-বান্দীর জন্যে মাগফিরাত তথা ক্ষমার দু'আ করা যে তার প্রতি একটা বড় এহসান এবং তার একটি বড় খিদমত, তা বলাই বাহুল্য। এ জন্যে যখন কোন বান্দা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মু'মিন মুসলমানের জন্যে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন প্রকৃত পক্ষে সে আউয়াল আখের, জীবিত এবং মৃত সকল মুসলমানের খিদমত এবং তাদের প্রতি সদাচার করলো। এ জন্যে প্রতিটি মুসলমানের বিনিময়ে সে একটি করে ছাওয়াব লাভ করবে এবং তার আমলনামায় প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে ছাওয়াব লিখিত হবে।

সুবহানাল্লাহ! আমাদের জন্যে অসংখ্য ছাওয়াব অর্জনের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন! সমস্ত মু'মিন মু'মিনাতের জন্যে দু'আয়ে মাগফিরাতের সর্বোত্তম শব্দমালা হচ্ছে তাই, যা কুরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

"হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং তাবৎ ঈমানদারকে ক্ষমা করে দিও হিসাব-নিকাশ কায়েমের (কিয়ামতের) দিনে।"

٢٨١- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ اَهْلُ الْاَرْضِ.

২৮১. হযরত আবূদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নারী-পুরুষ সকল মু'মিনের জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মাগফিরাতের দু'আ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ঐ সব মকবুল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের দু'আ কবূল হয়ে থাকে এবং যাদের বরকতে পৃথিবীবাসীরা জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(মু'জামে কবীর ঃ তাবারানী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মঙ্গল কামনা এবং তাদের উপকারের জন্যে সচেষ্ট হওয়াটা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয়। এক হাদীসে আছে ঃ

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ اَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِهٖ

(كنز العمال)

"সমস্ত সৃষ্টিকুল হচ্ছে আল্লাহ্র পরিজন স্বরূপ। সুতরাং মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার সৃষ্টিকূলের সর্বাধিক উপকার সাধনকারী।" -(কানযুল উম্মাল)

মখলুকের জন্যে খানা-পিনা, কাপড়-বস্ত্র প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা এবং তাদেরকে শান্তি ও আরাম দেওয়া যেমন তাদের খিদমত এবং উপকার করার পন্থা, তেমনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর বান্দাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাটাও পারলৌকিক জগতের হিসাবে তাদের একটা বড় খিদমত এবং তাদের পরম উপকার সাধন। তার মূল্য সেদিনই বুঝা যাবে, যেদিন এ ব্যাপারটি চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে যে, কার ইস্তিগফারের দ্বারা কে কতটুকু উপকৃত হয়েছেন। সুতরাং যে মু'মিন বান্দা ইখলাসের সাথে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঈমানদার নারী-পুরুষদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করে থাকেন, (যার কোর্স এ হাদীসে ২৭ বার বলে উল্লেখ করা হয়েছে) তিনি সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের বিশেষ উপকার সাধনকারী এবং আখিরাতের হিসাবে অনেক বড় খিদমতগার। তাঁরা তাঁদের এ আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই মকবুল মুকাররাব বা নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে যান যে, তাদের দু'আসমূহ কবূল হয়ে থাকে এবং তাঁদের দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকেন।

কিন্তু এখানে লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি প্রাণীর খিদমত এবং তার প্রয়োজনীয় আরাম পৌঁছাবার চেষ্টাই নেকি এবং ছওয়াবের কাজ। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে ঃ

فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبٍ صَدَقَةٌ –

"প্রতিটি তাজা প্রাণ ও যকৃতধারীর ব্যাপারেই সাদকার বিষয়টি প্রযোজ্য।" অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণীর উপকার সাদকা স্থানীয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত ও জান্নাতের দু'আ কেবল ঈমানদারদের জন্যেই করা চলে। কুফর ও শিরক ওয়ালারা যাবৎ না এসব জঘন্য পাপাচার থেকে তাওবা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগফিরাত ও জান্নাতের তারা যোগ্য নয়। এজন্যে তাদের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আও করা চলে না। হাঁ, তাদের জন্যে হিদায়াত ও তাওবার তাওফীকের দু'আ করা যেতে পারে, যার পরে তাদের জন্যে রহমত ও মাগফিরাতের দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে। তাদের জন্যে এ দু'আটুকু করাই তাদের সবচাইতে বড় উপকার সাধন এবং তাদের প্রতি সর্বোত্তম শুভেচ্ছা কামনা।

তাওবার দ্বারা বড় বড় গুনাহ মাফ হয়ে যায়

কুরআন ও হাদীসের দ্বারা জানা যায়, আল্লাহ্‌র রহমত অনন্ত অসীম এবং কল্পনাতীত প্রশস্ত। তাওবা এবং ইস্তিগফারের বদৌলতে তিনি বড় বড় গুনাহও মাফ করে দেন এবং বড় বড় দাগী পাপী-তাপীদেরকেও মার্জনা করে দেন। যদিও তাঁর মধ্যে কহর ও জালাল তথা ক্রোধ এর সিফাতও রয়েছে। আর তাঁর এ সিফাতটাও

তাঁর উচ্চতম মর্যাদা অনুপাতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু তা কেবল ঐসব পাপী-তাপী ও অপরাধীদের জন্যে, যারা পাপকর্ম ও অপরাধ করার পরও তাওবা করে তাঁর দিকে রুজু হয় না এবং তাঁর কাছে মাফী ও মাগফিরাত প্রার্থনা করে না; বরং নিজেদের পাপাচারে অবিচল থেকে এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে। নিম্ন লিখিত হাদীসগুলির মর্ম ও পয়গাম তাই।

একশ' ব্যক্তির হত্যাকারী তাওবা করে মার্জনা লাভ করলো

٢٨٢– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلى رَاهِبٍ فَاَتَاهُ وَقَالَ اِنَّه قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ فَقَتَلَه فَكَمَّلَ بِه مِائَةَ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّه قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَّحُوْلُ بَيْنَه وَبَيْنَ التَّوْبَةِ اِنْطَلِقْ اِلٰى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاعْبُدِ اللّٰهَ تَعَالى مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ اِلٰى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سُوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ اَتَاهُ الْمُوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِه اِلَى اللّٰه وَقَالَتْ مَلٰئِكَةُ الْعَذَابِ اِنَّه لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِىْ صُوْرَةِ ادَمِىٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَالى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنى فَهُوَ لَه فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ أَدْنى اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ

(رواه البخارى ومسلم واللفظ له)

২৮২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেছেন, তোমাদের পূর্বেকার কোন এক (নবীর) উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিরানব্বই জন বান্দাকে হত্যা করে। (তারপর তার মনে অনুতাপের সঞ্চার হয় এবং আখিরাতের ভয় জাগে) সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে যে, সে এলাকার সবচাইতে

বড় আলেম কে ? (যাতে করে সে তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আমার মার্জনার কী হবে ?) লোকজন একজন সন্ন্যাসী (বা প্রবীণ দরবেশ) সম্পর্কে তাকে বললে সে তাঁর কাছে গিয়ে বললো যে, সে নিরানব্বইজন লোক হত্যা করেছে, তার জন্যে কি তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে ? (সেও মার্জনা পেতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা কি তার জানা আছে ? সে সন্ন্যাসী জবাবে বললেন ঃ তা তো কোনমতেই হতে পারে না। তখন সেই নিরান্নব্বই খুনের অপরাধী ব্যক্তিটি সেই সন্ন্যাসীকেও হত্যা করে তার জীবনের একশ'টি খুন পুরো করলো। (কিন্তু তারপর আবার তার মনে সেই পূর্বের মত অনুতাপ ও মার্জনার চিন্তার উদ্রেক হয়।) তারপর সে আবার সবচাইতে বড় আলেম কে জানতে চায়। তখন তাঁকে একজন আলেমের সন্ধান দেওয়া হয়। তারপর সে তাঁর নিকট গিয়ে বললো যে, সে একশ'টি খুন করেছে। তার জন্যে কি তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ হাঁ, হাঁ, (এমন ব্যক্তির তাওবাও কবূল হতে পারে।) তার তাওবার পথে কে বাধার সৃষ্টি করতে পারে ? (অর্থাৎ আল্লাহ্র মখলুকদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাওবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। তারপর তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন) তুমি অমুক জনপদে যাও। সেখান আল্লাহ্র কিছু ইবাদওগুযার বান্দা রয়েছেন। তুমিও তাঁদের সাথে মিলে ইবাদতে লিপ্ত হবে এবং তোমার স্ব-এলাকায় আর ফিরবে না। কেননা, এটা অত্যন্ত খারাপ এলাকা।

সে মতে সে ব্যক্তি রওয়ানা হয়ে পড়লো। যখন সে পথের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলো তখন আকস্মিকভাবে মৃত্যু তার সম্মুখে উপস্থিত হলো। এবার তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতাদের এবং আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে বচসা শুরু হলো। রহমতের ফেরেশতারা বললেন ঃ এ ব্যক্তি তাওবা করে আসছে এবং সাচ্চা দেলে আল্লাহমুখী হয়েছে। (এ জন্যে সে রহমত লাভের হকদার হয়ে গেছে।)

ওদিকে আযাবের ফেরেশতারা বললেন ঃ এ ব্যক্তি কখনো কোন পুণ্য কাজ করেনি (উপরন্তু এক শতটি খুন করে এসেছে, এ জন্যে এ দাগী অপরাধী এবং আযাবের হকদার) এ সময় একজন ফেরেশতা (আল্লাহ্র হুকুমে) মানুষের বেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা উভয় পক্ষ তাকেই সালিশরূপে মেনে নিলেন। তিনি এর ফয়সালা দিলেন এই যে, দুই জনপদের দূরত্ব মেপে নিন। (অর্থাৎ ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও পাপচারপূর্ণ যে জনপদ থেকে ঐ ব্যক্তিটি রওয়ানা হয়েছে এবং আল্লাহ্র ইবাদতগুযার বান্দাদের যে জনপদের দিকে ঐ ব্যক্তি রওয়ানা করেছে। তারপর যে জনপদটি তার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী, তাকে সে দলের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করুন! সে মতে যখন দূরত্ব মাপা হলো তখন দেখা গেল, যে জনপদের উদ্দেশ্যে সে রওয়ানা করেছে সেটাই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। তখন রহমতের ফেরেশতাগণ তার প্রাণ কবয করলেন। - (সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি কোন খণ্ডিত ঘটনার বর্ণনা নয়, বরং এ ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার রহমত গুণের ব্যাপ্তি এবং তার পূর্ণতার কথাই বর্ণনা করেছেন। এর মর্মবাণী এবং পয়গাম হচ্ছে, বড় বড় পাপীতাপী গুনাহগার বান্দাও যদি সাচ্চা দেলে আল্লাহ তা'আলার হুযুরে তাওবা করে এবং ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহ্র আনুগত্য অবলম্বন করে চলার সঙ্কল্প গ্রহণ করে তাহলে তাকেও মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরহামুর রাহিমীন পরম দয়ালু আল্লাহ্র রহমত এগিয়ে এসে তাকে কোলে তুলে নেবে; যদিও ঐ তাওবার পরক্ষণেই তার বিদায়ের ডাক এসে যায় আর সে একটি পুণ্যকর্ম করার সুযোগও না পায় এবং তার আমলনামায় একটি নেকিও লিখিত না থাকে।

এ হাদীসের বক্তব্য সম্পর্কে একটি নীতিগত আপত্তি তোলা হয়েছে এই যে, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাটা এমনি একটি পাপ, যার সম্পর্ক শুধু আল্লাহ্র সাথেই নয়, বরং হক্কুলে ইবাদও তাতে জড়িত রয়েছে। যে পাপী ব্যক্তিটি কাউকে অন্যায়ভাবে খুন করলো সে আল্লাহ্র না ফরমানীর সাথে সাথে সেই নিহত ব্যক্তি এবং তার বিবি বাচ্চা পরিবার পরিজনের প্রতিও যুলুম করলো। আর একটি সর্বজন স্বীকৃত নীতি হচ্ছে এ জাতীয় যুলুম বা গুনাহ কেবল তাওবার দ্বারাই মাফ হয় না, বরং সংশ্লিষ্ট মযলুম ব্যক্তিদের নিকট থেকে মাফ নেওয়াও তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (এ হাদীসে উক্ত খুনী ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাহলে সে কি করে ক্ষমার উপযুক্ত বিবেচিত হলো ?)

হাদীসের ভাষ্যকারগণ এর জবাব দিয়েছেন এবং তাঁরা যথার্থ জবাবই দিয়েছেন। তাঁরা এর জবাবে বলেছেন ঃ উসূল এবং কানুন যে এটাই, তাতে সন্দেহ নেই। তবে মযলুম ব্যক্তিদের হক আদায়ের এবং তাদের ব্যাপারটা সাফ করার একটা পন্থা এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাদের উপর যুলুমকারী এবং তারপর সাচ্চা দেলে তাওবাকারী বান্দাদের পক্ষ থেকে মযলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তিদেরকে তাঁর নিজ রহমতের ভাণ্ডার থেকে প্রতিদান দিয়ে তাদেরকে রাজী-খুশি করে দেবেন। এ হাদীসে উক্ত শ' খুনের অপরাধী এবং পরে তাওবাকারী বান্দাটির ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা তাই করবেন। তিনি তার পক্ষ থেকে তার হাতে নিহত ব্যক্তিদেরকে এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মযলুমকে তাঁর নিজ রহমতের ভাণ্ডার থেকে এতটা দান করবেন যে, তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং এই একশ' খুনের খুনী অপরাধী তাওবাকারী বান্দা আল্লাহ্র রহমতে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে।

মুশরিক-কাফিরদের জন্যেও রহমতের মেনিফেষ্টো

২৮৩- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىَ الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الايَةِ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا

عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ
النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَمَنْ اَشْرَكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

(رواه احمد)

২৮৩. হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটির মুকাবিলায় আমি গোটা দুনিয়া (এবং এর অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় নিয়ামত) ও লইতে পসন্দ করি না ঃ

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اِنَّ
اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

"হে আমার ঐসব বান্দারা, যারা গুনাহ করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছো, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হযরত, যে ব্যক্তি শিরক করেছে, সেও ? তখন নবী করীম (সা) চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন ঃ اَلاَ وَمَنْ اَشْرَكَ–

"ওহে! শুনে নাও, মুশরিকদের জন্যেও (আমার মালিকের এ ঘোষণা।)

–(মুসনদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যে আয়াতখানার উদ্ধৃতি রয়েছে, তা সূরা যুমারের একখানা আয়াত। নিঃসন্দেহে এতে সমস্ত গুনাহগারের জন্যে বড় সুসংবাদ রয়েছে। স্বয়ং তাদের মালিক ও প্রতিপালক তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, তোমরাও আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তারপর তার পরিশিষ্টস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ
تُنْصَرُوْنَ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ
يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ

এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে রুজু হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের কাছে শাস্তি এসে পড়ার পূর্বেই এবং তোমাদের অসহায় হয়ে পড়ার পূর্বেই; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এবং তোমাদের প্রভু

পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যে উত্তম বাণী নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর- তোমাদের প্রতি সহসাই তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি এসে পড়ার পূর্বেই অথচ তোমরা পূর্ব থেকে কিছু বুঝেই উঠতে পারবে না।

এ উপসংহারের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সকল অপরাধী ও পাপী-তাপীর জন্যেই আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা রয়েছে এবং কারো জন্যেই এ দরজা বন্ধ নয়। তবে শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র শাস্তি অথবা মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে নিতে হবে এবং না-ফরমানীর পথ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র দেওয়া হিদায়াতের আনুগত্য অবলম্বন করতে হবে।

এ হাদীসে পাকের দ্বারা জানা গেল যে, 'রহমতে খোদাওন্দীর' যে সাধারণ মেনিফেস্টো সকলের জন্যে, কাফির মুশরিকরাও তার উদ্দিষ্ট এবং আওতাভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা) যেহেতু নিজে রহমতুললিল আলামীন, তাই এ রহমতের মেনিফেস্টো দ্বারা তাঁর খুশির অন্ত ছিল না এবং এজন্যেই তিনি বলতেন যে, এ আয়াতের দ্বারা আমার অন্তরে আনন্দের যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়, গোটা দুনিয়া তার বিনিময়ে পেলেও আমার সে আনন্দ হবে না।

তাওবা ও ইস্তিগফারের খাস খাস কালিমা

তাওবা ও ইস্তিগফারের যে হাকীকত বা তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবেন যে, এতে আসল গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিচার্য বিষয় হচ্ছে তার স্পীরিট এবং অন্তরের অবস্থা। বান্দা যে ভাষায় বা যে শব্দমালা যোগেই তাওবা করুক না কেন, তা যদি সাচ্চা দেলে আন্তরিকভাবে হয়ে থাকে, তাহলেই তা তাওবা ও ইস্তিগফার এবং গ্রহণীয় হবে। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওবা ও ইস্তিগফারের কিছু কলিমা শিক্ষা দিয়েছেন এবং এগুলির বিশেষ বিশেষ ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সিলসিলার কয়েকখানা হাদীস নিম্নে পাঠ করুন!

٢٨٤– عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ
الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَ لَه وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ

(رواه الترمذى وابو داؤد)

১. হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা নন, ইনি এক ভিন্ন যায়দ, যার পিতার নাম ছিল বূলী। ইনিও সাহাবী ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকেও আযাদ করেছিলেন।

২৮৪. বেলাল ইব্ন য়াসার ইব্ন যায়দ (ইনি নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন)১ তাঁর পিতামহ যায়দ (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি এই বলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ইস্তিগফার ও তাওবা করবে ঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ اِلَيْهِ–

(আমি সেই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি চিরঞ্জীব এবং চিরদিন কায়েম থাকবেন এবং তাঁর সমীপে তাওবা করছি।)

তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন- যদি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নের মত গুনাহও সে ব্যক্তি করে থাকে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রাণ রক্ষার্থে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা জঘন্যতম কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, এমন জঘন্যতম গুনাহর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও যদি এ শব্দমালা যোগে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করে, তাহলে তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, এমনতর কথা রাসূলুল্লাহ (সা) ওহী ও ইলহাম ব্যতিরেকে বলতেই পারেন না। এজন্যে বুঝে নিতে হবে যে, গুনাহগারদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার এ শব্দমালা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এ শব্দমালার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের বড় বড় গুনাহ মাফ করে দেওয়ার নিশ্চিত ওয়াদা বরং ফয়সালা করা হয়েছে। কী অপার তাঁর রহমত! কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইস্তিগফার কেবল শব্দমালার নাম নয়, আল্লাহ্র নিকট সত্যিকারের ইস্তিগফার হচ্ছে তাই, যা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে।

সাইয়েদুল ইস্তিগফার

নিম্নে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) সাইয়েদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দু'আর শব্দমালা নির্দেশ করে এর অনন্য সাধারণ ফযীলত বর্ণনা করেছেন। বিষয়বস্তুর বিচারে আসলেও এটি এরূপ কালিমাই।

٢٨٥– عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ ..... اِلَّا اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ (رواه البخارى)

২৮৫. হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সেরা ইস্তিগফারের দু'আ 'সাইয়েদুল ইস্তিগফার' হচ্ছে বান্দা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ–

"হে আল্লাহ! তুমিই আমার মালিক-প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্যমত তোমার সাথে কৃত ঈমানী ওয়াদার উপর কায়েম থাকবো। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে। আমি আমাকে প্রদত্ত তোমার নিয়ামত রাশির কথা স্বীকার করি এবং নিজের গুনাহরাশিও স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত গুনাহ মার্জনা করার মত আর কেউই নেই।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান ঃ যে বান্দা ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে দিনের কোন অংশে আল্লাহ্র দরবারে এ আরয (অর্থাৎ এ শব্দমালাযোগে ইস্তিগফার করবে) এবং ঐদিন রাত আসার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে যাবে, সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতবাসী হবে, আর যে ব্যক্তি রাতের কোন অংশে আল্লাহ্র দরবারে এরূপ আরয করবে আর সকাল হওয়ার পূর্বেই মারা গেল, সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই জান্নাতবাসী হবে। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এ কালিমাগুলোর প্রতিটি শব্দে শব্দে আবদিয়তের অভিব্যক্তি ঘটেছে বলেই যে এর অনন্য মর্যাদা, তা বলাই বাহুল্য। সর্বপ্রথম আরয করা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ–

"হে আল্লাহ! তুমিই আমার রব বা প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন মালিক ও মা'বূদ নেই। তুমিই আমাকে অস্তিত্ব দান করেছো। আর আমি তোমারই বান্দা।" তারপর বলা হয়েছে ঃ –وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ

"আমি ঈমান আনয়ন করে তোমার সাথে আনুগত্যের যে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছি, আমার সাধ্য অনুসারে আমি তার উপর কায়েম থাকার চেষ্টা করবো।" এটা বান্দার পক্ষ থেকে তার দীনতা-হীনতা-দুর্বলতার স্বীকারোক্তি। সাথে সাথে ঈমানী ওয়াদা-অঙ্গীকারের নবায়নও বটে। তারপর আরয করা হয়েছে ঃ

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ–

"আমার দ্বারা যে খাতা-কসুর, ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে এবং আগামীতে হবে, সেগুলোর অনিষ্ট থেকে হে আমার মালিক ও মওলা, তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এতে নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির স্বীকারোক্তির সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনাও রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে ঃ

اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ

"আমি আমার প্রতি তোমার যে এনাম-এহ্‌সান, উপকার ও দয়া, সেগুলোর কথা সাথে সাথে আমার নিজের অপরাধী হওয়ার কথা অকুণ্ঠচিত্তে অকপটে স্বীকার করছি।"

সর্বশেষে দরখাস্ত ঃ

فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الاَّ اَنْتَ–

"হে আমার মালিক ও মওলা! তুমি তোমার রহম ও করমে আমার গুনাহ্‌গুলো মার্জনা করে দাও! কেননা, আমার গুনাহসমূহ মাফ করবে, তুমি ছাড়া এমন যে আর কেউই নেই। কেবল তুমিই আমাকে মার্জনা করতে পার।"

সত্য কথা হলো, যে ঈমানদার বান্দার এতটুকু মা'রিফত ও প্রজ্ঞা থাকবে যে, তার আলোকে সে তার নিজের ও নিজ আমলের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারে, সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার আযমত ও জালালত তথা মাহাত্ম্য এবং তাঁর হকসমূহও সে জানে, সে ব্যক্তি কেবল নিজেকে অপরাধী ও গুনাহগারই মনে করবে এবং পুণ্যের সঞ্চয় যে তার একান্তই কম, এ ব্যাপারে সে রিক্তহস্ত, এ চেতনাটুকুও তার থাকবে। তারপর তার দেলের আওয়ায এবং আল্লাহ তা'আলার হুযুরে তার আকৃতি তাই হবে, যার অভিব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা দেওয়া এ ইস্তিগফারের দু'আয় ঘটেছে। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই একে 'সাইয়েদুল ইস্তিগফার' বা ক্ষমা প্রার্থনার সেরা দু'আ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ হাদীসটি পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারী প্রতিটি উম্মতির উচিত হলো এর জন্যে যত্নবান হওয়া এবং কমপক্ষে প্রতিদিনে ও রাতে একবার সাচ্চা দেলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ ইস্তিগফার করা। আল্লাহ তা'আলার রহমত হোক আমাদের উস্তাদ হযরত মওলানা সিরাজ আহমদ সাহেব রশীদপুরী (র)-এর প্রতি, আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে[১] দারুল উলূম দেওবন্দে মিশকাত শরীফের দরস দানকালে যখন ক্লাসে এ হাদীসটি পড়ান, তখন তিনি ক্লাসের সকল ছাত্রকে এটি মুখস্থ করার তাগিদ দেন এবং পরদিন সকলের মুখে মুখস্থ তা শুনবেন বলেও বলে দেন। সত্যি সত্যি পরের দিন প্রায় সকল ছাত্রের মুখ থেকেই তিনি তা শুনেও ছিলেন। তিনি তখন প্রতি দিনে ও প্রতি রাতে অন্তত একবার করে তা অবশ্যই পাঠ করার জন্যে ওসিয়ত করেছিলেন।

১. এ বক্তব্যটি ১৯৬৯ সালে লিখিত, মানে আজ ১৯৯৬ সাল থেকে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বেকার কথা। অনুবাদক।

٢٨٦– عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذِهِ الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ هَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَخَطَايَاىَ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ (رواه البخارى ومسلم)

২৮৬. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে এভাবে দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ هَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَخَطَايَاىَ وَعَمَدِىْ–

"হে আল্লাহ! আমার ভুলচুক (ইলম ও মা'রিফতের চাহিদার খেলাফ) আমার মূর্খতা-নাদানী, আমার কার্যকলাপে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এবং আমার যে সব অনাচার সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে বেশি অবহিত, সে সব গুনাহ মাফ করে দাও!

হে আল্লাহ! মাফ করে দাও আমার-হাসি তামাশা বশে কৃত ও বুঝে-শুনে কৃত, অনিচ্ছাকৃতভাবে কৃত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গুনাহসমূহ। আর এসব ধরনের গুনাহই আমার যিম্মায় রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহু আকবর! সাইয়েদুল মুরসালীন, মাহবূবে রাব্বুল আলামীন (সা) যিনি নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ ছিলেন, তাঁর নিজের সম্পর্কে এরূপ উপলব্ধি ছিল! তিনি নিজেকে আপাদমস্তক গুনাহ্‌গার ও অপরাধী জ্ঞান করতেন এবং এভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্তিগফার করতেন। সত্য কথা হলো, যিনি যত বেশি মা'রিফত জ্ঞানের অধিকারী হবেন, তিনি নিজেকে ততবেশি আবদিয়াতের হক আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটিকারী ও অপরাধী জ্ঞান করবেন।

قربیان را بیش بود حیرانی

"যে যত বেশি নিকট আপন,
তার তত বেশি হয়রানী।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ইস্তিগফারের এক একটি শব্দের মধ্যে আবদিয়তের স্পীরিট পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আমাদের উম্মতীদের জন্যে এতে শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

হযরত খিযির (আ)-এর ইস্তিগফার

٢٨٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا مَّا يَقُوْلُ لَنَا مَعْشَرَ اَصْحَابِىْ مَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تُكَفِّرُوْا ذُنُوْبَكُمْ بِكَلِمَاتٍ يَسِيْرَةٍ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهِىَ ؟ قَالَ تَقُوْلُوْنَ مَقَالَةَ اَخِىْ الْخِضْرِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ يَقُوْلُ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِىْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلٰى مَعَاصِيْكَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ اَرَدْتُّ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِىْ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَكَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُخْزِنِىْ فَاِنَّكَ بِىْ عَالِمٌ وَلاَ تُعَذِّبْنِىْ فَاِنَّكَ عَلَىَّ قَادِرٌ (رواه الديلمى)

২৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সত) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রায়ই বলতেন;

হে আমার সাহাবীবৃন্দ! সামান্য কটি কালিমার সাহায্যে তোমাদের গুনাহগুলোর প্রতিবিধান করতে তোমাদেরকে কিসে মানা করলো ? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী সে কালিমাগুলো ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা তাই বলবে যা আমার ভাই খিযির বলতেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি কী বলতেন ? জবাবে তিনি বললেন, তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِىْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلٰى مَعَاصِيْكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ لَكَ فِىْ خَيْرٍ اَرَدْتُّ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِىْ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَكَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُخْزِنِىْ فَاِنَّكَ بِىْ عَالِمٌ وَلاَ تُعَذِّبْنِىْ فَاِنَّكَ عَلَىَّ قَادِرٌ-

"হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি সে সব গুনাহ থেকে, যা থেকে আমি তাওবা করেছি, তারপর আবার তা করেছি এবং আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার দরবারে সে সব ওয়াদা-অঙ্গীকারের ব্যাপারে, যা আমি আমার নিজ সত্তার ব্যাপারে তোমার সাথে করেছি অথচ তারপর তা পূরণ করিনি।এবং আমি ইস্তিগফার করছি ঐ সব নিয়ামতের ব্যাপারে, যা তুমি আমাকে দান করেছো এবঙ আমি তোমার অবাধ্যতার জন্যে তা দিয়ে শক্তি লাভ করেছি (অর্থাৎ তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের বলে বলীয়ান হয়ে তোমার অবাধ্যতায়ই লিপ্ত হয়েছি।) এবং আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার দরবারে ঐ সব পুণ্য কাজের ব্যাপারে, যেগুলো আমি তোমার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে করেছি অথচ তারপর তোমার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য গরজের তাতে মিশ্রণ ঘটেছে। হে আল্লাহ! (অন্যদের সম্মুখে) তুমি আমাকে অপদস্থ করো না, কেননা, তুমি নিঃসন্দেহে আমার ব্যাপারে সম্যক অবগত রয়েছো, (আমার কোন কিছু তোমার কাছে গোপন নেই।) আর তুমি আমাকে (আমার গুনাহর জন্যে) শাস্তি দিও না, কেননা, তুমি আমার উপর সর্বব্যাপারে শক্তিমান (আর আমি বিলকুল অক্ষম এবং তোমার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার ও কব্জার মধ্যে।) — (মুসনদে ফিরদাউস ঃ দায়লমী সঙ্কলিত)

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সময়ই এমন হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্র কোন বান্দা পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়েই আন্তরিকতা সহকারে কোন গুনাহ থেকে তাওবা করে থাকে; কিন্তু পরে আবার সে সে গুনাহতে জড়িয়ে পড়ে। অনুরূপ ভাবে অনেক সময় বান্দা আল্লাহর সাথে ওয়াদা-অঙ্গীকার করে; তারপর একসময় তা ভঙ্গও করে বসে। আবার অনেক সময় আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের বলে বলীয়ান হয়ে তদ্বারা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী না করে গুনাহ ও অবাধ্যতার কাজে তা ব্যায় করে।

অনুরূপভাবে অনেক সময় এমনও হয় যে, কেউ কোন পুণ্য কাজ পূর্ণ সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সহকারেই শুরু করে যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করবে, কিন্তু পরবর্তী কালে তাতে নানা অবাঞ্ছিত গরজ এবং ভুল অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটে যায়। এগুলো হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা যা অনেক ভাল ভাল লোকের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

এ সমস্ত অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে এবঙ যাদের আখিরাতের চিন্তা রয়েছে তাঁদের মুখে কী দু'আ থাকা উচিত ? উপরোক্ত ইস্তিগফার সূচক কালিমা সমূহে সেদিকেই পূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই কালিমাগুলো বক্তব্য ও ব্যাপকতার দিকে থেকে মু'জিযাধর্মী। এজন্যেই এ হাদীসখানা এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যদিও কান্যুল উম্মালে কেবল দায়লমীর বরাত দেওয়া হয়েছে- যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সনদের দিক থেকে দুর্বলতার লক্ষণ। 'ইস্তিগফারের কালিমাসমূহ' শিরোনামে এখানে কেবল এ চারখানা হাদীসই বর্ণনা করা হলো।

সালাত সংক্রান্ত দু'আ সমূহে অনুরূপ খাস খাস সময়ের ও অবস্থার দু'আ সমূহে এবং ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আ সমূহে এগুলো ছাড়াও প্রচুর কালিমা বর্ণন করা হয়েছে- যেগুলোর সংখ্যা পঞ্চাশের কম হবে না। এ হিসাবে ইস্তিগফারের কালিমাসমূহের মোট সংখ্যা অনেক যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে হাদীসের কিতাবসমূহে মাছূরা দু'আ রূপে বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলোর প্রত্যেকটিই বরকতপূর্ণ।

ইস্তিগফারের বরকতসমূহ

ইস্তিগফারের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিপাদ্য তো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দ্বারা নিজেদের কৃত গুনাহসমূহ মার্জনা, যাতে করে বান্দা তার আযাব বা শাস্তি থেকে রেহাই পায়। কিন্তু কুরআন মজীদ পাঠে জানা যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইস্তিগফারের দ্বারা ইহলৌকিক অনেক বরকতও লাভ হয়ে থাকে এবং বান্দা এর কল্যাণে এ দুনিয়াতেও অনেক কিছু লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা একীন ও আমল নসীব করুন।

٢٨٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَّرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ (رواه احمد وابو داؤد وابن ماجه)

২৮৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে বান্দা ইস্তিগফারকে আকড়ে থাকে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দরবারে অহরহ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে) আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিটি সংকীর্ণতা ও মুশকিল থেকে নির্গমনের পথ করে দেবেন এবং তার সকল দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং এমন পন্থায় তাকে জীবিকা দান করবেন, যার কল্পনাও সে করতে পারবে না।

– (মুসনদে আহমদ, সুাননো আবূদাউদ ও সুনানে ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটা কেবল মৌখিক ভাবে ইস্তিগফারের শব্দগুলো উচ্চরণের দ্বারা অর্জিত হবে না, ইস্তিগফারের হাকীকতের দ্বারাই কেবল তা অর্জিত হতে পারে, যার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তা আমাদের সকলকে নসীব করুন।

٢٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا (رواه ابن ماجه والنسائِى)

২৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আনন্দ ও মুবারকবাদ সে ব্যক্তির জন্যে, যে ব্যক্তি তার আমলনামায় বহুল পরিমাণে ইস্তিগফার পাবে। (অর্থাৎ আখিরাতে সে ব্যক্তি তার আমলনামায় প্রচুর পরিমাণে ইস্তিগফার লিখিত রয়েছে দেখতে পাবে।)

– (সুনানে ইব্‌ন মাজা ও সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখ্য যে, আমলনামায় প্রকৃত ইস্তিগফাররূপে কেবল সে ইস্তিগফারই লিখিত পাওয়া যেতে পারে, যা সত্যি সত্যি এবং আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য ইস্তিগফার হবে। আর কেবল মৌখিত ইস্তিগফার যদি লিখিত থাকেই, তা হলে তা মৌখিক ইস্তিগফার হিসাবেই লিখিত হবে। আর যদি তা রেজিষ্ট্রীভুক্ত করার মত না-ই হয়, তা হলে তা লিখিতই হবেনা। এ জন্যে এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন নাই ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ اسْتَغْفَرَ كَثِيْرًا

(মুবারকবাদ সে ব্যক্তির জন্যে, যে ব্যক্তি বহুল পরিমাণে ইস্তিগফার করে) বরং তিনি বলেছেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِه اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا

(আনন্দ ও মুবারকবাদ সে ব্যক্তির জন্যে, যে তার আমলনামায় অনেক বেশি ইস্তিগফার পাবে।) উম্মতের মশহুর মা'রিফত বিশেষজ্ঞ নারী রাবেয়া বসরী (কুদ্দিসা সিররুহা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ "আমাদের ইস্তিগফার এমনই (নিম্ন মানের) যে, আল্লাহর দরবারে তা অনেক বেশি পরিমাণেই করতে হবে।" (নতুবা তা গ্রহণযোগ্যই বিবেচিত হবে না।)

এ হাদীসে উক্ত طُوْبٰى শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থবোধক। দুনিয়া ও আখিরাতের এবং জান্নাতের সকল আনন্দ ও নিয়ামতই এর অন্তর্ভুক্ত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র যে বান্দার সত্যিকারের ইস্তিগফার নসীব হয়েছে এবং বহুল পরিমাণে ইস্তিগফার নসীব হয়েছে, তিনি বড়ই ভাগ্যবান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকেও তা নসীব করুন।

ইস্তিগফার গোটা উম্মতের জন্যে নিরাপত্তা স্বরূপ

উপরে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে ইস্তিগফারের যে বরকত সমূহের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ের অর্থাৎ তার সুফল ইস্তিগফারী ব্যক্তিরাই কেবল লাভ করবেন। পক্ষান্তরে নিম্নে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা জানা যাবে যে, এই ব্যক্তিগত বরকত ছাড়াও ইস্তিগফারকারীদের ইস্তিগফারের এক বহু বড় এবং ব্যাপক বরকত এই যে. তা গোটা উম্মতের জন্যে ব্যাপক আযাব ও গযব থেকে নিরাপত্তা স্বরূপ এবং

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর গোটা উম্মত এরই ছায়াতলে অবস্থান করেছে।

٢٩٠– عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِىْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ فَاِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاِسْتِغْفَارَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذى)

২৯০. হযরত আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের জন্যে দু'টি নিরাপত্তা আমর প্রতি নাযিল করেছেন। (সূরা আনাফালে বলা হয়েছে ঃ)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

"আল্লাহ তা'আলা এমনটি করবেন না যে, হে রাসূল, আপনি তাদের মধ্যে বিরাজমান থাকবেন আর আল্লাহ্ আযাব নাযিল করবেন; আর এমনটিও হতে পারে না যে, তারা ইস্তিগফার করতে থাকবে আর আল্লাহ্ তাদেরকে আযাবে লিপ্ত করবেন।"

(তিনি বলেন) ঃ তারপর যখন আমি চলে যাব, তখন কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্যে তোমাদের মধ্যে (নিরাপত্তা ও রক্ষাকবচ স্বরূপ) ইস্তিগফার রেখে যাব।

–(জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উক্ত আয়াতটি হচ্ছে সূরা আনফালের ৩৩ নং আয়াত যার উদ্ধৃতি হুযুর (সা) দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, উম্মতের আযাব থেকে রক্ষাকবচ হচ্ছে দু'টি স্বয়ং নবী করীম (সা) এর সত্তা- যতক্ষণ তিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে আযাব দিয়ে তাদেরকে ধবংস করা হবে[২] না। দ্বিতীয় যে ব্যাপরটি তাদের রক্ষা কবচ ও নিরাপত্তা স্বরূপ কাজ করছে, তা হলো তাদের নিজেদের ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র দরবারে ইস্তিগফার ও কান্নাকাটি করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ব্যাপক আযাব ও গযব দিয়ে তাদেরকে ধবংস করা হবে না। দু'টি রক্ষা কবচের একটি থেকে উম্মত হুযুর (সা)-এর ইন্তিকালের সাথে সাথে বঞ্চি হয়ে পড়েছে আর দ্বিতীয় রক্ষাকবচটি- যা তাঁরই বদৌলতে উম্মত লাভ করেছে অর্থাৎ ইস্তিগফার কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। উম্মত চরম বে-আমলী বদ-আমলীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অক্ষত

ও নিরাপদে বেঁচে রয়েছে, ধ্বংস হয়ে যায়নি, তার মূলে এই ইস্তিগফারকারী বান্দাদের ইস্তিগফারেরই বরকতে।

তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা আল্লাহ্ কতটুকু খুশি হন

তাওবা-ইস্তিগফার সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সিলসিলা নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারাই সমাপ্ত করা হচ্ছে, যা সহীহ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমেও এক বিরাট সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) তওবাকারীদেরকে সেই সুসংবাদ শুনিয়েছেন, যা অন্যান্য বড় বড় আমলের ব্যাপারেও শুনাননি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের শান উপলব্ধির জন্যে এই একখানি মাত্র হাদীস হলেও তাই যথেষ্ট হতো। সত্য কথা হলো, এই কয়েক ছত্রের হাদীসখানা মা'রিফতের একটা গোটা দফতর স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বোধশক্তি ও একীন নসীব করুন।

٢٩١– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِىْ اَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهٗ رَاحِلَتُهٗ عَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهٗ فَطَلَبَهَا حَتّٰى اِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطْشُ اَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِىَ الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ فَاَنَامُ حَتّٰى اَمُوْتَ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ عَلٰى سَاعِدِهٖ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ فَاِذَا رَاحِلَتُهٗ عِنْدَهٗ عَلَيْهَا زَادُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهٖ وَزَادِهٖ

(رواه البخارى ومسلم)

২৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবা দ্বারা তার চাইতে বেশি খুশি হননি যে ব্যক্তি (তার সফরে) কোন বিজন ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছে, সাথে আছে কেবল তার উটনীটি- তার উপর আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদি। তার পর সে সেখানে মাথারেখে শুয়ে পড়লো। তার নিদ্রা এসে গেল। তারপর যখন চোখ খুললো তখন দেখতে পেলো যে, উটনীটি

(সমস্ত সামানপত্র সহ) গায়েব। তারপর সে তা খুঁজতে খুঁজতে খরতাপ পিপাসা ইত্যাদিতে এতই কাতর হয়ে পড়লো যে, তার প্রাণান্তকর অবস্থা হলো। তখন সে ভাবলো (এখন আমার জন্যে এটাই উত্তম হবে যে,) আমি আমার পূর্বের স্থানে গিয়ে শুয়ে পড়ি এবং আমৃত্যু সেখানেই নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকি। তখন সে বাহুর উপর মাথা রেখে মৃত্যুর উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়ে। তারপর যখন চোখ খুললো তখন দেখতে পেলো যে, তার উটনীটি তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে। তার উপর তার আহার্য পানীয় সবকিছুই ঠিক ঠাক ভাবে রয়েছে। এ ব্যক্তিটি তার হারানো উটনীটি দ্রব্যসম্ভারসহ পেয়ে যে পরিমাণ খুশি হবে, আল্লাহর কসম, মু'মিন বান্দার তাওবা করায় আল্লাহ তার চাইতে বেশি খুশি হয়ে থাকেন। – (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ঐ বেদুইন মুসাফিরের কথাটা একটু চিন্তা করুন তো, যে একা তার উটনীটিকে সঙ্গে নিয়ে গোটা পাথেয় ও সফর কালের আহার্য পানীয় উটনীর পিঠে তুলে নিয়ে দূর দরাজের এমন সফরে বেরিয়েছে, যে পথে কোথাও দানাপানি পাওয়ার কোনই আশা নেই। তার পর সফর কালেই কোন এক দুপুরে কোন এক গাছের ছায়াতলে একটু শুয়ে পড়তেই সে ক্লান্ত-শ্রান্ত মুসাফির নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। একটু পরে চোখ খুলতেই সে মুসাফির কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দেখলো যে, উটনীটি সব কিছু নিয়ে নিরুদ্দেশ। তারপর সে উটনীটির খোঁজে ছুটাছুটি করে এমনি ক্লান্ত-শ্রান্ত-পিপাসার্ত এবং খরতাপে কাতর হয়ে পড়লো যে, তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। সে বেচারা ভাবলো যে, এরূপ বিজন-বিভুঁইয়ে তরুলতা হীন প্রান্তরে মৃত্যুই বুঝি তার ভাগ্যলিপি। তাই সেই ছায়ায় গিয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। এ অবস্থায় পুনরায় সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লো। তার পর চোখ খুলতেই দেখে, তার উটনীটি সকল দ্রব্যসম্ভার নিয়ে তার মাথার উপর খাড়া।

একটু ভেবে দেখুন তো, পলাতক ও হারিয়ে যাওয়া যে উটনীটিকে হারিয়ে যে বেদুইন মরতে বসেছিল, সে উটনীটি অপ্রত্যাশিত ভাবে পুনরায় ফিরে আসায় সে বেদুইনটি কী পরিমাণ খুশি হতে পারে! পরম সত্যবাদী এবং সত্যবাদীতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নবী করীম (সা) হাদীসে পাকে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছেন, আল্লাহর শপথ, বান্দা যখন গুনাহর পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, সাচ্ছন্দেলে তাওবা ইস্তিগফার করে তখন রহীম ও করীম আল্লাহ্ তার চাইতেও অধিক খুশি হন যতটুকু খুশি ঐ পলাতক উটনীটির ফিরে আসায় ঐ বেদুইনটি হতে পারে।

প্রায় একই রিওয়ায়াত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইব্ন মাসউদ ছাড়াও হযরত আনাস (রা) কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমে এ মহাপুরুষদ্বয় ছাড়াও হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত নু'মান ইব্ন বশীর এবং হযরত

বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। বরং হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনায় এতটুকু বাড়তিও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) ঐ বেদুইন মুসাফিরটির পরম খুশির অবস্থার বর্ণনা করে বলেন যে, উটনীটি এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে পাওয়ায় বেদুইনটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার অসীম দয়ার স্বীকারোক্তি করে বলতে চাচ্ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ

"হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক আর আমি তোমারই বান্দা।" কিন্তু আনন্দের আতশয্যে তার রসনায় পর্যন্ত বিভ্রম দেখা দিল, সে বলে উঠলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ

"হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক।"

হুযুর (সা) তার মতি বিভ্রমের সাফাই দিতে গিয়ে বললেন ঃ

اَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ

(আনন্দের আতিশয্যে বেচারা ভুল করে বসেছে।[১])

নিঃসন্দেহে এ হাদীসে তাওবাকারী গুনাহগার বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা জান্নাত এবং জান্নাতের সকল নিয়ামত থেকেও উত্তম। শায়খ ইবনুল কাইয়েম তাঁর 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে তাওবা ও ইস্তিগফার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ব্যাখ্যায় বড় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, যা পাঠ করে ঈমানী রূহ আনন্দে নেচে উঠে! নিম্নে তার কেবল সারাংশ তুলে ধরছি ঃ

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানব জাতিকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং পৃথিবীর তাবৎ বস্তু তাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। আর মানবকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর মা'রিফত, আনুগত্য এবং ইবাদতের জন্যে। গোটা সৃষ্টি জগতকে তিনি মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে পর্যন্ত তাদের সেবায় ও প্রহরায় নিয়োজিত করেছেন। তারপর তাদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। নবুওত ও রিসালতের সিলসিলা জারী করেছেন। তারপর তাদেরই মধ্য থেকে কাউকে 'খলীল' (পরম বন্ধু) বানিয়েছেন, কাউকে 'কলীম' (তাঁর সাথে একান্তে আলাপকারী) বানিয়েছেন এবং অনেককে তাঁর

১. উলামা ও ফেকাহবিদগণ হুযুর (সা)-এর এ বাণী থেকে বুঝেছেন যে, এরূপ বিভ্রমের ফলে যদি কারো মুখ দিয়ে কুফরী কালাম বেরিয়ে যায় তবে সে ফাকির হবে না। ফিক্হ ও ফতোয়ার কিতাবাদিতে তা স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

বেলায়েত এবং নৈকট্য দানে ধন্য করেছেন এবং প্রধানতঃ মানব জাতির জন্যেই জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

মোদ্দা কথা, ইহলোকে পরলোকে এ বিশ্ব জগতে যা কিছু আছে এবং অনাগতকালে হবে, এ সবেরই কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে এ মানব জাতি। একে কেন্দ্র করেই সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে। এ মানবই আমানতের বোঝা বহন করেছে। তারই জন্যে শরীয়ত নাযিল হয়েছে এবং ছাওয়াব ও আযাবও তারই জন্যেই। সুতরাং এ গোটা বিশ্বজাহানের আসল মকসুদ হচ্ছে এই মানব জাতি। আল্লাহ তাঁর নিজ কুদরতী হাতে তাকে বানিয়েছেন। তাতে তাঁর নিজ 'রূহ' নিক্ষেপ করেছেন। আপন ফেরেশতাদের দিয়ে তাকে সাজদা করিয়েছেন। তাকে সাজদা না করায় ইবলীসকে আপন দরবারে থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং আল্লাহ তাকে তার শত্রু বলে ঘোষণা করেছেন। এসব এজন্যে যে, ঐ স্রষ্টা কেবল মানুষের মধ্যেই এ যোগ্যতা রেখেছেন যে, সে একটি যমীনী ও জড় পদার্থ থেকে সৃষ্ট মাখলুক হওয়া সত্ত্বেও নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের (যিনি গোপন থেকে গোপনতর এবং গায়েব থেকে গায়েবতর হওয়া সত্ত্বেও) উচ্চতর মা'রিফত হাসিল করার এবং তাঁর রহস্যাবলী ও কৌশলাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞান হাসিল করতে পারে। তাঁকে ভালবাসতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্যে নিজের পরম প্রিয় বস্তু কুরবানী করতে ও বিসর্জন দিতে পারে। তাঁর খাস রহমত ও অগণিত দানের যোগ্যতা অর্জন করে তাঁর অনন্ত অসীম করুণায় সিক্ত হতে পারে। আর সেই বদান্যশীল প্রভু যেহেতু নিজ গুণেই রহীম বা পরম দয়াময়। দয়া ও বদান্যতা তাঁর স্বকীয় গুণ (যেভাবে মমতা মায়ের অনন্য গুণ) এজন্যে আপন বিশ্বস্ত ও সৎকর্মশীল বান্দাদের ইনাম ইহসান দিয়ে ধন্য করা, এবং আপন দানে তাদের ঝুলি ভরে দিয়ে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করা তার তেমনি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যেমনটি মমতাময়ী মায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজ সন্তানকে দুগ্ধদান করা তাকে নাইয়ে ধুইয়ে দিয়ে উত্তম কাপড় চোপড় পরিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করা।

এখন বান্দা যদি তার চরম দুর্ভাগ্যের দরুন আপন স্রষ্টা প্রতিপালকের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার পথ ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয় এবং তাঁর দুশমন ও বিদ্রোহী শয়তানের বাহিনী এবং তার অনুসারীদের দলে ভিড়ে যায় এবং পরম বদান্যশীল প্রভু পরোয়ারদিগারের রহমত, দয়া-দাক্ষিণ্য ও সৃষ্টি-বাৎসল্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার পরিবর্তে তাঁর গযব ও কহরকেই উসকিয়ে দিতে শুরু করে, তাহলে তাঁর (অনন্য) গযব কহর ও অসন্তুষ্টির আগুন প্রজ্বলিত হবে, তা বলাই বাহুল্য যেমনটি ক্রোধের সঞ্চার হয়ে থাকে অবাধ্য ও অধম অভাগা দুষ্কতকারী সন্তানের বিরুদ্ধে মমতাময়ী মায়ের মনে। তারপর যদি সে বান্দার নিজ ভুল-ত্রুটির চেতনা-অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং সে অনুভব করতে সমর্থ হয় যে, আমি আমার

মালিক মওলা ও প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে নিজেকে ও নিজের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাঁর রহমত ও বদান্যশীলতা ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন পথই নেই, তারপর লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ও দয়ার প্রার্থী হয়ে তাঁর রহমত ও বদান্যশীলতার দরবারের দিকে রুজু হয়, সাচ্চা দেলে তাওবা করে মিনতি ও কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ভবিষ্যতে বাধ্য ও অনুগত হয়ে চলার অঙ্গীকার করে, তাহলে আশা করা যেতে পারে যে, মায়ের চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশি করুণা ও বাৎসল্যের অধিকারী প্রতিপালক যিনি বান্দাকে করুনা ও রহমত বর্ষণ করে এত আনন্দিত-উল্লসিত হন, যতটুকু আনন্দিত-উল্লাসিত স্বয়ং মুখাপেক্ষী বান্দা তা পেয়ে হয় না, তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে যে, এমন করুণাময় বদান্যশীল প্রভু পরোয়ারদিগার তাঁর সে বান্দার তাওবা ও রুজু করায় কতটুকু আনন্দিত-উল্লসিত হতে পারেন।"

শায়খ ইবনুল কাইয়েম তার চাইতে অনেক বিশদভাবে এ ব্যাপারটি আলোচনা করে উপসংহারে কোন এক আল্লাহওয়ালা আরিফ বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন, যিনি শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিলেন এবং পাপের রোগজীবাণু তাঁর অন্তরকেও কলুষিত-রোগগ্রস্ত করে ফেলেছিল। তিনি লিখেন ঃ

সেই দরবেশ একটি গলিপথ অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় তিনি একটি দরজা খোলা দেখতে পান। একটি শিশু কাঁদতে কাঁদতে সে দরজা দিয়ে বের হলো। সে বের হতেই তার মা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। শিশুটি এভাবে কাঁদতে কাঁদতে কিছুদূর অগ্রসর হলো। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই সে এক স্থানে থমকে দাঁড়ালো। সে তখন ভাবলো- বাপমার ঘর ছেড়ে আমি যাবোই বা কোথায়? একথা ভেবে সে ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে ঘরের দিকে ফিরে এলো এবং দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। এ অবস্থায়ই সে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তারপর তার মা এসে দরজা খুলে এ অবস্থায় তাকে শায়িত দেখে তার মনও ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তার করুণা সিন্ধু উথলে উঠলো। তার চোখে অশ্রুর বন্যা দেখা দিল। সে তার সন্তানকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তাকে সোহাগ করতে করতে বলতে লাগলো-

বৎস, তুই দেখলি তো, আমি ছাড়া তোর জন্যে আর কে আছে? তুই অবাধ্যতা ও মূর্খতার পথ বেছে নিয়ে আমার মনে কষ্ট দিয়ে আমাকে এমনি রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধমূর্তি করলে, যেমনটি তোর জন্যে আমার স্বভাবজাত ভাবে থাকার কথা ছিল না। আমার স্বভাবধর্মের তাগিদ তো হলো তোকে আদর-সোহাগ করা। তোর আরাম-

আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। তোর সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করা। আমার যা কিছু সব তো তোর জন্যেই।

সেই দরবেশ এ সব দেখলেন। তিনি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

এ কাহিনী সম্পর্কে চিন্তা করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ বাণীটি সম্মুখে রাখুন যাতে তিনি বলেছেন ঃ اَللّٰهُ اَرْحَمُ لِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا

"আল্লাহ্র কসম, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অধিকতর স্নেহ মমতাশীল- যতটুকু এ মা তার এ সন্তানের প্রতি।[১]

কত অভাগা ও বঞ্চিতই না ঐসব বান্দা, যারা না-ফরমানী ও পাপাচারের পথ বেছে নিয়ে রহীম ও করীম পরম দয়ালু ও পরম বদান্যশীল প্রভু পরোয়ারদিগারের রহমত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর গযব ও কহরকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে! উসকিয়ে দিচ্ছে! অথচ তাওবার দরজা তাদের জন্যে সতত উন্মুক্ত! সেদিকে অগ্রসর হয়ে তারা সেই করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আদর-সোহাগ লাভ করতে পারে- যাঁর আদর-সোহাগ ও করুণার সম্মুখে মায়ের আদর সোহাগ ও করুণা কিছুই নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ হাকীকত অনুধাবনের তাওফীক দান করুন এবং সে একীন বিশ্বাস আমাদের অন্তরে দান করুন!

يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِىْ يَا تَوَّابُ تُبْ عَلَىَّ يَا رَحْمٰنُ اَرْحَمْنِىْ يَارَؤُفُ ارْؤَفْ بِىْ يَا عَفُوُّ اُعْفُ عَنِّىْ يَارَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَطَوِّقْنِىْ حُسْنُ عِبَادَتِكَ-

হে ক্ষমাশীল! আমায় ক্ষমা কর। হে তাওবা কবূলকারী! আমার তাওবা কবূল কর। হে দয়াময়! আমায় দয়া কর। হে মেহেরবান! আমায় মেহেরবানী কর। হে ক্ষমাশীল! আমায় ক্ষমা কর। হে পালনকর্তা! আমার প্রতি তুমি যে নিয়ামত দান করেছ, আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার শক্তি দাও এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করার ক্ষমতা আমাকে দান কর।

১. এটা সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ। তাতে আছে, জনৈকা মহিলা উন্মাদের মত আর সন্তানকে কোলে নিয়ে বারবার তাকে চুমু খাচ্ছিলো। দুধ পান করাচ্ছিল। দর্শকমাত্র তার এ সন্তান বাৎসল্য ও উতালাভাব দেখে অভিভূত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ "আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অধিকতর সদয়, যতটুকু না এ মহিলাটি তার সন্তানের প্রতি সদয়।"

দরূদ ও সালাম

সালাত ও সালাম তথা দরূদ শরীফ এক প্রকার সর্বোত্তম ও সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন দু'আ, যা আল্লাহ পাকের দরবারে গিয়ে থাকে এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তার সাথে ঈমানী সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার অভিব্যক্তিস্বরূপ তাঁর জন্যে করা হয়ে থাকে। এর আদেশ স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পাক কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (الاحزاب)

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে। (আর এটাই হচ্ছে আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য।) এ সম্বোধন ও আদেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা এবং এতে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভূমিকা স্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ

অর্থাৎ নবীর প্রতি সালাত (যার নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর পবিত্র ফিরিশতাকুলের আচরিত অভ্যাস, তোমরাও একে তোমাদের অভ্যাসে পরিণত করে এই প্রিয় ও মুবারক আমলে শরীফ হয়ে যাও!

আদেশে দান ও সম্বোধনের এ ভঙ্গিটি কুরআনে পাকে কেবল মাত্র সালাত ও সালামের ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কোন আমলের ব্যাপারেই এরূপ বলা হয়নি যে, স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ এরূপ করে থাকেন, সুতরাং তোমরাও এমনটি করবে। নিঃসন্দেহে এটা সালাত ও সালামের অনন্য বৈশিষ্ট্য—এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মকামে-মহবুবিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বটে।

নবীর প্রতি সালাতের মর্ম এবং একটি সন্দেহ নিরসন

সূরা আহযাবের উক্ত আয়াতের দ্বারা অনেকের মনে একটা খটকা লেগে যায় যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও ফিরিশতাদের বেলায়ও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার মু'মিন বান্দাদের বেলায়ও ঐ একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ হাকীকতের দিক থেকে আল্লাহ ফিরিশতাকুল এবং মু'মিন বান্দাদের আমল নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যে 'সালাত'—যাকে এ আয়াতে ফিরিশতাদের সাথেও সম্পৃক্ত করে يُصَلُّوْنَ (তাঁরা সকলে সালাত প্রেরণ করেন) বলা হয়েছে এবং সকলের আমলকেই এক শব্দে 'সালাত' বলা হয়েছে, তা তো কোনক্রমেই মু'মিনদেরও আমল হতে পারে না। অনুরূপ, ঈমানদার বান্দাদেরকে صَلُّوْا বলে যে 'সালাত'-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা' কখনো স্বয়ং আল্লাহ্র কাজ হতে পারে না।

এ সন্দেহ ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, সালাত শব্দটিকে যখন যার দিকে সম্পৃক্ত বা সম্বোধিত করা হয়, তখন তার হিসাবে তার অর্থ হয়ে থাকে। যখন আল্লাহ্র দিকে এ শব্দটিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন তার অর্থ হয় রহমত বর্ষণ করা, আর যখন ফিরিশতাকুল এবং মু'মিনদের সাথে তা সম্পৃক্ত হয়। তখন তার অর্থ হয় আল্লাহ্র দরবারে রহমত বর্ষণের দু'আ করা। কিন্তু বিশুদ্ধতর কথা হলো, সালাত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সম্মানিত করা, প্রশংসা করা, মর্যাদা সমুন্নত করা। প্রীতি বাৎসল্য, বরকত-রহমত, স্নেহ- সোহাগ করা, সদিচ্ছা, নেক দু'আ বা আশীর্বাদ করা এ সব অর্থেই সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্যে তা আল্লাহ, ফিরিশতাকুল এবং মু'মিন বান্দাদের সকলের পক্ষ থেকেই সমভাবে হতে পারে। অবশ্য, এটুকু পার্থক্য থাকবে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 'সালাত' তাঁর উচ্চ শান অনুযায়ীই হবে। ফিরিশতাগণের 'সালাত' হবে তাঁদের মর্যাদা অনুপাতে এবং মু'মিন বান্দাদের সালাত হতে তাঁদের নিজেদের মর্যাদা অনুপাতে।

সে হিসাবে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি অত্যন্ত সদয় ও প্রসন্ন, তাঁর আদর-সোহাগ অহরহ তাঁর প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। তিনি তাঁর প্রশংসায় মুখর এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদায় তিনি তাঁকে আসীন করতে যত্নবান। ফিরিশতাগণও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান-সমীহ করে থাকেন। তাঁর প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিতে তাঁরাও পঞ্চমুখ। সতত তাঁরা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আয়রত। সুতরাং হে মু'মিন বান্দারা! তোমরাও অনুরূপ কর! সর্বদা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্যে স্নেহ-বাৎসল্য, মর্যাদাবৃদ্ধি, মকামে মাহমূদে আসীন করা এবং গোটা বিশ্বের ইমামত, তাঁর সীমাহীন কবূলিয়াত এবং শাফা'আতের দু'আ করে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ কর!

সালাত ও সালামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

এ আয়াতে যে শানদার ভূমিকা দিয়ে যে গুরুত্ব সহকারে ঈমানদারগণকে সালাত ও সালামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই এর গুরুত্ব এ মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র কাছে তা অত্যন্ত প্রিয় আমল হওয়াটা সুস্পষ্ট। পরবর্তী হাদীসগুলো দ্বারা জানা যাবে যে, ঈমানদার বান্দাদের জন্যে তাতে কতটুকু খায়র-বরকত ও রহমত নিহিত রয়েছে।

সালাত ও সালাম সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন মস্‌লকে

গোটা মুসলিম জাতির ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ প্রায় ঐকমত্য পোষণ করেন যে, সূরা আহযাবের উক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। ইমাম শাফেয়ী এবং এক রিওয়ায়াত অনুসারে ঈমান আহমদও বলেন, প্রত্যেক সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ পাঠ ওয়াজিব। তা না করলে সালাত আদায় হবে না। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা এবং অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমত হলো, শেষ বৈঠক তো নিঃসন্দেহে ওয়াজিব, যাতে প্রাসঙ্গিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরূদ-সালামও এসে যায়। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দরূদ শরীফ পাঠ ফরয বা ওয়াজিব নয়, বরং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ সুন্নত-যা ছুটে গেলে সালাতে অনেক কমতি ও অপূর্ণতা রয়ে যায়। কিন্তু এ মতদ্বৈততা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, উক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে সালাত ও সালাম প্রেরণ ফরযে আইন, যেমনটি তাঁর রিসালাতের সত্যতার সাক্ষ্যদান ওয়াজিব-যার জন্যে কোন নির্দিষ্ট সময় বা সংখ্যার বাধ্যবাধকতা নেই। এর সর্ব নিম্ন স্তর হচ্ছে অন্তত জীবনে একবার তা করতে হবে এবং তার উপর কায়েম থাকতে হবে।

পরবর্তীতে হাদীস আসছে-যদ্দারা জানা যাবে যে, যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম বা প্রসঙ্গ আসবে তখনই অতি অবশ্য তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে। এ ব্যাপারে অবহেলাকারীর প্রতি কঠোর সতর্কবাণীর কথাও বর্ণিত হবে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ফকীহর অভিমত হচ্ছে, যখনই কেউ হুযুর পাক (সা)-এর উল্লেখ করবেন বা অন্য কারো মুখে তাঁর নাম শুনবেন তখন তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ ওয়াজিব। একটি অভিমত হলো একই মজলিসে যদি বারবার তাঁর নাম উচ্চারিত হয় বা তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখন প্রতিবারই তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ ওয়াজিব হবে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে, প্রথমবার দরূদ পাঠ ওয়াজিব এবং পরবর্তী প্রতিবার দরূদ পাঠ মুস্তাহাব। মুহাক্কিক আলিমগণ এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

দরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আমাদের জড়জগতে ফলফুলের ভিন্ন ভিন্ন রংরূপ দান করেছেন এবং এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন সুবাস দিয়েছেন ঃ (ফার্সী কবির ভাষায় ঃ بر گلے را رنگ وبوئے دیگر است) অনুরূপ বিভিন্ন ইবাদত, যিকর ও দু'আর ভিন্ন ভিন্ন খাসিয়াত (বৈশিষ্ট্য) ও বরকত রেখেছেন। দরূদ শরীফের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খালিস অন্তরে বহুল পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠে আল্লাহ্র খাস রহমতের দৃষ্টি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর রূহানী নৈকট্য এবং তাঁর বিশেষ অনুরাগ লাভের এটি হচ্ছে সবচাইতে খাস ওসীলা। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উল্লিখিত হাদীসগুলো দ্বারা এটাও জানা যাবে যে প্রত্যেকটি উম্মতের দরূদ ও সালাম তার নামধামসহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছানো হয়ে থাকে। এ জন্যে ফিরিশতাদের রীতিমত একটি বিভাগ রয়েছে।

একটু চিন্তা করুন, আপনি যদি জানতে পারেন, আল্লাহ্র অমুক বান্দা আপনার জন্যে এবং আপনার পরিবার-পরিজনের জন্যে অহরহ নেক দু'আ করে থাকে। সে তার নিজের জন্যে ততটুকু দু'আ করে না, যতটুকু আপনার জন্যে করে থাকে এবং এটা তার অত্যন্ত প্রিয় কাজ, তাহলে আপনার অন্তরে তার জন্য কতটুকু ভালবাসা এবং তার মঙ্গল কামনার উদ্রেক হতে পারে। তারপর যখনই আল্লাহ্র ঐ বান্দা আপনার সম্মুখে আসবে বা আপনার সাথে দেখা করবে, তখন আপনি তার সাথে কী আচরণ করবেন ?

এ উপমা দ্বারা বুঝা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র যে বান্দা ঈমান ও ইখলাস সহকারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বহুলভাবে দরূদ ও সালাম পাঠ করবে, তার প্রতি তিনি কতটুকু প্রসন্ন থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন তার সাথে তাঁর কী কায়কারবার হবে ? আল্লাহ্র নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে মর্যাদার আসন রয়েছে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে একটু অনুমান করুন তো, এ বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা কতটুকু প্রসন্ন থাকবেন এবং তার প্রতি তিনি কতটুকু সদয় থাকবেন।

দরূদ ও সালামের উদ্দেশ্য

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দরূদ ও সালাম বাহ্যত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ হলেও যেভাবে অন্যদের জন্যে দু'আ তাদের উপকারার্থে করা হয়ে থাকে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দু'আর উদ্দেশ্য সেরূপ তাঁকে উপকৃত করা থাকে না। আমাদের দু'আর তাঁর আদৌ কোন প্রয়োজন বা মুখাপেক্ষিতা নেই, গরীব-মিসকীনদের হাদিয়া-তুহফার বাদশাহদের কী প্রয়োজন! বরং আল্লাহ তা'আলার যেমন আমাদের বান্দাদের উপর হক হচ্ছে ইবাদত ও স্তব-স্তুতির দ্বারা নিজেদের আবদিয়াত এবং উবুদিয়াত বা দাসত্বের নযরানা তাঁর হুযুরে পেশ করা, এতে আল্লাহ্র নিজের কোন ফায়দা নেই, বরং তা আমাদের নিজেদেরই ঠেকা! আর এর ফায়দা আমরা নিজেরাই পেয়ে থাকি। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কৃতিত্ব ও কামালাত, তাঁর পয়গম্বরসুলভ খিদমতসমূহ এবং উম্মতের প্রতি তাঁর ইহসানসমূহের প্রেক্ষিতে তাঁর হক হচ্ছে উম্মত তাদের আনুগত্য, নিয়াযমন্দী ও কৃতজ্ঞতার হাদিয়া-নযরানা স্বরূপ দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। আর যেমনটি উপরে বলা হয়েছে, এর দ্বারা তাঁর উপকার সাধন উদ্দিষ্ট নয় বরং নিজেদেরই উপকার সাধন তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আখিরাতের ছাওয়াব, তাঁর মহান রাসূলের রূহানী নৈকট্য এবং তাঁর খাস সদয় দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই দরূদ ও সালাম পাঠ করা হয়ে থাকে। দরূদ পাঠকারীর আসল উদ্দিষ্ট থাকে তাই।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়াই বলতে হবে যে, তিনি আমাদের দরূদ ও সালামের হাদিয়াটুকু ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাঁর রাসূলের খিদমতে পৌঁছিয়ে দেন এবং অনেকের সালাম কবর মুবারকে সরাসরি তাঁকে শুনিয়েও দিয়ে থাকেন। (যেমনটি পরবর্তী হাদীসসমূহ থেকে জানা যাবে।) উপরন্তু আমাদের সালাত ও সালামের অনুপাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি তাঁর দান এবং হুযুর (সা)-এর দর্জা বৃদ্ধিও করে থাকেন।

দরূদ ও সালামের খাস হিকমত

আম্বিয়ায়ে কিরাম বিশেষতঃ সাইয়েদুল আম্বিয়া (সা)-এর খিদমতে ভক্তি-শ্রদ্ধা, মহব্বত, বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত হাদিয়াস্বরূপ দরূদ ও সালাম প্রেরণের তরীকা নির্ধারণ করার সবচাইতে বড় হিকমত হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা শিরকের মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার পরেই সর্বাধিক সম্মানিত ও পবিত্র সত্তার অধিকারী হচ্ছেন এই আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম। তাঁদের মধ্যেও সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন খাতামুন নাবিয়্যীন সাইয়েদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা)। যখন তাঁর ব্যাপারেই এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি সালাম ও দরূদ প্রেরণ করতে হবে, (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্যে বিশেষ রহমত ও নিরাপত্তার দু'আ করতে হবে) তাতে বুঝা গেল যে, তিনিও আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সদয় দৃষ্টির মুখাপেক্ষী আর তাঁর হক ও উচ্চতম মর্যাদার দাবি হচ্ছে তাঁর জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উঁচু থেকে উঁচুতর দু'আ করতে হবে। তারপর শিরকের আর কোন অবকাশই থাকে না। পরম দয়াময় ও বদান্যশীল আল্লাহ তা'আলার কত বড় দয়া ও বদান্যতা যে, তাঁর এ হুকুম আমার-বান্দা ও উম্মতীদেরকে নবী রাসূলদের, বিশেষত সাইয়েদুল আম্বিয়া বা নবীকূল শিরোমণির জন্যে দু'আকারী বানিয়ে দিয়েছে। যে বান্দা এমন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারীদের জন্যে দু'আ করে, সে কী করে অন্য মাখলুকের পূজারী হতে পারে ?

হাদীসে দরূদ ও সালামের প্রতি উৎসাহ দান এবং তার ফাযায়েল ও বরকতসমূহ

এ ভূমিকাটির পর এবার সে হাদীসগুলো পাঠ করুন, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরূদ পাঠের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং দরূদের ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٢- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا (رواه مسلم)

২৯২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাম বর্ষণ করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বলা হয়েছে যে, সালাত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশেষ দানকে যেমন সালাত বলা হয়ে থাকে, তেমনি ঈমানদার বান্দাদের প্রতি সাধারণভাবে তাঁর যে রহমত ও করুণা বর্ষিত হয়ে থাকে, তার জন্যেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ জন্যে হাদীসে ঐ রহমত ও দানের ব্যাপারেও সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—যা দরূদ ও সালামের বিনিময়ে মু'মিন বান্দাদের প্রতি বর্ষিত হয়ে থাকে। বলা হয়েছে ঃ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا অর্থাৎ আল্লাহ তার প্রতি দশবার সালাত বর্ষণ করেন। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র যে সালাত, অন্য যে কারো প্রতি বর্ষিত সালাতের তুলনায় এ দুই সালাতের পার্থক্য ততটুকুই হবে, যতটুকু পার্থক্য রয়েছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এবং ঐ মু'মিন বান্দার মর্যাদার মধ্যে।

পরবর্তী কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আমাদের বান্দাদের সালাত প্রেরণের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সালাত প্রেরণের দু'আ করা।

এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি হাকীকত বা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করাই কেবল এ হাদীসের উদ্দেশ্য নয়; বরং ঐ মুবারক ও বরকতপূর্ণ আমল (অর্থাৎ নবীর প্রতি দরূদ)-এর প্রতি উৎসাহিত করাই এর উদ্দেশ্য- যা আল্লাহ তা'আলার সালাত, তখন তাঁর খাস রহমত হাসিল করা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রূহানী নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়ার ওসীলাস্বরূপ। অনুরূপভাবে পরবর্তী আলোচ্য হাদীসগুলোর উদ্দেশ্যও তাই।

٢٩٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (رواه النسائى)

২৯৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাত প্রেরণ করেন তার দশটি পাপ মোচন হয় এবং তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে। – (সুনানে নাসায়ী)

٢٩٤- عَنْ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ مِنْ اُمَّتِى صَلٰوةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحٰى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ (رواه النسائى)

২৯৪. আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের যে কেউ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একবার আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি সালাত প্রেরণ করেন এবং এর বিনিময়ে তার দশটি স্তর উন্নীত করেন এবং তার জন্য দশটি নেকি লিখে দেন এবং তার দশটি পাপ মোচন করেন। – (সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি একবার দরূদ পাঠের জন্যে দশবার সালাত বর্ষণের কথাই বলা হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে দশবার সালাত বর্ষণের সাথে সাথে দশটি স্তর উন্নীত করার এবং দশটি পাপ মোচনের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার বর্ণিত এ তৃতীয় হাদীসে উপরন্তু দশটি নেকি দরূদ পাঠকারীর আমলনামায় লিখিত হওয়ার সুসংবাদও শুনানো হয়েছে। এ অধম লেখকের মতে, এটা একান্তই ইজমালী বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যার তারতম্য। অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসে যা বলা হয়েছে, তা প্রথামোক্ত হাদীসে ইজমালীভাবে বর্ণিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহই সম্যক অবগত। তৃতীয়োক্ত হাদীস দ্বারা একথাও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিনিময় লাভের জন্যে পূর্বশর্ত হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি এ সালাত ও সালাম হবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে-অত্যন্ত খালিস অন্তরে।

٢٩٥- عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنَّهٗ جَاءَنِىْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّىَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا (رواه النسائى والدارمى)

২৯৫. হযরত আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তশরীফ আনলেন, তাঁর মুখমন্ডল তখন অত্যন্ত প্রসন্ন। (তার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে) তিনি বললেন, আজ জিব্রাইল আমীন আসলেন এবং বললেন ঃ আপনার প্রতিপালক বলছেন, হে মুহাম্মদ! একথা কি আপনাকে আনন্দিত করবে না যে, আপনার কোন উম্মতই এমন হবে না যে, সে আপনার প্রতি একবার সালাত প্রেরণ করবে অথচ আমি (আল্লাহ) তাঁর প্রতি দশবার সালাত বর্ষণ করব না। এবং আপনার কোন উম্মত এমন হবে না, যে আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করবে অথচ আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করবো না। – (সুনানে নাসায়ী ও মুসনাদে দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

– "হে নবী!) আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে এতটুকু দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"

এ প্রতিশ্রুতির পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন তো হবে কিয়ামতের সময়; কিন্তু এটাও তার একটি কিস্তি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মান এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, এবং মাহবুবিয়তের এত উঁচু মকাম তাঁকে দান করেছেন যে, যে বান্দা তাঁর মহব্বত ও সম্মানে খালিস আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি সালাত ও সালাম প্রেরণের নীতি নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। স্বয়ং বিজ্রাইল আমীন মারফত তিনি এ সুসংবাদটি দিয়েছেন এবং প্রিয়ভঙ্গিতে তা দিয়েছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ

–(আপনার প্রতিপালক বলছেন, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন হে মুহম্মদ যে....)

আল্লাহ তা'আলা নসীবে রেখে থাকলে, এসব হাদীসের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহবুবিয়তের মকাম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

٢٩٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلاً فَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ قَدْ تَوَخَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ اَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ مَالَكَ ؟ فَذَكَرْتُ لَهٗ ذَالِكَ قَالَ فَقَالَ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ اَلَا اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلٰوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ (رواه احمد)

২৯৬. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) লোকালয় থেকে বের হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় গিয়ে তা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমার আশঙ্কা হলো, আল্লাহ তাঁর জান কবয করে নেননি তো! আমি তখন তাঁর নিকটবর্তী হয়ে গভীরভাবে দেখতে লাগলাম, এমন সময় তিনি তাঁর মাথা উঠালেন। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কী হলো হে ? (অমন করে কী দেখছো ?) আমি বললাম, (দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আপনার সিজদা থেকে মাথা না উঠানোর দরুণ) আমার সন্দেহ হয়, এ জন্যে আমি আপনাকে (গভীরভাবে) দেখছিলাম।

তখন তিনি বললেন, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, জিব্রাইল (আ) এসে আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ শুনাবো না ? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলছেন ঃ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে আমিও তার প্রতি সালাত প্রেরণ করবো আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে আমিও তার পতি সালাম প্রেরণ করবো। – (মুসনাদ আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণকারীদের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সালাত ও সালাম বর্ষণের কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু দশ সংখ্যার ওয়াদার এতে উল্লেখ নেই। কিন্তু এর আগে হযরত আবূ তালহা বর্ণিত হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জিব্রাইল (আ) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দশবার সালাত ও সালাম বর্ষণের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তারপর হয় রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই আর দশবারের কথা উল্লেখ করা জরুরী বিবেচনা করেননি, অথবা পরবর্তী কোন রাবী হাদীস বর্ণনাকালে তা বলতে ভুলে গিয়ে থাকবেন।

মুসনাদে আহমদে এ হাদীসের অন্য এক রিওয়ায়াতে এটুকুও আছে। فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ شُكْرًا সুতরাং আমি শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ্‌র দরবারে সিজাদ করলাম। ইমাম বায়হাকী হাদীসটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেন ঃ সিজদায়ে শুকর এর প্রমাণ স্বরূপ বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে আমার দৃষ্টিতে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হাদীস। আল্লাহই ভালো জানেন।

২৯৭. প্রায় সমার্থক একখানি হাদীস তাবারানী তাঁর নিজস্ব সনদে হযরত উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেন। তাতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি অসাধারণ সিজদাহর উল্লেখ রয়েছে। তার শেষ অংশে আছে ঃ সিজদা থেকে উঠে তিনি আমাকে বললেন ঃ

اِنَّ جِبْرَئِيْلَ اَتَانِيْ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ

"জিব্রাইল আমার কাছে এসে এ পয়গাম পৌঁছালেন যে, আপনার যে উম্মতই আপনার প্রতি একবার সালাত প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাত বর্ষণ করবেন এবং এর দ্বারা তার মর্যাদা দশটি স্তর উন্নীত করবেন।"

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হচ্ছে উম্মতীদেরকে একথা জানান যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাত ও সালামের 'তোহফা' এবং তাঁর অফুরন্ত রহমত লাভের একটি অতি কার্যকরী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ। আল্লাহ তা'আলা এক একবারের সালাত ও সালামের বিনিময়ে দশ দশবার সালাত ও সালাম বর্ষণ করেন এবং দশটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত করে দেন। আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মোচন করে দেন এবং দশটি করে নেকি লিখে দেন। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কেবল একশ' বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করে, তাহলে হাদীসসমূহ প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে (যা এক দু'জন নয়, অনেক অনেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং সিহাহ, সুনান ও মুসনদ জাতীয় প্রায় সঙ্কলনসমূহে বিশ্বস্ত রাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত ও উদ্ধৃত) তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এক হাজার সালাত ও রহমত বর্ষণ করেন। তার মর্যাদার এক হাজার স্তর উন্নীত হয়। তার আমলনামা থেকে এক হাজার গুনাহ মোচন করা হয় এবং তার স্থলে এক হাজার নেকি লিখিত হয়। আল্লাহু আকবর! কতই না শস্তা অথচ উপকারী সওদা! কতই না ক্ষতিগ্রস্ত ও হতাভাগ্য ঐ সব ব্যক্তি, যারা ঐ সৌভাগ্য এবং উপার্জন থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখলো। আল্লাহ তা'আলা একীন নসীব করুন এবং আমলের তাওফীক দান করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখ কালে দরূদের ব্যাপারে গাফেল ব্যক্তিদের বঞ্চনা

٢٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفَرَ لَهٗ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهَ اَبَوَاهُ اَلْكِبَرَ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

(رواه الترمذى)

২৯৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করলো না। অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি যার জন্যে রমযান (এর মত রহমত ও মাগফিরাতের) মাস এলো এবং তার জন্যে মাগফিরাতের ফয়সালা না হতেই তা চলেও গেল। অপদস্থ হোক সে ব্যক্তি, যার পিতামাতা উভয়কে অথবা তাদের যে কোন একজনকে তাদের বার্ধক্যের অবস্থায় পেলো অথচ সে তাদের খিদমত ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলো না।

(জামে' তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে উক্ত তিন ব্যক্তির জন্যে অপমান ও বিড়ম্বনার বদদু'আ রয়েছে। তাদের তিন জনেরই অভিন্ন অপরাধ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাদের তিন জনকেই তাঁর রহমত ও মাগফিরাত লাভের সর্বোত্তম মওকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত লাভের সে সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে বঞ্চনাকেই নিজেদের জন্যে বেছে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ হতভাগারা এরূপ বদদু'আরই উপযুক্ত। পরবর্তী হাদীসের দ্বারা জানা যাবে, এ কমবখতদের জন্যে আল্লাহ্‌র সবচাইতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা জিব্রাইল পর্যন্ত কঠোর বদদু'আ করেছেন। আল্লাহ রক্ষা করুন!

٢٩٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْضُرُوْا فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ ارْتَقَى

الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْتَمِعُهُ فَقَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ (رواه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد)

২৯৯. হযরত কা'আব ইব্‌ন উজরা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিকটে ভিড়ে বসার জন্যে বললেন, নিকটে এসো। আমরা তাঁর নিকটে ভিড়ে বসলাম। তিনি (তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে) মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে কদম রেখেই বললেন ঃ আমীন। তারপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে কদম রেখেও বললেন আমীন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলেন এবং বললেন, আমীন।

তারপর যখন ভাষণ অন্তে মিম্বর থেকে নেমে আসলেন তখন আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা এমন কিছু শুনলাম যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। (অর্থাৎ মিম্বরের প্রত্যেক সিঁড়িতে কদম রাখার সময় আমীন বলাটা)।

জবাবে তিনি বললেন, আমি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে কদম রাখলাম, তখন জিব্রাইল আমীন এসে বললেন ঃ

بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

–"ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূর হোক, যে রমযান মাস পেলো, অথচ তাকে ক্ষমা করা হলো না।" তখন আমিও বললাম ঃ আমীন! (অর্থাৎ তাই হোক) তারপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলাম, তখন তিনি পুনরায় বললেন ঃ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ

–"ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আপনার প্রসঙ্গ উঠলো, সে আপনার প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করলো না। আমিও বললাম ঃ আমীন! (তাই হোক!) অতঃপর আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে কদম রাখলাম তখন জিব্রাইল বলে উঠলেন ঃ

بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

–ধ্বংস হোক সে হতভাগা ব্যক্তি, যার সম্মুখে তার পিতামাতা উভয়েই বা তাদের কোন একজন বার্ধক্যে উপনীত হলো, অথচ সে তাদের খিদমত ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশের উপযুক্ত হতে পারলো না। আমি বললাম ঃ আমীন! (তাই হোক!) – (মুস্তাদরাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের বক্তব্য পূর্ববর্তী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের বক্তব্যের প্রায় সমার্থক। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এ হাদীসে বদদু'আকারী হচ্ছে জিব্রাইল (আ), আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতিটি বদদু'আ সমর্থনে আমীন উচ্চারণকারী। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের বদদু'আ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমীন বলা সংক্রান্ত এ ঘটনাটি শাব্দিক তারতম্যের সাথে হযরত কা'আব ইব্‌ন উজরা (রা), ছাড়াও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)' হযরত মালিক ইব্‌ন হুয়াররিস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিছ (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, যা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে স্থান পেয়েছে। এসব রিওয়ায়াতের কোন কোনটিতে একথাও আছে যে, হযরত জিব্রাইল বদদু'আ করে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'আমীন' বলার জন্যে নিজেই বলে দিচ্ছিলেন। তারপরই রাসূলুল্লাহ (সা) 'আমীন' বলছিলেন।

উপরোক্ত হাদীসসমূহে উক্ত ভিন্ন ধরনের অপরাধীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের বদদু'আরূপে তাঁদের যে গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, এটা আসলে উক্ত তিন ধরনের অপরাধীদের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোরতম সতর্কবাণী স্বরূপ। উপরন্তু আরো জানা গেল যে, হুযুর (সা)-এর আল্লাহ্‌র মাহবুবিয়তের কারণে ফিরিশতা জগতে এবং ঊর্ধ্বজগতে মাহবুবিয়ত ও মর্যাদার এত উচ্চ আসনে তিনি সমাসীন যে, যে ব্যক্তি তাঁর হক আদায়ে এতটুকু পরান্মুখ বা উদাসীন যে তার উল্লেখ শুনেও তাঁর প্রতি দরূদ আদায়ে গাফলতি করে, তার প্রতি সমস্ত ঊর্ধ্বজগতের ইমাম ও প্রতিনিধি হযরত জিব্রাইলের অন্তর থেকে এরূপ কঠোর বদদু'আ বের হয় এবং সাথে সাথে এর উপর তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ দিয়ে 'আমীন' বলিয়ে নিচ্ছেন!

আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে হিফাযত করুন! হুযুর (সা)-এর হক উপলব্ধি করার এবং সাথে সাথে তা আদায়ের তাওফীকও দান করুন!

এ সব হাদীসের ভিত্তিতে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন সে প্রসঙ্গ উত্থাপনকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপরেই তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ ওয়াজিব হয়ে যায়– যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٠– عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ (رواه الترمذى)

৩০০. হযরত আলী মুরতাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাত কৃপণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হলো অথচ সে (একটু ঠোঁট-রসনা নাড়িয়ে) আমার প্রতি দরূদও পড়ে না।

– (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এর মর্মকথা হচ্ছে, সাধারণত কৃপণ মনে করা হয়ে থাকে ঐ ব্যক্তিকে, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয়ে কুণ্ঠিত থাকে বা কার্পণ্য করে; কিন্তু তার চাইতেও বড় কৃপণ এবং সবচাইতে বড় কৃপণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো অথচ সে রসনা নাড়িয়ে দরূদের দু'টি কলিমা উচ্চারণেও কার্পণ্য করে অথচ তিনি উম্মতের জন্যে কী না করেছেন আর এ উম্মত তাঁর নিকট থেকে কী না পেয়েছে। সে সব চাওয়া পাওয়ার বিনিময়ে প্রত্যেকটি উম্মত যদি তাদের প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়, তবুও তাঁর হক আদায় হবার নয়।

مرحبا ائے پیک مشتاقاں بدہ پیغام دوست
تا کنم جاں ازسر رغبت فدائے نام دوست

হে আগ্রহীরদল! বন্ধুকে জানিয়ে দিও,
যাতে সানন্দে বন্ধুর পক্ষে জীবন উৎসর্গ করতে পারি!

মুসলমানদের কোন বৈঠকই যেন আল্লাহ্র যিকর ও নবীর প্রতি দরূদ শূন্য না হয়

٣٠١– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ (رواه الترمذى)

৩০১ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যেখানে কিছুসংখ্যক লোক বসে এবং সে বৈঠকে তারা আল্লাহ্র স্মরণ অথবা তাদের নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করে না (অর্থাৎ তাদের সে মজলিস যিকরুল্লাহ ও নবীর প্রতি দরূদ পাঠ থেকে সম্পূর্ণ শূন্য হয়) তাহলে (কিয়ামতে) তা তাদের জন্যে আক্ষেপ ও ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ চাইলে এ জন্যে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন আবার তিনি চাইলে তাদের সে অপরাধ ক্ষমাও করতে পারেন। – (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মুসলমানদের কোন মজলিসই এমন হওয়া চাই না, যাতে আল্লাহ্র যিকর বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম একেবারেই হবে না। জীবনের কোন একটি মজলিসও এরূপ গিয়ে থাকলে কিয়ামতের দিন এ জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এ জন্যে সেখান অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে। তারপর ইচ্ছে করলে আল্লাহ তা'আলা এ জন্যে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

ঐ একই বক্তব্য প্রায় একই শব্দমালা যোগে ১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছাড়াও ২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা), ৩. হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা), ৪. হযরত ওয়াছেলা ইবনুল আসকা (রা) প্রমুখ সাহাবীর যবানীতে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

দরূদ শরীফের আধিক্য কিয়ামতের দিন হুযূর (সা)-এর নৈকট্যের কারণ হবে

٣٠٢– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً (رواه الترمذى)

৩০২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সবচাইতে নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং আমার উপর বেশি হকদার হবে ঐ ব্যক্তি, যে আমার প্রতি সর্বাধিক সালাত প্রেরণকারী হবে।

– (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ঈমান ও ঈমানদার সুলভ জীবনের সকল বুনিয়াদী শর্ত পূরণের সাথে সাথে যে উম্মতী আমার প্রতি যতবেশি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে,

কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তত অধিক ও খাস নৈকট্যের অধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা এ দৌলত হাসিলের সৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক দান করুন!

٣٠٣– عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ

৩০৩. রুয়ায়ফে' ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহম্মদের প্রতি দরূদ পাঠ করে এরূপ দু'আ করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

–"হে আল্লাহ! তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবী মুহম্মদ (সা) কিয়ামতের দিন আপনার সবচাইতে নিকটবর্তী আসনে অধিষ্ঠিত করুন।" তার জন্যে আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে। – (মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি তাবারানীও তাঁর মু'জামে কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে দু'আর প্রসঙ্গটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ

এতে সালাত ও সালামের পূর্ণ শব্দগুলো এসে গেছে এবং তা অত্যন্ত মুখতসরও বটে।

এমনি তো রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর গোটা উম্মতের জন্যে ইনশাল্লাহ শাফাআত করবেন। কিন্তু যে সব উম্মতীরা এ শব্দমালা যোগে তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্যে এরূপ দু'আ করবে, তাদের ব্যাপারে শাফা'আত করাকে তিনি তাঁর বিশেষ কর্তব্য বলে জ্ঞান করবেন। আশা করা যায় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই সুপারিশ করবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

– হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি রহম কর এবং কিয়ামতের দিন তাঁকে তোমার নিকটতম আসনে অধিষ্ঠিত কর।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং প্রয়োজন পূরণেও দরূদ পাঠ সমধিক কার্যকরী

٣٠٤– عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلٰوةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلٰوتِىْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ فَقَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ فَقَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ (رواه الترمذى)

৩০৪. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরয কলাম, আমি চাই যে, আপনার প্রতি সালাত (দরূদ) অধিক পরিমাণে প্রেরণ করি। তাহলে আমি কী পরিমাণে তা করতে পারি ? (অর্থাৎ নিজের জন্য যে পরিমাণ দু'আ কার্যকর, তার অনুপাতে কত অংশ আপনার জন্যে দরূদের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করবো ?) তিনি বললেন ঃ তুমি যতটুকু চাইবে ততটুকু। তখন আমি বললাম ঃ এক চতুর্থাংশ ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি যতটুকু চাইবে ততটুকু, তবে ততোধিক করলে তা তোমার জন্যে উত্তম হবে। আমি বললাম ঃ তাহলে তিন ভাগের দু'ভাগ ? তিনি বললেন ঃ তুমি যতটুকু চাইবে ততটুকু, তবে ততোধিক হলে তা তোমার জন্যে উত্তম। তখন আমি বললাম ঃ তা হলে আমার গোটা দু'আর সময়টাই সালাতের জন্যে নির্ধারিত করে নিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমার সকল প্রয়োজন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পূরণ করা হবে (অর্থাৎ তোমার গায়েবী তাবৎ ইহলৌকিক পরলৌকিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহ আল্লাহ্‌র গায়েবী ভান্ডার থেকে পূরণ করে দেওয়া হবে এবং তোমার সকল গুনাহ মার্জনা করে দেওয়া হবে। – (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম আনুধাবনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে (বন্ধনীযোগে) করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, এ হাদীসে 'সালাত' শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে– যা তার আসল অর্থও বটে।

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) সে সব অতি ভাগ্যবান সাহাবীগণের অন্যতম–যাঁরা অধিক পরিমাণে দু'আ-দরূদ ও আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটিতে

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। একদা তাঁর অন্তরে এ চিন্তার উদ্রেক হলো যে, আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি ও দু'আতে যে সময়টা অতিবাহিত করে থাকি, তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত এর উদ্দেশ্যে খাস করে নিলে উত্তম হয়। এ ব্যাপারে তিনি স্বয়ং হুযুর পাক (সা)-এরই শরণাপন্ন হলেন এবং কতটুকু অংশ তিনি এ জন্যে নির্ধারিত করবেন তার পরামর্শ চাইলেন। হুযুর (সা) এজন্যে কোন সময় সীমাবদ্ধ করতে পসন্দ করলেন না, বরং তা তাঁর নিজের ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দিলেন এবং এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এ জন্যে তুমি যতবেশি সময় দিতে পারবে, তা তোমার জন্যে ততই মঙ্গলজনক হবে। অবশেষে এক পর্যায়ে এসে তিনি তার দু'আর সমস্ত সময়টাই হুযুর (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালামে ব্যয়িত করার সকল্প ব্যক্ত করলেন। তাঁর এ ফয়সালার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, তুমি এমনটি করলে তোমার যতপ্রকার কঠিন সমস্যা রয়েছে—যার জন্যে তোমরা দু'আ করে থাকো, আল্লাহ তা'আলার দয়ায় সেগুলোর আপনা-আপনিই সমাধান হয়ে যাবে এবং তোমার পূর্বকৃত গুনাহ রাশি মাফ করে দিবেন এবং সে ব্যাপারে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

'মা'আরিফুল হাদীসের' এ খণ্ডেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের ফযীলতের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসে কুদসী সংবলিত বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। যাতে আছে ঃ

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُه اَفْضَلَ مَا اُعْطِىَ السَّائِلِيْنَ

যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, এছাড়া আল্লাহ্‌র অন্যান্য যিকর এবং নিজ অভাব-অনটনের জন্যে যাজ্ঞা-প্রার্থনা করার সময়ও সে পায় না, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে যা দেওয়া হবে সে যাজ্ঞাকারীদের তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশি ও উত্তম হবে।

যেভাবে ঐ হাদীসে সবসময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে ব্যস্ত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত ও দানের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তিবর্গকে যাজ্ঞাকারীদের তুলনায় এবং যিকর দু'আকারীদের তুলনায় অনেক উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে, ঠিক তেমনি উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা) বর্ণিত এ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এসব মুখলিস ও প্রেমিক উম্মতীদের জন্যে—যারা নিজেদের অভাব অনটনের জন্যে দু'আ করার কথা বিস্মৃত হয়ে সমস্তটা সময় কেবল প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ পাঠে-তাকে সালাত ও সালাম প্রেরণের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে

রেখেছেন এবং নিজেদের অভাব-অনটন সংক্রান্ত দু'আর পরিবর্তে তখনও নবীজীর প্রতি সালাত ও সালামেও অতিবাহিত করেন তাঁদের জন্যে আল্লাহ্‌র একান্ত খাস রহমতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং আরো বলেছেন যে, তাদের সকল কঠিন ও গুরুতর সমস্যার তিনি অত্যন্ত সহজ সমাধান গায়েব থেকে করে দেবেন এবং তাদের গুনাহ মার্জনা করে দেয়া হবে।

এর রহস্য কথা হলো এই যে, যেভাবে কুরআন মজীদ নিয়ে ব্যস্ততা এবং একেই ওযীফা বা জপমালা বানিয়ে নেওয়াটা আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থের প্রতি পরম বিশ্বাস ও চরম আসক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং এজন্যেই এমন ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র খাস রহমতের যোগ্যতর পাত্র; অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালামের এমন নিষ্ঠাপূর্ণ আসক্তি যে, নিজের অভাব অনটনের কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি কেবল সালাত-সালাম প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র প্রিয় নবীর প্রতি নিখাঁদ ভালবাসা ও সাচ্চা ঈমানেরই পরিচায়ক, এমন মুখলিস বান্দারাও সে অধিকারের হকদার যে, আল্লাহ তা'আলা না চাইতেই তাদের সকল সমস্যার সমাধান ও সকল অভাব-অনটন পূরণ করে দেবেন।

এ ছাড়া সে সব হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, যেকোন বান্দা যখন একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দশটি করে রহমত তার প্রতি বর্ষিত হয়ে থাকে, তার আমলনামায় দশটি করে নেকি লিখিত হয়, দশটি গুনাহ মোচন করে দেওয়া হয় এবং দশটি স্তরে তার মর্যাদা উন্নীত হয়। একটু ভেবে দেখুন তো, যে বান্দাটির অবস্থা এমন হবে যে, সে তার ব্যক্তিগত দু'আর সময়টাও কেবলমাত্র প্রিয় নবীর জন্যে সালাতের দু'আয় কাটিয়ে দেয়, নিজের জন্যে কিছু চাওয়ার বা প্রার্থনার সময় পর্যন্ত তার হয়ে উঠে না, তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত কী মুশলধারে বর্ষিত হতে পারে!

তার অপরিহার্য ফল দাঁড়াবে এই যে, সে না চাইতেই আল্লাহ্‌র রহমত এসে তার সকল অনটন পূর্ণ করবে, তার সকল অভাব মিটিয়ে দেবে। গুনাহরাশির প্রভাব থেকে সে ব্যক্তি পূর্ণ অব্যাহতি পেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এসব হাকীকতের পূর্ণ প্রত্যয় ও আমল নসীব করুন।

দরূদ শরীফ দু'আ কবূলিয়তের ওসীলা স্বরূপ

٣٠٥– عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْئٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ عَلٰى نَبِيِّكَ (رواه الترمذى)

৩০৫. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'আ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানেই আটকে থাকে, যতক্ষণ না তুমি তোমার নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, তা একটুও উপরে উঠতে পারে না। – (জামে' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি দু'আর আদব অধ্যায়ে ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (হাদীস নং-১২৩) তাতে এ ব্যাপারে হিদায়াত চাওয়া হয়েছে যে, দু'আকারী ব্যক্তির সর্বপ্রথম আল্লাহ্র স্তব-স্তুতি করা, তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং তারপর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিজের অভাব-অনটনের ব্যাপারে দু'আ করা উচিত। হযরত উমর (রা)-এর উক্ত বাণী দ্বারা জানা গেল যে, দু'আর পরেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাত প্রেরণ করা উচিত। তা দু'আ কবূল হওয়ার ওসীলা স্বরূপ।

'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে শায়খ আবূ সুলায়মান দারানী (র)-এর যবানীতে বর্ণিত হয়েছে যে, দরূদ শরীফ (যা রাসূলুল্লাহ সা-এর জন্যে একটা সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের দু'আ) তা তো আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই কবূল করে থাকেন। তারপর বান্দা যখন তার দু'আর পূর্বেও আল্লাহ তা'আলার কাছে হুযুর (সা)-এর জন্যে দু'আ করে এবং তারপরেও তাঁর জন্যে দু'আ করে, তখন আল্লাহ তা'আলার দয়াল সত্তার কাছে এমনটি আশা করা যায় না যে, তিনি আগের এবং পরের দু'আগুলো তো কবূল করে নেবেন এবং মধ্যকার এ বেচারার দু'আটি প্রত্যাখ্যান করে দেবেন। এ জন্যে পূর্ণ আশা রাখা চাই যে, যে দু'আর আগে ও পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ থাকবে, তা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কবূল হবে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতে একথা স্পষ্ট নয় যে, দু'আ কবূলিয়ত সংক্রান্ত উক্ত বক্তব্যটি হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে শুনেছিলেন, নাকি এটা তাঁর নিজের বাণী। কিন্তু এ এমনি একটি বক্তব্য, যা কোন ব্যক্তি নিজে থেকে বলার সাহস পাবেন না, বরং আল্লাহ্র নবীর মুখে শুনে বলাটাই অধিকতর বুদ্ধিগ্রাহ্য। এ জন্যে মুহাদ্দিসগণের সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী এ রিওয়ায়াত হাদীসে মারফূ শ্রেণীভুক্ত হতে পারে এবং এটি ঐ পর্যায়ের বলেই গণ্য।

দুনিয়ার যে কোন স্থান থেকে প্রেরিত দরূদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছেনো হয়

٣٠٦– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَّلاَ تَجْعَلُوْا

قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ

(رواه النسائئ)

৩০৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা নিজেদের ঘরসমূহকে কবর বানিয়ে নিও না। আমার কবরকে মেলা বানিয়ে ফেলিও না। তোমরা আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করতে থাকবে, কেননা তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের সালাত আমার নিকট পৌঁছবেই। – (সুনান নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তিনটি হিদায়াত দেওয়া হয়েছে ঃ

১. নিজেদের ঘরসমূহকে কবর বানিয়ে ফেলিয়ো না। এর অর্থ মুহাদ্দিসগণ এরূপ করেছেন যে, যেরূপ কবরে মুর্দাগণ যিকর ও ইবাদত করেন না এবং কবরসমূহ যিকর ও ইবাদত-বন্দেগী থেকে শূন্য থাকে, তোমরা তোমাদের বাসস্থানসমূহকে সেরূপ বানিয়ে তোল না যেন। বরং তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা আবাদ রাখবে। এর দ্বারা জানা গেল যে, যে ঘরে ইবাদত-বন্দেগী হয় না। সেটা জীবিতদের ঘর বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, বরং মৃতদের বাসস্থান বা কবরস্তান শব্দটি এমন ঘরসমূহের জন্যেই প্রযোজ্য।

২. দ্বিতীয় হিদায়াতটি হচ্ছে, আমার কবরকে মেলার স্থল বা তীর্থস্থানে পরিণত করো না। অর্থাৎ যেভাবে বছরের কোন এক বিশেষ সময়ে মেলাসমূহে লোকসমাগম ঘটে, তেমন কোন মেলা যেন আমার কবরে তোমরা বানিয়ে না দাও!

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহগণের মাযারসমূহে উরসের নামে যেসব মেলা বসে থাকে, তা থেকে অনুধান করা চলে যে, আল্লাহ না করুন এমন কোন মেলা যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাযারকে কেন্দ্র করে বসতো তাহলে তাঁর পবিত্র আত্মা তাতে কতই না ব্যথিত ও দুঃখিত হতো!

৩. তৃতীয় যে হিদায়াতটি করা হয়েছে তা হলো তোমরা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে[১] যেখানেই অবস্থান করো না কেন, পাশ্চাত্যে থাকো অথবা প্রাচ্যেই থাকো, তোমাদের প্রেরিত সালাত-সালাম সেখান থেকেই আমার কাছে পৌঁছে যাবে।

---

১. জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে জাতীয় বাগধারা উর্দু ভাষায় প্রচলিত না থাকলেও বাংরায় এর প্রচলন আছে এবং বাস্তবেও এখন লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অহরহ আকাশ ভ্রমণে লিপ্ত থাকেন। তাঁদের দরূদও এ হাদীসের মর্মের আওতাধীন। কেননা, হাদীছে স্পষ্ট আছে ঃ এ জন্যে মওলানা নু'সানী সাদ্দা যিল্লুহুল আলী 'অন্তরীক্ষে' শব্দার্থ ব্যবহার না করা সত্ত্বেও আমরা তা করেছি। – অনুবাদক

ঐ একই বক্তব্য প্রায় কাছাকাছি শব্দমালা যোগে তাবারানী তাঁর নিজ সনদে হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর যবানীতে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁর শব্দমালা হচ্ছে ঃ

حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنْ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে সব নেক বান্দাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হৃদয়ের সম্পর্কের কিছুটাও দান করেছেন, তাঁদের জন্যে এটা কতবড় খোশখবরী ও সান্ত্বনা বাণী যে, চাই হাজার হাজার মাইল দূর থেকেই হোক না কেন, তাঁদের সালাত ও সালাম তাঁর দরবারে অবশ্যই পৌঁছে যাবে।

قرب جانى چو بود ے بعد مكانى سهل است

রূহের নৈকট্য যদি রয়
স্থানের দূরত্ব কিছু নয়।
[তাই তো বাঙালী কবি গেয়ে উঠেছেন ঃ
"পঙ্গু আমি আরব সাগর লঙ্ঘি কেমন করি ?"
"তবেও আরব সাগরের হাওয়া,
আমার সালামখানি পৌঁছে দিস্ তুই
নবীজীর রওজায়।"
"দূর আরবের স্বপ্ন দেখি,
বাংলাদেশের কুবীর হতে......।"
ইত্যাদি ইত্যাদি। – অনুবাদক]

٣٠٧– عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىْ السَّلاَمَ (رواه النسائى والدارمى)

৩০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র এমন কিছু ফিরিশতা রয়েছেন, যারা অহরহ পর্যটনরত। তাঁরা আমার উম্মতীদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌঁছাতে থাকেন।

– (সুনানে নাসায়ী ও মুসনাদে দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাবারানীতে সঙ্কলিত অপর এক হাদীসে এতটুকু বিস্তারিত ও বর্ধিত বর্ণনাও আছে যে, সালাত সালাম নবীজীর খিদমতে উপস্থাপনকারী ফিরিশতাগণ সালাত ও দরূদ প্রেরণকারী উম্মতীর নামধামসহ তাঁর দরূদ পৌঁছিয়ে থাকেন। তারা এরূপ বলেন ঃ

يَا مُحَمَّدُ صَلِّى عَلَيْكَ فُلاَنُ كَذَا وَكَذَا

– হে মুহাম্মদ! আপনার অমুক উম্মত আপনার প্রতি এরূপ এরূপভাবে সালাত-সালাম আরয করেছে। হযরত আম্মার (রা) বর্ণিত এ হাদীসেরই অন্যান্য কোন কোন রিওয়ায়াতে একথাও আছে যে, ফিরিশতাগণ উক্ত সালাত প্রেরণকারীর নাম তার পিতৃপরিচয়সহ এভাবে উল্লেখ করে থাকেন ঃ

يَا مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ

– হে মুহাম্মদ! অমুক অমুক তোমার উপর দরূদ পাঠ করেছে। কতই না সৌভাগ্য এবং কতই না সস্তা সওদা! যে উম্মতি খালিস অন্তরে সালাত ও সালাম আরয করে থাকে, তা তার নামধাম পিতৃপরিচয়সহ নবীজীর দরবারে পৌঁছে যায়! আর এভাবে এ বেচারা উম্মতীর সাথে সাথে তার পিতার নামটাও ফিরিশতাদের মাধ্যমে উক্ত উঁচু দরবারে পৌঁছে যায়!

جاں ميدهم در آرزوۓ قاصد آخر باز گو
در مجلس آں ناز نين حرفے كه ازما ميرود

– হে বার্তাবহ! আকাঙ্ক্ষায় জীবন দেবো, অবশেষে বলবে – সেই প্রিয় মজলিসে ক'টা কথা, যা যাবে আমার পক্ষ থেকে।

٣٠٨– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (رواه ابو داؤد والبيهقى فى الدعوات الكبير)

৩০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখনই কেউ আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করে, তখনই আল্লাহ আমার আত্মাকে আমার দেহে ফিরিয়ে দেবেন–যাতে করে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।

– (সুনানে আবূ দাঊদ, বায়হাকী প্রণীত দাওয়াতুল কবীর)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালা দর্শনে رد الله على روحى কারো মতে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, তাঁর রূহ মুবারক বুঝি পবিত্র দেহ থেকে এমনিতে বিচ্ছিন্ন থাকে। কেবল যখন কেউ সালাত-সালাম আরয করে তখনই সালামের জবাব দানের সুবিধার্থে রূহ মুবারককে পবিত্র দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এ ধারণাটি কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না। যদি এ ধারণাকে যথার্থরূপে ধরে নেওয়া হয় তাহলে মানতেই হবে, দৈনিক লাখ লাখ কোটি কোটিবার তাঁর পবিত্র আত্মা পবিত্র দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশীকরণ ও নির্গমন ক্রিয়া ঘটে থাকে। কেননা, এমন কোন দিনক্ষণ নেই, যখন তাঁর লাখ লাখ কোটি কোটি উম্মত দূর থেকে সালাত ও সালাম প্রেরণ না করছেন বা মাযার শরীফে হাযির হয়ে সালাম আরয না করছেন। সব সময়ই সেখানে নবী প্রেমিক মু'মিন বান্দাদের ভিড় লেগেই আছে! বছরের যে কোন সাধারণ দিনেও সেখানে হাজার হাজার লোক সশরীরে হাযির হয়ে থাকেন।

এছাড়া নবী-রাসূলগণের নিজেদের কবরসমূহে জীবিত থাকার ব্যাপারটি একটি সর্বজন স্বীকৃত সত্য। যদিও সে জীবনের ধরন-ধারণ সম্পর্কে উম্মতের উলামাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এতটুকু কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শরীয়তের দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম বিশেষত সাইয়িদুল আম্বিয়া (সা) তো নিজেদের কবরে জীবনসহ বিদ্যমান রয়েছেন। তাই হাদীসের অর্থ কোনক্রমেই এরূপ করা যাবে না যে, তাঁর পবিত্র দেহ রূহশূন্য নিষ্প্রাণ অসাড় অবস্থায় পড়ে থাকে, আর যখনই কেউ সালাম আরয করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে জবাব দেওয়ানোর উদ্দেশ্যে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেন। তাই অধিকাংশ ভাষ্যকারই 'রূহ ফিরিয়ে দেওয়ার' ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন, কবর মুবারকে পবিত্র রূহ মুবারক অহরহ পরকালের দিকে এবং আল্লাহ তা'আলার জামালী ও জালালী তাজাল্লীসমূহ দর্শনরত (আর এটাই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য) তারপর যখনই কোন মু'মিন বান্দা সালাত-সালাম আরয করে তখনই তাঁর রূহানী তাওয়াজ্জুহ এদিকে নিবিষ্ট হয় এবং তিনি সে সালামের জবাবও দান করেন। এটাকেই রূপকভাবে রূহ ফিরিয়ে দেয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ দীন লেখক আরয করছি যে, এ সব ব্যাপার স্যাপার কেবল তাঁরাই কিছুটা অনুভব করতে পারবেন, যাঁদের আলমে বরযখের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা বা সম্পর্ক আছে। আল্লাহ তা'আলা এসব তত্ত্বকথার জ্ঞান নসীব করুন!

এ হাদীসের মর্মকথা হচ্ছে, যে উম্মতীই খালিস অন্তরে নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম তথা দরূদ প্রেরণ করবে, তিনি কেবল অভ্যাসবশে বা ভাসাভাসা-

ভাবে তার মৌখিক জবাবই দেন না, বরং রূহ ও কলব নিবিষ্ট করে তার সালামের জবাব দিয়ে থাকেন। আসলেও যদি গোটা জীবনের সকল সালাত ও সালামের কোনই ছাওয়াব বা বিনিময় না পাওয়া যায়, কেবল তাঁর জবাবটাই পাওয়া যায়, তাহলেই তো সবই জুটে গেল!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহ্মত-বরকত বর্ষিত হোক।

٣٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৩০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরে হাযির হয়ে সালাম সালাত আরয করে, আমি তা নিজ কানে সরাসরি শুনতে পাবো, আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করবে, তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে। — (বায়হাকী-শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা এ বর্ণনাটিই খোলাসাভাবে পাওয়া গেল যে, ফিরিশতাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে কেবল ঐ সালামই পৌঁছানো হয়ে থাকে, যা কেউ দূর থেকে প্রেরণ করে থাকে। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সশরীরে তার কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন, তাঁরা সেখানে হাযির হয়েই সালাত-সালাম আরয করলে তিনি তা' সরাসরি শুনতে পান এবং যেমনটি এ হাদীস থেকে এই মাত্র জানা গেল, তিনি তার জবাবও দিয়ে থাকেন।

কতই না ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক, যাঁরা প্রতিদিন শত শতবার হাজার হাজার বার তাঁর খিদমতে সালাত প্রেরণ করে থাকেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে জবাবও লাভ করে থাকেন! হক কথা তো হলো এই যে, সারা জীবনের সালাত ও সালামের জবাব যদি একটি বারই জুটে যায়, তাহলে মবব্বতের কণামাত্র যাঁদের নসীব হয়েছে তাঁদের জন্যে তাই ইহলোক পরলোকের সমস্ত বিত্ত-বিভব থেকে উত্তম। কোন এক প্রেমিক কত চমৎকারই না বলেছেন ঃ

بہر سلام مکن رنجہ درجواب آں لب
نہ صد سلام مرابس یکے جواب ازتو

– সালাম দিয়ে সে পবিত্র অধরের, জবাবের জন্যে হয়ো না মগ্ন আমার শত সালামের যদি একটি জবাব জুটে, ধন্য হবে মোর তাতেই মানব জনম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

– হে আল্লাহ! উম্মী নবী এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর দরূদ-সালাম এবং বরকত নাযিল কর, যেমন এবং যে পরিমাণ তুমি পসন্দ কর এবং সন্তুষ্ট হও।

দরূদ ও সালামের বিশেষ বিশেষ কালিমাসমূহ

উপরে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের আদেশ আমাদের তথা বান্দাদের প্রতি দিয়েছেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) নানা ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণনা করেছেন যা ইতিমধ্যেই সশ্রদ্ধ পাঠকবর্গ পাঠ করেছেন। তারপর সাহাবায়ে কিরামের জিজ্ঞাসার জবাবেও রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত ও সালামের বিশেষ বিশেষ কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন। নিজের অবস্থান ও সামর্থ্য অনুসারে হাদীসের কিতাবপত্র তন্ন তন্ন করে ঘাটাঘাটি করে নিম্নলিখিত এ সংক্রান্ত হাদীস সংগ্রহ করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ

٣١٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

(رواه البخارى ومسلم)

৩১০. মশহুর তাবেয়ী আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার হযরত কা'আব ইব্ন উজরা (রা) (যিনি বায়'আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন) এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একটি মূল্যবান উপহার দেবো যা আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখে শুনেছি ? (অর্থাৎ তোমাকে একটি হাদীস শুনাবো ?) আমি

বললাম ঃ জ্বী হাঁ, আপনি আমাকে সে উপহারটি দান করুন! তিনি বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্নচ্ছলে বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তো আপনাকে সালাম দেবার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, আমরা যেন তাশাহহুদে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

বলে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করি, এখন আমাদেরকে একথাও বলে দিন যে, আমরা আপনার প্রতি সালাত কিভাবে প্রেরণ করবো ? জবাবে বললেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

"হে আল্লাহ! আপনার খাস রহমত বর্ষণ করুন মুহম্মদ (সা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি যেমনটি খাস রহমতে ধন্য করেছেন ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে। নিঃসন্দেহে আপনি স্বমহিমায় প্রশংসিত ও স্বগুণে মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! আপনার খাস বরকত নাযিল করুন মুহম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেমনটি খাস বরকতে ধন্য করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে। নিঃসন্দেহে আপনি স্বমহিমায় প্রশংসিত এবং স্বগুণে মর্যাদাবান।

– (সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত কা'আব ইব্ন উজরা (রা) আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লাকে এ হাদীসটি যে শানদার ভূমিকাসহ শুনান, তদ্বারা অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না যে, তিনি এ দুরূদ শরীফটিকে কী মহাত্ম্যপূর্ণ ও মূল্যবান বলে বিবেচনা করতেন। তাবারী এ হাদীসেরই রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে বলেন যে, কা'আব ইব্ন উজা (রা) এ হাদীসখানা আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লাকে শুনিয়েছিলেন, যখন তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে রত ছিলেন।[১] এর দ্বারাও তাঁর অন্তরে এর প্রতি কিরূপ সম্ভ্রমবোধ ছিল, তা অনুমান করা চলে।

১. ফাৎহুল বারী, কিতাবুদ দাওয়াত

ঐ একই হাদীসের বায়হাকী শরীফের রিওয়ায়াতে আছে, সালাত অর্থাৎ দরূদ শরীফের তরীকা সংক্রান্ত এ প্রশ্নটি তখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে করা হয়েছিল, যখন সূরা আহযাবের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ[১]

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

এ আয়াতে সালাত ও সালামের যে নির্দেশ দেয়া হয়, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই এ পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সালাত প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন তা আমরা কেমন করে পালন করবো ? – এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) যে সব কালিমা এ হাদীসে এবং অনুরূপ অন্য অনেক হাদীসে শিক্ষা দিয়েছেন, অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ এতদ্বারা জানা গেল যে, তাঁর প্রতি আমাদের সালাত প্রেরণের তরীকা হচ্ছে আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা জানাবো যে, তিনি যেন তাঁর নবীর প্রতি সালাত ও বরকতরাশি অবতীর্ণ করেন। তা এ জন্যে যে, আমরা যেহেতু দীন ভিখারী রিক্তহস্ত, আমাদের আদৌ এ যোগ্যতা নেই যে, আমাদের পরম হিতৈষী এবং আল্লাহ্র সম্মানিত বরণীয় নবীর দরবারে কোন উপঢৌকন পেশ করতে পারি, এ জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারেই আমাদের আকূল ফরিয়াদ, তিনি নিজে যেন সালাত ও বরকত নাযিল করুন অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত দানে সম্মানে রহমতে সোহাগে বাৎসল্যে মকবুলিয়তের স্তর অধিক থেকে অধিকতর উন্নীত করে তাঁর খাস রহমতের দ্বারা ধন্য করেন। উপরন্তু তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতিও যেন তিনি অনুরূপ আচরণ করেন।

সালাতের প্রার্থনার সাথে সাথে বরকতের প্রার্থনার হিকমত বা রহস্য

'সালাত' সম্পর্কে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এ অনেক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সম্মান করা, প্রশংসা করা, রহমত, স্নেহ-বাৎসল্য, মর্যাদার স্তরে উন্নীতকরণ মঙ্গল কামনা, কল্যাণ প্রদান, কল্যাণের দু'আ করা-এসব অর্থেই সালাত শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 'বরকত' হওয়ার মানে হচ্ছে কারো জন্যে পূর্ণ আনুকূল্য, নিয়ামত এবং তার স্থায়িত্ব ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি সাধিত হওয়ার সপক্ষে ফয়সালা হওয়া। মোটকথা, বরকত এমন কোন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র কিছু নয়, যা সালাতের মধ্যে শামিল নেই। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে হুযুর (সা)-এর জন্যে সালাত-এর দু'আ করার পর নতুন করে বরকত ও রহমতের দু'আ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করা কালে নানা শব্দ নানা

১. ফাৎহুল বারী, কিতাবুদ দাওয়াত

ভঙ্গিতে বারবার তাঁর দরবারে প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতি করাটাই বাঞ্ছনীয় ও শোভনীয়। এতে বান্দার মালিকের প্রতি মুখাপেক্ষিতা, দীনতা ও ভিখারীপনার অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। এ জন্যে দরূদ শরীফ পাঠকালেও রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর আল-আওলাদের জন্যে সালাত প্রার্থনার সাথে সাথে বরকতের প্রার্থনা জানানোই বিধেয়। অন্য কোন কোন রিওয়ায়াতে সালাত ও বরকতের সাথে সাথে তাঁদের জন্যে তারাহ্‌হুম বা দয়া পরবশ হওয়ার প্রার্থনাও এসেছে–যা একটু পরেই বিবৃত হবে।

দরূদ শরীফে 'আল' শব্দের মর্ম

আলোচ্য দরূদ শরীফে 'আল' শব্দটি মোট চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা এর অনুবাদ করেছি পরিবার পরিজন বলে। আরবী ভাষায় বিশেষত কুরআন শরীফের ভাষায় কোন ব্যক্তির আল বলা হয় তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে–চাই তা রক্তের বা আত্মীয়তার বন্ধনের সম্পৃক্ততাই হোক, যেমন তার স্ত্রী পুত্র, চাই তার সাথে বন্ধুত্ব বা তার আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হিসাবে সম্পৃক্ততাই হোক– যেমন তার বন্ধু-বান্ধব, পার্শ্বচর, ভক্ত-অনুরক্ত এবং মিশনের অনুসারীবৃন্দ।[১] এ জন্যে ভাষাগত দিক থেকে ওখানে 'আল' শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী হাদীস-যা আবূ হুমায়দী সায়েদীর যবানীতে বর্ণিত হয়েছে, তাতে দরূদ শরীফের যে শব্দমালা আছে, তার দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে 'আল' শব্দের দ্বারা ঘরের লোকজন বা পরিবার-পরিজনই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম (স)-এর মহধর্মিণীগণ তাঁর আল-আওলাদ এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্তগণ যাঁরা তাঁর জীবন ধারনার সাথে জড়িত হয়ে ধন্য হয়েছেন (মর্যাদার দিক থেকে বড় হয়ে ও অনেকের জীবনে এ সৌভাগ্য ঘটেনি) অনুরূপভাবে এটাও তাঁদের একটি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদা যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতো তাঁদের প্রতিও দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আর এজন্যে এটাও কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, উম্মুল মু'মিনীন তথা নবী সহধর্মিণীগণ যাঁরা নিঃসন্দেহে 'আল' গন্ডীভুক্ত ছিলেন– তাঁরাই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক

১. ইমাম রাগিব ইস্পাহানী তাঁর বিখ্যাত 'মুফরদাতুল কুরআনে' 'আল' শব্দ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বলেছেন ঃ

ويستعمل فى من يختص بالانسان اختصاصا ذاتيا اما بقرابة قريبة او بموالاة قال عز وجل (وال ابراهيم وال عمران) وقال ادخلوا ال فرعون اشد العذاب–

মানুষের সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা নিকটতম নৈকট্যসূত্রে অথবা বন্ধুত্ব সূত্রে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে ال শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اٰلِ عِمْرَانَ (ইবরাহীমের বংশধর, ইমরানের পরিবার) তিনি আরো বলেন, اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابَ ফিরাউনের বংশধরকে কঠোরতম আযাবে নিক্ষেপ করো– (আলমুফরাদাত, পৃষ্ঠা-২০)

মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন (তাঁদের উপরে কেউ হতে পারেন না) আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম হওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানওয়ালা সৎকর্মাদি এবং ঈমানী উচ্চমানের অবস্থাদি-যাকে এক কথায় تَقْوٰى (তাক্‌ওয়া) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

– "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তারাই–যারা তাকওয়া-পরহেজগারীতে সর্বাগ্রগামী।"

এর উপমা ঠিক এরূপ, যেমন আমাদের এ প্রাত্যহিক জগতে যখন কোন প্রিয়জন বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি কোন বুযুর্গের জন্যে কোন হাদিয়া- তোহ্‌ফা প্রেরণ করে, তখন তার উদ্দিষ্ট থাকে, ঐ বুযুর্গ এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ঘনিষ্ঠ জনরা এবং তাঁর পরিবার-পরিজনও তা' ব্যবহার করে আনন্দ পাবেন। এটাই উটৌকনদাতা এবং তার ঘনিষ্ঠ প্রিয় জনদের স্বাভাবিক কামনা হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি দরূদ শরীফও একটি তোহ্‌ফা ও সওগাত স্বরূপ, যা উক্ত জনেরা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে পাঠিয়ে থাকেন। রাসূলে পাক (সা)-এর সাথে সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিবার-পরিজনকে এতে শামিল করে নেওয়াটা হচ্ছে তাঁকে প্রাণ ভরে ভালবাসারই নিদর্শন। এবং এতে রাসূলে করীম (সা)-এর আনন্দিত হওয়াটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ জন্যে এসব ব্যাপারে কে অগ্রগণ্য কে পরে গণ্য, এসব কালাম শাস্ত্রীয় বিতর্ক উত্থাপন করা মোটেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, এ অধম লেখকের মতে, এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে, দরূদ শরীফে 'আলে-মুহম্মদ' বলতে, নবী করীম (সা)-এর পরিবার-পরিজন-তাঁর সহধর্মিণীগণ তাঁর সন্তান সন্ততিরাই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে আলে ইবরাহীম বলতে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবার-পরিজনকেই বুঝানো হয়েছে। কুরআন শরীফে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহধর্মিণীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُه عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

– নিঃসন্দেহে উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'আহলে বায়ত' হচ্ছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আহলে বহিত তথা পরিবার-পরিজন।

দরূদ শরীফে ব্যবহৃত উপমাটির তাৎপর্য ও ধরন

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিখানো এ দরূদ শরীফে আল্লাহ তা'আলার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর 'আল'-এর প্রতি সালাত ও বরকত নাযিলের দরখাস্ত করতে গিয়ে আরয করা হয়েছে, এমনি সালাত ও বরকত তুমি তাঁদের প্রতি নাযিল কর, যেমনটি ইতিপূর্বে তুমি ইবরাহীম (আ) ও তাঁর 'আল'-এর প্রতি করেছিলে।

এ উপমা সম্পর্কে একটি মশহুর ইলমী আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে এই যে, উপমায় সাধারণত উপমান উপমেয় এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উপমেয় তার তুলনায় কম মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন ঠাণ্ডা পানিকে বরফের সাথে উপমা দিয়ে বলা হয়ে থাকে- এ ঠাণ্ডা পানিটুকু বরফের মত ঠাণ্ডা। এতে শৈত্যগুণ যে বরফেই বেশি, তা স্বীকৃত। কেননা, পানি যতই ঠাণ্ডা হোক না কেন, বরফ থেকে তা পানিতে কিছু না কিছু কমই থাকবে। বরফের শৈত্য তার চাইতে অধিক। উক্ত নিয়মানুযায়ী ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর আলের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হয়। কেননা দরূদ শরীফে মুহম্মদ (সা) এবং তাঁর 'আলের' প্রতি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর 'আল'-এর অনুরূপ সালাত ও রহমত-বরকত বর্ষণের দু'আ করা হয়েছে।

হাদীসের ভাষ্যকারগণ নানাভাবে এর জবাব দিয়েছেন- যা 'ফতহুল বারী' প্রভৃতি কিতাবে দেখে নেয়া যেতে পারে। এ অধম লেখকের মতে এর সর্বাগ্রগণ্য সন্তোষজনক জবাব হচ্ছে—উপমা অনেক সময় কেবল একটি নির্দিষ্ট ধরন বুঝাবার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি এক সুনির্দিষ্ট ধরনের কাপড়ের একটি টুকরো নিয়ে কাপড়ের বড় কোন দোকানে যায় যে, আমার এরূপ কাপড় চাই। অথচ সে যে কাপড়টি চায়, তার হাতে রক্ষিত পুরনো জীর্ণশীর্ণ বিবর্ণ কাপড় খণ্ডের তুলনায় তা উৎকৃষ্টই হয়ে থাকে। এ জাতীয় দোকানে রক্ষিত কাপড়টি নিশ্চয়ই নতুন এবং এর চাইতে মুল্যবান ও চকচকে। নিঃসন্দেহে এ হিসাবে তার বাঞ্ছিত উপমেয় কাপড়টি অধিকতর মূল্যবান। দরূদ শরীফে ব্যবহৃত উপমাটি ঠিক এ ধরনেরই। তার অর্থ এই যে, যে জাতীয় বা যে ধরনের সালাত ও বরকতরাশি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর 'আল'-এর প্রতি বর্ষণ করে তাঁদেরকে ধন্য করা হয়েছিল, ঠিক সে ধরনের সালাত ও বরকতরাশি মুহম্মদ (সা) এবং তাঁর 'আল' (পরিজনের) প্রতি বর্ষণ করে তাঁদেরকেও ধন্য কর! হযরত ইবরাহীম (আ) কয়েক দিক দিয়ে সকল নবী-রাসূল বরং গোটা বিশ্বচরাচরের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী

* আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর আপন অন্তরঙ্গ-খলীল বানিয়েছেন ঃ

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً

* আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'ইমামতে কুবরা' দানে ধন্য করেছিলেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

* তিনি তাঁকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাতা বানিয়েছেন

* তাঁর পরবর্তী আমলে কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়াতকে তাঁরই পরিবারে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। বাইরের অন্য কেউই আর নবী হননি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) ছাড়া আর কারো প্রতি আল্লাহ্র এত দান ও করুণা বর্ষিত হয়নি এবং মহবুবিয়ত ও মকবূলিয়তের এত উচ্চ আসনে আর কেউই আসীন হননি। তাই দরূদ শরীফে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দু'আই করা হয়ে থাকে যে, এ জাতীয় দানসমূহের দ্বারা আপনি আপনার হাবীবা মুহম্মদ (স) এবং তাঁর 'আল'-কেও ধন্য করুন!

মোদ্দা কথা, এ উপমা হচ্ছে একান্তই ধরন-ধারণ নির্ধারক, যাতে অনেক সময় উপমানের চাইতে উপমেয়ই উত্তম হয়ে যায়। উপরে বর্ণিত কাপড়ের উপমাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দরূদ শরীফের আদ্যান্ত 'আল্লাহুম্মা' ও 'ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' প্রসঙ্গে

দরূদ শরীফের সূচনা করা হয়েছে 'আল্লাহুম্মা' শব্দটি দিয়ে আর তার সমাপ্তি টানা হয়েছে اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ বলে আল্লাহ্র দু'টি বরকতপূর্ণ নাম 'হামীদ' এবং মাজীদ দিয়ে। কোন কোন উঁচু স্তরের বুযুর্গ থেকে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে যে, (اَللّٰهُمَّ) শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সকল আসমাউল হুসনা (গুণবাচক বিশেষ্য) এর প্রতিনিধিত্বকারী আর এর মাধ্যমে দু'আ করা মানেই হচ্ছে তাঁর সমস্ত গুণবাচক নাম (৯৯) এর মাধ্যমে দু'আ করা। শায়খ ইবনুল কাইয়েম (جِلَاءُ الْاَفْهَامِ) 'জালাউল ইফ্হাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ-পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন- যা পণ্ডিত শ্রেণীর লোকদের দেখবার মতো। তিনি তাতে বলেছেন যে, এ অর্থটা সৃষ্টি হয়েছে اَللّٰهُمَّ শব্দটির তাশ্দীদযুক্ত 'মীম' অক্ষর থেকে। তারপর তিনি ভাষা বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারপর তাঁর সে দাবীর পক্ষে পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় বুযুর্গের অভিমত উদ্ধৃত রয়েছেন।[১] আর হামীদ ও মাজীদ আল্লাহ তা'আলার দু'টি অতীব বরকতপূর্ণ নাম। তাঁর তাবৎ জালালী ও জামালী গুণের প্রতিফলন ঘটেছে এতে। হামীদ হচ্ছেন সেই পবিত্র সত্তা যাঁর মধ্যে এমন সব গুণাবলী ও কৃতিত্বের সমাবেশ ঘটেছে যে, সকলের স্তব-স্তুতি স্বগুণে-স্বমহিমায় তাঁরই পাওনা।

---

১. প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর তিনি লিখেছেন ঃ

وهذا القول الذى اخترناه قدجاء عن غير واحد من السلف- قال الحسن البصرى اللهم مجمع الدعاء وقال ابو رجاء العطاردى ان الميم فى قوله اللهم فيها تسعة وتسعون اسما من اسماء الله تعالى وقال النظر شميل من قال اللهم فقد دعا الله لجميع اسمائه-جلا الانباى

আমরা যে বক্তব্যটা গ্রহণ করেছি, তা একাধিক অতীত মণীষী থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাসান বছরী বলেন, আল্লাহুম্মা হচ্ছে সমস্ত দু'আর সমষ্টি। আবূ রাজা আল-আতারিদী বলেন, আল্লাহুম্মা'র মীম-এর মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম নিহিত রয়েছে। নযর ইব্‌ন শামীল বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহুম্মা বলে, সে যেন আল্লাহ্র সমস্ত নামেই তাঁকে ডাকলো। -জিলাউল আফহাম, পৃষ্ঠা-৯৪

আর মাজীদ হচ্ছেন সেই পবিত্র সত্তা, যাঁর মধ্যে প্রতাপ-প্রতিপত্তি মাহাত্ম্যপূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। এ হিসাবে اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, হে আল্লাহ! তুমি সমস্ত জালালী ও জামালী গুণাবলীর আধার। এজন্যে সাইয়িদিনা মুহাম্মদ এবং আলে-মুহাম্মদ-এর উপর সালাত ও বরকত প্রেরণের প্রার্থনা তোমারই দরবারে জানাচ্ছি। কুরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণের কথা যেখানেই উল্লেখিত হয়েছে, সেখানেই আল্লাহ্র এ দু'টি নামের ঐ বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতার জন্যে এগুলোকেই বিলকুল এরূপই বাক্যের উপসংহার রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

মোদ্দাকথা اَللّٰهُمَّ দিয়ে দরূদ শরীফের সূচনা এবং اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ দিয়ে এর সমাপ্তি টানা বেশ অর্থপূর্ণ। এ দু'টি কালিমার এই তাৎপর্যপূর্ণ আবহ দরূদ শরীফের আবেদনকে অনেক তীব্র করে তুলেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

এ দরূদ শরীফের শব্দমালার রিওয়ায়াতগত মর্যাদা

হযরত কা'আব ইব্ন উজরার রিওয়ায়াতে দরূদ শরীফের যে পাঠ বা শব্দমালা উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ইমাম বুখারী (র) তা বুখারী শরীফের কিতাবুল আম্বিয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। (দেখুন ঃ বুখারী শরীফ, ১ম জিলদ পৃ. ৪৭৭) এ ছাড়া কমপক্ষে বুখারীর আরও দু'টি স্থানে ইমাম বুখারী (র) এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। একটি হচ্ছে সূরা আহযাবের তাফসীর প্রসঙ্গে (২য় জিলদ পৃ. ৭০০) এবং অপরটি হচ্ছে কিতাবুদ দাওয়াত-এ (জিলদ ২, পৃ. ৯৪১) ঐ দু'স্থানে দরূদ শরীফে كَمَا صَلَّيْتَ ও كَمَا بَارَكْتَ এর পরে عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ এর স্থলে কেবল عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ মুসলিমের রিওয়ায়াতেও অনুরূপ পাঠ রয়েছে। তবে হাফিয ইব্ন হাজার (র) এ হাদীসের সহীহায়ন ও অন্যান্য কিতাবের রিওয়ায়াতসমূহকে সম্মুখে রেখে ফাতহুল বারী' (فتح البارى) কিতাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কা'আব ইব্ন উজরা (রা) বর্ণিত দরূদ শরীফের পূর্ণ পাঠ

তাই, যা উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। যে সব বর্ণনায় কেবল عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ বা কেবল عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে বর্ণনাকারীদের স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে।[1] (দেখুন ঃ ফাতহুল বারী পারা ২৬, পৃ. ৫১)

হযরত কা'আব ইব্ন উজরা (রা) ছাড়াও আরো কয়েকজন সাহাবী থেকে এর কাছাকাছি বক্তব্য এবং দরূদ শরীফের প্রায় অনুরূপ শব্দমালা হাদীসের কিতাবসমূহে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। সে সব রিওয়ায়াত সম্মুখে আসছে।

٣١١- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (رواه البخارى)

৩১১. হযরত আবূ হুমায়দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হলো ঃ আপনার প্রতি কিভাবে দরূপ পাঠ করবো ইয়া রাসূলাল্লাহ ?

---

১. শায়খ ইবনুল কাইয়েম (র)-এর কিতাব (جلاء الافهام) জালাউল ইফহাম এর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দরূদ ও সালাম সংক্রান্ত তাঁর এ কিতাবখানি এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ কিতাব এবং এতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা বিধৃত হয়েছে। কিন্তু দরূদ শরীফের শব্দমালার ব্যাপারে তিনি একটি ভুলের শিকার হয়েছেন- যেখানে তিনি বলে ফেলেছেন ঃ

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-এ শব্দমালা সহীহ্ রিওয়ায়াতের মধ্যে কোথাও নেই। সহীহ্ বর্ণনাসমূহে হয় কেবল عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ আছে নতুবা কেবল عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ আছে। (জিলাউল ইফহাম, পৃ. ২৩০) অথচ প্রকৃত পক্ষে এ শব্দমালা কা'আব ইব্ন উজরার এ রিওয়ায়াতে সহীহ্ বুখারীতেই মওজুদ রয়েছে, যা ইমাম বুখারী (র) 'কিতাবুল আম্বিয়া'-তে রিওয়ায়াত করেছেন। (জিলদ ১ পৃ. ৪৭৭)

অনুরূপ সহীহ্ বুখারীর আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর রিওয়ায়াতেও তা মওজুদ রয়েছে। (দেখুন জিলদ ২ পৃ. ৯৪০) দরূদ শরীফের এ শব্দমালা সম্পর্কে প্রায় একই বিভ্রম ঘটেছে শায়খ ইবনুল কাইয়েমের উস্তাদ শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়ারও। তিনি লিখেন ঃ

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ-

-এর কোন সনদ আমার জানা নেই। (দেখুন ঃ ফাতাওয়া ইব্ন তায়মিয়া জিলদ ১ পৃ. ১৬১) এ জাতীয় ভুল বড় বড় অনেকেরই হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায় না। ভুলভ্রান্তি মুক্ত কেবল এক সত্তাই- لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى

জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ ....

"হে আল্লাহ! তোমার খাস রহমত নাযিল কর মুহম্মদ (সা) তাঁর সাথী-সহধর্মিণীগণ ও বংসধরদের প্রতি, যেমনটি তুমি নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ)-এর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ! সমস্ত স্তব-স্তুতি তোমারই জন্যে শোভনীয় এবং তাবৎ মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তোমারই"।

(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে দরূদ শরীফের যে শব্দমালা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা কা'আব ইব্ন উজরা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে কিছুটা ভিন্ন। প্রথম হাদীসে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ এবং اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ হাদীসে উভয় স্থানেই وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ স্থলে وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ বলা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে এ অধীন প্রথমোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সে সব ভাষ্যকারের বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে- যাঁরা বলেছেন যে, দরূদ শরীফে 'আলে মুহাম্মদ' বলতে নবী সহধর্মিণীগণ এবং নবী করীম (সা)-এর বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত হাদীসে كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ এবং كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়েছিল, অথচ এ হাদীসে উভয় স্থানে কেবল عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়েছে। হযরত আবূ হুমায়দ সায়েদী (রা)-এর এ রিওয়ায়াত ছাড়াও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহেও, যা পরে আসছে অনুরূপভাবে কেবল عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ এসেছে। কিন্তু যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, এ কেবল শাব্দিক তারতম্য, তাতে অর্থের তেমন কোন তারতম্য হয়নি। আরবী বাকধারায় যখন কারো নামোল্লেখ করে তার 'আল'-এর উল্লেখ করা হয়, তার উল্লেখ আলাদাভাবে না করা হয়, তা হলে সেও এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

- আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম এবং আলে ইমরানকে নির্বাচিত করেছেন। বলা বাহুল্য, এখানে ইবরাহীম (আ) নিজেও 'আলে ইবরাহীম'-এর মধ্যে শামিল রয়েছেন। অনুরূপ ঃ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ এবং اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং ফেরআউনও 'আলে ফেরআউন' শব্দের আওতাভুক্ত।

মোদ্দাকথা, উক্ত হাদীসদ্বয়ে দরূদ শরীফের যে সব শব্দমালা এসেছে, তাতে সামান্য তারতম্য কেবল শাব্দিক দিক থেকে রয়েছে, এজন্য উলামা-কুফাহাগণ বলেছেন, এর যে কোনটাই সালাত আদায় কালে পড়া চলে। অনুরূপ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের রিওয়ায়াতে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হতে যাচ্ছে তাতে বর্ণিত দরূদ শরীফের শব্দমালায় যে তারতম্য রয়েছে, সে সবই সালাতে পড়া চলে।

٣١٢- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهٗ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهٗ لَمْ يَسْئَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

(رواه مسلم)

৩১২. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা কতিপয় লোক হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাশরীফ নিয়ে এলেন। তখন (হাযিরীনে মজলিসের পক্ষ থেকে) বশীর ইব্ন সা'আদ তাঁর খিদমতে আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ পাঠের আদেশ দিয়েছেন। এবার (আমাদেরকে বলুন দেখি) ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবো ?

হাদীসের রাবী আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন। (যদ্বারা আমাদের ধারণা হয় যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশ্নটি মনঃপূত হয়নি) এমন কি আমাদের মনে হলো, হায়, যদি প্রশ্নটি না করা হতো! এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"হে আল্লাহ! তোমার খাস সালাত ও রহমত নাযিল কর মুহম্মদ এবং মুহম্মদ (সা)-এর আল-আওলাদের প্রতি, যেমনটি সালাত নাযিল করেছ ইবরাহীম-এর আলের প্রতি। এবং বরকত নাযিল কর মুহম্মদ এবং মুহম্মদ-এর আল-আওলাদের প্রতি যেমনটি বরকত নাযিল করেছো সমগ্র বিশ্বমাঝে আলে ইবরাহীমের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি-স্তবস্তুতির অধিকারী এবং সমস্ত মাহাত্ম্য তোমারই।" আর সালাম হচ্ছে যেমনটি তোমরা জ্ঞাত আছ। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) বর্ণিত এ হাদীছের তাবারীর রিওয়ায়াতে এতটুকু বাড়তি আছে যে, যখন বশীর ইব্ন সা'আদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আপনার প্রতি কিভাবে সালাত প্রেরণ করবো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন। এমন কি তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হলো ঃ (فسكت حتى جاءه الوحى) তারপর তিনি উক্তরূপ দরূদ শিক্ষা দেন। এ বাড়তি অংশ দ্বারা জানা গেল যে, তাঁর চুপ থাকাটা ওহীর অপেক্ষায় ছিল। আর এটাও জানা গেল যে, দরূদ শরীফের কালিমাসমূহ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু উক্ত হাদীস থেকে এও জানা গেল যে, দরূদ সংক্রান্ত এ প্রশ্নটি সর্বপ্রথম তাঁকে হযরত সা'আদ ইব্ন উবাদার মজলিসেই করা হয়েছিল, যার জবাবের জন্যে তাঁকে ওহীর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অন্যান্য কোন কোন সাহাবী (কা'আব ইব্ন উজরা এবং আবূ হুমায়দ সায়েদী প্রমুখ) গণের রিওয়ায়াতে এরূপ যে সব প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে, তা হয় এ মজলিসেরই ঘটনার বিবরণ, না হয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ প্রশ্ন করে থাকবেন এবং তিনি জবাবে তাঁদেরকে দরূদ শরীফের সে সব কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন, যা তাঁদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ হাদীসের পূর্বাপর দৃষ্টে এবং তাঁদের বর্ণিত শব্দমালার তারতম্য দেখে মনে হয় এই দ্বিতীয়োক্ত সম্ভাবনাই বেশি। আল্লাহ্ই সমধিক জ্ঞাত।

হযরত আবূ সাঈদ আনসারীর এ হাদীসের ইমাম আহমদ, ইব্ন খুযায়মা, হাকিম প্রমুখের রিওয়ায়াতে একটি বাড়তি ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বশীর ইব্ন সা'আদ (রা) দরূদ প্রেরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিলেন ঃ

كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِىْ صَلٰوَاتِنَا

"আমরা সালাত আদায়কালে আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠ করবো।"

এর দ্বারা জানা গেল যে, বিশেষত সালাত আদায়কালীন দরূদ পাঠ সম্পর্কেই তাঁকে প্রশ্নটি করা হয়েছিল এবং এ দরূদে ইবরাহীমই বিশেষত সালাতের মধ্যে পাঠের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত আবূ মাসঊদ আনসারীর এ রিওয়ায়াতেও আবূ হুমায়দ সায়েদী (রা)-এর হাদীসের মত كَمَا صَلَّيْتَ كَمَا بَارَكْتَ এর পর কেবল عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ রিওয়ায়াত করা হয়েছে এবং সর্বশেষে اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ এর পূর্বে فِى الْعَالَمِيْنَ শব্দের বাড়তি সংযোজন রয়েছে।

٣١٣– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ (رواه البخارى)

৩১৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালামের তরীকা তো আমরা রপ্ত করেছি, (অর্থাৎ তাশাহহুদে তা পেয়ে গিয়েছি ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ) এবার আমাদেরকে বলুন, আমরা আপনার প্রতি সালাত কিভাবে প্রেরণ করবো ?

জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমরা এরূপ আরয করবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

হে আল্লাহ! সালাত বর্ষণ করুন আপনার বান্দা ও রাসূল আলে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি যেমনটি সালাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি, খাস বরকতসমূহ নাযিল করুন মুহম্মদ (সা) এবং আলে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি, যেমনটি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ) ও আলে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি। (সহীহ্ বুখারী)

٣١٤– عَنْ طَلْحَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ : قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (رواه النسائى)

৩১৪. হযরত তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী, আমরা আপনার প্রতি কিভাবে সালাত প্রেরণ করবো ? জবাবে তিনি বললেন ঃ এভাবে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(সুনানে নাসায়ী)

٣١٥- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

৩১৫. হযরত বুরায়েদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালামের পদ্ধতি তো আমরা জেনেছি, এবার আমাদেরকে সালাতের পদ্ধতিটা বলে দিন ঃ

জবাবে তিনি বললেন, তোমরা এরূপ বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"হে আল্লাহ! আপনার সালাত ও রহমত, আপনার বিশেষ কৃপা ও করুণা নাযিল করুন মুহম্মদ এবং আলে-মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি, যেমনটি নাযিল করেছেন ইবরাহীমের প্রতি। নিঃসন্দেহে আপনি সকল স্তব-স্তুতি ও মাহাত্ম্য-মর্যাদার অধিকারী।"

(মুসনাদে আহমদ)

٣١٦- عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (رواه احمد وابن حبان والدارقطنى والبيهقى فى السنن)

৩১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যখন আমাকে সালাত প্রেরণ করবে, তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(মুসনাদে আহমদ, সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান, সুনানে দারা কুতনী, সুনানে বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণিত এ দরূদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র নামের সাথে তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও খাস লকব اَلنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ। শব্দটি জুড়ে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদে তাঁর এ বিশেষণটি একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ (الاعراف)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবদ্বয়ে তাঁর উল্লেখ এ বিশেষণযোগে করা হয়েছে। উম্মী শব্দের অর্থ নিরক্ষর বা লেখাপড়াহীন লোক। অর্থাৎ কিনা যে হিদায়াত তাঁর কাছে এসেছে, তা কোন উস্তাদ বা কিতাবের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তিনি তা প্রাপ্ত হয়েছেন। লেখা পড়ার দিক থেকে তিনি মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত। বলা বাহুল্য, এ শব্দটির মধ্যে-যা তাঁর একটি বিশেষণ ও লকবরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁর বিশেষ মাহবূবিয়ত এবং তাঁর নবুওত ও রিসালতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন পেশ করে দেয়া হয়েছে। ফার্সী কবির ভাষায় ঃ

نگار من بمکتب نه رفت وخط نه نوشت
بغمزه مسئله أموز شد مدرس شه

আমার প্রেমিক মক্তবে গমন করেনি। লিখাও শিখেনি, ইঙ্গিতে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং শত শিক্ষক হয়েছে!

٣١٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكَ فَقَالَ صَلُّوْا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوْا فِيْ

الدُّعَاءِ وَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(رواه احمد والنسائى)

৩১৭. হযরত যায়দ ইব্ন খারিজা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে প্রেরণ করতে হবে ?

জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে এবং খুব মনোনিবেশ সহকারে দু'আ করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(মুসনাদে আহমদ ও সুনানে নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইব্ন খারিজা আপনার প্রতি সালাত কীরূপে প্রেরণ করবো- এ প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ

صَلُّوْا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ

এ অধম লেখক وَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ এর অর্থ এটাই বুঝেছে যে, দরূদ শরীফ, যা মূলত আল্লাহ তা'আলার হুযুরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে একটি দু'আই, তা কেবল মৌখিকভাবে ভাসা ভাসা রূপে নয়, বরং পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করতে হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٣١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ شَهِدْتُّ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَعْتُ لَهٗ.

(رواه الطبرنى فى تهذيب الاثارفتح البارى)

৩১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি এরূপ দরূদ প্রেরণ করে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে সাক্ষ্য দেবো এবং তার জন্যে শাফা'আত বা সুপারিশ করবো। (তাবারী সঙ্কলিত তাহযীবুল আছার)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতকৃত এ দরূদে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর 'আলের' জন্যে সালাত ও বরকতের সাথে تَرَحُّم বা তাঁর প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শনের দু'আও রয়েছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, অনেক আলিম ও ফকীহ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে রহমত এর দু'আ করতে বারণ করেন, কেননা, এটা হচ্ছে আম মু'মিনদের জন্যে দু'আ। কিন্তু সালাত ও সালাম-এর সাথে যদি تَرَحُّم বা তাঁর প্রতি দয়াপ্রবণ হওয়ার দু'আ করা হয়, তা হলে তাতে আপত্তি নেই। তাশাহহুদে প্রত্যেক সালাতেই পড়া হয়ে থাকে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

এতে তাঁর প্রতি সালাম এর সাথে সাথে রহমতের দু'আও রয়েছে। অনুরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ দরূদে সালাত ও বরকতের দু'আর সাথে تَرَحُّم এর দু'আও করা হয়েছে। এভাবে تَرَحُّم এর দু'আ সালাত ও সালাম এর পূর্ণতা বিধানকারী বা সম্পূরক হয়ে যায়।

٣١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (رواه ابو داؤد)

৩১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ও আমার পরিজনের প্রতি সালাত প্রেরণের মাধ্যমে পূর্ণ ছাওয়াব হাসিল করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এরূপ বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"হে আল্লাহ! তোমার সালাত তথা খাস দান ও রহমত নাযিল কর নবী উম্মী মুহম্মদ (সা) তাঁর সহধর্মিণীগণ ও তাঁর আল-আওলাদের প্রতি, যেমনটি খাস রহমত নাযিল করেছো ইবরাহীমের আল-আওলাদ-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি স্তব-স্তুতি ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।"

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ভিত্তিতে অনেকের ধারণা দরূদসমূহের মধ্যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ। কেননা, বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি পূর্ণ বরকত ও রহমত এবং ছাওয়াব হাসিল করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন দরূদটি পাঠ করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ সালাতে ঐ দরূদটি পাঠ করা সর্বোত্তম যা ইতিপূর্বে প্রথমোক্ত হাদীসসমূহে অতিবাহিত হয়েছে। আর সালাতের বাইরে এ দরূদই সর্বোত্তম যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

٣٢٠- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّهُنَّ فِيْ يَدِيْ جِبْرَئِيْلُ وَقَالَ جِبْرَئِيْلُ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

৩২০. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার হাতের আঙ্গুলে গুণে গুণে দরূদের এ কলিমাগুলো শিক্ষা দেন এবং বলেন যে, রব্বুল ইয্যতের পক্ষ থেকে এরূপ নাযিল হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ .....

(মুসনাদে ফেরদৌস-দায়লমী, আবুল ঈমান-বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দরূদটিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিকট সালাত, বরকত ও তারাহহুমের দু'আর সাথে সাথে সালাম ও তাহান্নুনের (تحنن) দু'আ করা হয়েছে।

তাহান্নুন হচ্ছে প্রীতি সোহাগ ও বাৎসল্য। সালাম অর্থ সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ এবং হিফাযতে থাকা।

এ হাদীসটি সংক্রান্ত একথাটিও উল্লেখযোগ্য যে, কানযুল উম্মালের ১ম জিলদে যেখানে এ হাদীসখানা উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানেই সনদের দিক থেকে এর দুর্বলতার কথাটাও বলে দেয়া হয়েছে। তারপর এ কিতাবেরই দ্বিতীয় জিলদে দরূদ শরীফের এ কলিমাসমূহই হযরত আলী মুরতাযার যবানীতে মুস্তাদরক প্রণেতা আবূ আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী (র)-এর 'মা'রিফতে ইলমে হাদীস'-এর বরাতে ধারাবাহিক সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন। এ সনদের কোন কোন রাবীর উপর কঠোর সমালোচনাও করা হয়েছে। সাথে সাথে সুয়ূতী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তা অন্যান্য তরীকা বা সূত্রেও পেয়েছেন। হযরত আনাস (রা) থেকেও প্রায় একই মর্মের একখানা হাদীস রিওয়ায়াত আছে, যা ইব্ন আসাকিরের কানযুল উম্মালেও বর্ণিত হযেছে। হাদীস বেত্তাগণের এটা সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি যে, যয়ীফ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে তা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বিশেষত ফাযায়েযে আমল সংক্রান্ত যয়ীফ হাদীসসমূহও আমলযোগ্য। মোল্লা আলী কারী (র) (شرح شفاء) (শরহে শিফা) গ্রন্থে হাকিমের রিওয়ায়াতকৃত হযরত আলী (রা)-এর হাদীসের রাবীদের প্রতি কঠোর সমালোচনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

"চূড়ান্ত বিচারে এ হাদীসটি যয়ীফ আর উলামাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আমলসমূহের ফাযায়েলের ব্যাপারে যয়ীফ হাদীসও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে" (শারহে শিফা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৩)

এসব কথার দিকে লক্ষ্য রেখেই এ হাদীসখানা যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

এ পর্যন্ত যেসব হাদীস, লিখিত হয়েছে, যেগুলোতে দরূদ ও সালামের কালিমাসমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর সবগুলিই ছিল মারফু' শ্রেণীর হাদীস। অর্থাৎ এ সবগুলিই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ছিল। এগুলোতে দরূদ ও সালামের যে কালিমাগুলো শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এ সবগুলোর বুনিয়াদ বা ভিত্তি ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত আবূ মাসঊদ আনসারীর হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গে উপরে বলা হয়েছে যে, যখন হযরত বশীর ইব্ন সা'আদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা আপনার প্রতি

কিভাবে দরূদ প্রেরণ করবো, তখন তিনি অনেকক্ষণ ধরে নিরুত্তর ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে ওহী আসে এবং তিনি দরূদে ইবরাহীমী শিক্ষা দেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, দরূদ শরীফের ব্যাপারে তিনি মৌল নির্দেশনা ওহী থেকেই লাভ করেছিলেন। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, দরূদ ও সালামের যে সব কালিমা সময় সময় তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো ওহী ভিত্তিক। পক্ষান্তরে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দীন থেকে যে সব দরূদ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে সে বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান নেই এবং সেগুলোর ফযীলত হুযুর (সা)-এর শিক্ষা দেওয়া দরূদসমূহের সমকক্ষ নয়; যদিও-বা শাব্দিক দিক থেকে এবং অর্থের দিক থেকে এগুলোও বেশ উঁচু দরের এবং এগুলোর মকবূলিয়তের ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। ঐ পর্যায়ের দু'খানা দরূদ নিম্নে দেওয়া হচ্ছে। এর একখানা ফকীহুল উম্মত হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর যবানীতে হাদীসের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অপরখানা হযরত আলী মুরতাযা (র)-এর যবানীতে বর্ণিত এবং এ দু'খানা দরূদের দ্বারাই এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

٣٢١– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَحْسِنُوْا الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذَالِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوْا لَهُ فَعَلِّمْنَا فَقَالَ قُوْلُوْا :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِالْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে তখন সর্বোত্তম পন্থায় তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। কেননা, তোমরা জানো না যে, আল্লাহ চাহে তো তোমাদের এ দরূদ তাঁর কাছে পেশ করা হবে। তখন লোকজন বললো ঃ তা হলে আপনিই আমাদেরকে দরূদ প্রেরণ শিখিয়ে দিন! তিনি বললেন ঃ তোমরা এরূপ বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ..... اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

"হে আল্লাহ! তোমার খাস সালাত, রহমত ও বরকতসমূহ নাযিল কর নবীকুল শিরোমণি, মুত্তাকীগণের ইমাম, খাতামান নবীয়্যীন হযরত মুহাম্মদের প্রতি, যিনি তোমার খাস বান্দা ও রাসূল, পুণ্য ও কল্যাণের পথের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ও রহমতের নবী। (অর্থাৎ যার অস্তিত্ব গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ।) হে আল্লাহ! তাঁকে বিশেষ প্রশংসিত 'মাকামাম মাহমুদায়' অধিষ্ঠিত কর, যা পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের সকলের জন্যেই ঈর্ষণীয়।

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি সালাত বর্ষণ করুন, যেমনটি সালাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। নিঃসন্দেহে তুমি স্তব-স্তুতি ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। (ইব্‌ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ দরূদ শরীফের এ কলিমাগুলো হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আপন লোকজনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং মকবূল এ কলিমাগুলো। এতে দরূদে ইবরাহীমী ভুক্ত কলিমাসমূহ শামিল রয়েছে- যা হযরত কা'আব ইব্‌ন উজরা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়াতে ইতিপূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের বরাতে সর্বপ্রথমে উল্লেখিত হয়েছে।

٣٢٢– عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبِّىْ وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْئٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ وَالدَّاعِى اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَعَلَيْهِ السَّلاَمِ

(اورده القاضى عياض فى كتاب الشفا)

৩২২. হযরত আলী মুরতাযা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি এভাবে দরূদ প্রেরণ করতেন ঃ (সর্বপ্রথম তিনি সূরা

আহযাবের ঐ আয়াতখানা তিলাওয়াত করতেন- যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের আদেশ করা হয়েছে)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَـلاَئِكَتَـهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يَا اَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

তারপর বলতেন ঃ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبِّىْ وَسَعْدَ يْكَ

"হে আল্লাহ! তোমার এ ফরমান আমার শিরোধার্য, আমি সে হুকুম পালনের জন্যে হাযির প্রভু! হাযির!!

صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَـرِّ الرَّحِـيْمِ وَالْمَـلاَئِكَةِ الْمُـقَـرَّبِيْنَ وَالنَّـبِـيِّـيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ... الخ)

ঐ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যিনি পরম ইহ্সানকারী ও পরম দয়ালু নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ এবং সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবানদের পক্ষ থেকে এবং ঐসমস্ত সৃষ্টির পক্ষ থেকে, যারা হে রাব্বুল আলামীন তোমার তাসবীহ পাঠ করে থাকে, খাতামান-নাবিয়্যীন, সাইয়েদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, রাসূলে রাব্বুল আলামীন মুহম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক- যিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাহাদত তথা সাক্ষ্য দানকারী, সুসংবাদদাতা, তোমারই নির্দেশে তোমারই পানে আহ্বানকারী, প্রদীপ্ত প্রদীপ। তাঁর প্রতি সালাম বর্ষিত হোক!

(শিফা-কাযী ইয়ায (র))

ব্যাখ্যা ঃ এ দুরূদখানা শব্দ ও অর্থের দিক থেকে যে অনেক উচ্চ মার্গের এবং ঈমান উদ্দীপক, তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবে এ দরূদখানা নজরে পড়েনি। অবশ্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ও আলিম কাযী ইয়ায (রা) তাঁর বিখ্যাত (الشفاء بحقوق المصطفى) 'আশ শিফা বিহুকূকিল মোস্তফা' গ্রন্থে হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর বরাতে এ দরূদখানা উদ্ধৃত করেছেন।[১] আল্লামা কাস্তালানী মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া (مواهب الدنية) গ্রন্থে শায়খ যায়নুদ্দীন ইবনুল হুসায়ন মুরাগীর গ্রন্থ তাহকীকুন নুসরা ফী দারিল হিজরা' (تحقيق النصره فى دار الهجرة)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সা)-এর সালাতে জানাযায় হযরত আলী (রা) হুযুর (সা)-এর প্রতি এ দরূদখানাই পাঠ করেছিলেন এবং লোকজনের জিজ্ঞাসা করায় তিনি অন্যদেরকেও এ দরূদখানা শিক্ষা দিয়েছিলেন।[২] সে যাই হোক, শব্দমালা ও অর্থের দিক থেকে বড়ই চমৎকার ও প্রিয় এ দরূদখানা!

১. শারহে শিফা, জিলদ ৩, পৃ. ৪৮।
২. যুরকানী শারহে মাওয়াহিবুন লাদুন্নিয়া, জিলদ ৮, পৃ. ২৯১।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌উদ এবং হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর বরাতে দরূদ ও সালামের যে কালিমাসমূহ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা দ্বারা জানা গেল যে, উম্মতকে যে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা দেয়া ছকেই যে দরূদ পাঠ করতে হবে, তা জরুরী নয়; বরং প্রেমিক ভক্তরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে পারেন। তাই উম্মতের অনেক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গই এদের মধ্যে তাবেয়ীন এবং পরবর্তী কালের অনেক আল্লাহ প্রেমিক রয়েছেন, তাঁদের বরাতে দরূদের অনেক শব্দমালা প্রচলিত আছে; কিন্তু সেগুলো আমাদের মাআরিফুল হাদীসের আওতাবহির্ভুত এজন্যে এখানে সে সবের উল্লেখ সমীচীন বোধ করলাম না। আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে সে সব একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সঙ্কলিত করার ইচ্ছে আছে।

আল্লাহ তা'আলার ফযল এবং তাঁর প্রদত্ত তাওফীক বলে মাআরিফুর হাদীস-এর পঞ্চম খণ্ড এখানেই সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা এটা কবুল করুন এবং এর সঙ্কলক এরা পাঠকবর্গের জন্যে এটাকে রহমত ও মাগফিরাতের হেতু করুন!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন)—২০০৩—২০০৪/(অঃসঃ)—৫৭৩৫/৩২৫০